মাহবুবে খোদা (স)

মাহমূদুর রহমান

মাহবূবে খোদা (সা)

মাহ্‌মূদুর রহমান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মাহবূবে খোদা (সা)
মাহ্মূদুর রহমান

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৬৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0543-7

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৫
ইফাবা প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি ২০০০
পৌষ ১৪০৬
রমযান ১৪২০

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা

MAHBUBE KHODA (Life-sketch of Great Prophet) : written in Bengali by Mahmudur Rahman and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. January 2000

Price : Tk 65.00 US Dollar : 2.50

www.pathagar.com

পারিবারিক পাঠাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

প্রকাশকের কথা

নবীশ্রেষ্ঠ আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মহানবী (সা)-এর অনুপম আদর্শকে জানা ও সে অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তোলার জন্য তাঁর জীবনী পাঠ করা আমাদের কর্তব্য। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় মহানবী (সা)-এর মহান জীবনাদর্শভিত্তিক প্রচুর বই প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। যুগে যুগে নানান লেখক মহানবী (সা)-এর জীবনকে নিয়ে বিস্তর উচ্চমানের গবেষণার্ধমী গ্রন্থ লিখেছেন। সাধারণ পাঠকের জন্য সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্তই কম। মরহুম মাওলানা মাহমুদুর রহমান সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় 'মাহবূবে খোদা (সা)' শীর্ষক বইটি লিখে এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। অনেক আগে বইটি অন্য একটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকদের আগ্রহ ও প্রয়োজনের দিক বিবেচনায় রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বইটি পুনঃপ্রকাশ করা হলো।

'মাহবূবে খোদা'র ভাষাভঙ্গি অত্যন্ত সহজ। লেখক মহানবী (সা)-এর আগমনের পূর্বের অন্ধকার যুগ থেকে তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মহানবী (সা)-এর কর্মবহুল ও প্রভাববিস্তারী জীবনের কার্যক্রমকে লেখক সুচারুভাবে বিন্যস্ত করে এই গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। সাধারণ পাঠক যেমন এই গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবেন, গবেষক পণ্ডিত ব্যক্তিগণও এ গ্রন্থকে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। 'মাহবূবে খোদা (সা)' পুনঃপ্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

www.pathagar.com

লেখকের নিবেদন

রাসূলে আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী লিখিতে বসিয়া মনে হইতেছে যেন সমুদ্রকে একটি কলসিতে পুরিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার জীবনের এমন একটিও দিক নাই যাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক নহে। বস্তুত তাঁহার জীবনের সব কিছুই প্রশংসার্হ— সবই সুন্দর—সবই মধুর।

কি কবি, কি সাহিত্যিক, কি লেখক, কি সাধক সকলেই একবাক্যে এই কথাই বলিয়াছেন যে, আঁ হযরতের (সা)-এর জীবনী ও গুণাবলী বিরাট বিরাট গ্রন্থাকারে লিখিয়াও শেষ করা যায় না। রেভারেন্ড স্মিথ সত্যই বলিয়াছেন, "মোহাম্মদ একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এত বড় সৌভাগ্যশালী পুরুষ যে খুবই বিরল।" তাই দেখা যায়, রাসূলে খোদার জীবনী লিখিয়া কেহ দাবি করে নাই যে, তাঁহার আলোচনা অসমাপ্ত নহে।

দশ হাজারেরও অধিক সাহাবী (রা) আঁ হযরতের জীবনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ হাদীস তাঁহার জীবনী ও কার্যাবলীরই প্রকাশ মাত্র। কুরআন মজীদও তাঁহার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তবুও তাঁহার জীবনীকে—তাঁহার গুণাবলীকে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নহে; কারণ তিনি ছিলেন সর্বগুণালঙ্কৃত।

কবি হাফেযের ভাষায়—

"সম্ভব নহে বর্ণনা ওগো যেমন তুমি আছ হে গুণী;
খোদার পরে তুমিই শ্রেষ্ঠ, সংক্ষেপে মোরা এই জানি।"

যত সুন্দর করিয়াই তাঁহার জীবনী বর্ণনা করা হউক না কেন, তিনি উহার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর, অনেক ঊর্ধ্বে তাঁহার স্থান; এত ঊর্ধ্বে যে আমাদের কল্পনায়ও আসিবে না।

শেখ সা'দী সত্যই বলিয়াছেন—

"না দানাম কুদামী সুখন্ গু-য়ামাত; কে ওয়ালাতরী যাঁচে মান্ গূ-য়ামাত।

ভাবার্থ—

জানি না কেমনে গাহি এর গুণ
ভাবিয়া নাহিক পাই,
যত গেয়ে যাই দেখি তবু বহু
ঊর্ধ্বে তোমার ঠাঁই!

www.pathagar.com

ইহা জানিয়াও তাঁহার উম্মতেরা তাহাদের অপরিপক্ক হাতে তাঁহার জীবনী লিখিয়া আসিতেছে এবং চিরদিন লিখিবে। কেননা, উহা যে তাহাদের জন্য অমৃত সুধা! যত অল্প পরিমাণেই হউক না কেন, তবুও উহা পান করিবার জন্য যে তাহাদের সকলের মন সদা ব্যাকুল আগ্রহান্বিত!

এই অধম দীন লেখকও তাই বলিতেছি— "হে মাহ্বূবে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কাগজে কলমে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিব না জানি, তবুও কলম ধরিয়াছি। আপনি ফুল, আমরা বুলবুল! আপনি মধু, আমরা মৌমাছি! ফুল দেখিয়া বুলবুলের যেমন অন্তরের জ্বালা নির্বাপিত হয়, ফুল হইতে বিন্দু বিন্দু রস আহরণ করিয়া মৌমাছিরা যেমন আত্মতৃপ্তি পায়, তেমনি আমরাও আপনার জীবনচরিত আলোচনা করিয়া ও শুনিয়া তৃপ্ত মন-মরুভূমিতে রস সঞ্চিত করিতে চাই।

খোদা! এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকের সাহায্যে তোমার হাবীবের উম্মতবর্গ অনুপ্রাণিত হউক— উপকৃত হউক, তোমার দরবারে এই দু'আ।

কুরআন পাকে আছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ –

"রাসূলে খোদা (সা)-এর জীবনীতে তোমাদের জন্য অবশ্য সুন্দর আদর্শসমূহ রহিয়াছে।" (সূরা-আহ্যাব, ২ রুকূ)

হে খোদা! তোমার হাবীবের জীবনী পাঠ করিয়া আমরা প্রত্যেকে যেন নিজেদের জীবনকে তাঁহার আদর্শে গড়িয়া তুলিতে পারি, তুমি সেই তওফীক্ দান কর। আমীন!

— লেখক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অন্ধকার যুগ ১১
জন্মের পূর্বাভাস ২৭
পূর্বপুরুষ ও বংশমর্যাদা ৩১
জন্মলাভ ৩৬
শৈশব কাল ৩৯
দুগ্ধপান ৩৯, হালিমার গৃহে ৩৯, প্রথম কথা ৪২, মেঘের ছায়া প্রদান ৪৩, বক্ষ-বিদারণ ৪৪, আপন মায়ের কোলে ৪৫
মাতৃক্রোড়ে মুহাম্মদ (সা) ৪৭
মায়ের সাথে মদীনায় ৪৮, আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে ৪৯, আবু তালিবের আশ্রয়ে ৫০, গণকের ভবিষ্যদ্বাণী ৫০
মাহ্‌বূবে-খোদার সিরিয়া ভ্রমণ ৫২
যৌবনে মাহ্‌বূবে- খোদা ৫৬
হারবে ফুজ্‌জার ৫৭, জনসেবা ৫৮
দ্বিতীয়বার সিরিয়া যাত্রা ৫৯
বিবাহ বন্ধন ৬১
হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত সন্তান ৬৩
কা'বা নির্মাণ ৬৪
নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব মুহূর্তে ৬৭
নবুয়ত প্রাপ্তি ৭২, খাদীজা (রা)-এর পরীক্ষা ৭৩, ওহী বন্ধ ৭৩, আশ্বাসবাণী ৭৪
কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় ৭৫
ইসলাম প্রচারের সূচনা ৭৯
প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার ৮৩
মহাবিপদ ৮৭
আবু তালিবকে হাত করিবার চেষ্টা ৮৯
আবু তালিবের আতঙ্ক ৯০, নূতন ফন্দি ৯১
বিরোধীদের অস্ত্রসজ্জা ৯৩
বিফল ফন্দি ৯৫, বিদ্রূপ ও উৎপাত ৯৭
অত্যাচার ও উৎপীড়ন ৯৯
আঁ-হযরত (সা)-ও রেহাই পাইলেন না ১০২, হত্যা করিতে যাইয়া সভয়ে পলায়ন ১০৩

www.pathagar.com

প্রলোভনে নিরস্ত করার চেষ্টা ১০৪
নূতন উৎপাত ১০৭
বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নাবলী ১০৮
দাঁতভাঙ্গা উত্তর ১০৯
ফন্দি-ফিকির অন্বেষণ ১১৩
শত্রুদের গোয়ার্তুমি ১১৮
কুরআনের বক্তব্যের উপর হামলা ১২২
হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১২৪
ইসলামের প্রথম হিজ্‌রত ১২৫
হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১৩০
সীমাহীন বিপদ ১৩৬
অবরোধ ১৩৬, দ্বিতীয় হিজরত ১৩৮, অবরোধ ভঙ্গের সূচনা ১৩৯
দুর্যোগের মধ্যে আঁ-হযরত (সা)-এর কর্মতৎপরতা ১৪২
সত্যের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি ১৪৪, একদল খৃস্টানের ইসলাম গ্রহণ ১৪৬
মুহাজিরগণের প্রত্যাবর্তন ১৪৭
দুঃখের দশম বৎসর ১৪৯
উপকারের প্রতিদান ১৫০, পুনর্বিবাহ ১৫২
তায়েফ গমন ১৫৩
শুভ কামনা ১৫৬, জনৈক খৃস্টানের ইসলাম গ্রহণ ১৫৭, মক্কা প্রত্যাবর্তন ১৫৯
অপরাপর গোত্রের মধ্যে প্রচার ১৬১
নৈরাশ্য-সাগরে আশার তরী ১৬৪
ইস্‌রা ও মি'রাজ ১৬৫
মি'রাজ ১৬৭, মহা তোলপাড় ১৮০, প্রমাণের দাবি ১৮১
নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষ ১৮৩
প্রথম প্রচার কার্যালয় ১৮৫
মদীনায় আন্‌সার ১৮৭
হিজ্‌রতের পূর্বাভাস ১৯১
মাহ্‌বূবে-খোদার মদীনা হিজ্‌রত ১৯২
সুরাকার অপচেষ্টা ১৯৮, সুরাকার স্বীকারোক্তি ১৯৯, মুবারক হাতের বরকত ২০১, মদীনায় আনন্দোচ্ছ্বাস ২০২, কু'বায় অবস্থান ২০৩, হিজ্‌রী সন প্রবর্তন ২০৩, মসজিদে নবুবী ২০৬
মদীনায় ইসলামের বিস্তৃতি ২০৮
ইহুদীদের কার্যকলাপ ২০৯, বন্ধুর বেশে শত্রু ২১১

www.pathagar.com

কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা	২১৩
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ২১৩, ইহুদীদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি ২১৪,আযান প্রবর্তন ২১৫	
যুদ্ধের সূচনা	২১৭
সংগ্রামের প্রস্তুতি	২১৮
জিহাদের বৈধতা	২২১
ছোট-খাট অভিযান	২২৮
সারিয়ায়ে উবায়দা ২২৮, মোট যুদ্ধের সংখ্যা ২২৯	
হিজ্‌রীর দ্বিতীয় বৎসর	২৩০
গায্‌ওয়ায়ে আবওয়া, বাওয়াত ও উশাইরা	২৩০
সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহা'শ	২৩২
বদর যুদ্ধের সূচনা ২৩৩, সন্দেহের নিরসন ২৩৪, কেবলা পরিবর্তন ২৩৫	
জঙ্গে বদর	২৩৭
বদর যুদ্ধের বন্দী ২৪৮, বন্দীদের প্রতি ব্যবহার ২৪৯, ইসলামী সাম্য ২৪৯, কাফিরদের আর একটি নৃশংসতা ২৫১, রোযা ,যাকাত ইত্যাদি ২৫৩	
হিজ্‌রী তৃতীয় বর্ষ	২৫৪
নবীজীর সদাশয়তা ২৫৪, বনী কাইনেকা অবরোধ ২৫৫	
জঙ্গে উহুদ	২৫৭
তরুণদের যুদ্ধ প্রেরণা ২৬০, মুসলমানদের জয় ২৬১, ভাগ্য বিড়ম্বনা ২৬২, নবীজীর হাতে মৃত্যু ২৬৪, মহাদুর্যোগ ২৬৫, হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদত ২৬৭, সাহাবাগণের উৎসর্গ ২৬৮, কুরআনের আলোতে বিশদ-ব্যাখ্যা ২৬৯, মদীনা প্রত্যাবর্তন ২৭৫, বিবাহ্ বন্ধন ২৭৬, কা'অব হত্যা ২৭৭	
চতুর্থ হিজ্‌রী	২৭৮
সারিয়ায়ে আবূ সালেমা ২৭৮, রাজী'অর মর্মান্তিক ঘটনা ২৭৮, কয়েদী হত্যা ২৮০,সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস ২৮২	
বীরে মাউ'নার ঘটনা	২৮৪
ভুলক্রমে হত্যা	২৮৬
গায্‌ওয়ায়ে বনী নাযীর	২৮৭
বদর-ই-সানী ২৮৯, উম্মে সালেমার বিবাহ্ ২৯০	
পঞ্চম হিজরী	২৯৩
গাযওয়ায়ে দওমাতুল জানদাল	২৯৩
গায্‌ওয়ায়ে মুরাইসীঅ'	২৯৪
প্রথম দৃষ্টান্ত	২৯৪
ইফ্‌ক্	২৯৬

www.pathagar.com

খন্দক যুদ্ধ ২৯৯
বিশ্বাসঘাতকতা ৩০১, জনৈকা মহিলার বীরত্ব ৩০১, আশ্চর্যজনক কৌশল ৩০২
গায্ওয়ায়ে বনী কুরাইযা ৩০৪
পঞ্চম হিজ্রীর কয়েকটি ঘটনা ৩০৬
আবূ রাফেঅ হত্যা ৩০৬, যয়নবের বিবাহ বন্ধন ৩০৬
ষষ্ঠ হিজ্রী ৩০৯
গায্ওয়ায়ে আস্ফান ৩০৯, গাযওয়ায়ে বনী লেহ্ইয়ান ৩০৯, কয়েকটি সারিয়া ৩০৯
হুদায়বিয়ার সন্ধি ৩১১
বায়আতে রিযওয়ান ৩১২, গায্ওয়ায়ে গা'বা ৩১৬
সপ্তম হিজ্রী ৩১৭
গায্ওয়ায়ে খাইবার ৩১৭, বিবাহ বন্ধন ৩১৮, খাদ্যে বিষপ্রদান ৩১৮, দুইজন বীর সেনানীর ইসলাম গ্রহণ ৩১৯, গায্ওয়ায়ে যাতুর রেকা' ৩১৯, ও'মরাতুল কা'যা ৩১৯
রাজ-দরবারে আমন্ত্রণ পত্র ৩২০
আবিসিনিয়ার রাজ-দরবারে ৩২০, রোমের রাজ-দরবারে ৩২০, পারস্য রাজ-দরবারে ৩২১, মিসর রাজ-দরবারে ৩২১
অষ্টম হিজ্রী ৩২২
মুতা অভিযান ৩২২
ফত্হে মক্কা ৩২৩
ভাল নিয়তে মন্দ কাজ ৩২৫, মক্কা রওয়ানা ৩২৬,কাবা ঘরের চাবি ৩৩০, আনসারগণের উৎকণ্ঠা ৩৩১
হুনায়ন যুদ্ধ ৩৩২
তায়েফ অভিযান ৩৩৩, উল্লেখযোগ্য সারিয়া ৩৩৩
নবম হিজ্রী ৩৩৫
জঙ্গে তাবুক ৩৩৬
মসজিদে যেরার ৩৩৭, বদল হজ্জ ৩৩৮
দশম হিজ্রী ৩৩৯
বিদায় হজ্জ ৩৩৯, মক্কা যাত্রা ৩৪০, মক্কায় উপস্থিত ৩৪১, খুৎবার সারমর্ম ৩৪১
কুরবানী ৩৪৩
একাদশ হিজ্রী ৩৪৪
রোগশয্যায় ৩৪৪, নসীহত ৩৪৫, আনসারদের প্রতি দরদ ৩৪৫, অবস্থার ক্রমাবনতি ৩৪৬, শেষের দিন ৩৪৬, ওফাত ৩৪৭, ওফাতের পর ৩৪৭, কাফন-দাফন ৩৪৮।

www.pathagar.com

نحمده ونصلى على رسوله الكريم -

অন্ধকার যুগ

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় পৃথিবীতে তশরীফ আনেন, তখন সারাটি দুনিয়া পাপ-পঙ্কিলে পূর্ণ ছিল। অন্যায়-অবিচার, অনাচার-ব্যভিচার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাবি, বঞ্চনা-প্রতারণা ইত্যাদিতে দুনিয়ার প্রতিটি দেশ, প্রতিটি সমাজ এবং জাতি জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। এক কথায়, মানুষ তখন অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। দিকে দিকে চলিতেছিল তখন পাপাচার, শয়তানের রাজত্ব এবং দুষ্ট ও দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য।

হত্যা-লুণ্ঠন ও হিংসা- জিঘাংসা ছিল মানুষের নিত্য সহচর। নীতির নামে দুর্নীতি, শাসনের নামে শোষণ ও নির্যাতন, ধর্মের নামে অধর্মেরই রাজত্ব চলিতেছিল সর্বত্র। জনসাধারণের জীবনে না ছিল কোন সুখ, না ছিল কোন স্বাচ্ছন্দ্য, না ছিল তাহাদের সম্মুখে কোন আশার আলো। চারিদিকে ছিল তাহাদের গাঢ় অন্ধকার এবং জীবন তাহাদের হইয়া উঠিয়াছিল দুর্বহ।

আরব ঃ অন্যান্য দেশের তুলনায় আরবেরই অবস্থা সবচেয়ে ঘৃণ্য ও শোচনীয়। এক কথায়, ভাল বলিতে সেখানে তখন কিছু ছিল কি না সন্দেহ। যে যত বড় দুর্বৃত্ত, তাহাকেই তখন মনে করা হইত তত সম্মানী। যে যত বড় নরঘাতক হইত, শিশু-সন্তান হত্যায় যে যত বেশি সিদ্ধহস্ত হইত, অপরের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন ও অন্যের মা-বোনকে ছিনাইয়া লইয়া যাহাতে যে যত অধিক পারদর্শী ছিল, তখনকার দিনে তাহাকেই মনে করা হইত তত বড় বাহাদুর এবং তাহারই প্রশংসা কীর্তিত হইত ঘরে ঘরে। সহজ ভাষায় তাহাদিগকে পশুর চেয়ে অধম বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না।

কথায় কথায় তাহারা কলহ-বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িত এবং কালক্রমে উহাকে তাহারা ভীষণ যুদ্ধে পরিণত করিত। সামান্য একটা আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণের নামে তাহারা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিত। এমন কি, সময় সময় গোটা গোত্রকে পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে মোটেই দ্বিধা করিত না।

একটি উদাহরণ— বসুস নাম্নী এক বুড়ির একটি উষ্ট্রী 'কুলাইব'-এর বাড়ির সীমানার মধ্যে গাছের পাতা খাইতে যাইয়া পাখির বাসার ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। কুলাইব রাগান্বিত হইয়া একটি তীর ছুঁড়িলে উহা উষ্ট্রীর স্তনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়।

www.pathagar.com

বসুসের ভাগিনা 'জাস্‌সাস' অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিল কুলাইবই উহা করিয়াছে। আর কথা নাই, জাস্‌সাস কালবিলম্ব না করিয়া তলোয়ারের এক আঘাতে কুলাইবের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল।

তারপর শুরু হইয়া গেল 'বনী কাল্‌ব' ও বনী তাগ্‌লিব' এই দুই গোত্রের মধ্যে রক্তপাত। এক গোত্রের কাহাকেও অন্য গোত্রের লোকজন সুবিধাজনক স্থানে পাইলেই অমনি হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িত তাহার উপর। এক কুকুর যেমন অপর কুকুরের ভয়ে নির্বিঘ্নে পথ চলিতে পারে না, তেমনি মানুষও থাকিত তখন মানুষের ভয়ে সন্ত্রস্ত, সদা ভীতচকিত।

বসুসের উষ্ট্রী লইয়া প্রথমে হাতাহাতি হইতে রক্তারক্তি, তারপর চল্লিশ বৎসর কাল বংশানুক্রমিকভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ইহা 'জঙ্গে বসুস' নামে ইতিহাস কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

কুরআন পাকে আরবদের দুষ্কৃতি ও অনাচারের কথা স্থানে স্থানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই বলিতেন—"আরববাসীদের তৎকালীন মূর্খতা ও দুষ্কৃতি সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে চাহিলে তাহাকে "সূরা আন্‌আ'মের" ১৩০তম আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলি পাঠ করিতে বলা যাইতে পারে।" (বুখারী, ১ম খণ্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ হইতে শুরু করিয়া قَدْ ضَلُّوْا
وَمَا كَانُوْا مُهْتَ(কাদসাল্লু -------- ওয়া জাআলূ লিল্লাহি মিম্মা যারারা মিনাল্ হার্‌সে ওয়ামা কানু মুহ্‌তাদীন) পর্যন্ত কয়েকটি আয়াত। আয়াত কয়টিতে পাপিষ্ঠদের তিনটি দুষ্কর্মের আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) ফল-মূল ফসলাদি উৎপন্ন হয় একমাত্র আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহে। কিন্তু তাহারা উহা ভাগ করিয়া আল্লাহ্‌র জন্য কিছু এবং তাহাদের কাল্পনিক নকল খোদাদের জন্য কিছু রাখিত। পরে আল্লাহ্‌র অংশ হইতে অহরহ নকল অংশীদারদের ভাগে উহা পাচার করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু তাহাদের ভাগ হইতে আল্লাহ্‌র ভাগে একটি দানাও আসিত না।

অনেক সময় তাহারা জমাজমিও সেইভাবে ভাগ করিয়া রাখিত। পরে দেবতাদের জমি হইতে যদি আল্লাহ্‌র জমিতে পানি আসার দরুন কোন ফসল ফলিত, তবে উক্ত ফসলগুলি দেবতাদের ভাগে দেওয়া হইত। কিন্তু আল্লাহ্‌র জমি হইতে পানি কেন, বীজ আসার দরুনও যদি দেবতাদের জমিতে ফসল জন্মিত, তখন আল্লাহ্‌র ভাগে তাহারা কিছুই দিত না।

www.pathagar.com

(২) আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল জীবজন্তু স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেইগুলিকেও ইচ্ছামত ভাগ করিত। হঠাৎ কসম খাইয়া তাহারা বলিত—"এইবার উষ্ট্রী বা ভেড়ী-বক্রীর গর্ভে যে বাচ্চা হইবে, তাহা শুধু পুরুষদের জন্য— মেয়েদের জন্য উহা হইবে হারাম। তবে মরা বাচ্চা হইলে, উহাতে তাহারাও শরীক থাকিতে পারিবে।

ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, 'বহুকাল পশুর দুধ শুধু পুরুষেরাই পান করিয়াছে, মেয়েদিগকে এক ফোঁটাও দেওয়া হয় নাই।' তাহারা বলিত, "শস্য-ফসলাদি ও চতুষ্পদ জন্তুর পিঠ মেয়েদের জন্য সাধারণত হারাম ও নিষিদ্ধ। তবে আমরা যাহাকে খাইতে দিব বা চড়িতে বলিব, শুধু তাহার জন্যই উহা হালাল।"

ফল কথা, যাহা খুশী তাহাই তাহারা করিয়াছে,। রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করিয়াছে অথচ মুখে বলিয়াছে, এইটি হারাম আর ঐটি হালাল। যেন তাহাদের ইচ্ছাই আল্লাহ্র বিধান, তাহারাই যেন ছিল স্বয়ং আল্লাহ্র অবতার! এমনিভাবে ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়া আল্লাহ্র দেওয়া রিয্ক হইতে অপরকে তাহারা বঞ্চিত করিয়াছে।

(৩) শিশু কন্যাকে হত্যা করা ছিল তাহাদের সবচেয়ে নৃশংস আচরণ এবং অমানুষিকতার চরম পরিচায়ক। পাষণ্ডরা নিষ্পাপ এবং নিষ্কলুষ শিশু কন্যা-সন্তানদিগকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিত। কন্যা-সন্তান হিসাবে জন্ম লাভই ছিল তাহাদের একমাত্র অপরাধ।

শিশুর চাহনী, গালভরা হাসি— কোন কিছুই তাহাদের পাষাণ হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিতে পারিত না। মেয়েরা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। তাহারা পিতার গলগ্রহ এমনকি সময়ে কষ্ট ও লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইসব মনে করিয়া কন্যা হত্যাকে তাহারা একটি চিরাচরিত প্রথা হিসাবে ধরিয়া লইয়াছিল।

কন্যাদের প্রতি পুরুষদের বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে কুরআনে আছে—

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ * يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ - اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ - (সূরা নহল, ৭ রুকূ)

(ওয়া ইযা বুশ্শিরা আহাদুহুম বিল্ উন্ছা যাল্লা ওয়াজহুহূ মুস্ওয়াদ্দাও ওয়াহুয়া কাযীম। ইয়াতাওয়ারা মিনাল্ কাওমি মিন সু-ই-মাবুশ্শিরা বিহীআ-ইউম্ সিকুহূ আলা হূনিন্ আম্ইয়াদুস্সুহূ ফিত্ তোরাব)।

"তাহাদের কেহ কন্যা সন্তান প্রসবের সংবাদ পাইলে মুখ বিবর্ণ করিয়া ও অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিত এবং লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে চাহিত না। তাহারা এই

www.pathagar.com

অপমানের বোঝা কাঁধে লইয়া শিশুটিকে বাঁচিতে দিবে, না তাহাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইত না।"

শেষ পর্যন্ত হয়ত শিশু কন্যাটিকে কেহ রাখিত, কেহ মারিয়া ফেলিত।

তফসীরে কাশ্‌শাফ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, গর্ভবতীর প্রসবকাল নিকটবর্তী হইলে একটি গর্ত খুঁড়িয়া উহার মুখে বিছানা পাতিয়া রাখা হইত। মা সেই বিছানার উপর প্রসব করিত। ভূমিষ্ঠ সন্তান যদি ছেলে হইত তবে সাদরে তাহাকে গ্রহণ করা হইত। পক্ষান্তরে কন্যা হইলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁথা জড়াইয়া সেই গর্তে উহাকে ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দেওয়া হইত।

যদি কখনও স্নেহ-মমতার বশে মাতা-পিতার মন শিশুর জন্য কাঁদিয়া উঠিত, তবে তাহাকে আপাতত হত্যা না করিয়া ছয় বৎসর কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া হইত। শিশুর বয়স ছয় বৎসর পূর্ণ হইলে স্বামী তাহার স্ত্রীকে বলিত, "দাও, তোমার মেয়েকে ভালভাবে খাওয়াইয়া উত্তম পোশাকে সজ্জিত করিয়া খোশবু লাগাইয়া আমার সঙ্গে দাও!" অতঃপর কন্যাকে সঙ্গে লইয়া নিষ্ঠুর পিতা পূর্ব হইতে তৈরি একটি কবরের কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে বলিত, "দেখ, ইহার ভিতরে কি আছে।" অবোধ শিশু পিতার ষড়যন্ত্রের সে কি বুঝিবে? তাহার পিতাই যে তাহার পরম শত্রু, শিশু কি তাহা কল্পনাও করিতে পারে? পিতার কথায় যেই সে মাথা নিচু করিয়া গর্তের দিকে তাকাইত, অমনি পিছন হইতে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নির্দয় পিতা তাহাকে মাটি চাপা দিত। এই রূপে মেয়েটিকে জীবন্ত গোরস্থ করিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া যাইত।

অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর উৎপীড়নের ভয়ে স্ত্রী কন্যার মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া শিশুটিকে কোথাও লইয়া গিয়া স্বহস্তে গোরস্থ করিয়া আসিত।

কবি হালী বলেন ঃ

وہ گرد ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی
جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی ۔

(উহ্ গূদ এয়সী নফ্‌রত্ সে্ কারতী থী খালী—জিনে সাঁপ জেয়সে কোঈ জিন্‌নেওয়ালী)

অর্থাৎ— "মা তাহার কোল্‌টি এত ঘৃণাসহকারে খালি করিয়া ফেলিত, যেন সে সাপ প্রসব করিয়াছে।"

অনেকে আবার ইহাকে পুণ্য কাজ বলিয়া মনে করিত। 'মুস্‌নদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ একদা দুইজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে বলিল— "আমাদের মাদানশীলা, অতিথিপরায়ণা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি ঈমান না আনিয়াই মরিয়া

www.pathagar.com

গিয়াছেন। সেই সকল পুণ্যকাজের সওয়াব তিনি পাইবেন কি?" আঁ-হযরত (সা) বলিলেন— 'না, ঈমান ছাড়া পুণ্যকাজ বৃথা।'

তাহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের মা আমাদের নয়টি বোনকে জীবন্ত পুঁতিয়াছেন; ইহারও কি সওয়াব তিনি পাইবেন না?"

রাসূলে খোদা বলিলেন— "কখনই না। সে দোযখে যাইবে।"

অনেকে দারিদ্র্যের তাড়নায় কন্যা হত্যা করিত। আবার এক শ্রেণীর লোক খবর পাইলে পিতাকে কিছু পয়সাকড়ি দিয়া কন্যাটিকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া লইয়া যাইতেন। তাহারা একান্ত দয়াপরবশ হইয়াই ইহা করিতেন। কিন্তু আবার কেহ্ কেহ্ তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া, কিংবা দাসীরূপে খাটাইয়া লাভবান হইত।

'দুররুল মনসুর' গ্রন্থে আছে, একদা এক সাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জাহিলিয়াতের যুগে মাথা পিছু দুইটি করিয়া উট দিয়া বিভিন্ন সময়ে ৩৬০টি কন্যার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। এই কাজের কোন প্রতিদান আমি পাইব কি?"

হুযুর (সা) বলিলেন— "নিশ্চয়ই পাইবে। যখন তুমি ইসলামে দীক্ষা লইয়াছ, তখন তোমার জন্য সকল পুণ্য কাজের প্রতিদান রহিয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুরআনের একটি আয়াতে আছে—

وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

(ওয়া ইযাল মাওউদাতু সুইলাত বিআইয়্যে যাম্বিন্ কুতিলাত্)

—"যখন প্রোথিতাগণ জিজ্ঞাসিত হইবে যে, কোন্ অপরাধে তাহাদিগকে হত্যা করা হইল?"

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর "কায়েস ইবনে আ'সেম" আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"হে আল্লাহ্র রাসূল! অন্ধকার যুগে আমি আমার তেরটি কন্যাকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছি। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন আমি কি উত্তর দিব? ভুল পথে থাকিয়া আমি এ কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমার বাঁচিবার উপায় কি?

হুযুর (সা) বলিলেন—"যাও, প্রত্যেকটি মেয়ের বদলে একটি করিয়া বাঁদী আযাদ করিয়া দাও!"

কাইস্ বলিলেন—"আমি একজন গৃহস্থ মানুষ—উট পালক। বাঁদী আমার নাই।" হুযুর বলিলেন—"আচ্ছা, তবে মাথাপিছু একটি করিয়া পাঁচ বৎসর বয়স্ক (বুদনা) উট আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিয়া দাও।"

www.pathagar.com

"বেশ, আমি তাই করিব" বলিয়া কায়েস্ হাসিতে হাসিতে বাড়ি ফিরিলেন। তিনি ইহা মনে করিয়া লইলেন, যাক্ তবুও মুক্তির একটা উপায় হইল।

মুক্তিলাভের আশার আনন্দে পর বৎসর তিনি তেরটির স্থলে একশত উটের একটি পাল লইয়া হাযির হইয়া আরয করিলেন— "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই সামান্য সদ্‌কা আমার গোত্র মুসলমান ভাইদের জন্য দিলাম।"

বলা বাহুল্য, সেই উট মুসলমানদের বহু প্রয়োজন মিটাইয়াছিল। হযরত আলী (রা) বলেন— "আমরা এই দানে খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এবং উটগুলিকে আমরা 'কাইসী' উট বলিয়া ডাকিতাম।"

ইহা দুর্ধর্ষ আরব জাতির অসংখ্য হীন, কদর্য এবং অমানুষিক পাপকার্যের কয়েকটি নমুনা। ইহা ছাড়া চুরি-ডাকাতি, মদ্যপান, জুয়া, বেশ্যা-বৃত্তি ইত্যাদি প্রকাশ্যভাবে অহরহ চলিত। আর এই সকল অপকর্ম ও বর্বরতার প্রধান উপকরণ ছিল মদ ও নারী।

মদের প্রতি আরববাসীদের আসক্তির গভীরতা ও উহার বহুল প্রচলনের প্রমাণ শুধু ইহা হইতেও পাওয়া যায় যে, আরবী ভাষায় ইহার প্রায় আড়াই শত নাম রহিয়াছে। প্রত্যেক ঘরে রীতিমত একটি করিয়া শরাবখানা থাকিত। মেয়ে-ছেলেরা বড়দের মদ পান করাইত। শহরের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে শরাবের একটি বিশেষ আসর বসিত। সে স্থানের দোকানটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকিত। উহার সম্মুখে একটি নিশান উড্ডীন থাকিত, যাহাতে লোকজন সহজে উহা চিনিতে ও বুঝিতে পারে।

চুরির কথা কতই বা বলা যাইবে? আল্লাহ্র ঘরে (কা'বায়) রক্ষিত অর্থ পর্যন্ত তাহারা চুরি করিত। কালবী' তাহার গ্রন্থে অনেক চোরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'ইব্‌নে কুতাইবা' লিখিয়াছেন—'আবু লাহাব' পর্যন্ত কা'বা ঘর হইতে একখণ্ড স্বর্ণ চুরি করিয়াছিল। অথচ সেই যুগেও তাহাদের মতে ইহা ছিল একটি মহাপাপ এবং ইহার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

বেশ্যাবৃত্তিলব্ধ পয়সায় জীবিকা নির্বাহ করিতে অনেকে কোন লজ্জাই বোধ করিত না। বুখারী শরীফে মুনাফিক সর্দার 'উবাইয়ের' প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তাহার দুইটি বাঁদী ছিল, মিস্‌সীকা ও উমাইমা। সেই শয়তান জোরপূর্বক তাহাদের দিয়া বেশ্যাবৃত্তি করাইত এবং অর্জিত অর্থ নিঃসঙ্কোচে ভোগ করিত।

এই সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ -

(ওয়ালা তুক্‌রিহূ ফাতা ইয়াতিকুম আ'লাল বিগায়ে')— "জোরপূর্বক তোমাদের যুবতীদিগকে ব্যভিচারে বাধ্য করিও না।"

www.pathagar.com

এক্ষণে আরবের বাহিরের অন্যান্য দেশ ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ ঃ গোড়ার দিকে হিন্দুরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা অগণিত দেব-দেবীর পূজা, সতীদাহ, নরবলি ইত্যাদি প্রথার প্রবর্তন, নকল ঈশ্বরদের অর্চনা, ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির প্রচলন করে। তাহাদের অধর্মাচরণের এক সুদীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়াছেন মিঃ আর- সি-দত্ত 'পুরাতন ভারতবর্ষ' নামক গ্রন্থে। নিম্নে তাঁহার প্রদত্ত কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল ঃ

(ক) বেদে মাত্র ৩৩টি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুরা ইহাকে বৃদ্ধি করিয়া ৩৩ কোটিতে পরিণত করে।

(খ) বেদশাস্ত্রে মূর্তি পূজা নাই অথচ তখন দিকে দিকে ছিল শুধু মূর্তি আর মূর্তি পূজা।

(গ) দেব দর্শনে আগত লক্ষ লক্ষ লোকের ধন-মাল তাহারাই বিনষ্ট করিত, যাহারা ছিল মন্দিরের রক্ষক।

(ঘ) মেয়েকে মর্যাদা দেওয়া হইত চাকরাণীর মত। পুরুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য তাহাদের মদের আসরে মেয়েদিগকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া নাচিতে হইত।

(৩য় খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

দেশের আইন ছিল সবল, সরদার এবং প্রতাপশালীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক। গ্রন্থকার উহার সমর্থনে আইন উদ্ধৃত করেন—

(ক) ব্রাহ্মণগণ মস্ত বড় কোন অন্যায় করিলেও তাহার বিচার হইবে না।

(খ) কোন নীচ জাতীয় ব্যক্তি কুলীন কোন সাধারণ লোককে স্পর্শ করিলে তাহার ভীষণ শাস্তি হইবে; গালি দিলে জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হইবে। আর উক্ত কুলীনের গায়ে কাহারও স্পর্শ লাগিলে উহার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। (৩য় খণ্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

এমনও বলা হয় যে, ধর্মীয়-গ্রন্থ 'বেদ' ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাহারও পড়িবার অধিকার নাই। পূর্বে চুপি চুপি কোন শূদ্র যদি বেদ শুনিত এবং ধরা পড়িত, তবে তাহার কানে গরম সীসা ঢালিয়া শাস্তি দেওয়া হইত।

হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত'-এ একই স্ত্রীলোকের একই সময় কয়েকজন স্বামীর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, কোন যুবতী যদি বিধবা হইয়া পড়ে তবে তাহার পুনর্বার বিবাহের বিধান উহাতে নাই। নারী জাতির প্রতি এই প্রকার কত যে যুলুম হইয়াছে, উহার ইয়ত্তা নাই। এই অত্যাচারেরই চরম পরিণতি ছিল সতীদাহ। মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জ্বলিয়া মরিতে হইত। কিন্তু স্বামীদাহ বলিয়া কিছু ছিল না। কালক্রমে স্ত্রীলোকেরাও সতীদাহকে একটি পুণ্য কাজ বলিয়া মনে করিত। 'আইনে আকবরী'-তে নিম্নের ঘটনাটি বর্ণিত আছে ঃ

www.pathagar.com

জমজ দুই ভাই— উভয়ই দেখিতে অবিকল একই রকম। এক ভাইয়ের মৃত্যু হইলে উভয়ের স্ত্রী দাবি করিল, মৃত ব্যক্তি তাহাদেরই স্বামী। ইহা লইয়া ঝগড়া বাঁধিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ আকবরের দরবারে মোকদ্দমা দায়ের হয়। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাদের স্বামীর বিশেষ কোন গুণ বা লক্ষণ ছিল কি?

উত্তরে একজন বলিল "তাহার স্বামী সামান্য ব্যথা বা আঘাতেই খুব বেশি বিচলিত হইয়া পড়িতেন। সম্ভবত মৃত্যুকষ্টে তাহার কলিজা এক্ষণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে।" অতঃপর লাশটিকে কাটিয়া পরীক্ষা করা হইলে দেখা যায়, সত্য সত্যই তাহার কলিজায় জখম রহিয়াছে। এই প্রমাণের বলে স্ত্রীলোকটি মামলায় জয়ী হইয়া সহাস্যে মৃত স্বামীর সহিত একই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুবরণ করে।

ইরান ঃ পারশিকরা বিশ্বপ্রভুর পরিবর্তে অগ্নিপূজায় রত থাকিত। ভক্তির আতিশয্যে অনেকে সেই আগুনে আত্মাহুতি দেওয়া পরম পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করিত। কৃষ্টি এবং সভ্যতা বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল না।

৫০০ খৃস্টাব্দে মধ্যভাগ 'মুয্‌দাক' নামে দুষ্ট প্রকৃতির এক ব্যক্তি সমগ্র দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া এই মতবাদ প্রচার করে যে, "নারী ও ধন এই দুই বস্তু বিশেষ কাহারও সম্পত্তি নহে।"

তৎকালীন রাজ-রাজড়াগণ পর্যন্ত তাহার মতবাদের অনুসারী হইয়া দেশময় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। কালক্রমে পশুর ন্যায় নির্বিচারে তাহারা আপন মা-বোনকে পর্যন্ত নিজেদের ভোগ-সম্ভোগের সামগ্রী করিয়া লইয়াছিলেন। কথিত আছে রাজা ইয়াজ্‌দজুর্দ স্বয়ং নিজের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (সিরাতুন্নবী তাল্লামা নদভী' ৪র্থ খণ্ড)

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজা ও ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারীরা কেমন দাম্ভিক ও ক্ষমতা মদমত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইরান দরবারের একটি ঘটনা হইতে তাহা অনুমিত হয়। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) মুসলিম দূত হিসাবে ইরান রাজদরবারে যাইয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহাতে সকলে ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বে-আদব বলিয়া আসন হইতে উঠাইয়া দেয়। কারণ ইরান দেশে রাজা ব্যতীত অপর কেহ রাজদরবারে উপবেশন করিতে পারিতেন না। মন্ত্রীবর্গকে পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত।

মুগীরা (রা) এই বলিয়া দরবার হইতে চলিয়া আসেন যে, "রাজা খোদা হইয়া বসিবেন, আর অন্যেরা তাহার বান্দা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, এরূপ কোন রীতিনীতি আমাদের দেশে নাই।"

www.pathagar.com

চীন ঃ চীন ও জাপান উভয় দেশেই প্রজাসাধারণ দেশের রাজাকে আল্লাহ্‌র পরে শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে পূজা করিত। তাহা ছাড়া তাহারা মৃত পূর্বপুরুষদেরও পূজা করিত এবং তাহাদের উদ্দেশে খাদ্যসামগ্রী উৎসর্গ করিত।

খৃস্টান জগৎ ঃ খৃস্টানগণ তৎকালে অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু তাহারা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মহান শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া ত্রিত্ববাদের নামে পুরোহিত পূজা করিত। আরও তাহারা ধর্ম-যাজক পাদ্রীকে আল্লাহ্‌র অবতার বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

হযরত ঈসা (আ) নিজেকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও প্রেরিত পুরুষরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে খোদার পুত্র, এমনকি মানুষরূপী স্বয়ং খোদা করিয়া ছাড়িয়াছে, মরিয়মকে তাহারা করিয়াছে খোদার স্ত্রী— মতান্তরে, তিন খোদার এক খোদা।

কুরআন পাকে আছে, আল্লাহ্ ঈসাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

(আ-আন্‌তা কু'ল্‌তা লিন্নাসিত তাখিযুনী ওয়া উম্মিয়া ইলাহাইনে মিন দুনিল্লাহ্)

—"তুমি কি মানুষকে বলিয়াছ যে, আমাকে ও আমার মা'কে তোমরা খোদা (উপাস্য) বানাইয়া লও?

হযরত ঈসা অস্বীকার করিয়া বলেন ঃ

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ... مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ - (সূরা মায়িদা, ১৬ রুকূ)

(ইনকুন্‌তু কু'ল্‌তুহূ ফাকাদ আ'লিমতাহ্ -------- মা কুল্‌তু লাহুম ইল্লা মা আমারতানী বিহী আনি' বুদুল্লাহা রাব্বী ওয়া রাব্বাকুম)।

—"যদি আমি তাহা বলিতাম, তা তুমি অবশ্য জানিতে। তুমি যাহা আদেশ করিয়াছ, আমি তাহাই তাহাদিগকে বলিয়াছি, "তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, যিনি আমারও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু।"

পাদ্রী-পুরোহিতেরা কৃত্রিম অবতার সাজিয়া স্বার্থ ও ভোগলিপ্সায় পড়িয়া ধর্মকে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। স্বার্থের পরিপন্থী মনে হইলে তাহারা আয়াতকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া উহাকেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত আয়াত বলিয়া প্রচার করিত। কালাম পাকে আছে—

وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - (সূরা আলে ইমরান, ৮ রুকূ)

www.pathagar.com

(ওয়া ইয়াকূলুনা হুয়া মিন্‌ ইন্‌দিল্লাহি ওয়ামা হুয়া মিন্‌ ইনদিল্লাহ্‌, ওয়া ইয়াকূলুনা আ-লাল্লাহিল্‌ কাযিবা ওয়া হুম্‌ ইয়া' লামুন)

—"তাহারা বলে, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে (অবতীর্ণ), অথচ ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ নহে। তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলে।"

জনসাধারণও সেই সকল খৃস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীকে সর্বেসর্বা হিসাবে মানিয়া লইয়াছিল। আল্লাহ্‌র কথার উপরে দিত তাহাদের কথার স্থান, যেন আল্লাহ্‌র বদলে তাহারাই আল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ 'তাআলা তাই বলেন—

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

(ইত্তাখাযু আহ্‌বা-রাহুম ওয়া রুহ্‌বা-নাহুম আরবা-বাম মিন্‌ দুনিল্লাহ্‌) "তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকে প্রভুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে।" (সূরা তওবা, ৫ রুকূ)

ইংরেজ লেখক মিঃ সেল্‌ তৎরচিত কুরআনের তরজমার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গির্জার পাদ্রীরা ধর্মকে শতধা বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের জন্য সমগ্র দেশ হইতে প্রীতি, ভালবাসা, সদ্ভাব ও সততা সবই উধাও হইয়া গিয়াছিল। আসল ধর্মকে ছাড়িয়া তাহারা আপন আপন মতবাদ লইয়া সর্বদা কলহ-বিবাদ করিত। (সিরাতুন্নবী)

পাদ্রীদের পদলিপ্সা সম্বন্ধে মিঃ সেল্‌ বলেন, "পশ্চিমাংশের কেন্দ্রীয় গির্জার বিশপের পদ লইয়া একবার ডমীসাস ও আরসিসীনাস ধর্মগুরুদ্বয়ের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ বাঁধে। ডমীসাস জয়ী হইলে পর গির্জায় আরসিসীনাসের ভক্ত ১৩৭ জন শিষ্যকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়।"

খৃস্টান ধর্মগুরুদের নৃশংসতা ও বর্বরতা সম্বন্ধে ইংরেজ লেখক মিঃ গীবন তাঁহারই লিখিত "রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন ঃ

"খৃস্টানদের প্রধান পুরোহিত সেন্ট সাল একদিন সদলবলে নিরস্ত্র একদল ইহুদীকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অনেককে হত্যা করে, তাহাদের সমস্ত মাল ছিনাইয়া লইয়া যায় ও অবশেষে তাহাদের ধর্মস্থান 'কলীসা'কে ধ্বংস করিয়া দেয়।

অন্য একদিন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী খৃস্টান ধর্মযাজক মিঃ অরেস্টস তাহার গির্জার রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় পাঁচশত পাদ্রীর একটি দল তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং পাথর মারিয়া তাহাকে রক্তাক্ত করিয়া দেয়। (৩২৭ পৃষ্ঠা)

মিঃ গীবন অন্যত্র বলেন, "ঈসায়ী দুই দলে অনবরত যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত। ধর্মের নামে সে কি তুমুল যুদ্ধ! অবশেষে দেখা যায় বিজয়ী দল বিজিতদের ৬৫০০০ লোককে নির্বাসিত করিয়াছে। (৩৩৪ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

পাদ্রীদের অর্থলিপ্সা কত বেশি ছিল, হযরত সাল্মান ফারসী (রা) তাঁহার আত্মজীবনীতে এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি অগ্নিপূজা ছাড়িয়া খৃস্টান হইলাম। এক গির্জায় ধর্মগুরুর হাতে ধর্মান্তরিত হইয়া আমি তাহারই সেবায় থাকিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাযী হইলেন না। বহু অনুনয়-বিনয়ের পর অনুমতি পাইয়া আমি সেখানে থাকিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার কাজকর্মে আমার অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল।"

"কিছুদিন পর হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে লোকজন মহাসমারোহে তাহাকে দাফন করিতে আসিল। দুষ্টের প্রতি এত ভক্তি! আমার তাহা সহ্য হইল না। তাহার সকল কুকীর্তি আমি জনসাধারণকে বলিয়া দিলাম। আল্লাহ্র নামে যে সকল সদ্‌কা গরীবদিগকে দিবার জন্য লোকজন তাহার হাতে দিত, সে তাহা নিজের ধনভাণ্ডারে জমা করিয়া রাখিত, ইহাও বলিলাম। কিন্তু কেহ বিশ্বাস করিল না বরং পাল্টা মিথ্যাবাদী, ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিতেছ ইত্যাদি বলিয়া তাহারা আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিল।"

সালমান (রা) বলিলেন "ঝগড়ার দরকার কি? বিশ্বাস না হয়, চল .তাহার ধনভাণ্ডারই দেখাইয়া দেই।"

অতঃপর তিনি জনকয়েক মাতবর ও প্রধানসহ একটি আঁধার কুঠিতে যাইয়া পাদ্রীর গোপন ধনভাণ্ডার তাহাদিগকে দেখাইয়া দেন। সাতটি মট্‌কা (সুবৃহৎ পাত্র) পূর্ণ সোনা-রূপা এবং তাহাদের দেওয়া জিনিসপত্র সেখানে পাওয়া যায়। ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া জনগণ তাহাকে দাফন না করিয়া তাহার লাশটিকে শূলে তুলিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

অথচ এই পাদ্রীরাই আইন করিয়া রাখিয়াছিল যে, আল্লাহ্র রাস্তায় কোন কিছু দিতে হইলে প্রথমে দিতে হইবে পাদ্রীর হাতে। কারণ তাঁহারা দুনিয়ায় আল্লাহ্র অবতার। যদি তাহারা গ্রহণ করেন, তবে উহা যেন আল্লাহ্ই গ্রহণ করিলেন। তাই বাধ্য হইয়া খৃস্টান জনসাধারণ যাবতীয় দান-খয়রাত প্রথমে তাহাদের দরবারে লইয়া গিয়া অনেক অনুরোধ করিয়া উহা গ্রহণে তাহাদিগকে সম্মত করিয়া আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরিত। কিন্তু সেই পাদ্রীদিগকে এমনই অর্থ লিপ্সায় পাইয়া বসিয়াছিল যে, দরিদ্র এবং ভিক্ষুকদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি নিজেরাই আত্মসাৎ করিত।

পাদ্রীদের স্বার্থের প্যাঁচে পড়িয়া খৃস্ট ধর্ম উহার আসল রূপই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তদুপরি মিঃ পল নামক এক ইহুদী খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করে। অতঃপর সে খৃস্টবাদ এবং ইহুদীবাদের সমন্বয়ে এক গোঁজামিল সৃষ্টির চেষ্টায় ইচ্ছামত বাইবেলের অপারেশন করিয়া উহার বিশেষ বিশেষ অংশ কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। ইহার ফলে বাইবেল বিকৃত হইয়া প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে।

www.pathagar.com

সমগ্র পৃথিবীতে মূর্তি ও দেব-দেবী পূজার প্রাবল্য দেখিয়া খৃষ্টানেরাও নিরাকার আল্লাহ্‌র উপাসনা ছাড়িয়া সাকারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া তাহারা ঈসা (আ) ও তাঁহার মাতা মরিয়মকেই নানাভাবে পূজা করিতে থাকে।

এই সকল কারণে সৎ ও ধর্মপরায়ণ গুরুগণ বলিতেন যে, খাঁটি খৃষ্ট ধর্ম লোপ পাইয়াছে।

সাল্‌মান (রা)-এর জীবনী হইতেও ইহা আরও স্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি বলেন, "ঐ লোকটির মৃত্যুর পর আমি অপর একজন খাঁটি ধার্মিক পাদ্রীর খেদমতে রহিলাম। তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার মৃত্যুর পর কাহার কাছে গিয়া আমি থাকিব?"

তিনি বলিলেন—"বাবা! খাঁটি ও সৎ কোন খৃষ্টান এই দুনিয়ায় নাই। আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, আমার জানামত একজন লোকও দেখি না যিনি সত্যিকার ঈসায়ী ধর্মে এখনও কায়েম আছেন। সকলেই নিজের ইচ্ছামত ধর্মকে বদলাইয়া রাখিয়াছে। তবে মূসেল যাইতে পার। সেখানে একজন লোক এখনও সৎপথে আছেন।"

হযরত সালমান ভাগ্যক্রমে ৪/৫ জন পাদ্রীর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাহাদের সকলেই উপরোক্ত অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। শেষবার উমুরিয়ার ধর্মগুরু তাঁহার অন্তিমকালে বলিলেন, "বৎস! এই পৃথিবীর বুকে একজন খাঁটি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী দেখিতে পাইতেছি না। কাজেই কাহার কাছে যাইয়া থাকিতে আমি তোমাকে উপদেশ দিব? তবে তোমার ভাগ্য ভাল। তোমাকে অন্য একটি পথ বলিয়া দিতেছি। বর্তমান যুগেই একজন নবী আবির্ভূত হইবেন। আরবের কোন এক বড় শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে নবুওয়তের মোহর থাকিবে। তুমি তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা কর।"

এই ইঙ্গিত অনুসারে বহু বৎসর ব্যাপী অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে পাইয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া পরিতুষ্ট হন।

এখন একবার চিন্তা করুন। খৃষ্টানদের ধর্মই ছিল সেই সময়কার আসমানী ধর্ম। তাহারা ছিল অনেক উন্নত ও সভ্য অথচ তাহাদেরই ছিল এই অবস্থা।

ইহুদী ঃ এবার ইহুদী এবং তাহাদের ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ধর্মের অঙ্গহানি করিতে ইহুদীরা ছিল পাকা ওস্তাদ। সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া অপরকে ভাওতা দিতে তাহারা মোটেই কুণ্ঠাবোধ করিত না। একদা একজন সম্ভ্রান্ত ইহুদী অপর একজনের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করার অভিযোগে বিচারের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নীত হন।

www.pathagar.com

তাহাদের ধর্মেও বিচার-ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ধর্মে নানা রদবদল করা হইয়াছিল বলিয়া সেই বিচার-ব্যবস্থা এক পক্ষ মানিয়া লইতে রাযী হইতেছিল না। ইহা লইয়া দুই দলে ভীষণ বিবাদ বাঁধে। অবশেষে কিছুতেই মীমাংসা করিতে না পারিয়া অগত্যা তাহারা হুযুরের খিদমতে আসে। হুযুর বলিলেন—

"তোমাদের ধর্মপুস্তকে কি বিধান রহিয়াছে, বল শুনি। আমি তদনুসারে বিচার করিব।" তাহারা বলিল, "আমাদের ধর্মীয় বিধান হইতেছে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই অন্যায় করিলে তাহার মুখে চুন-কালি লাগাইয়া সারা শহর প্রদক্ষিণ করা। পক্ষান্তরে সাধারণ কোন লোক এই অন্যায় করিলে তাহাকে 'রজ্‌ম' অর্থাৎ পাথর মারিয়া হত্যা করা।"

আল্লাহ্‌র চোখে বিচারের ক্ষেত্রে বড়- ছোট-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কাজেই হুযুরের তাহা বিশ্বাস হইল না। তাই তিনি বলিলেন, "তোমাদের কিতাব আন।"

কিতাব আনা হইলে একজনকে উহা পাঠ করিতে বলা হয়। সে পাথর মারার অংশ হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া বাকিটুকু পড়িল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম ছিলেন একজন গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ইহুদী। কিছুদিন পূর্বে তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'হুযুর! লোকটি ভুল পড়িতেছে, আসল অংশ সে হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে।" হাতটি সরাইয়া দেওয়া হইলে দেখা গেল, সত্যই সে উক্ত অংশটি বাদ দিয়া পড়িয়াছে। হুযুর (সা) পাথর মারার আদেশ দিয়া বলিলেন, "আমি পূর্ববর্তী ধর্মের লুপ্ত একটি আদেশকে পুনরুজ্জীবিত করিলাম।" (বুখারী শরীফ)

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ - (৪৬ নং আয়াত)

(মিনাল্লাযীনা হাদু ইউহার্‌রিফুনাল্ কালিমা আ'ম মাওয়াযি'য়িহী)

"ইহুদীদের অনেকে আল্লাহ্‌র বাণীকে আপন স্থান হইতে সরাইয়া বদলাইয়া রাখে।" (সূরা নিসা, ৭ রুকূ)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম যখন ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হন, তখন হুযুরকে বলিয়াছিলেন, "হুযুর! ইহুদীরা ডাহা মিথ্যা কথা বলে। এবার তাহারা আসিলে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। আমি লুকাইয়া থাকিব। দেখিবেন তাহারা কি বলে এবং কি করে।"

তাহারা উপস্থিত হইলে হুযুর জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কি হে! আবদুল্লাহ্ কেমন লোক বলিতে পার?"

সকলে বলিল ঃ "আমাদের মধ্যে তিনি একজন উত্তম মানুষ। তিনি আমাদের নেতার ছেলে, নেতা। আমাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী। তাঁহার পিতাও ছিলেন বড় জ্ঞানী" ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এই সময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্নে সালাম সর্বসমক্ষে উচ্চৈস্বরে পড়িলেন— "আশ্হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্।"

আর কোন কথা নাই! "ছিঃ ছিঃ— এই লোকটি আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। তাহার পিতাও ছিল একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি" ইত্যাদি বলিতে বলিতে তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করে। (বুখারী শরীফ)

স্বার্থের বিরোধী হইলেই তাহাদের সকলের জ্ঞাত সত্যকেও তাহারা মিথ্যা বলিয়া দিত। তাই আঁ-হযরতের নবী হওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাহাদের ধর্মগ্রন্থে থাকা সত্ত্বেও তাহারা কেবলই তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ -

(ইয়া'রিফূনাহু কামা ইয়া'রিফূনা আব্না-আহুম)

—"আপন সন্তানদিগকে তাহারা যেমন নির্ভুলভাবে চিনে, রাসূলুল্লাহ্কেও তাহারা তেমনি চিনে।" (সূরা বাকা'রাহ্, ১৭ রুকূ)

রাসূলুল্লাহ্র আগমনের কথা শুনাইয়া এতদিন তাহারা বিধর্মীদিগকে ভয় দেখাইয়া আসিতেছিল যে, নবী আসিলে তাহারা তাঁহার সাহায্যে কাফিরদের নিপাত করিবে। কিন্তু যখন হুযুর আসিলেন, তখন তাহারা পরিষ্কারভাবে চিনিয়াও তাহার সহিত সহযোগিতা করিল না। কুরআন পাকে তাহাই বলা হইয়াছে —

فَلَمَّا جَائَهُمْ مَّاعَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ -

(ফালাম্মা জা-আহুম আ'রাফূ-কাফারু বিহী)

—"অতঃপর যখন তিনি আসিলেন, তাহারা চিন্নিল না, তাহাকে অস্বীকার করিল।" (সূরা বাকা'রাহ্, ১১ রুকূ)

ইহুদীদের কয়েক হাজার বছরের কীর্তিকলাপ বিচার-বিশ্লেষণ করিলে মনে হইবে, তাহাদের চেয়ে অধিক দুষ্ট ও শয়তান জাতি পৃথিবীতে আর নাই। বিনা কারণে তাহারা আম্বিয়াগণকে হত্যা করিয়াছে। তাহাদের ধর্মে সুদ খাওয়া, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এগুলিই ছিল তাহাদের প্রধান ব্যবসায় এবং উহা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ . وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوْ وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ -

(সাম্মাউনা লিল্ কাযিবে আক্কালুনা লিস্ সুহ্'তে) অন্যত্র বলেন, (ওয়া আখ্যিহিমুর রেবা, ওয়াকা'দ নুহূ আন্হু)

—"তাহারা মিথ্যা বলিতে ও শুনিতে খুব পটু এবং হারাম খাইতে ও সুদ লইতে পাকা ওস্তাদ। অথচ এই সকল কাজ হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে।"

(সূরা মা-য়িদা, ৬ রুকূ)

www.pathagar.com

কুরআন পাকে স্থানে স্থানে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ ব্যক্ত হইয়াছে। হযরত ঈ'সা (আ)-ও তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন। উহা ইন্‌জীলে বর্ণিত আছে। 'যবুর' গ্রন্থে হযরত দাউদ (আ)-ও তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন। (সিরাতুন নবী)

সারা দুনিয়ার জাতি-ধর্ম-দেশ-নির্বিশেষে নৈতিক এবং মানসিক অধঃপতনের ইহাই হইতেছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। সোজা কথায়, সারা দুনিয়াটাই তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। অশান্তি ও অরাজকতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল চারিদিকে। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ অধীর হইয়া খুঁজিতেছিল আশ্রয়। নির্যাতিত মানব ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করিতেছিল। আকাশ-বাতাস, জীবজন্তু, গাছ-পালা সবই কাঁদিতেছিল; পানিতে কাঁদিতেছিল মাছ, শূন্যে কাঁদিতেছিল পাখি। সকলের মুখে সেই একই কথা— "আল্লাহ্ আল্লাহ্! পাপের ভারে আমরা মরিয়া যাইতেছি, দুনিয়ার হাওয়া-পানি সব বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে বাঁচাও, মেহেরবানি কর; বিপন্ন ও অত্যাচারে জর্জরিত দিশাহারা দুনিয়াবাসীকে রক্ষা কর।"

দুনিয়ায় এমন অবস্থার উদ্ভব হইলে তখন আল্লাহ্ নবী পাঠান। কোন দেশ বা কোন বিশেষ এক জাতির অধঃপতন দেখা দিলে এতকাল সেই দেশ বা জাতির জন্য একজন নবী পাঠান হইত। কিন্তু সেই অবস্থা আর ছিল না। এখন সারা দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা, নরনারীর কাতর ফরিয়াদ, সারা বিশ্বে অশান্তির আগুন।

এহেন দীনের জন্য সর্ব শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী আসিবেন বলিয়া বহুকাল হইতে ভবিষ্যদ্বাণী শুনা যাইতেছিল। ইহাও শুনা যাইতেছিল যে, তিনি কলুষিত সমগ্র দুনিয়াটিকে সত্যের পানিতে ধৌত করিয়া দোষমুক্ত করিবেন।

তাই দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষমাত্রই তাঁহারই আগমন অপেক্ষায় দিন গণনা করিতেছিল। তাহারা আল্লাহ্‌র দরবারে দিবারাত্র ফরিয়াদ করিতেছিল, "হে আল্লাহ্! আর কত দেরি! আর আমাদের সহ্য হয় না। তোমার প্রধান হাবীবকে এবার পাঠাও! সত্যের ও মুক্তির পথ দেখাইয়া আমাদিগকে অপমৃত্যুর কবল হইতে তুমি উদ্ধার কর!"

দুনিয়াবাসীর ক্রন্দনে আল্লাহ্‌র রহমতের দরিয়ায় তরঙ্গ উঠিল। দুনিয়ার যাবতীয় অনর্থ ও অপকীর্তির মূলে শয়তানের যে দুইটি আড্ডা ছিল, উহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি দুইটি 'অস্ত্র' দিয়া আঁ-হযরতকে পাঠাইবার মনস্থ করিলেন।

এই দুইটি আড্ডার একটি হইল মানুষের তৈরি নকল খোদা। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া অমানুষিকতার খেলা চলিতেছিল। ইহাদিগকে নিপাত করিবার জন্য তিনি দিলেন একত্ববাদের মূলমন্ত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবা—

www.pathagar.com

لا اله الا الله محمد رسول الله - (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্)- "আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই— মোহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল।"

দ্বিতীয়টি ছিল, সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর অত্যাচার, অবিচার ও শোষণ। ইহাদের নিষ্পেষণে দুর্বল জনসাধারণের বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। ইহারা মানুষের রক্ত নিংড়াইয়া লইয়া তাহাদিগকে কঙ্কালসার করিয়া তুলিতেছিল। ইহার ধ্বংসের জন্য তিনি দিলেন — - ان الحكم الا لله (ইনিল্ হুক্‌মু ইল্লা লিল্লাহে)— "আল্লাহ্‌র শাসন ছাড়া কোন শাসন নাই।"

মানুষ সেই অনাগত যুগের আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল। তাহারা সেই দিনেরই আশায় বুক বাঁধিয়াছিল যেদিন উভয় অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাহারা সকলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে— সকলে সুস্থ, শান্ত ও স্নিগ্ধ জীবন ফিরিয়া পাইবে।

www.pathagar.com

জন্মের পূর্বাভাস

সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন পূর্বাকাশ আলোকিত হইয়া এই সুসংবাদ বহন করে যে সূর্য উদিত হইতেছে, তেমনি বিশ্বনবীর জন্মের বহু পূর্ব হইতেই নানা ঘটনা তাঁহার শুভাগমনের ইঙ্গিত বহন করিয়াছে।

ই'র্‌বাছ ইব্‌নে সারিয়া (রা) বলেন যে, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আল্লাহ্‌র কাছে আমি যখন সর্বশেষ নবী, আদম (আ) তখনও মাটিতে লুপ্ত (পয়দা হন নাই)।" অতঃপর বলেন, আমার প্রকাশের সূচনা কোথা হইতে তাহা (অর্থাৎ পূর্বাভাসগুলি কি ছিল) শুন। পিতা ইব্‌রাহীম (আ)-এর দোআ', আমার সম্পর্কে ঈসা (আ)-এর খোশখবর ও আমার সম্পর্কে মায়ের স্বপ্ন। বলা বাহুল্য, নবীগণের মাতাগণ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াই থাকেন।

(১) হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম বিবি হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে ফাঁরা (মক্কা) পাহাড়ের দেশে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র দরবারে দোআ করিয়াছেন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া। সেই দোআ'র একটি আরয ছিল, উহা কুরআনে নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ -

(রাব্বানা ওয়াব-আস্ ফীহিম রাসূলাম্ মিন্‌হুম ইয়াত্‌লু আ'লাইহিম আয়া-তিকা ওয়া ইউআ'ল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল্ হিক্‌মাতা ওয়া ইউযাক্কীহিম) (সূরা বাকা'রা, ১৫ রুকূ)

"হে পরওয়ারদেগার! তাহাদের মধ্যে (আমার বংশের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাও, যিনি তাহাদিগকে শিষ্ট ও সদাচারী করিবেন এবং আসমানী কিতাব ও স্বীয় সুন্নত (জীবন যাপন পদ্ধতি) শিখাইবেন।"

আবুল আ'লিয়া ও কা'তাদাহ বলেন, ইব্‌রাহীম (আ)-কে জানান হইয়াছিল যে, "তোমার দো'আ কবুল করা হইল; তবে আখেরী জমানায় তিনি আসিবেন।" (ইব্‌নে কাসীর, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

(২) হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম যে সুসংবাদ দিয়াছিলেন তাহা ইন্‌জীলে অন্য ভাষায় বর্ণিত। আল্লাহ্ 'তাআলা উহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন কুরআন মজীদে

www.pathagar.com

وَاِذْ قَالَ عِيْسٰى .... وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِىْ مِنْ بَعْدِىْ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ -

(ওয়া ইয্‌ ক্বালা ঈসা ওয়া মুবাশ্‌শিরাম্‌ বিরাসূলী ইয়াতী-মিম বা'দি ইস্‌মুহু আহ'মদ)

—"যখন ঈ'সা বলিলেন, সুসংবাদ দিতেছি একজন রাসূলের, যিনি আমার পরে আসিবেন। তাঁহার নাম হইবে আহমদ।" (সূরা ছফ্‌, ১ রুকূ)

শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী অসংখ্য নবীর মুখে এই একই কথা ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে যে, শেষকালে একজন নবী আসিবেন, যিনি হইবেন আম্বিয়া-শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বনবী। হযরত মূসা (আ)-এর পর নূতন ধর্ম লইয়া কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই। যাহারা আসিয়াছেন তাহাদের সকলেই তাহার অনুসারী ছিলেন। প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পর হযরত ঈসা (আ) আবির্ভূত হন। এই কারণে জনসাধারণ তাঁহাকেই সেই প্রতিশ্রুত শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর বলিয়া মনে করিতে থাকে। অতঃপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি নহেন বরং তাহারই পরবর্তী ব্যক্তি।

হযরত ঈসা (আ)-এর পরে আঁ-হযরত (সা) ব্যতীত কোন নবী আসেন নাই—পরেও আসিবেন না। কারণ, তিনিই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। নবুওয়তও এখানেই শেষ।

বলা নিষ্প্রয়োজন, আঁ-হযরত (সা)-এর নামই আহমদ। এই নামে অপর কাহারও আবির্ভাব হয় নাই। আঁ-হযরত বলেন, "আমি মুহাম্মদ—আমিই আহমদ।"

হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) তাহাদের নিজ নিজ কিতাব তওরাত ও ইন্‌জীলে যে হুযুর (সা)-এর কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কুরআনের অপর এক আয়াতে পরিদৃষ্ট হয় ঃ

সূরা আ'রাফে আছে—

يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

(ইয়াজিদুনাহু মাক্‌তুবান ইন্‌দাহুম ফিত্‌তাওরাতে ওয়াল ইন্‌জীল)

("ইহুদী ও খৃস্টানেরা) তাঁহার বর্ণনা নিজেদের কাছে তওরাত ও ইন্‌জীলে লিখিত পাইতেছে।" (সূরা আরাফ্‌, ১৯ রুকূ)

(৩) আবূ উমামা (রা) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ مَا اَوَّلُ بَدْوِ اَمْرِكَ– আপনার ব্যাপারটির প্রথম পূর্বাভাস কি ছিল?" উত্তরে নবীজী উপরোক্ত পূর্বাভাস দুইটির তৃতীয় দফায় বলিলেন—

www.pathagar.com

وَمَا رَأَتْ أُمِّىْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَائَتْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

(ওয়া মা রাআত উম্মী আন্নাহু খারাজা মিন্হা নুরুন্ আযা-আত্ লাহূ কুসূরুশ্ শাম)

—"সেই (স্বপ্ন) আমার মা দেখিতে পান যে, এক নূর তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া শ্যাম দেশের প্রাসাদগুলি উদ্ভাসিত করিয়া দিল।" ইহাতে এই ইঙ্গিতই ছিল যে, তাঁহার গর্ভের সন্তান কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম দূরদেশ পর্যন্ত প্রসার লাভ করিবে।

হযরত নবী করীম (সা) সকল আম্বিয়ার পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছেন। তবে তিনি দুনিয়ায় প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের পরে। যদিও নবী হিসাবে তাঁহার আগমনের পূর্বাভাস দিয়াছেন ইব্রাহীম (আ), কিন্তু তাঁহার বৃত্তান্ত আরও পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল।

কিছুটা অসমর্থিত হইলেও বহুল প্রচারিত এক রিওয়ায়েতে আছে যে, হুযুর (সা) বলেন— اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِى আওয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী)—"আল্লাহ্ সর্বপ্রথমে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতেছে আমার নূর।"

ইহাও বর্ণিত আছে যে, জিব্রাঈল (আ) আরশের পার্শ্বে সুদৃশ্য একটি আলো দেখিতে পাইয়া আল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করেন, "আল্লাহ্! ইহা কি! উত্তরে আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন—"আমার মাহ্বুব মুহাম্মদের নূর।"

সকলে এক বাক্যে বলেন, হযরত (সা) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাই প্রিয়জনকে আল্লাহ্ প্রথম হইতে কাছে রাখিয়াছেন। তবে পাঠাইয়াছেন সকলের শেষে।

জনৈক মনীষী সত্যই বলিয়াছেন, একটিমাত্র গোলাপ ফুল ফুলদানিতে শোভা পায় না। তাই তাহাকে পাতা, কলি দিয়া বেষ্টিত রাখা হয়। মধ্যখানে থাকে গোলাপটি এবং তখনই ইহা এক অপরূপ রূপে প্রকাশ পায়। ঠিক তেমনি আল্লাহ্র মর্জি ছিল তাঁহার মাহ্বুব-ফুলটিকে ফুটাইয়া তোলা। কিন্তু একটি ফুলে সেই শোভা হইবে না বলিয়া আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বন-উপবন, পাহাড়-পর্বত, সীমাহীন পারাবার সবকিছুর সমন্বয়ে তিনি সৃষ্টি করিলেন বিশ্ব বাগান। মানবজাতি সেই বাগানের গোলাপ গাছ। আঁ-হযরত (সা) হইলেন সেই আদরের গোলাপ ফুল। তাঁহাকে পাইয়া বিশ্বের প্রত্যেকের অন্তর জুড়ায়।

ইহাও রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের দেহে প্রাণের সঞ্চার করা হইলে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া দেখেন, আরশের সম্মুখ ভাগে লিখিত রহিয়াছে —"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।"

www.pathagar.com

তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে যে ব্যক্তির নাম সংযুক্ত, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র প্রিয়। তাই তিনি নাকি স্বীয় কৃতকর্মের অনুশোচনায় কাঁদিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে মাফ চাহিতেন 'মুহাম্মদ' নামের ওসীলা দিয়া।

সেই নূর সশরীরী ছিল না—ছিল এক জ্যোতিঃ। উহাই পরে পৃথিবীতে দেহের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

হযরত আমেনা বলেন, আমি যখন গর্ভবতী হইলাম তখন স্বপ্নে আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, "তোমার গর্ভে যে শিশু আছেন, তিনি সারা দুনিয়ার মানুষের (উম্মতের) নেতা। তিনি পয়দা হইলে তুমি এই দু'আ করিও যে, এক আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছি। আর তাঁহার নাম রাখিও 'মুহাম্মদ'।"

পুণ্যময়ী মা আরো বলেন—"গর্ভাবস্থায় আমি এক নূর দেখিতে পাই, যাহার আলোকে শ্যাম দেশের বস্‌রা শহর এবং তাহার দালান কোঠাগুলি চোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল।" (সীরাতে ইব্‌নে হিশাম)

তিনি আরো বলেন—"গর্ভবতী হইয়াও কোন মেয়ে এমন শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিতে পারে, তাহা ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। অন্যদের মত আমার না কোন অবসাদ ছিল—না ছিল কোন বমি বমি ভাব। তাঁহাকে লইয়া এক তিল পরিমাণ বোঝাও আমি অনুভব করি নাই।

www.pathagar.com

পূর্ব পুরুষ ও বংশমর্যাদা

পিতার দিক দিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ব-পুরুষগণ হইলেনঃ মুহাম্মদ (সা)—আবদুল্লাহ্—আবদুল—মুত্তালিব—হাশিম—আবদে মনাফ—কু'সাই—কেলাব—মুররা—কাআ'ব—লুওয়াই—গালেব—ফিহ্র—মালেক—নয্র—কেনানাহ্—খুযায়মা—মুদরেকা—ইল্ইয়াস—মুযার—নেযার—মা'দ—আদ্'নান। (বুখারী শরীফ)

নবী করীম (সা)-এর এই বংশ সারা দুনিয়ার মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত।

জিব্রাঈল (আ) বলেন, "আমি দুনিয়ার পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি। কিন্তু বনী হাশিমের মত উত্তম বংশ কোথাও দেখি নাই।" (মাওয়াহেব)

এই বাস্তব সত্যটিকে মক্কার কোন কাফির, এমন কি আঁ-হযরতের অতি বড় দুশমনেরাও কেহ্ কোন দিন অস্বীকার করে নাই—করিতে পারে নাই।

আবূ সুফিয়ান (রা) যখন মুসলমান হন নাই, উপরন্তু ইসলামের দুশমনীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা তখনও তিনি রোম-সম্রাট 'হিরাক্ল'-এর এক প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং বলিয়াছিলেন—"তিনি (মুহাম্মদ) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ।"

অথচ এই আবূ সুফিয়ান অযথা ছিদ্রপথের সন্ধান পাইলেই অপবাদ না দিয়া ছাড়িতেন না।

আঁ-হযরতের বংশ যেমনি ছিল কুলীন তেমনি সম্ভ্রান্ত। আদি হইতে এই বংশে কোথাও কাহারও চারিত্রিক ত্রুটি কিংবা কলঙ্কময় কিছু ঘটে নাই। মাহ্বূবে-খোদা বলেন, "আমি পবিত্র জন্মিয়াছি এবং আদম হইতে আরম্ভ করিয়া আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত অন্ধযুগীয় কোন ব্যভিচার-কদাচার আমার বংশকে স্পর্শ করে নাই।" (মাওয়াহেব)

হযরত আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত (সা) বলিয়াছেন—"আমি মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল্লাহ্ ইব্নে আবদুল মুত্তালিব। আমি ব্যক্তিগতভাবে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ; বংশের দিকে দিয়াও সর্বোত্তম। কারণ, আমি আরবী। আবার আরবদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কুরাইশী। কুরাইশীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোত্র বনী হাশিমের ঘরে আমি জন্মিয়াছি।" (তিরমিযী শরীফ)

www.pathagar.com

নানা কারণে পৃথিবীতে সেই বংশের সুখ্যাতি ছিল। কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধানের ভার পূর্ব হইতে তাঁহাদের হাতে বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। এই বংশের প্রতিটি লোক মাতবর ও প্রধান হিসাবে গণ্য হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে দেশের নেতা হইয়া বহু মঙ্গলজনক ও বিজ্ঞ-জনোচিত কাজ করিয়া সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে ২/১টি উদাহরণ প্রদত্ত হইল ঃ

কু'সাই ঃ 'কুসাই' হেরেম শরীফের মুতাওল্লী হইয়া 'দারুন নুদ্‌ওয়া'র (পরামর্শ-গৃহের) ভিত্তি স্থাপন করেন। কুরাইশীরা যুদ্ধের কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা এই গৃহেই করিত। বিবাহ-শাদীও এই ঘরেই সম্পাদিত হইত।

তিনি কা'বা ঘরের উদ্দেশে আগত লোকজনের সুবিধার্থে পানি ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চামড়ার বড় একটি হাউস তৈরি করাইয়া উহাতে হাজীদের জন্য খাবার পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অনেকের মতে কুরাইশ নামের উৎপত্তি এই কু'সাই হইতে। কুরাইশ অর্থ হইল একত্রিত করা। কু'সাই সকল গোত্রকে সৎ কাজ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গ্রথিত করিয়াছিলেন। কেহ বলেন, তিনিই প্রথম কা'বা-ঘরের চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন বংশকে আনিয়া একত্রে বসবাস করাইয়াছিলেন।

তিনি হজ্জের মৌসুমে পথচারীদের সুবিধার্থে স্থানে স্থানে আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন হইতেই এই রীতির প্রবর্তন।

কেহ কেহ বলেন, কুরাইশ একটি মাছের নাম। এই মাছ অন্যান্য মাছ খাইয়া ফেলে। যেহেতু কু'সাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার ছিলেন এবং তাহার সুনাম এবং সুখ্যাতির সামনে অন্যান্য মাতবরের নাম তলাইয়া গিয়াছিল, তাই তাহাকে লোকে বলিত কুরাইশ।

হাশিম ঃ কু'সাইয়ের পর কা'বাঘরের দেখাশুনার ভার 'হাশিমের' হস্তে ন্যস্ত হইলে তিনি খুবই নিপুণতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। তাঁহার আমলে ব্যবসারও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

তিনি রোম-সম্রাট কাইসার ও আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর দরবার হইতে এ-মর্মে এক রাজকীয় ফরমান আনাইয়াছিলেন যে, কুরাইশীরা তাঁহাদের দেশে ব্যবসার জন্য মালপত্র লইয়া গেলে কোন ট্যাক্স দিতে হইবে না। তখন আঙ্কারা ছিল কাইসারের রাজধানী। কুরাইশীরা তথায় গেলে রাজা তাঁহাদের খুব সম্মান করিতেন।

সেই বর্বর যুগে আরবের রাস্তাঘাট নিরাপদ ছিল না। বিশেষত ব্যবসায়ী কাফেলা প্রায়ই লুণ্ঠিত হইত। হাশিম প্রত্যেকটি গোত্রে গমন করিয়া সর্দারদের সঙ্গে

www.pathagar.com

এমন চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়াছেন যে. ব্যবসায়ী কাফেলার কেহ কোন ক্ষতি করিবে না; উপরন্তু তাহাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বেচাকেনা করিবে। এই ব্যবস্থার ফলে দেশময় লুটতরাজ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কুরাইশীদের কোন কাফেলা কখনও লুণ্ঠিত হয় নাই।

একবার মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহুদিন রুটি চূর্ণ করিয়া হাশিম জনসাধারণকে খাওয়াইয়াছিলেন। তখন হইতেই তাঁহার নাম 'হাশিম' অর্থাৎ 'চূর্ণকারী' বলিয়া খ্যাত হয়।

আবদুল মুত্তালিব ঃ মদীনায় প্রতি বৎসর একটি বিরাট মেলা বসিত। একবার হাশিম ব্যবসায় উপলক্ষে শ্যামের পথে মদীনায় কয়েক দিন ছিলেন। একদিন তিনি মেলায় যাইয়া সাল্‌মা নাম্নী এক মেয়েকে দেখিতে পান। মেয়েটির চালচলন ও নম্র ব্যবহারে কৌলীন্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহার খুব পছন্দ হয়। তিনি বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। সাল্‌মাও তাহা সানন্দে গ্রহণ করেন। বিবাহ হইলে আরো কিছুদিন সেখানে থাকিয়া হাশিম শ্যাম দেশে গেলেন। ঘটনাক্রমে সেখানেই তাঁহার ইন্‌তিকাল হয়। এদিকে সাল্‌মা এক ছেলে সন্তান প্রসব করেন। তাহার নাম শায়বা। পিতৃহীন শিশু শায়বা মদীনায় লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন।

যখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর, তখন হাশিমের ভাই মুত্তালিব এই সংবাদ পাইয়া মদীনায় আসিয়া ভাতিজার কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। সাল্‌মা ইহা জানিতে পারিয়া মুত্তালিবকে বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়া তিন দিন মেহ্‌মানদারী করেন। চতুর্থ দিন শায়বাকে সঙ্গে করিয়া মুত্তালিব মক্কা ফিরিয়া যান।

পিতৃহীন শায়বা মুত্তালিবের গৃহে লালিত-পালিত বলিয়া আবদুল মুত্তালিব (মুত্তালিবের গোলাম) নামে খ্যাত হইয়া গেলেন।

আবদুল মুত্তালিবের জীবনে প্রধান কীর্তি হইল ঃ

যমযম কূপ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়িয়া বহু বৎসর যাবত ব্যবহারের অযোগ্য ছিল। এমন কি উহা কোথায় কেহ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নযোগে উহার অবস্থিতি অবগত হইয়া উহাকে মেরামত ও সংস্কার করিয়া পুনর্বার ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেন।

আবদুল্লাহ্ ঃ আবদুল মুত্তালিব একবার মানত করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে দশটি যুবক ছেলের মুখ দেখিয়া যাইতে পারিলে সর্বাধিক প্রিয় পুত্রটিকে তিনি আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করিবেন। আল্লাহ্ তাঁহার আশা পূরণ করিলেন।

আবদুল্লাহ্ ছিলেন পিতার সর্বাধিক প্রিয়। পিতা ওয়াদামত তাঁহাকে লইয়া গেলেন কুরবানী করিতে। দেশময় মেয়ে-পুরুষ হায় হায় করিয়া উঠিল। "আবদুল্লাহ্‌র

৩—

www.pathagar.com

রূপে-গুণে ছোট-বড় সবাই তাঁহার প্রতি মুগ্ধ ছিল। কাজেই তাঁহাকে সকলে এই কাজে বাধা দিল। বোনেরা কাঁদিয়া উঠিল। অন্যরা আবদুল মুত্তালিবের হাতে চাপিয়া ধরিল। কেহ এমনও বলিল, "আবদুল্লাহ্র পরিবর্তে আমাকে কুরবানী করুন, তবু তাহাকে ছাড়িয়া দিন!" বড় বড় সর্দার বলিলেন, তাহাকে মারিবেন না—তাহার পরিবর্তে যতগুলি উট চান, আমরা দিতেছি, নিয়া কুরবানী করুন।"

এমনিভাবে আবদুল মুত্তালিব বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শ্যাম দেশে প্রখ্যাত এক ইহুদী-আলিমের কাছে যাইয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। সেই ইহুদী বলিলেন—ফিরিয়া যাও এবং কোর্আ ফেল। যতবার আবদুল্লাহ্র নাম উঠিবে, প্রতিবারের জন্য দশটি করিয়া উট রাখিয়া পুনরায় ফেলিতে থাক। যে সংখ্যায় যাইয়া তাহার নাম উঠিবে না, ততগুলি উট কোরবানী দাও।"

আবদুল মুত্তালিব বাড়ি ফিরিলেন এবং নির্দেশমত 'কোর্আ' ফেলিলেন— কিন্তু উঠিল আবদুল্লাহ্র নাম। এইভাবে দশ বারের পর তাহার নাম উঠিল না— উঠিল উটের নাম। দশবারের একশটি উট কুরবানী করা হইল— আবদুল্লাহ্ বাঁচিয়া গেলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন—"আমি দুই যবাহার সন্তান।" তাঁহার বংশে পিতৃপুরুষের মধ্যে ২টি যবেহ্র ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রথমটি হইল—

পিতা আবদুল্লাহ্ যবেহ্ হইতে চলিয়াছিলেন দাদার হাতে। দ্বিতীয় জন হইলেন বড় দাদা—বংশের আদি পুরুষ ইস্মাঈল (আ) যিনি যবেহ্ হইতেছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর হাতে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র মেহেরবানীতে উভয়েই বাঁচিয়া যান।

আবদুল্লাহ্ ছিলেন সুন্দর দীপ্তি ও কান্তিময় সুপুরুষ। তাঁহার চেহারায় এক অভাবনীয় আলোকচ্ছটা সদা ঝলমল করিত। তাই বংশের প্রতিটি লোকের নিকট তিনি প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। তাঁহার প্রতি মায়া ও স্নেহ ছিল দেশের সকলের মনে।

কেহ বলেন—রাসূলুল্লাহ্র নূর বংশ পরম্পরায় আসিয়াছে। তাই বংশের উপরস্থ প্রত্যেকেই সর্বদা এক অলৌকিক ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী ছিলেন। পিতৃপুরুষদের সৌন্দর্য ও চেহারার দীপ্তি লইয়া অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

আবদুল্লাহ্কে কোথায় বিবাহ্ করাইবেন সেই প্রশ্ন দেখা দিল। যেমন ছেলে তেমন মেয়ে পাওয়া দুষ্কর ছিল। ভাবনা-চিন্তার পর বনী যোহ্রের কন্যা আমেনাকে আবদুল মুত্তালিবের খুব পছন্দ হয়। গুণে-জ্ঞানে, রূপে ও বংশ মর্যাদায় কুরাইশদের সকল গোত্রের মধ্যে আমেনা ছিলেন অদ্বিতীয়া। কিন্তু আমেনা পিতৃহীনা। চাচা উহাইবের ঘরে তিনি প্রতিপালিতা হইতেছিলেন। আবদুল মুত্তালিব ছেলের বিবাহের জন্য প্রস্তাব করিলে সকলেই সানন্দে উহা গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

আবদুল মুত্তালিব ছেলেকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে বনী আসাদের ওয়ারকা ইব্‌নে নওফলের বোন আবদুল্লাহ্‌র চেহারায় এক আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে একশত উটের প্রলোভন দেখাইয়া বিবাহ্ করিবার জন্য, তাহা না হইলে অন্ততঃ একত্রিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে।

আবদুল্লাহ্ বলিলেন—"পিতার সঙ্গে যাইতেছি—তাঁহার অবাধ্যতা করিতে পারিব না।" অবশেষে আমেনার সহিত তাহার বিবাহ্ হইয়া গেল। তিন দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া ফিরিবার পথে উক্ত মেয়ের সঙ্গে পুনরায় দেখা হইলে এবার আর সে কিছুই বলিতেছিল না। আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ব্যাপার! সেইদিন এত আগ্রহ্ দেখাইলে—আর আজ যে কিছুই বলিতেছ না।"

সে উত্তরে বলিল—"না, এখন আর তোমার প্রয়োজন নাই। সেই দিন তোমার কপালে যে নূর দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা নাই। উহাই ছিল আমার কাম্য।"

বিবাহের সময় আবদুল্লাহ্‌র বয়স ছিল সতের বৎসর। কিছুকাল তিনি শ্যাম দেশে ব্যবসা উপলক্ষে যান। ফিরিবার পথে তিনি মদীনায় অসুস্থ হইয়া পড়েন।

আবদুল মুত্তালিব সংবাদ লওয়ার জন্য বড় ছেলে হারেসকে মদীনা পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছিয়া তাহাকে পাইলেন না। বংশের আদরের দুলালের মৃত্যুতে প্রত্যেকের মনে শোকের ছায়া পড়িয়া গিয়াছিল।

এদিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মায়ের গর্ভে। এ সময় পিতা দুনিয়ার বুক হইতে চিরবিদায় লইয়া গেলেন। এইরূপে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব, আল্লাহ্‌র প্রধান হাবীব মায়ের গর্ভেই এতিম হইয়া রহিলেন।

www.pathagar.com

জন্মলাভ

পাপে-তাপে জর্জরিত ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুনিয়া। দিকে দিকে অন্যায়, অধর্ম, অত্যাচার ও অনাচার। মহাসমারোহে চলিয়াছে পাপের তাণ্ডব-লীলা। এমন দিনে আবিসিনিয়ার কেন্দ্রীয় শাসনাধীন য়ামন-গভর্নর আব্‌রাহা এক কুকীর্তি করিয়া বসেন। হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর লইয়া আল্লাহ্‌র ঘর 'কা'বা' ধূলিসাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তিনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘর ভাঙ্গিবে কে? ক্ষুদে এক ঝাঁক আবাবীল পাখির নিক্ষিপ্ত কঙ্করাঘাতে লোক-লস্করসহ আব্‌রাহা মাটির সঙ্গে একাকার হইয়া গেলেন।

সে বৎসরেই রবিউল আউয়াল মাসে রাত্রির তিমির অন্ধকারের বুক চিরিয়া পূর্বাকাশে দেখা দিল আশার আলো। উহা ছিল বহু আকাঙ্ক্ষিত ও দিশাহারা মানুষের একান্ত প্রতীক্ষিত নূরের রবি। নূরে মুহাম্মদ (সা) সশরীরে মুহাম্মদ রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন পৃথিবীর বুকে।

তাঁহার জন্মের সন-তারিখ লইয়া মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মতে—৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সোব্‌হে সাদেকের সময় আমেনার কোল আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রবির কিরণচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া গেল। অন্ধকারাচ্ছন্ন ধরা হাসিয়া উঠিল। মুমূর্ষুপ্রায় জগদ্বাসী আবার নূতন প্রাণ পাইল।

যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত কালিমা এইবার বিদূরিত হইবে। অন্যায়-অধর্মের রাহুগ্রাস হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে! তিক্ত-বিষাক্ত দুনিয়া স্বচ্ছ পানিতে ধৌত হইয়া নির্মল হইয়া উঠিবে! তাই সেদিন জগৎ জুড়িয়া সে কি আনন্দ! আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে সর্বত্রই আনন্দ। সেই আনন্দ যেন সমগ্র পৃথিবীকে দোলা দিতেছিল।

প্রকৃতির এই হাসি, আনন্দ ও স্ফূর্তির ঢেউ অনেকেরই চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। অনেকে উদগ্রীব হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে থাকে কোথায় কি হইয়াছে? কেনই বা আজ দুনিয়ার সবকিছু হাসিতেছে? কা'বা ঘরের প্রাঙ্গণে সেই সময় কুরাইশী মুশরিক সর্দারগণ আসর জমাইয়াছিলেন। একজন ইহুদী দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ "কি হে, তোমাদের কাহার ঘরে সন্তান জন্মিয়াছে, জান?"

সকলে বলিলেন ঃ 'না'।

তখন সে বিস্ময়ের সহিত বলিল ঃ "হায়! তোমরা কোন খবরই রাখ না? আজ রাত্রে এক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি হইবেন সর্বশেষ নবী। তাঁহার স্কন্ধদেশে

www.pathagar.com

নবুওয়তের নিদর্শন থাকিবে। তাহা লোমাবৃত কয়েকটি তিলের সমষ্টি; দেখিতে ডিম্বাকৃতি। দুইদিন তিনি দুগ্ধপান করিবেন না ইত্যাদি।"

তখনই আসর ভাঙ্গিয়া সকলে বাড়িতে ফিরিলেন। অনুসন্ধানের পর তাহারা জানিতে পারেন, আবদুল্লাহ্‌র এক পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।

আরবীয়দের ঘরে নবী। আনন্দ তাহাদের আর ধরে না। লোকেরা সেই ইহুদীকে আমেনার ঘরে লইয়া গেলে সে শিশুর পিঠে তিলপুঞ্জ দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়। কিছুক্ষণ পর হুঁশ হইলে সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে পরিতাপ করিয়া বলিল, "হায়! ইসরাঈলের বংশ হইতে নবুওয়ত বিদায় লইয়াছে। হে কুরাইশীগণ! তোমরা তাঁহার জন্মলাভে আনন্দলাভ করিতেছ। কিন্তু খবরদার! আমি আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিতেছি, তিনি একদিন তোমাদিগকে এমন আক্রমণ করিবেন যে পৃথিবীর চারি কোণস্থিত অধিবাসীরা উহা জানিতে পারিবে।" (মুস্‌তাদরাকে হাকিম)

মদীনা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী কবি হাস্‌সান ইবনে সাবিত বলেন ঃ "আমার বয়স যখন সাত বৎসর, কথাবার্তা সবই বুঝি, তখন হঠাৎ একদিন দেখি যে জনৈক ইহুদী মদীনার এক টিলার চূড়ায় উঠিয়া অপর ইহুদীদিগকে উচ্চৈস্বরে ডাকিতেছে। সকলে একত্রিত হইলে সে বলিল ঃ "আজ রাত্রে আকাশের গায়ে 'নজ্‌মে আহ্‌মদ' (আহমদের তারকা) উদিত হইয়াছে। কাজেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর 'আহমদ' জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

আঁ-হযরত তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে হিজরত করিয়া মদীনা পৌঁছিলে হাস্‌সান তাঁহার সাহচর্য লাভ করেন। তখন হাস্‌সানের বয়স ঠিক ষাট বৎসরই হইয়াছিল।

অলৌকিক গুণসম্পন্ন মহামানব মাহ্‌বূবে খোদা (সা) ভূমিষ্ঠও হইলেন অলৌকিকরূপে। হযরত আমেনা বলেন ঃ "সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেই দেখি (পূর্বের মত) এক নূর দিগন্ত আলোকিত করিয়া দিয়াছে। সেই আলোকে সুদূর বস্‌রা শহরের উঁচু উঁচু উটের মাথাগুলি পর্যন্ত আমার চোখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর শিশুর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাই যে, শিশু যেন হাতে ভর দিয়া সিজ্‌দা করিতেছ এবং এক হাতে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া দ্বিতীয় অঙ্গুলিটি উর্ধ্ব দিকে তুলিয়া রাখিয়াছে। আর আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া যেন সে কি দেখিতেছে।"

দাদা আবদুল মুত্তালিব তখন কা'বা ঘরে তাঁহার বন্ধুবর্গের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। আমেনা সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনার নাতি হইয়াছে—আসিয়া দেখিয়া যান।" আবদুল মুত্তালিব দৌড়াইয়া আসিলেন। চাঁদমুখ নাতি তাঁহার কোলে দিয়া আমেনা পূর্বাপর ঘটনাবলী ব্যক্ত করিলেন। খুশীতে আত্মহারা হইয়া দাদা নাতিকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইতে খাইতে কা'বা ঘরে গেলেন এবং কা'বার চাদরে শিশুকে আবৃত

www.pathagar.com

করিয়া তাঁহার দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলের জন্য বহুক্ষণ আল্লাহ্‌র দরবারে কাতর কণ্ঠে দু'আ করিলেন।

নামকরণ ঃ সাতদিন পর আবদুল মুত্তালিব মক্কার গণ্যমান্য ও বন্ধুবর্গকে লইয়া বাড়িতে আনন্দোৎসব করার মানসে আকীকা করিয়া সকলকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করেন। শিশু দেখিয়া তাঁহারাও খুশী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ছেলের কি নাম রাখিলেন ?"

উত্তরে আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, 'মুহাম্মদ'(সা)।

'মুহাম্মদ'! এমন নাম কেহ কোন দিন শুনে নাই। সবার মনেই প্রশ্ন জাগিল, এ কেমন নাম? আবদুল মুত্তালিবও ভাবেন নাই যে তিনি কি বলিতেছেন! কিসের টানে যেন অজ্ঞাতসারেই মুখে আসিয়া গিয়াছিল—'মুহাম্মদ'! আরবীয় রীতিতে দেবতাদের নামে নাম রাখা হইত। এই নূতন নামটি উহার ব্যতিক্রম। তাই সবার কাছে কেমন জানি ঠেকিয়াছিল।

কিন্তু তবু কাহারো মন্দ লাগিল না—বরং নামের মাধুর্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ নাম কেন রাখিলেন?"

আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, "এই ছেলেটি পৃথিবীতে অপূর্ব যশের অধিকারী হইবে—জগৎ ব্যাপী তাহার প্রশংসা কীর্তিত হইবে। তাই নাম রাখিয়াছি মুহাম্মদ—অর্থাৎ চরম প্রশংসিত।

একদিকে সারা দুনিয়ায় আসে আনন্দের জোয়ার। অপরদিকে অন্যায় ও অসত্যের আখড়াগুলিতে উঠে মাতম।

নবাগত শিশুর বলিষ্ঠ সংগ্রামে দুনিয়ার অধর্ম-কুধর্ম সব কিছুরই বিলোপ ঘটিবে। তাহারই ইঙ্গিতস্বরূপ সবগুলি দেব-মূর্তি সেদিন মাথা নত করিয়া দিয়াছিল। অগ্নিপূজারীদের সহস্রাধিক বৎসরের অনির্বাপিত আগুন হঠাৎ আপনা-আপনি সেদিন নির্বাপিত হইয়া যায়। পারস্য উপসাগর শুকাইয়া যায়। পারস্য-রাজ কিস্‌রার প্রাসাদ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, ফলে উহার চৌদ্দটি চূড়া খসিয়া পড়িয়াছিল।

www.pathagar.com

শৈশবকাল

দুগ্ধপান ঃ শিশু মুহাম্মদ (সা) সপ্তাহকাল মা আমেনার স্তন্য পান করিলেন। পরে সপ্তাহকাল পান করিলেন সুওয়াইবার দুধ।

সুওয়াইবা ছিল আবূ লাহাবের ক্রীতদাসী। আবদুল্লাহ্‌র পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ সে স্বীয় মালিককে পৌঁছাইলে আনন্দের আতিশয্যে আবূ লাহাব তৎক্ষণাৎ তাহাকে আযাদ করিয়া দেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, আবূ লাহাবকে তাহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ কি অবস্থা চাচা?

উত্তরে বলিল, "বলিও না বাবা—ভীষণ আযাবে ভুগিতেছি। তবে প্রতি সোমবার দিন শুধু শাহাদত ও মধ্যাঙ্গুলির ফাঁকে একটু পানি পান করিবার জন্য পাই। এই অঙ্গুলিদ্বয়ে ইশারা করিয়া দাসীকে বলিয়াছিলেন—যা, তুই আযাদ। উহারই বদৌলতে সামান্য রহমত এই দুর্দিনে আমার ভাগ্যে জুটিতেছে।

হালীমার গৃহে ঃ কুরাইশী ও শহরের অন্যান্য আরবীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিশু-সন্তানদিগকে গ্রাম্য বেদুইন ধাত্রীদের কাছে পাঠান ছিল তথাকার এক চিরাচরিত রীতি। ধাত্রীরা শিশুকে দুধ খাওয়াইবে এবং লালন-পালন করিবে। এরূপে গ্রামের মুক্ত আলো-বাতাসে শিশুরা সুস্থ ও সবল হইয়া গড়িয়া উঠিবে। তা ছাড়া শহরের ভাষা পাঁচমিশালী হইয়া বিকৃত হইয়া থাকে। গ্রাম্য পরিবেশে থাকিলে অতি শৈশবে তাহারা খাঁটি ও অবিকৃত আরবী আয়ত্ত করিতে পারিবে বলিয়া এরূপ করা হইত।

এই কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ ধাত্রীদিগকে বেশ টাকা-পয়সা এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরস্কারও দেওয়া ইহত।

গ্রাম্য দরিদ্র মেয়েরা এই উপার্জনের আশায় বৎসরে একাধিকবার স্তন্যপায়ী সন্তানের সন্ধানে দূর-দূরান্তর হইতে উপস্থিত হইত। আঁ-হযরত (সা)-এর জন্মলাভের সপ্তাহ দুই পরে বেদুইন ধাত্রীদের একটি দল মক্কায় উপনীত হইল। ইহারা ছিল মক্কার ৭০ মাইল দূরবর্তী তায়েফের পার্শ্বস্থিত গ্রামের বনী সাআ'দ গোত্রের স্ত্রীলোক। তাহাদের সঙ্গে ভাগ্যবতী হালিমাও ছিলেন।

হালিমা সাআ'দীয়া স্বয়ং এই ঘটনা ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন, "স্তন্যপায়ী শিশুদের অনুসন্ধানে বহির্গতা বনী সা'আদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমিও চলিলাম।

www.pathagar.com

আমার সঙ্গে ছিলেন আমার স্বামী ও কোলে শিশু আবদুল্লাহ্। জীর্ণ দেহ একটি স্ত্রী-গাধায় চড়িয়া আমরা যাইতেছিলাম। আমাদের সঙ্গে একটি উষ্ট্রীও ছিল।

"তখন দেশময় অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ। উটের স্তনে এক ফোঁটাও দুধ ছিল না। অনাহারে-অর্ধাহারে আমরা সবাই জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার এবং ক্ষুধার তাড়নায় বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছিলাম। আমারও স্তন দুগ্ধশূন্য থাকিত বলিয়া শিশুটি সারা রাত্রি ক্ষুধায় ছটফট করিয়া কাঁদিত।"

"দুর্বল গাধাটি চলিতে পারিত না। কাফেলা বহুদূর আগাইয়া যাইত আর আমরা পড়িয়া থাকিতাম অনেক পিছনে। অবশেষে অতি কষ্টে কোনমতে মক্কা নগরীতে পৌঁছিলাম।"

"ধাত্রীরা শহরে প্রবেশ করিয়াই বাড়ি বাড়ি যাইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিশু সংগ্রহ করিতে থাকে। তাহারা আমেনার ঘরেও গিয়াছিল। কিন্তু শিশু সন্তান ছিলেন এতীম, তদুপরি দরিদ্র পরিবার জানিতে পারিয়া প্রতিটি মেয়ে ফিরিয়া আসিয়া অন্যান্য পরিবার হইতে শিশু সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল।"

"আর আমার অবস্থা! হায়! যেখানেই যাই, বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসি। যে আমাকে দেখে, সেই বলে আরে বেটি! তুই নিজেই মরা—শিশুকে খাওয়াইবি কি? কেহ উপহাস করিয়া বলে, তোর ছেলেটিই দুধের অভাবে বাঁচিবে কি না তার ঠিক নাই। আবার আমাদের শিশুকেও মারিতে লইয়া যাবি নাকি?"

"বিধবা আমেনার ঘরে আমিও গেলাম। শিশুকে আনিতে চাহিলাম। তাহারা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ছেলে এতীম জানিতে পারিয়া আমিও ইতস্তত করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে এখানে সেখানে যত জায়গায় গেলাম—সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সহকারে 'যাও—অন্যত্র যাও' বলিয়া আমাকে বিদায় দিল। সারাদিন ঘুরিয়া হতাশ মনে শূন্য হাতে তাঁবুতে ফিরিলাম।"

"তখন রাত। সবাই শিশু পাইয়াছে। পরদিবস প্রত্যূষে প্রস্থান করিবার জন্য সকলেই গাঠুরি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। আমি স্বামীকে বলিলাম ঃ সঙ্গিনীরা সবাই সন্তান লইয়া যাইতেছে। আমি তাহাদের সঙ্গে খালি হাতে যাইব? ইহা কেমন দেখায়? অগত্যা সেই এতীম শিশুটিকেই লইয়া আসিলে ভাল হয় না কি?"

"স্বামী সায় দিয়া বলিলেন ঃ ঠিকই, খালি হাতে যাওয়া সমীচীন নহে। তাহাকেই লও—হয়ত আল্লাহ্ বরকত দিতে পারেন।"

"আমি পুনরায় ছেলে আনিতে আমেনার গৃহে গেলাম। তখন শিশু মুহাম্মদ ঘুমাইতেছিলেন। ফুটফুটে চেহারা ও জ্যোতির্ময় মুখখানি দেখিয়া আমার অন্তর জুড়াইয়া গেল। কোলে তুলিয়া লইতে যেই শিশুর গায়ে হাত দিলাম, অমনি শিশু

www.pathagar.com

চক্ষুদ্বয় খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শিশুকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইতে খাইতে তাঁবুতে আসিয়া স্বামীর কোলে দিলাম। স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইয়া স্বামীরও আনন্দ আর যেন ধরিতেছিল না।"

"অতঃপর দুধ খাওয়াইতে বসিয়া একটি স্তন শিশুর মুখে তুলিয়া ধরিলাম। তিনি পেট ভরিয়া পান করিলেন—অপর স্তনটি স্পর্শও করিলেন না। সেই স্তনটি আমার ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে দিলাম—সেও পেট ভরিয়া খাইল। উভয়েই অতঃপর ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা ছিলাম ক্ষুধার্ত। উটের স্তনেও দুধ ছিল না। তবু আশায় স্বামী উহার নিকটে যাইয়া রীতিমত হতভম্ব হইয়া গেলেন। তিনি দেখিতে পান, উটের স্তন দুধে ভরিয়া রহিয়াছে। একটি বড় পাত্র পূর্ণ করিয়া তিনি দুধ আনিলেন। উভয়েই তৃপ্তির সহিত দুধ পান করিলাম। সারারাত্রি খুব আরামে নিদ্রা হইল। বহুদিন পর ইহাই ছিল প্রথম রাত্রি যখন আমরা সবাই ইচ্ছামত ঘুমাইয়াছি।"

"ঘুম হইতে উঠিয়া স্বামী বলিতে লাগিলেন ঃ হালিমা! মনে হয় তুমি বড় মোবারক শিশু আনিয়াছ! আমি বলিলাম—আমারও বিশ্বাস তা-ই।"

"সকাল বেলা কাফেলা রওয়ানা হইল। শিশুকে লইয়া আমি গাধার উপরে আরোহণ করিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! গাধা এমন ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল যে, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না, সমগ্র কাফেলা পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া উহা ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিল।"

সঙ্গিনীরা এ-কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কেহ বিস্ময় সহকারে আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আরে হালিমা! এটা কি সেই মরা গাধা, যার পিঠে চড়িয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলে?

"আমি বলিলাম, হ্যাঁ বোন—ঐটিই।"

"তখন তাহারা বলিল—নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার ঘটিয়াছে। অনেকে তাহাদের সবল গাধা লইয়া ইহার সঙ্গে পাল্লা পর্যন্ত দিল। কিন্তু কোনটিই আমার গাধার সঙ্গে কুলাইয়া উঠিল না।"

কাফেলা আপন গোত্রে আসিয়া অবতরণ করিল। সকলের অগ্রে পৌঁছিলাম আমি।

"আমাদের এলাকা ছিল সবচেয়ে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত। কিন্তু এখন আমার বাড়ি গাছপালায় দেখি কেমন এক সজীবতার লক্ষণ। সব কিছুতেই যেন প্রাচুর্যের লক্ষণ। বক্‌রীগুলি সন্ধ্যাবেলা ভরা পেটে বাড়ি ফিরে। উটটিও যেমন নাদুস-নুদুস, স্তন্য থাকে দুগ্ধে ভরা। প্রতিবেশীরা এক ফোঁটা দুধ খাইতে পারে না। তাহাদের ছাগল-ভেড়া, উটের পাল জীর্ণশীর্ণ এবং খালি পেটে ফিরিয়া আসে। অথচ আমার ঘরে প্রচুর দুধ—তৃপ্তি সহকারে পান করিয়াও অবশিষ্ট থাকে।

www.pathagar.com

"এইসব ব্যাপার দেখিয়া গোত্রের লোকেরা প্রায়ই তাহাদের রাখালদিগকে ধমক দিয়া বলিত, হালিমার পশুগুলি যেখানে চরিয়া খায়, তোরা সেখানে নিয়া খাওয়াস্‌না কেন? কিন্তু একই চারণভূমিতে খাইয়াও উহাদের অবস্থা রহিল পূর্ববৎ। এমনিভাবে আমরা অহরহ এই শিশুর বদৌলতে নানা প্রকার আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

হালিমা আরো বলেন ঃ শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। অবোধ শিশু। কিন্তু তাহার স্বভাব ও ব্যবহারে আমরা যুগপৎ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলাম। তিনি শুধু ডান দিকের স্তনই খান। বাম স্তনটি মুখে তুলিয়া ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন দিন খাওয়াইতে পারি নাই। তাঁহার দুধভাই আবদুল্লাহ্‌ সেই স্তন খায়। কোনদিন কাপড়ে বা বিছানায় তিনি প্রস্রাব পায়খানা করেন নাই। নির্দিষ্ট সময়ে বাহিরে গেলে এই কাজ সারিয়া লইতেন। কোনদিন তিনি কাঁদেনও নাই।"

"এমনি করিয়া নানা প্রকারে অল্প কয়েক দিনেই তিনি আমাদের সকলের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তাছাড়া তাঁহার প্রশান্ত চেহারা, উদার চাহনি, দিলখোলা হাসি সবই আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিল। একদণ্ডের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে আমার মন আইঠাঁই করিয়া উঠিত। চোখের আড়াল হইলেই আমি বিচলিত হইয়া পড়িতাম। শিশুর দুধ-ভাই-বোনদেরও ছিল একই অবস্থা। দিবারাত্রি তাহারা কুরাইশী-ভাইকে লইয়া মাতিয়া থাকিত। স্বামীও মক্কার এই ছেলের জন্য সদা-চঞ্চল থাকিতেন। আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, গরীবের ঘরে স্বর্গের নন্দন পদার্পণ করিয়াছেন।"

"শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ-সবল ও নাদুস-নুদুস হইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। অন্যান্য ছেলের তুলনায় তাহার শরীরের গঠন ছিল খুবই বর্ধনশীল। তাই মাত্র কয়েক মাসের শিশুকে দেখিতে বেশ বড় বলিয়া মনে হইত।"

তিনি আরো বলেন, "দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া যায়। স্তনের দুধ পান মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, রীতি অনুযায়ী ছেলেকে এবার ফেরত দিতে হইবে। তাই আসন্ন বিচ্ছেদের করুণ বেদনা আমাকে ভীষণ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। সকল সময় মনে করিতাম, কলিজার টুকরা চোখের মণিকে ছাড়িয়া কিভাবে আমি থাকিব! তাহাকে না দেখিয়া কেমনে বাঁচিব! কিন্তু হাজার হইলেও পরের সন্তান। মায়ের কোলে তাহাকে পৌঁছাইতেই হইবে।"

প্রথম কথা, হালিমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন ঃ দুধ ছাড়াইয়া দিলে শিশুর মুখে কথা ফুটিল। সর্বপ্রথম যে কথা তিনি বলিলেন, তাহা হইল—

www.pathagar.com

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً -

"আল্লাহু আক্‌বার কাবীরাঁও ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি হাম্‌দান্‌ কাছীরাঁও ওয়া সুবহানাল্লাহি বুক্‌রাতাঁও ওয়া আসীলা। (বায়হাকী)

হালিমা আরও বলেন ঃ একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেকে লইয়া আমেনার কাছে গেলাম। তিনি আমাদের যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিলেন। কিন্তু ছেলের জন্য আমার অন্তর চৌচির হইয়া যাইতে লাগিল। কলিজা কুট্‌ কুট্‌ করিয়া কাটিতে লাগিল। অন্তত আরো কিছুদিন তাঁহাকে রাখার অনুমতি পাইলে মনের আগুন হয়ত কিছুটা কমিত। তাই আব্‌দার করিলাম—কাকুতি-মিনতি করিলাম।

মক্কায় তখন রোগের ভীষণ প্রকোপ ছিল। সেই মহামারীর কথা বলিয়া ছেলেকে পুনরায় চাহিলাম। আমি বলিলাম, রোগের প্রাদুর্ভাব কমিলে পরে লইয়া আসিব। মা আমেনা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি স্বর্গের চাঁদ আবার সঙ্গে লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

প্রাণাধিক প্রিয় শিশু আবার আমার ঘর আলোকিত করিতে লাগিলেন। এখন এক পা দুই পা করিয়া হাঁটেন—বাহিরে এদিক ওদিক যান। অন্যান্য ছেলে-মেয়ের খেলাধুলা দেখেন, কিন্তু নিজে কখনো উহাতে যোগদান করেন না, দূরে সরিয়া থাকেন।

মেঘের ছায়া প্রদান ঃ হালিমার তিন মেয়ে। বড়টির নাম 'শায়মা'। আট বৎসর বয়স্কা শায়মা তাহার কুরায়শী ভাইকে কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। অত্যন্ত মায়া-মমতার সহিত তাঁহাকে দোলায় দোল দিত। আর চঞ্চলা মা অহরহ কড়া নজর রাখিতেন—কখন তাহারা কি করে, কোথায় যায়! কোন কথায় শিশুর কষ্ট হয় না কি!

একদিন মাহ্‌বূবে খোদা (সা)-কে কোলে করিয়া শায়মা কিছু দূরে এক মাঠে ছেলেদের খেলা দেখিতে গিয়াছিল। এদিকে মা হালিমা তাহাকে আশেপাশে না দেখিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ছেলেকে লইয়া সে কোথায় গেল? খুঁজিয়া খুঁজিয়া তিনি হয়রান পেরেশান। এমন সময়ে শায়মা ফিরিয়া আসিল। হালিমা তাহাকে খুব ধমকাইলেন—রৌদ্রে বাহিরে লইয়া যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

শায়মা বলিল ঃ "মা! ভাইয়ের মোটেই কোন কষ্ট হয় নাই। আমি যখন যেখানে যাই না কেন, এক খণ্ড মেঘ ভাইকে ছায়া দান করিতে থাকে। আমি দাঁড়াইলে মেঘটিও দাঁড়াইয়া যায়। ভাইয়ের গায়ে একটুও রৌদ্র লাগে না।"

www.pathagar.com

বক্ষ বিদারণ ঃ হালিমা বলেন, "একদিন শিশু মুহাম্মদ (সা) আমাকে বলিতে লাগিলেন—আমার অপর ভাইজানকে সারাদিন দেখি না—তিনি কোথায় থাকেন?

আমি বলিলাম, "ছাগল চরাইতে যায়।"

তিনি ইহা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে তাহার সঙ্গে পাঠাইবেন।" ইহার পর হইতে প্রায়ই তিনি ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে ছাগল চরাইতে যাইতেন।

সরওয়ারে কায়েনাত (সা) বিরাট দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন। অদম্য কর্মস্পৃহা ও ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার দিনগুলি যে অতিবাহিত হইবে, শৈশবেই তাঁহার কার্যকলাপে সেই আভাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

হালিমা বলেন, "একদিন দুই ভাই চারণ ভূমিতে পশু চরাইতে গেল। হঠাৎ আবদুল্লাহ্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ি আসিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! বাবা!! সাদা কাপড় পরিহিত দুইটি লোক আমার কুরাইশী ভাইকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাঁহার পেট কাটিয়া ফেলিয়াছে। আমি সেই অবস্থায় তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছি। শীঘ্র যাও! দেখ, জীবিত আছেন কি না!"

হালিমা বলেন, "আমরা উভয়েই ঘাবড়াইয়া মাঠের দিকে ছুটিয়া গেলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি নির্বাক এবং বজ্রাহতের মত বসিয়া আছেন। ভয়ে তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি শিশুকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা! কি হইয়াছে তোমার?

উত্তরে তিনি বলিলেন, "সাদা বেশধারী দুইটি লোক আমাকে ধরিয়া শোয়াইয়া পেট চিরিয়া এবং উহার মধ্য হইতে কি জানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইল।"

আমরা তাহাকে বাড়িতে লইয়া আসিলাম। কিন্তু অন্তর দুরু দুরু করিতে থাকে! ব্যাপার কি, ইহাই বারংবার মনে উদিত হইতে লাগিল। কচি বেহেশ্তী শিশু, মিথ্যা নিশ্চয়ই বলেন নাই। কিন্তু লোক দুইটি কে? কেনই বা তাঁহার পেট কাটিবে? আর যদি কাটিয়াই ফেলিত, তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকেন কেমনে?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমার মনে জাগিতে লাগিল। স্বামী আমাকে চুপে চুপে বলিলেন, "হালিমা, আমার মনে হয়, ছেলেকে ভূত-প্রেতে পাইয়াছে। ইহা প্রকাশ পাইবার পূর্বেই তাঁহাকে ফেরত দিয়া আস।"

হালিমা বলেন, "কিন্তু, আমার মন কি তাহা মানে? আমি তাহাকে এক গণকের কাছে লইয়া গেলাম। উদ্দেশ্য, তাঁহার কি হইল অথবা ভবিষ্যতে কি হইতে পারে তাহা জানার জন্য। সে ছেলেকে দূর হইতে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া গেল এবং তাঁহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হে আরববাসী! দৌড়িয়া আস। একটি বিপদ তোমাদের মাথায় অচিরে আসিয়া পতিত হইবে। যদি উহা হইতে

www.pathagar.com

বাঁচিতে চাও, তবে এখনই সহজ পথ ধর, এই শিশুকে হত্যা কর। সেই সঙ্গে আমাকেও বধ কর (হয়ত মরিয়া সঙ্গী হইবার অলীক আশায়) আর যদি তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দাও, তবে মনে রাখিও, এই শিশু তোমাদের ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে এবং এমন ধর্মের দিকে তোমাদিগকে আহবান করিবে, যাহা তোমরা ইতিপূর্বে কখনও শুন নাই!"

হালিমা বলেন, "এইসব কথা শুনিয়া আমি রাগান্বিত হইয়া উঠিলাম। এক টান দিয়া ছেলেকে সেই পাপিষ্ঠের হাত হইতে ছিনাইয়া লইলাম। অতঃপর কর্কশ কণ্ঠে তাহাকে বলিলাম, "তুই পাগল হইয়া গিয়াছিস, কোথাও যাইয়া মস্তিষ্কের চিকিৎসা কর, ইত্যাদি বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। এক মহা মুশ্‌কিল হইতে যেন ছেলেকে উদ্ধার করা হইল।"

আপন মায়ের কোলে ঃ তিনি আরও বলেন, "উপর্যুপরি দুইটি ঘটনা আমার সংশয় আরো বাড়াইয়া তুলিল। প্রথমবারে হইল কি? আবার এখন গণকই বা বলিতেছে কি? মনে আশঙ্কা জাগিল, আবার কখন কোন্ অঘটন ঘটিয়া বসে। শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত করিতে পারি কি না! অবশেষে মায়ের ছেলেকে মায়ের কোলে দিয়া আসাই ভাল বিবেচনা করিয়া মক্কা মুখে চলিলাম।"

মক্কা পৌঁছিয়া আমি স্নেহময়ী মায়ের কাছে কচি বিশ্বনবীকে বুঝাইয়া দিলাম। তখন আমার চোখে-মুখে ভীতি ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল।

আমেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো! এত আগ্রহ-আব্‌দার করিয়া ছেলেকে লইয়া গিয়াছিলে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আবার ফিরাইয়া দিতেছ। সত্য করিয়া বল, ব্যাপার কি?"

"আমি কোন উত্তর না দিয়া প্রশ্নটি এড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বহু পীড়াপীড়ির পর বাধ্য হইয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিতেই হইল।"

আমেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে কর, আমার ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে?"

আমি উত্তর করিলাম, "আমার ত তাই সন্দেহ!"

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন ঃ "না, আমার ছেলেকে তোমরা চিনিতে পার নাই। তাঁহার শানই আলাদা! অতঃপর গর্ভাবস্থা হইতে জন্ম পর্যন্ত যাহা কিছু অলৌকিক ঘটনা তিনি দেখিয়াছেন, সবকিছু আমাকে শুনাইলেন।"

এক অসমর্থিত বর্ণনা অনুসারে এ সম্পর্কে জানা যায় হালিমা দ্বিতীয়বার যখন আঁ-হযরতকে লইয়া বাড়ি ফিরিলেন, পথিমধ্যে আবিসিনিয়াবাসী একদল খৃস্টান শিশুকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসে এবং তাঁহাকে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটি কে?

www.pathagar.com

"মক্কার কুরাইশী বালক" এই কথা শুনিবা মাত্রই তাহারা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমরা তাঁহাকে লইয়া যাইব। ভবিষ্যতে এই ছেলের ভাগ্যে বিরাট কিছু একটা ঘটিবে, আমরা সেই লক্ষণ দেখিতেছি। এই ঘটনার পর হালিমা শিশুকে ফিরাইয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

পরে তিনি তাহাকে লইয়া মক্কায় উপনীত হইলে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে ছেলেটি হারাইয়া যায়। পাগলিনীর মত চারিদিকে খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে বিষণ্ন মনে আবদুল মুত্তালিবকে তিনি সংবাদ দিলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তুমি চিন্তা করিও না—আল্লাহ্ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবেন।"

এই বলিয়া কা'বা ঘরে পৌঁছিয়া চাদর ধরিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি দু'আ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখা গেল—ওয়ারাকা ইব্‌নে নওফল ও অপর এক ব্যক্তি শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লইয়া হাযির। "এই যে আপনার নাতি। মক্কার টিলার উপর তাহাকে পাইয়া নিয়া আসিলাম" বলিতে বলিতে নাতিকে তাহারা দাদার হাতে ছাড়িয়া দিয়া গেলেন।

নাতিকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া মহা আনন্দে দাদা হাসিতে হাসিতে বাড়ি আসিয়া মা আমেনার কোলে শিশুকে তুলিয়া দেন।

www.pathagar.com

মাতৃক্রোড়ে মুহাম্মদ (সা)

কোমলমতি হইলেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু কিছুই এখন বুঝেন। চোখেমুখে তাঁহার দীপ্ত আভা। বর্তমানে বয়স তাঁহার চারি বৎসরের উপর। জন্মের পূর্বেই তিনি হইয়াছিলেন পিতৃহারা। জন্মের দুই সপ্তাহ পরে মায়েরও মায়া হারাইয়া গেলেন দুধমায়ের কোলে। তখন হইতে মা মা ডাকিয়া দুধমাকেই চিনিলেন, তাঁহার মমতা বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চারি বৎসর না যাইতেই পুনরায় বিচ্ছেদ; মমতার বন্ধন আবার টুটিয়া গেল। আল্লাহ্‌র কি মহিমা— কি নিগূঢ় রহস্য ইহাতে নিহিত ছিল তিনিই জানেন।

আঁ-হযরত (সা)-কে ভবিষ্যতে হইতে হইবে বিশ্ব প্রেমিক—সমগ্র মানব জাতির প্রতি থাকিবে তাঁহার অন্তরের নিবিড় টান ও অবিমিশ্র শুভাকাঙক্ষা। সম্ভবত তাই মায়ার বেড়াজালকে শুধু পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয়বর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সঙ্কুচিত করা হয় নাই।

কিন্তু তিনি মায়ের কোলে আসিয়াও শুধু মায়ের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকেন নাই। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গেও খেলাধুলায় মাতিয়া থাকিতেন না। কখন ভাবেন—গম্ভীর মনে বসিয়া থাকেন, আর কখনও বা দিগন্ত আকাশ ও শূন্য প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া কি সব অবলোকন করেন, সৃষ্টির লীলাখেলা অনুধাবন করেন। কোন অন্যায় করিতেন না—অপকর্মে অংশগ্রহণ করিতেন না। কোন হৈ-হুল্লোড়ে মাতিয়া উঠিতেন না।

এমনিভাবে তাঁহার বয়স বাড়িয়া চলিল। যদিও মানুষের সঙ্গে হাসি-তামাসা, রং-ঢং খেলাধুলা তিনি করিতেন না; কিন্তু যে-কোন ভাল কাজে, ভাল ব্যাপারে তিনি উৎসাহ বোধ করিতেন। তাই জনগণের মনে তিনি জীবনের প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন—অনেকেই তাঁহাকে স্বর্গের লোক বলিয়া ধারণা পোষণ করিত।

একবার মক্কায় অনাবৃষ্টির ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আবু তালিব আঁ-হযরত (সা)-কে সঙ্গে লইয়া মাঠে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করিলেন। মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া সমগ্র এলাকাকে প্লাবিত করিয়া দিল। এই ব্যাপারে আবু তালিব এক কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ

وابيض يستسقى الغمام بو جهه - ثمال اليتامى وعصمة للارامل -

www.pathagar.com

অর্থাৎ—"আজ সেইজন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি চাহিতেছে, যে এতীমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবা মেয়েদের সতীত্বের রক্ষক হইবে।" দীর্ঘ কবিতায় তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর যথেষ্ট গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা উহারই একাংশ।

মায়ের সাথে মদীনায় ঃ যখন বালক মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স ছয় বৎসর, তখন একদিন মা আমেনা তাঁহাকে লইয়া মদীনায় বেড়াইতে যান। আবদুল মুত্তালিবের এক শ্বশুর বাড়ি মদীনা। আমেনার বংশও আত্মীয়তাসূত্রে মদীনার সঙ্গে জড়িত। স্বামী আবদুল্লাহ্‌ও সেইখানে সমাহিত। আত্মীয়দের সঙ্গে দেখাশুনা ও স্বামীর কবর জিয়ারত ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আমেনা মদীনা যাইয়া মাতুল- গোষ্ঠী বনী নাজারে বেশ কিছুদিন অবস্থান করিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইন্‌তিকালের সময় উত্তরাধিকারীদের জন্য মাত্র একটি উট ও উম্মে আয়মন নাম্নী এক দাসী রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই উম্মে আয়মনই সেখানে বালক নবীর সাথী—পরিচারিকা। তাঁহাকে লইয়া এদিক ওদিক যাইত—বাড়ির আশে পাশে ঘুরাফিরা করিত। কিন্তু একটি বিষয় তাঁহার চোখে বৈসাদৃশ্য ঠেকিতে লাগিল। মদীনার যে-কোন ইহুদী এই বালককে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইত। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাকাইত। তাহাদের চাহনিতে গোপন হিংসানল উম্মে আয়মনের চোখে ধরা পড়িত এবং এইসব কথা সে বাড়ি আসিয়া আমেনাকে প্রায়ই বলিত।

একদিন এক বৃদ্ধ ইহুদী বালক মুহাম্মদ (সা)-কে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়ায়। ছেলেটি কে? জিজ্ঞাসা করিলে উম্মে আয়মন বলে—"মক্কী কুরাইশী বালক।" উত্তর শুনিয়া সে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আঁ-হযরত (সা)-কে দেখিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটির পিতা কোথায়?"

উত্তর—"মারা গিয়াছে।"

এই কথা শুনামাত্রই লোকটি হুঁ শব্দ করিয়া মাথা হেলাইতে হেলাইতে চলিয়া গেল, যেন সে ঠিকই ধরিয়াছে এবং সঙ্গের একজনকে ডাকিয়া বলিল—"দেখ দেখ, এই দেখ!"

অপর একদিন এমনি এক কথোপকথনের পর এক ইহুদী প্রসঙ্গত বলিল, "এই বালকই প্রতিশ্রুত শেষ নবী হইবেন। তোমরা তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যাও। এখানকার ইহুদীরা তাঁহার প্রাণশত্রু।"

এবংবিধ কারণে আমেনা আর অধিককাল মদীনায় অবস্থান সঙ্গত মনে না করিয়া মক্কার পথে মদীনা ত্যাগ করিলেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যপথে 'আবওয়া' নামক এক বস্তির কাছে আসিয়া হঠাৎ আমেনা রোগাক্রান্তা হইয়া পড়েন এবং সেখানেই ইন্‌তিকাল করেন।

www.pathagar.com

সুদূর বিদেশে মায়ের সমাধি রাখিয়া মাতৃহারা মুহাম্মদ (সা) বাড়ি ফিরিলেন। সঙ্গে উম্মে আয়মন ও একটি উষ্ট্রী। জীবিকা নির্বাহের আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। পূর্বেই ছিলেন এতীম—এক্ষণে স্নেহময়ী মাতাকেও হারাইলেন। এইভাবে বালক মুহাম্মদ (সা) মাত্র ছয় বৎসর বয়সে একেবারে নিঃসহায়-নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। কুরআন পাকে সেই নিঃস্ব নিঃসঙ্গ করুণ অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া আল্লাহ্ স্বীয় মাহ্বূবকে বলেন—

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ... وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى -

(আলাম য়াজিদ্কা য়াতীমান ফা-আ-ওয়া---ওয়া ওয়াজাদাকা আ'য়িলান ফা আগ্না)

—" আপনাকে কি আল্লাহ্ এতীম হিসাবে আশ্রয় দেন নাই? এবং আপনি কি নিঃসম্বল ছিলেন না? পরে আল্লাহ্ আপনাকে সম্বল দান করিয়াছেন।"

আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে ঃ মায়ের মৃত্যুর পর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁহার লালন পালনের ভার লইয়া নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি মমতা ও অকৃত্রিম ভালবাসার সঙ্গে তাঁহার দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। যখনই কোথাও যান—নাতিকে সঙ্গে রাখেন; তাঁহাকে না দেখিয়া যেন তিনি একদণ্ড স্বস্তি পান না। কচি-বালকের মাঝে তিনি কি দেখিয়াছিলেন, তিনিই জানেন! তাই দেখা যায়, স্নেহ-মমতা ছাড়াও সর্বদা তাঁহাকে তিনি শ্রদ্ধা ও সমীহ্ প্রদর্শন করিতেন।

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন একজন প্রতাপশালী নেতা। সমগ্র দেশে তাঁহার ছিল দারুণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি। জনসাধারণকে লইয়া তাঁহার কারবার-দরবার লাগিয়াই থাকিত।

রোজই একবার করিয়া আবদুল মুত্তালিবের বিশেষ দরবার বসিত কা'বা ঘরের আঙ্গিনায়। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার জন্য মূল্যবান একখানা বিছানা কা'বার ছায়ায় বিছাইয়া লোকজন উহাকে ঘিরিয়া বসিয়া যাইত। তাঁহার অনুপস্থিতিতেও কেহ সেই বিছানায় বসিত না—এমনকি স্বয়ং আবদুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততিগণও না। আবদুল মুত্তালিব নিজেও উহা অপছন্দ করিতেন।

একদিন উপস্থিত জনতা সর্দারের অপেক্ষায় বসিয়া আছে এমন সময় হঠাৎ দূর হইতে বালক মুহাম্মদ (সা) খেলিতে খেলিতে একেবারে সেই বিছানার উপর যাইয়া বসিলেন। সকলে বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কেহ তাঁহাকে ধরিতে সাহস পাইল না। তাঁহার কয়েকজন চাচা অবশেষে তাঁহাকে কোলে করিয়া বিছানা হইতে উঠাইয়া লইলেন। ঘটনাক্রমে সেই মুহূর্তে আবদুল মুত্তালিবও আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, "আরে সে-ত আমারই সন্তান। বিছানা হইতে উঠাইলে কেন?" অতঃপর বালক-নবীকে কোলে লইয়া "ছেলেটির শান-ই পৃথক, তাঁহার

www.pathagar.com

ভবিষৎ খুবই উজ্জ্বল" ইত্যাদি মন্তব্য করিয়া তিনি বিছানায় বসিলেন এবং বহুক্ষণ যাবত মাথায়-পিঠে হাত বুলাইয়া নাতিকে সুখী করিবার প্রয়াস পান।

আঁ-হযরতের বাল্যজীবনে মক্কায় এমনিভাবে তাঁহার প্রতি সম্মান ও জনগণের আকর্ষণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তিনি বেশ সুখে ও আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! দুঃখের করাল কুঠার নিঃসহায় এতীমকে আরেকবার নির্মম আঘাত করিল। যখন তিনি ৮ বৎসর ২ মাস ১০ দিনে পদার্পণ করিলেন, তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দুনিয়ার বুকে তখন মুহাম্মদ (সা) একেবারে নিঃসঙ্গ—একা।

আবূ তালিবের আশ্রয়ে ঃ আবদুল মুত্তালিবের ১০ পুত্র ও ৬ কন্যা ছিলেন। তন্মধ্যে আঁ-হযরতের পিতা আবদুল্লাহ্ ও আবূ তালিব সহোদর ভাই। তাঁহাদের মা ছিলেন 'মখযুম' গোত্রের সম্ভ্রান্ত মেয়ে 'ফাতিমা'। অপরাপর সকলে ছিলেন তাঁহাদের বৈমাত্রেয়। তাই আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুকালে আবূ তালিবকে ডাকিয়া অসিয়ত করিয়া গেলেন, এই শিশু মুহাম্মদ (সা) আমার নয়নপুত্তলি। তুমি তাঁহার আপন চাচা। তোমার কাছেই তাঁহাকে রাখিয়া গেলাম। আপন পুত্রের মত তাঁহার দেখাশুনা করিবে।"

একমাত্র সহোদর ভাই আবদুল্লাহ্‌র পুত্র! ভাই জীবিত নাই—তারই ঔরসজাত সন্তান। দাদার স্নেহ-আশ্রয়ও শেষ হইয়া গেল। সুতরাং বালক মুহাম্মদকে তিনি না দেখিলে দেখিবে কে? বালকের মুখশ্রী, ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া যদিও অন্যান্য চাচা-ফুফীরাও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু আবূ তালিবের মত দরদ তাঁহাদের থাকিতে পারে না। চাচা আবূ তালিব তাই সাগ্রহে বালক নবীর লালন-পালন ভার হাতে লইলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন আপন পুত্র কেন প্রাণের চেয়েও অনেক বেশি স্নেহ মমতার ডোরে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আঁ-হযরতের জীবনে পিতৃব্যের এই পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয় একটি সুরক্ষিত কেল্লার মত কাজ দিয়াছে। পিতৃব্যও তাঁহাকে পাইয়া অশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট সংসারের পুঞ্জীভূত দৈন্য ও অনটন ভ্রাতুষ্পুত্রের বদৌলতে বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল।

শৈশব অতিক্রম করিয়া আঁ-হযরত কৈশোরে পদার্পণ করিলেন। কিশোর মুহাম্মদ (সা) আবূ তালিবের আশ্রয়ে থাকিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন।

গণকের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ তৎকালে বনী লাহাবের এক বৃদ্ধ পণ্ডিত গণক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি যখনই মক্কা আসিতেন, মক্কার কুরাইশীরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া ভিড় জমাইত আর তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি তাহাদের ভাগ বলিয়া দিতেন।

www.pathagar.com

একদা আবূ তালিবেরও ইচ্ছা যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখাইয়া তাহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু শুনিবেন। একদিন গণক নিবিষ্ট মনে অন্যান্য ছেলের ভাগ্যলিপি পরীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় আবূ তালিব মুহাম্মদ (সা)-কে লইয়া তথায় হাযির হইলেন। তাঁহাকে দেখামাত্রই তিনি সকল কাজ ছাড়িয়া দিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই ছেলেকে আন! এই ছেলেকে দাও।"

তাহার এহেন ব্যগ্রতা ও আকর্ষণ দেখিয়া আবূ তালিবের সন্দেহ হয়। তিনি বালককে গণকের চোখের আড়ালে সরাইয়া রাখিলেন। ক্ষোভ ও দুঃখে গণক আর কাহারও ভাগ্যই গণনা না করিয়া শুধু আফসোস করিয়া বলিতে লাগিল "আরে হতভাগারা! ঐ ছেলেকে আন। এইমাত্র যাহাকে দেখিলাম, ভবিষ্যতে তাঁহার ভাগ্যে বিরাট কিছু একটা আছে, তাহাকে আন একবার দেখি।"

শিশুকাল হইতে তাঁহার বহু লক্ষণ ও আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া যে-কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিত, এই ছেলে ভবিষ্যতে খুব বড় কিছু হইবে। এক্ষণে গণকের মুখেও অনুরূপ কথা শুনিয়া আবূ তালিব আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

www.pathagar.com

মাহ্‌বূবে-খোদার সিরিয়া ভ্রমণ

কুরাইশীরা বহু পূর্ব হইতেই ব্যবসায়ী ছিলেন। আবূ তালিব একাধারে বিখ্যাত সর্দার, কা'বা ঘরের খাদেম, আবার ব্যবসায় ক্ষেত্রেও খ্যাত ছিলেন।

যখন মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স ১২ বৎসর ২ মাস ১০ দিন, সে সময় আবূ তালিব ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। কাফেলা প্রস্তুত—উটগুলি সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান, এমন সময় বালক মুহাম্মদ (সা) কোথা হইতে আসিয়া চাচার কাপড় জড়াইয়া ধরিলেন।

আবূ তালিব সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কি চাও?" তদুত্তরে বালক করুণ কণ্ঠে বলিলেন—

اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ يَاعَمِّ لَا اَبَ لِىْ وَلَا اُمَّ -

"ইলা মান্ তাকিল্‌নী ইয়া আম্মি! লা আবা লী ওয়ালা উম্মা!"

—"চাচা! আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন? আমার আব্বাও নাই—আম্মাও নাই!"

এই মর্মস্পর্শী কথায় কোন্ পাষাণের মন গলিবে না? কচি ছেলের কাঁচা কয়টি কথা আবূ তালিবের অন্তরে বিঁধিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "ছেলেটি আমাকে ছাড়া থাকে না, তাঁহাকে না দেখিলে আমিও শান্তি পাই না। এইবার তাঁহাকে লইয়া চলিব।"

কাফেলা রওয়ানা হইল। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ বন্ধুও দলের একজন যাত্রী হিসাবে চলিলেন। ভবিষ্যতের বিশ্ব-নবী আজ বণিক। কিন্তু ব্যবসা কিংবা মুনাফা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না—হইতেও পারে না। তিনি যে একদিন বিশ্ব-মানবের পথের দিশারী হইবেন। এই বিদেশ যাত্রা ছিল উহারই পূর্বাভাস। একই সঙ্গে তিনি নানা স্থানের অধিবাসী, বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও তাহাদের রীতিনীতি দেখিবেন। আর দেখিবেন, দিগন্ত বিস্তৃত মরুপ্রান্তের বাহিরে কোথায় আল্লাহ্‌র কোন্ সৃষ্টি রহিয়াছে, কোথায় কি এবং কেমন লীলাখেলা হইতেছে।

বালক নবীর সন্ধানী মন শৈশবকাল হইতে আরো দেখিবার, আরো জানিবার জন্য সদা উৎসুক থাকিত। তাই কোন যাত্রী বা কাফেলা দেখিলেই তিনি আকুল নয়নে চাহিয়া থাকিতেন; ভাবিতেন, তাহারা কোন্ দেশে যায়, কত কিছু না দেখে! আহা! যদি আমিও যাইতে পারিতাম! আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় নবীর প্রাণের সাধ অপূর্ণ রাখিলেন না।

www.pathagar.com

বেশ কিছুদিন পর কাফেলা আরব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া শ্যাম (সিরিয়া) দেশে এবং তথা হইতে আরও অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে বসরার অন্তর্গত তায়মা নামক স্থানে উপনীত হয়। তায়মা খৃষ্টান প্রধান একটি ব্যবসাকেন্দ্র। বিশেষ করিয়া বাৎসরিক একটি মেলার জন্য উহা বিখ্যাত ছিল। তখন মেলা চলিতেছিল বলিয়া কিছুদিন সেখানে অবস্থানের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়। নিকটেই ছিল একটি গির্জা। বুহাইরা নামক জনৈক পাদ্রী ছিলেন উহার ধর্মগুরু। তিনি তওরাত ও ইন্‌জীলে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন।

বালক নবী বণিকবেশে ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে থাকিতেন। হঠাৎ একবার বুহাইরার নযর পড়িল তাঁহার উপর! তাহার জানা যত নিদর্শন ছিল বাহ্যিক আকারে অবয়বে সবই উহার সহিত মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এই তরুণ বালকই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর।

গির্জায় আসিয়া বুহাইরা মেহ্‌মানদারীর জন্য বিরাট আয়োজন করিয়া সমগ্র কাফেলাকে দাওয়াত দিয়া বলিলেন—"হে কুরাইশী ভাইগণ! আপনাদের জন্য সামান্য আহারের ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনারা আমার এই আন্তরিক অনুরোধ রক্ষা করিলে খুবই প্রীত হইব। ছোট-বড় আযাদ কিংবা গোলাম সকলেই আসিবেন।"

"এ আবার কি! জীবনে কত শতবার এই পথে আমরা যাতায়াত করিলাম—বুহাইরাও এই গির্জায় আজ নূতন নহেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কোন দিন তিনি একবারও আমাদের প্রতি তাকান নাই আর আজ নিমন্ত্রণ! ব্যাপার কি ইত্যাদি—কাফেলার লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আমরা এখানে ত আরো বহুবার আসিয়াছি—আজ হঠাৎ কেন এই দাওয়াত?" বুহাইরা বলিলেন, "ঠিকই ভাই! আজ আমার একান্ত ইচ্ছা, যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের আপ্যায়ন করি।"

কিন্তু কি আশ্চর্য! সমগ্র কাফেলা দাওয়াতে হাযির অথচ বালক নবী নাই! তিনি কাফেলার মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে তরুণ। তাই তাঁহাকে রাখিয়া গিয়াছে জিনিসপত্র পাহারার জন্য। তাহারা কি জানিত যে, বুহাইরার আসল মেহ্‌মান কে? যাঁহার বদৌলতে নিমন্ত্রণ জুটিয়াছে, তিনিই অনুপস্থিত!

বুহাইরা একজন একজন করিয়া সকলকে দেখিলেন কিন্তু বাঞ্ছিত জনকে দেখিতে না পাইয়া আফসোস করিয়া বলিলেন—"আমি সকলকে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু মনে হয় সকলে আসেন নাই!"

কুরাইশী সর্দারগণ উত্তর দিলেন, আসার মত কেহ বাদ পড়ে নাই। শুধু একটি ছোট্ট বালককে আমরা জিনিসপত্রের কাছে রাখিয়া আসিয়াছি!

বুহাইরা বলিলেন, "না তাঁহাকেও লইয়া আসুন।"

www.pathagar.com

উপস্থিত প্রবীণ-প্রধানগণ মনে মনে বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এত লোক তাহার চোখে পড়ে না। একটি বাচ্চা ছেলের জন্য সব পণ্ড হইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত আঁ-হযরত (সা) আগমন করেন। সকলের ভূরি-ভোজন হইল। সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট মনে ফিরিয়া গেলেন। বুহাইরা বালক মুহাম্মদ (সা)-এর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৎস! কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব! লাত ও উয্যার কসম! সঠিক উত্তর দিবে।"

কুরাইশীরা কথায় কথায় দেব-দেবীর কসম করিয়া বসিত। বুহাইরা ভাবিলেন, হয়ত এই বালকেরও তাই অভ্যাস। কাজেই তিনি "লাত ও উয্যার' কসম দিলেন। তরুণ নবী গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, লাত উয্যার কসম দিবেন না, আমি তাদেরকে ঘৃণা করি!"

প্রথম ইঙ্গিতেই বুহাইরা বুঝিয়া গেলেন, ইনিই সেই মহামানব। তিনি আবার বলিলেন, "আচ্ছা, আল্লাহ্র কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি।"

বালক বলিলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ বলুন! আমি যতদূর জানি ঠিক ঠিক উত্তর দিব।" আনন্দের সহিতই তিনি সম্মতি জানাইলেন।

তখন খৃস্টান ধর্মগুরু বুহাইরা একে একে তাঁহার হাল অবস্থা, কাজকর্ম, নিদ্রা কখন যান, স্বপ্নে কি দেখেন ইত্যাদি অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বনবীর প্রতিটি উত্তর হুবহু পূর্ববর্তী গ্রন্থে বর্ণিত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়া যায়। ইত্যবসরে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে নবুওয়তের মোহরও দেখিয়া লইয়াছিলেন।

অতঃপর আবূ তালিবকে ডাকিয়া বুহাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকটি তাহার কি হয়?

আবূ তালিব উত্তরে বলিলেন, 'আমারই ছেলে।'

আপনার ছেলে? না, তাঁহার পিতা অন্য কেহ হইবেন।

আবূ তালিব এবার স্বীকার করেন যে, ছেলে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

বুহাইরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ভাই কোথায়?"

আবূ তালিব উত্তর করেন, "তিনি মারা গিয়াছেন এবং তখন এই ছেলের মা তিন মাসের গর্ভবতী ছিলেন।"

বুহাইরা আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন। "হ্যাঁ, ঠিকই বলিয়াছেন। অতঃপর পরামর্শের সুরে বলিলেন, "আমি শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে বলিতেছি, আপনি শ্যাম (সিরিয়া) দেশে যাইবেন না। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে যদি বাঁচাইতে চান, তবে দেশে ফিরিয়া যান। তথাকার ইহুদী এবং খৃস্টানেরা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিতে পারে। এই ছেলেই প্রতিশ্রুত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। চিনিতে পারিলে তাহারা এই ছেলেকে হত্যা না করিয়া ছাড়িবে না।"

www.pathagar.com

তদনুসারে আবূ তালিব আর শ্যাম দেশে গেলেন না। সেই স্থানেই নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য পণ্য কিনিয়া মক্কা প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়।

পরে ইহাও জানা গিয়াছিল যে, 'যুবাইর', 'তামাম' এবং দরীস্ প্রমুখ একদল খৃস্টান প্রতিশ্রুত নবীকে হত্যা করিবার মানসে কাফেলার পর কাফেলা খুঁজিয়া বুহাইরার নিকটে পৌঁছে। বুহাইরা তাহাদিগকে বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলে তাহারা নিরস্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়।

এইরূপে বালক নবী বাল্য বয়সেই বহু স্থানের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

www.pathagar.com

যৌবনে মাহ্‌বূবে খোদা (সা)

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু যৌবন-সুলভ কোন উচ্ছৃংখলতা তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কোন অন্যায়, কোন অশ্লীল, ভদ্রতা ও শালীনতা বিরোধী কোন কিছু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আল্লাহ্‌ স্বীয় মাহ্‌বূবকে প্রতি পদে নৈতিক ও চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আঁ-হযরত নিজেই বলিতেন, "আমি কোনদিন জাহিলিয়াতের কোন আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি নাই। অন্ধযুগীয় কোন পাপ কর্মও করি নাই। তবে জীবনে মাত্র দুই দিন দুইটি কাজ ভুলক্রমে হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌ আমাকে সংশোধনও করিয়া দেন।"

প্রথমটি হইল, আমি তখন খুবই ছোট, যখন কা'বা ঘর মেরামত হইতেছিল। বয়স্করা কঠোর পরিশ্রম করিতেছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ইট-পাথর আগাইয়া দিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছিল। কাজের সুবিধার্থে ছেলেরা সবাই কাপড় কাঁধে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র আমিই লজ্জাবশত কাপড় পরিয়া কাজ করিতেছিলাম। ইহাতে কাজের কিছুটা ব্যাঘাত হইতেছিল।

চাচা আব্বাস আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আরে বেটা! কাপড় কাঁধে বাঁধিয়া লও।" অগত্যা তাই করিলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। পরক্ষণে হুঁশ হইতেই আমার কাপড়! আমার কাপড়! বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

চাচা আব্বাস আমাকে কোলে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "আমি উলঙ্গ হইতেই শুনিতে পাই আসমান হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিতেছে, কাপড় পরিয়া লও! হে মুহাম্মদ! কাপড় পরিয়া লও! জীবনে এই প্রথম ঐশী ডাক শুনিয়া আমি মূর্ছিত হইয়া পড়ি।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি সম্পর্কে আলী (রা) বর্ণনা করেন, আঁ-হযরত (সা) বলিয়াছেন, "একদা রাত্রিকালে আমি মক্কার এক টিলা-চূড়ায় অপর একজন কুরাইশী বালকের সঙ্গে ছাগল চরাইতেছিলাম। হঠাৎ ইচ্ছা হইল, আরবীয়দের (ছমর) গল্পের আসরে যাইয়া আজ রাত্রে একটু স্ফূর্তি করি। সঙ্গীকে বলিলাম, "আমার ছাগলগুলি দেখাশুনা করিও। আমি একটু ছমর শুনিয়া আসি।"

www.pathagar.com

"কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক বস্তির নিকটবর্তী হইতেই বাজনা ও ঢোল-তবলার আওয়াজ কানে ভাসিয়া আসে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, কোন এক ব্যক্তির বিবাহ। তখন কৌতূহলবশত যেই সেই পথে পা বাড়াইব, অমনি আমার ভীষণ ঘুম পায়। এমন এক ঘুম যে, একটুও চলিতে পারিলাম না—ঐ স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রাতঃকালে সূর্য কিরণের উত্তাপে আমার ঘুম ভাঙে।"

মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয (রা) বলেন, আঁ-হযরতের বক্ষ-বিদারণ চারিবার ঘটিয়াছে। প্রথমবার শৈশবে, দ্বিতীয়বার যৌবনের প্রাক্কালে। মানুষের স্বাভাবিক যে সকল কামনা-বাসনা যৌবনের প্রারম্ভে মাথাচাড়া দিয়া উঠে, বক্ষ-বিদারণ মারফত সেই কলুষ-স্পৃহা বাহির করিয়া দেওয়াই উহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই আঁ-হযরতের যৌবনকালীন প্রতিটি কাজকর্মে ও ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ভদ্রতা, শিষ্টতা, সততা ও ধার্মিকতা।

হারবে ফুজ্জার ঃ আঁ-হযরতের বয়স যখন চৌদ্দ অথবা পনর বৎসর, 'হারবে ফুজ্জার' নামে একটি যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করে। সামান্য একটি স্ত্রী উটের ব্যাপারে বায়ায ইবনে কাইছ উরওয়াকে হত্যা করে। তখন 'আশহুরে হুরুম'—সম্মানিত মাস! 'উক্কায' বাজারে মেলা বসিয়াছিল। এই সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নরহত্যা করা মহা অন্যায় এবং সেই অন্ধযুগেও আরববাসীরা এই মাসের খাতিরে হত্যা-লুণ্ঠন করা ইত্যাদি বন্ধ রাখিত। উক্ত হত্যাকাণ্ডটি ভীষণ অন্যায় বিবেচিত হওয়ায় যুদ্ধটিই খ্যাত হইয়াছে 'ফুজ্জার' অর্থাৎ মহা অন্যায় নামে।

বনী কাইস ও কেনানার মধ্যে যুদ্ধ। কুরায়শীরা পূর্ব হইতে বনী কেনানার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাই তাহারা এই যুদ্ধে নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারে নাই। প্রতিপক্ষও কুরাইশীদিগকে শত্রু ধরিয়া লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। কাজেই আত্মরক্ষার খাতিরে কুরায়শীরা কেনানা'র সাহায্য করিতে লাগিল। অনেকদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। দুই চারিবার মাত্র আঁ-হযরত (সা) চাচাগণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে তীর আগাইয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, বহুদিন পর দুই দলে সন্ধি হইলে বহু ক্ষয়-ক্ষতির পর যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয়।

ইতিপূর্বেও যখন আরেকটি 'হারবে ফুজ্জার' সংঘটিত হয়, তখন আঁ-হযরত দশ বৎসর বয়স্ক বালক। এই ঘটনাও হারাম মাসে উক্কায মেলার দিনই ঘটিয়াছিল। মেলার এক পার্শ্বে বসিয়া বনী গিফারের জনৈক আত্মম্ভরি লোক বদর ইব্নে মা 'অশার পা লম্বা করিয়া দিয়া সগর্বে জোরে জোরে বলিতে থাকে, "আমি আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানী। কেহ যদি নিজকে আমার চেয়ে বেশি সম্মানী মনে করে তবে তল্ওয়ার দ্বারা উহার ফয়সালা হইবে।"

তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি এক কোপে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়। ইহা হইতে দুই দলে লাগিল ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) সেই যুদ্ধে যান নাই।

www.pathagar.com

জনসেবা ঃ আরবীয়দের মূর্খতা, বাচালতা, অন্যায়, কুকর্ম, অত্যাচার, হত্যা-লুণ্ঠন, মারামারি, কাটাকাটি, আত্মগর্ভ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি দেখিয়া মাহ্‌বুবে খোদার মানব প্রেমে বিগলিত মন প্রায়ই কাঁদিয়া উঠিত। কিভাবে এই সব অন্যায় বিদূরিত হইবে, কিভাবে জনসমাজ কলুষমুক্ত হইবে—ইহাই তিনি সর্বদা চিন্তা করিতেন। বিশেষ করিয়া অতি সামান্য ব্যাপারে হারবে ফুজ্‌জারে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মানুষের প্রাণ নষ্ট হইল, তাহা দেখিয়া তিনি আরো অধীর হইয়া পড়েন। তিনি কৃতসংকল্প হইলেন যে, এ সকল অনাচারের মূলোৎপাটন করিতে হইবে।

কিন্তু অন্যায় ও অধর্মের প্রচণ্ড তুফানের মুখে শুধু মৌখিক উপদেশ যে হাওয়ায় উড়িয়া যাইবে ইহা তিনি উপলব্ধি করিলেন। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, 'কথায় নহে—কাজে এই অন্ধ সমাজকে নূতন আলোর সন্ধান দিতে হইবে। বালক মুহাম্মদ (সা) পূর্ব হইতে অত্যাচারিত ও অভাবক্লিষ্ট জনগণের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। অতঃপর তিনি সুপরিকল্পিতভাবে জনসেবায় ব্রতী হইলেন।

নিঃস্ব অনাথ আতুরদের সাহায্য করা, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জালেমকে সর্বশক্তি প্রয়োগে নিরস্ত করা, মজলুম ও বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করা এবং এক দলের সহিত অন্য দলের যে ঝগড়া কলহ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল তাহা নির্মূল করা তাঁহার লক্ষ্য হয়।

আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আরো কতিপয় ভদ্র সম্ভ্রান্ত যুবক এই সেবাকার্যে তাঁহার সহযোগী হন। এমনিভাবে আরবের পাপ পঙ্কিলতার কেন্দ্রে গড়িয়া উঠে এক শুদ্ধি আন্দোলন। সেবাসঙ্ঘের ন্যায় স্থাপিত হইল একটি মিশন। স্থাপয়িতা হইলেন ভাবী নবী বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যুবক মুহাম্মদের সেবক বাহিনী একনিষ্ঠভাবে নিপীড়িত জনের সেবা করিয়া চলিল। তাহাদের নিকট আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কোন পার্থক্য ছিল না আর ছিল না সবল ও দুর্বলের কোন প্রভেদ। অনেকে প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে, কুরাইশীদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে কিংবা কুরাইশীরা কোন অন্যায় করিলে মুহাম্মদ (সা) তাহাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিবেন। কিন্তু কিছুদিন না যাইতেই কাজে কর্মে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, মুহাম্মদ স্বজন-পরজন বুঝে না। যে-কোন দুঃখী, যে-কোন বিপন্ন লোক অনাহারে তাঁহার কাছে আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করিতে পারে। স্বীয় গোত্রের বিরুদ্ধেও কিছু তাঁহার কানে পৌঁছিলে তিনি উহার প্রতিকার করিতে কসুর করেন না।

এ সকল কারণে মক্কার জনসাধারণ তাঁহাকে 'আল-আমীন' নামে সম্বোধন করিতে থাকে। 'আল-আমীন' অর্থ বিশ্বাসী বা বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। মক্কার ঘরে ঘরে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের কাছে 'আমীন' নাম প্রচারিত হইয়া পড়ে। সম্মুখে এবং অগোচরে সকলেই তখন 'আল-আমীন'কে অন্তর দিয়া ভালবাসিতে লাগিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বার সিরিয়া যাত্রা

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন সম্ভ্রান্ত কুরাইশী বিধবা মহিলা। বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। পরোপকারিণী এবং দানশীলা হিসাবে তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। দরিদ্র ও বুদ্ধিমান লোক পাইলে লাভের একটা নির্ধারিত অংশের বিনিময়ে তাহাকে দিয়া ব্যবসায় করাইতেন। বিরাট ব্যবসায় লইয়া সর্বদা তাহাকে চিন্তান্বিতা থাকিতে হইত। দিবা-রাত্রি মনে মনে এমন একজন লোকের অনুসন্ধানে থাকিতেন যাহার উপর ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

যুবক মুহাম্মদ (সা) সততা, কর্মকুশলতা ও বুদ্ধির দিক দিয়া শুধু অগ্রণীই নহেন— অদ্বিতীয় ছিলেন। এই জন্যই তিনি আল-আমীন নামে অভিহিত হইতেন। এমন এক ব্যক্তিকে পাইলে আর কি কোন প্রশ্ন থাকে? কিন্তু তাঁহাকে পাইবেন কি প্রকারে?

মনে মনে তাঁহাকেই নির্বাচন করিয়া একদিন খাদীজা (রা) তাঁহাকে বাড়িতে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বিনয় সহকারে বলিলেন, "ভাই, মানুষের অভাবে ব্যবসায় লইয়া খুব অসুবিধায় আছি। আপনার মত লোক পাইলে আমি কত যে নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতাম, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে আমি আপনাকে অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ লভ্যাংশ দিব। আপনার কাজকর্ম ও খিদমতের জন্য একটি গোলামও আপনার সঙ্গে থাকিবে।"

আঁ-হযরত (সা) স্বীয় মুরুব্বি আবূ তালিবের অনুমতিক্রমে হযরত খাদীজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

১৬ই জিলহজ্জ। হযরত খাদীজার বিপুল ব্যবসা সামগ্রী লইয়া আঁ-হযরত (সা) শ্যাম (সিরিয়া) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে ছিল গোলাম 'মায়সারা'। এই সফরকালেই পথিমধ্যে 'নসতুবা' নামক জনৈক খৃস্ট ধর্মগুরু বাহ্যিক নিদর্শন দেখিয়াই চিনিতে পারেন যে, এই যুবকই প্রতিশ্রুত নবী। মায়সারার সঙ্গে পাদ্রীর পূর্ব পরিচয় ছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সঙ্গে ইনি কে?"

মায়সারা বলিল, "পবিত্র মক্কার বাসিন্দা, কুরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানী যুবক।"

নসতুবা বলিল, "হ্যাঁ ইনিই নবী হইবেন।"

www.pathagar.com

কোন এক গ্রন্থে ইহা বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত (সা) এক স্থানে অবতরণ করিয়া একটি বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়াই নসতুবা সাগ্রহে তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে মায়সারার উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, ঐ বৃক্ষের নিচে কেহ ত বসে না! আমরা ধর্মগ্রন্থে পাই যে, আমাদের নবী হযরত ঈসা (আ) এই বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন এবং অতঃপর যিনি বসিবেন তিনিও নবী হইবেন।

সমস্ত মালপত্র বিক্রয় করা হইলে, নূতন পণ্যদ্রব্য কিনিয়া উট বোঝাই করিয়া আঁ-হযরত (সা) কাফেলার সাথে মক্কা রওয়ানা হইলেন। সফরকালে হঠাৎ একদিন ভীষণ গরম পড়ে। তখন 'মায়সারা' দেখিতে পায় যে, দুইজন ফেরেশ্‌তা আঁ-হযরতকে ছায়া করিয়া যাইতেছেন।

এদিকে খাদীজা (রা) কাফেলার প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছিলেন। সময় সময় সুদূর প্রান্তর দিকে চাহিয়া দেখিতেন, তাহারা আসিতেছে কিনা। একদিন স্বীয় কক্ষে বসিয়া তিনি জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন, সে সময় হঠাৎ তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল এক কাফেলা। উহার পুরোভাগে হযরত মুহাম্মদ (সা) উষ্ট্রোপরি উপবিষ্ট। তিনি দেখিতে পাইলেন, ভীষণ রৌদ্রের মধ্যেও তাঁহার উপর ছায়া; দুইজন ফেরেশ্‌তা তাঁহাকে ছায়াদান করিতেছেন। সেই ছায়ায় তাঁহার নূরানী চেহারা আলোকোজ্জ্বল দেখাইতেছে। ইহা দেখিয়া হযরত খাদীজার অন্তরে ভক্তির উদ্রেক হইল। অধিক বয়সেও সেই স্বর্গের যুবককে পাওয়ার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আঁ-হযরত (সা) মক্কা পৌঁছিয়া আমদানীকৃত সব মাল খাদীজাকে বুঝাইয়া দিলেন। মাল বিক্রয় করা হইলে দেখা যায় প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা হইয়াছে।

www.pathagar.com

বিবাহ বন্ধন

হজরত খাদীজা (রা) বিচক্ষণা ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। আঁ-হযরতের গুণ-গরিমার প্রতি বহু পূর্ব হইতেই তিনি মুগ্ধা ছিলেন। ব্যবসায় যোগদানের পর তাঁহার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। তাঁহার কৃতিত্ব, তাঁহার মধুর ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র, তদুপরি কান্তিময় চেহারা ইত্যাদি খাদীজাকে বিমোহিত করিয়া তোলে। দুইজন ফেরেশ্‌তার ছায়া প্রদান প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই যুবক ঐশী গুণের অধিকারী এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তিনি মহাপুরুষরূপে গণ্য হইবেন। সর্বোপরি, মায়সারা তাহার দেখা ঘটনাবলী এবং পথিমধ্যে নসতুবা পাদ্রীর ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিলে এই যুবককে জীবন-সাথীরূপে পাইবার জন্য তাঁহার স্পৃহানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

এত অধিক বয়সে বিবাহের প্রস্তাব দিতে স্বভাবতই তিনি ইতস্তত করিতেছিলেন। তদুপরি নবীন যুবক মুহাম্মদ (সা) তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন কি না, সেই প্রশ্নও হযরত খাদীজার মনে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু কোন ভয়-ভাবনা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। সরাসরি পয়গাম দিয়া পাঠাইলেন আঁ-হযরতের খিদমতে।

পয়গামবাহীকা নফীসা বলেন, শ্যাম হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই খাদীজা গোপনে আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দেন, যে কোন উপায়ে হোক, তাঁহাকে বিবাহে সম্মত করিতে হইবে।"

নফীসা বলেন, আমি যাইয়া ভাবী বিশ্ব-নবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখনও বিবাহ করিতেছেন না কেন?

উত্তরে আঁ-হযরত (সা) বলিলেন, "বিবাহের কোন চিন্তাই আমি করি নাই। চিন্তা করিবার কোন অবকাশও হয় নাই।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আমি যদি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি এবং এমন মেয়ের কথা বলি, যিনি রূপে, গুণে, ধনে এবং বংশমর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠা, তবে আপনি রাযী আছেন?"

তেমন মেয়ে কে? আঁ-হযরত জানিতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম ঃ খাদীজা।

তখন তিনি বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাদীজা! খাদীজা বিবাহ করিবেন?"

www.pathagar.com

আমি সেই দায়িত্ব নিলাম। অতঃপর হযরত খাদীজার নিকট যাইয়া আমি তাঁহার সম্মতি জানাইলাম। খাদীজার তখন কি আনন্দ! আনন্দে যেন খাদীজা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ যুবক মুহাম্মদ (সা)-কে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইয়া এই অনুরোধও জানান যে, তিনি যেন যে-কোন সময় খুশী, একবার তশ্‌রীফ আনেন।"

খাদীজার পিতা সে সময় জীবিত ছিলেন না বলিয়া চাচা 'আমর ইব্‌ন আসাদ'কে অভিপ্রায় জানাইয়া তিনি উক্ত বিবাহকার্য সমাধা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

অপরদিকে আঁ-হযরত (সা) পিতৃব্য আবূ তালিবকে খাদীজার প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করিলে তিনি খুবই আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন এবং আত্মীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে লইয়া খাদীজার গৃহে উপস্থিত হন।

কুড়িটি উষ্ট্রী মোহর ধার্য করিয়া আবূ তালিবই উহা আদায় করিলেন। বিবাহের মজলিসে খোৎবাও তিনিই পাঠ করিলেন। খোৎবায় তিনি যুবক মুহাম্মদ (সা)-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন যে, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন, "এই নবীন যুবক হইলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌। যদিও তিনি আর্থিক সঙ্গতিহীন, কিন্তু জ্ঞানে-গুণে, বিনয়, নৈতিকতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যে কোন ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইনি সাধারণ মানুষের বহু ঊর্ধ্বে।

ইনিই মুহাম্মদ। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বংশমর্যাদা আপনাদের অবিদিত নয়। তিনি খাদীজা বিন্‌তে খুওয়াইলিদকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি সানন্দে তাঁহাদের বিবাহকার্য সম্পাদন করিতেছি। বিবাহের মোহর বাবদ যাহা কিছু এখনই কিংবা পরে দেয়, তাহা আমার সম্পত্তি হইতে আদায় করিবার দায়িত্ব আমি নিলাম। সর্বশেষে আমি বলিতেছি— আল্লাহ্‌র কসম! অচিরেই তাঁহার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইবে।"

বিবাহ হইয়া গেল। আঁ-হযরতের বয়স তখন ২১ মতান্তরে ২৫ বৎসর মাত্র। অপরপক্ষে হযরত খাদীজা ছিলেন তখন ৪০ বৎসর বয়স্কা। বয়সের দিক দিয়া তারতম্য থাকিলেও একের প্রতি অন্যের ভালবাসা এত অধিক ছিল, সেকালে উহার নজীর দুর্লভ ছিল। উভয়ই ছিলেন জনদরদী—উভয়ই ছিলেন নিঃস্ব-নিঃসহায়দের আশ্রয়স্থল। উভয়েই ব্যথিতদের ব্যথায় ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিতেন। দেশ ও দশের মঙ্গল কামনায় উভয়ই ছিলেন অগ্রণী। অধিক বয়স্কা হইলেও স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, গঠন ও দেহ সৌষ্ঠবে খাদীজা যে কোন কুমারীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না।

হযরত খাদীজা (রা) হইলেন আঁ-হযরতের জীবনসঙ্গিনী। উভয়েই যেন মনের মানুষ পাইলেন। পরম আনন্দে তাঁহাদের তেইশটি বৎসর কাটে। একে অন্যের ছিলেন সাথী। সুখ-দুঃখের সাথী, সুদিন-দুর্দিনের সাথী। নবুয়ত প্রাপ্তির পরেও কিছুকাল হযরত খাদীজা (রা) বাঁচিয়াছিলেন। হযরত খাদীজার জীবদ্দশায় আঁ-হযরতও অপর কাহারো পাণি গ্রহণ করেন নাই।

www.pathagar.com

হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত সন্তান

হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে আঁ-হযরতের দুই পুত্র ও চারি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যথা— (১) কা'সেম (রা)। ইহার নামানুসারে আঁ-হযরতের উপনাম হয় আবুল কাসেম (সা)। (২) তাহের (রা)। তাঁহার অপর নাম ছিল আবদুল্লাহ্।

কন্যাগণ হইলেন—হযরত ফাতিমা (রা), যয়নব (রা), রোকাইয়া (রা) ও উম্মে কুল্সুম (রা)। হযরত যয়নব ছিলেন সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ।

অপর একজন পুত্র, ইব্রাহীম (রা) মারিয়া (রা)-র গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্র কি মহিমা! পুত্র সন্তান তিনজনই অতি অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন। তন্মধ্যে শুধু হযরত কাসেম অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন।

চারি কন্যা ঃ কন্যাগণের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা) সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। জান্নাতবাসিনীদের তিনিই নেত্রী। পনর বৎসর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সের সময় হযরত আলী (রা)-র সঙ্গে ৪৮০ দিরহাম মোহর দানের শর্তে তাঁহার বিবাহ হয়।

হযরত যয়নব (রা)-কে 'আবুল আ'স ইব্নুর রবী'র সঙ্গে এবং হযরত রোকাইয়া (রা)-কে হযরত ওসমান গনী (রা)-এর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় হিজ্রী সনে বদরের যুদ্ধ হইতে বিজয়ী বেশে যখন আঁ-হযরত (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রোকাইয়া (রা)-কে সমাহিত করিয়া লোকজন সবেমাত্র ফিরিতেছিল।

অতঃপর তৃতীয় হিজ্রীতে উম্মে কুলসুমকে হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা হয়। হিজ্রী নবম সনে ইনিও ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

কা'বা নির্মাণ

মাহ্বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ৩৫ বৎসর, তখন কুরাইশগণ বায়তুল্লাহ্র পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে ভীষণ এক বন্যার কবলে পড়িয়া কা'বাঘরের ভিত্তি দুর্বল ও উহা ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। তদুপরি কা'বার ভিটির নিম্নস্থ কূপে যুগ-যুগান্তের রক্ষিত ধনভাণ্ডারে কোন এক দুর্বৃত্তের হাত পড়িয়াছিল! বহু তালাশের পর 'বনি মলীহ্'র এক গোলাম 'দুওয়াইকে'র কাছে অপহৃত দ্রব্য পাইয়া লোকজন তাহার হাত কাটিয়া তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করে।

এ সকল কারণে সকলে স্থির করেন যে, কালবিলম্ব না করিয়া কা'বার ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইবে এবং ছাদ প্রাচীরও নূতনভাবে নির্মিত হইবে।

আল্লাহ্র ঘরের নির্মাণ কাজ। মহা সৌভাগ্যের কথা। প্রতিটি গোত্র পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া কাজে নামিল। জনৈক কিব্তী মিস্ত্রী অযাচিতভাবে উক্ত নির্মাণকার্যে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসে। বন্যার প্লাবনে একটি বিরাট নৌকা ভাসিয়া আসিয়া মক্কার অদূরে ঠেকিয়াছিল। উহার তক্তা ও কাষ্ঠখণ্ডগুলি ছাদের শাহ্তীর ও অন্যান্য কাজের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

সকলই প্রস্তুত। কিন্তু অন্তরায় হিসাবে দেখা দিল একটি প্রকাণ্ড বিষধর সাপ। ধনকূপ হইতে সাপটি প্রতিদিন বাহির হইয়া ছাদে রৌদ্র পোহাইত। সেদিনও উহা রোদ পোহাইতেছিল। উহার কাছে গেলে রক্ষা ছিল না। আল্লাহ্র মেহেরবানী, যখন লোকজন দূর হইতে সাপটিকে দেখিতেছিল, সে সময় একটি বাজ পাখী উহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইল এবং তাহাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মিল যে, আল্লাহ্ও এই নির্মাণকার্যে রাযী এবং সহায়ক আছেন।

প্রত্যেক গোত্র এক এক কাজের দায়িত্ব লইয়া ঘর ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়। কিন্তু আল্লাহ্র ঘর ভাঙ্গিতে প্রথম কোপ্ দিবে কে? যদিও সদুদ্দেশ্যেই ভাঙ্গা হইবে, তবু বাহ্যত লোকে দেখিবে আল্লাহ্র ঘর ধ্বংস করিতেছে। ইতিপূর্বে এই ঘর ধ্বংস করিতে আসিয়া 'আবরাহা'র যে কি শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছিল, সে কথা কখনও কেহ্ ভুলে নাই। এসব ভাবিয়া সকলেই ইতস্তত করিতে লাগিল। তখন প্রবীণ ওয়ালিদ ইব্নে মুগীরা (হযরত খালেদের পিতা) আগাইয়া গিয়া প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া দিয়া দো'আ করিলেন, "আল্লাহ! আমরা কোন অসদুদ্দেশ্যে ইহা ভাঙ্গিতেছি না।

www.pathagar.com

"অতঃপর তিনি সঙ্গীদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, "এখন আস, কাজে লাগিয়া যাও।" কিন্তু তবু কাহারও সন্দেহ ঘুচিল না। তাহারা বলিতে থাকে, "আজ থাকুক। আমাদিগকে দেখিতে দাও। যদি তোমার কোন অনিষ্ট না হয় তবে আগামীকাল হইতে সবাই এ কাজে লাগিয়া যাইব।"

পরদিন ভোরে ওয়ালিদ সুস্থ দেহে হাযির হইলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই মহাধুমধামের সাথে কাজ আরম্ভ করিল। প্রত্যেক গোত্র আপন নির্ধারিত অংশ ভাঙ্গিয়া দিয়া মেরামতের কাজে মশ্‌গুল হইয়া পড়িল।

বেহেশ্‌তী কাল পাথর 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' প্রাচীরের গাত্রের যে অংশে স্থাপিত ছিল, সেই অংশের নির্মাণ ভার ছিল, 'বনী আব্‌দিদ্দার' গোত্রের হাতে। তাহারা প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত করিয়া যেই পাথরখানিকে যথাস্থানে রাখিতে যাইবে, তখনই মহা হট্টগোল বাঁধিয়া যায়। এই পাথর রাখা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচিত হইত। তাই প্রায় সকল গোত্রই পাথর লইয়া টানাটানি শুরু করিয়া দেয়। কোন গোত্রই অপর গোত্রকে এই মহাপুণ্য কাজে অংশ নিতে রাযী হইতেছিল না।

ব্যাপার দেখিয়া 'বনী আব্‌দিদ্দার' রীতিমত অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে এবং একটি পাত্র ভরিয়া তাজা রক্ত আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া হলফ করিয়া বলিলেন, "হয় রক্ত না হয় পাথর, আমরা আর কিছুই বুঝি না।"

বনী আ'দী দৌড়াইয়া আসিয়া ঐ রক্তের পাত্রে হাত ঢুকাইয়া দিল এবং রক্তাক্ত বাহু শূন্যে তুলিয়া চেঁচাইয়া বলিতে থাকে, "এই রক্তে লুটোপুটি খাইয়া মরিব, তবু দেখিব, পাথর কে নেয়?" চতুর্দিকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রত্যেকেই রণ-হুঙ্কার তুলিয়া যেন এক প্রলয় সৃষ্টি করিল। কিন্তু কেহ দমিবার পাত্র নহে এবং আপন দাবিও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে।

এভাবে মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া তাহারা চারটি দিন কাটাইয়া দেয়। অবশেষে প্রবীণ এবং প্রধানগণ মসজিদে পরামর্শ সভা ডাকিয়া 'আবূ উমাইয়া'র উপদেশ অনুসারে স্থির করিল যে, বাবুশ-শায়বার (বর্তমানে বাবুস্ সালাম) পথে আজ সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিবেন তাঁহার ফায়সালা সকলেই শিরোধার্য করিয়া লইব।

আল্লাহ্‌র অপার মহিমা! ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দ্বার-পথে কা'বা মসজিদে প্রবেশ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া সকলেই যারপরনাই প্রীত হইয়া বলিতে লাগিল— "এই যে আল্ আমীন— মুহাম্মদ (সা) আসিয়াছেন, তাঁহার যে কোন সিদ্ধান্তে আমরা পূর্ণ রাযী।"

অতঃপর আঁ-হযরতকে ঘিরিয়া ধরিয়া তাহারা আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিল। তিনি বলিলেন, "একটি চাদর আনুন।" চাদর আনা হইলে আঁ-হযরত

৫—

www.pathagar.com

নিজ হাতে পাথরটিকে মাঝখানে রাখিয়া বলিলেন, "প্রত্যেক গোত্রের একজন করিয়া চাদরের কিনারা ধরুন।"

তদনুসারে সকলে মিলিয়া চাদরে করিয়া পাথরটিকে উঠাইলে আঁ-হযরত স্বীয় মোবারক হাতে উহাকে প্রাচীর গাত্রে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। এভাবে একটা মহা বিপদ হইতে সকলে রক্ষা পায়।

আঁ-হযরতের বিজ্ঞ জনোচিত বিচার দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অতঃপর কা'বাঘরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিয়া তাহারা ফিরিয়া যায়। কিন্তু আঁ-হযরতের প্রতি যে অগাধ ভক্তি ও সম্মান প্রত্যেকের অন্তরে স্থান লাভ করিল উহা তাহাদের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত কাহারও হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই।

www.pathagar.com

নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব মুহূর্তে

আঁ-হযরত (সা) পরিবার-পরিজন লইয়া একজন পূর্ণ সংসারীর জীবন যাপন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ভাবুকের মনের ভাবনা কমে নাই। বিশ্ব মানবের নানা সমস্যা লইয়া ভাবনা; সৃষ্টির লীলাখেলা লইয়া ভাবনা। এই বিরাট সৃষ্টির অন্তরালে কোন্ মহাশক্তি বিরাজমান, তাঁহাকে পাইবার সহজ পথ কোন্‌টি, পথহারা মানুষকে কিভাবে সেই পথে আনা যাইতে পারে, এ ধরনের নানা ভাবনায় তিনি সদা মগ্ন থাকিতেন।

সময় যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন অদৃশ্যলোকের নানা তত্ত্ব স্বপ্নাকারে তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আঁ-হযরত (সা) ক্রমশ আরো নির্জন-প্রিয় হইয়া আরো ধ্যানমগ্ন থাকিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে জনসমাগমের বাহিরে সুদূর নির্জন প্রান্তরে হেরা পর্বতের গুহায় যাইয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আবার কখনও মাসের পর মাস কাটাইয়া দেন। জীবন-সঙ্গিনী খাদীজা (রা) রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া তাঁহার আহার পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। অদৃশ্যলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের এক নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লাগিতে চলিয়াছে অথচ মাত্র এই দুইজন প্রাণবন্ধু লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া তাহারই প্রচেষ্টায় মাতিয়া রহিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে আঁ-হযরতের অন্তরচক্ষুতে আল্লাহ্‌তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকের মত স্পষ্ট হইয়া আল্লাহ্ যেন তাঁহার ধ্যানপটে ধরা দিলেন। তাঁহার মনপ্রাণ সাক্ষ্য দিতে লাগিল— "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্!' এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের গড়া দেব-মূর্তি উপাস্য নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ্! তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্তা।

অপরদিকে আল্লাহ্‌র মহিমা দেখুন! তিনি গাছে-ডালে পাথরে-কঙ্করে, পাতায়-পাতায় শব্দ তুলিয়া দিলেন— 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।'

সে কি এক মহান দৃশ্য। আঁ-হযরত (সা) হেরার পথে যখন একাকী চলেন, তখন নিজ অন্তর হইতে শব্দ আসে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আর পথিপার্শ্বস্থ পাথর-কঙ্কর ও লতা-পাতা হইতে সজোরে কাহারা যেন বলিতেছে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্! কেহ বলিতেছেন, "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।" অবাক হইয়া ডানে-বামে ফিরিয়া তালাশ করেন— কে বলিল? কে ডাকিল? কিন্তু কোন জনপ্রাণী সেখানে নাই।

www.pathagar.com

মাহ্‌বূবে খোদা মুহাম্মদ (সা) ৪০ বৎসর বয়সে উপনীত হইতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। বাবা আদমেরও পূর্বেকার নবী তিনি। বাকি শুধু নবুয়তের জাগতিক অভিষেক অনুষ্ঠান। তাহারই প্রাথমিক প্রস্তুতি ছিল এইগুলি। 'শেষ নবী' নবীরূপে আবির্ভূত হইবেন এবং পূর্ববর্তী সকল ধর্মের স্থলে ইব্‌রাহীমী ধর্মবাদ (ইসলাম) লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন।

এখনই নবীর আত্মপ্রকাশের সময় এমন এক রব সর্বত্র পড়িয়া গিয়াছিল। অনেক খৃস্টান ও ইহুদী নূতন নবীর তালাশে বহুদিন যাবত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। সাল্‌মান ফারসী (রা)-এর জীবনী দেখুন, বহু বৎসরের কায়ক্লেশের পর মদীনা আসিয়া তিনি নবীয়ে করীমের সাক্ষাত পান এবং ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বনী কো'রাইযার জনৈক বৃদ্ধ বলেন, "শ্যাম দেশ হইতে ইব্‌নুল হায়বান নামক একজন ইহুদী ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তখন নামায পড়িতেন এবং সদ্‌কা দিতেন। তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হইলে তিনি দুঃখ করিয়া বলিতে থাকেন, "নবীর আবির্ভাবের সময় হইয়াছে— এই দেশে তিনি হিজ্‌রত করিয়া আসিবেন। সেই শুভ দিনের আশায় আমি এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আয়ু আমার শেষ হইয়া গেল!"

হযরত সালেমা (রা) বলেন, আমাদের 'বনী আবদুল আশ্‌হাল' গোত্রে হঠাৎ জনৈক ইহুদী কোন এক স্থান হইতে আসিয়া পড়শী হইলেন। তখনও ইসলামের আবির্ভাব হয় নাই। একদিন আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলাম। তিনি কি'য়ামত, হাশর-নাশর, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর আলোচনা জুড়িয়া দিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "কি বলেন? এই সবও হইবে নাকি?"

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, নিশ্চয়ই।

আমি প্রমাণ চাহিলাম। তখন তিনি মক্কার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই দিকে অতি শীঘ্র একজন নবী আবির্ভূত হইয়া তোমাদের দেশে আসিবেন। তিনিও উপরোক্ত রূপ কথা বলিলেন। তাঁহার অপেক্ষায়ই আমি আছি।"

অংশীবাদী মুশ্‌রিকদের মধ্য হইতেও ওয়ারাকা ইব্‌নে নওফল, উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে জাহাশ, ওসমান ইব্‌নে হারস, যায়েদ ইব্‌নে আমর প্রমুখ দীনে ইব্‌রাহীমীর খোঁজে দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া প্রাণান্ত হইতেছিলেন। তাহাদের অনেকেই মূর্তিপূজা ছাড়িয়া নিজেদের কল্পনা অনুসারে নিরাকারের ইবাদত করিতেন এবং অনেকে নূতন নবীর সন্ধানে অস্থির হইয়া সময় কাটাইতেন।

www.pathagar.com

আরবের বিখ্যাত গণকদেরও তখন টনক নড়িয়া গিয়াছিল। কেননা, তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণীর বড় অবলম্বনই ছিল জিন। শয়তানেরা আসমানে উঠিয়া গোপনে কান পাতিয়া বহু কিছু শুনিয়া আসিয়া তাহা পরে ঐ গণকদিগকে জানাইয়া দিত। কিন্তু নবীর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব হইতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। তখন আসমানে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। তবু কেহ উঠিলে 'নজম' (তারকা) নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়। তাই দুষ্ট জ্বিনেরাও সংবাদ দিতে পারে না—গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীও একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এভাবে জ্বিন মহলেও হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? আসমানে এত কড়া পাহারা কেন? সারা মর্ত্যে ও আকাশে এত সরগরম ভাব কেন?

"শেষ নবী আবির্ভূত হইবেন", এই কথা জানিতে পারিয়া জ্বিনেরাও তাঁহার খোঁজে সারা দুনিয়ার হাট-ঘাট পাহাড়-বন মন্থন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

www.pathagar.com

নবুয়ত প্রাপ্তি

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্তির ঘটনা ব্যক্ত করিতে যাইয়া নিজেই বলেন, "আমি পূর্ববৎ একদিন হেরা গুহায় পৌঁছিয়া ধ্যানে বিভোর হইয়া পড়ি। হঠাৎ কে যেন আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন— اقْرَأْ।পড়ুন!"

আমি বলিলাম, "আমি পড়া জানি না— কি পড়িব?"

তখন তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, আমার মনে হইল—এই বুঝি গেলাম। আবার তিনি তেমনিভাবে বলিলেন—আমিও সেইভাবে উত্তর করিলাম। তিনি পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া তৃতীয়বারও তাহাই করিলেন। তখন মনে হইল যেন আমার অন্তরচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে— জগতের সমস্ত জ্ঞান দিব্য হইয়া আমার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

"পড়ুন তাঁহার নামে যিনি বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, রক্তপিণ্ড হইতে যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন—পড়ুন। এবং আপনার প্রভু মহাসম্মানী, যিনি কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং মানুষকে তাহাদের অজানা বহু কিছু জানাইয়াছেন" (ইহাই প্রথম অহী) আঁ-হযরত (সা) বলেন, "আমি সঙ্গে সঙ্গে উহা আবৃত্তি করিয়া গেলাম।"

"অতঃপর তিনি চলিয়া গেলেন। আমার সর্বশরীর কষ্টে ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। প্রকম্পিত দেহে গুহা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি অভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ শুনি—উপর হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন ঃ

يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا جِبْرَائِيْلُ -

"হে মুহাম্মদ (সা), আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল আর আমি জিবরাঈল।"

(উক্ত ঘটনাটি কোন কোন রেওয়ায়েত মতে অপর একদিন ঘটিয়াছিল)

মাহ্‌বুবে-খোদা (সা)' কোনদিনও ভাবেন নাই যে, তিনি রাসূল কিংবা তদনুরূপ কিছু হইবেন। তাঁহার সাধনা ও সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব-মানবকে সত্যের সন্ধান দেওয়া, নিজের জন্য কোন পদমর্যাদা নহে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে যে তিনি বহু পূর্ব হইতে রাসূল মনোনীত হইয়া রহিয়াছিলেন! তবে এতদিন তাঁহাকে উহা স্পষ্টভাবে জানান হয় নাই। আজিকার এই ঘটনায় তিনি নিজের পরিচয়টুকু পাইলেন এবং আগন্তুককেও চিনিয়া লইলেন।

www.pathagar.com

মাহ্‌বূবে খোদা বলিয়া যাইতে লাগিলেন ঃ

"উপরের দিকে চাহিয়া দেখি, সমগ্র আকাশ জুড়িয়া ঐ লোকটিই বিরাজমান। অন্য যে কোন দিকে তাকাই— শুধু তিনিই নযরে পড়েন— আর ঐ একই কথা বলিতেছেন। ভয়ে আমার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না, এক পা বাড়াইবারও সাহস পাইতেছিলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

এদিকে হযরত খাদীজা (রা) একজন লোককে তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। লোকটি গুহায় হুযুরকে না পাইয়া এদিক-ওদিক খুঁজিয়া নিরাশ মনে ফিরিয়া যায়। খাদীজা এতদশ্রবণে বিচলিত হইয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

আঁ-হযরত (সা) বলেন, "আমি সোজা বাড়িতে যাইয়া খাদীজার গায়ে ঢলিয়া পড়িলাম। সর্বশরীরে আমার জ্বর বোধ হইতে লাগিল এবং চেতনা লোপ পাইয়া চলিল।"

হযরত খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোক পাঠাইলাম; পাইল না যে! আপনি ছিলেন কোথায়?" আমি বলিলাম, "গায়ে কম্বল দাও। আমি বাঁচিব না। কম্বল জড়াইয়া দেওয়া হইল। কিছুটা সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে আমি সকল ঘটনা তাহাকে শুনাইলাম।"

রমযান মাসে এই প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। কেহ বলেন, হযরতের জন্ম তারিখের মত এই ঘটনাও ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে ঘটিয়াছিল।

হযরত খাদীজা (রা) ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, "আঁ-হযরতের অভ্যাস ছিল, হেরা গুহায় কিছুদিন অবস্থানের পর ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই কা'বা ঘরে যাইতেন; তাওয়াফ করিয়া পরে বাড়ি আসিতেন। কিন্তু যেদিন তাঁহাকে নবুয়তের সম্মানে ভূষিত করা হইল, সেদিন কা'বাঘরে না যাইয়া সোজা আমার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়েন এবং হতাশা-নিরাশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলিতে থাকেন।"

খাদীজা (রা) ঘটনা শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "আপনি ঘাবড়াইবেন না—নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল মনোনীত হইয়াছেন। আপনি এতীমদের আশ্রয়স্থল— বিধবাদের সহায়—দুর্গত ও অনাথদের রক্ষক। আল্লাহ্ কখনও আপনার অনিষ্ট করিবেন না।"

আঁ-হযরত (সা)-কে শোয়াইয়া রাখিয়া খাদীজা (রা) 'ওয়ারাকা ইব্‌নে নওফলে'র কাছে গেলেন। ওয়ারাকা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইহুদী ও খৃস্টবাদ উভয় ধর্মশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "সুসংবাদ, সুসংবাদ! তোমার কথা যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে আগন্তুক লোকটি নিশ্চয়ই সেই পবিত্র জন,

www.pathagar.com

যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) এই উম্মতের নবী। তাঁহাকে বলিও যেন ধৈর্য ধরিয়া থাকেন।

পুনরায় ওহী ঃ এদিকে হযরত রাসূলে আক্‌রাম (সা) চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া আছেন। এমতাবস্থায় জিব্‌রাঈল (আ) আবার ওহী লইয়া আসিলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَانْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ٭

"হে চাদরাবৃত! উঠুন, মানুষকে সাবধান করুন এবং আপনার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন। স্বীয় পরিচ্ছদকে পবিত্র করুন, যাবতীয় অন্যায় বর্জন করুন। অধিক প্রতিদানের আশায় দান করিবেন না এবং আল্লাহ্‌র নামে ধৈর্য ধরুন।

সুবিখ্যাত তফ্‌সীরবিদ কা'তাদাহ্ বলেন, এই সময়ে 'সূরা-মুয্‌যাম্মিল'-এর কতিপয় আয়াত নাযিল হইয়াছিল। উহাতে يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "হে কমলী ওয়ালা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ বক্তব্য শুরু করেন। আর উপরোক্ত সূরা সম্বন্ধে বলা হয় যে, একদা মাহ্‌বুবে খোদা একাকী নির্জন-পথে চলিতেছিলেন, হঠাৎ জিব্‌রাঈল (আ)-কে শূন্যে ভীতিপ্রদ মূর্তিতে দেখিয়া ভয় পান এবং বাড়ি আসিয়া চাদরে গা-মুড়িয়া শুইয়া পড়েন। তখন উপরোক্ত ওহী আসে।

হযরত খাদীজা (রা) আসিয়া ওয়ারাকার উক্তিসমূহ তাহাকে শুনাইয়া সান্ত্বনা দিলেন। নবীজী আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আবারও ওহী পাইলেন সুন্দর এক পরিবেশে ভয় নাই, ভীতি নাই। উপরন্তু আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতিটি ছত্রের ঝঙ্কার ও স্নেহময় আহবানে তাঁহার শরীর এবং মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি চাদর ছাড়িয়া চলিলেন আল্লাহ্‌র ঘর কা'বার দিকে।

তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি কা'বা ঘরের যথারীতি তাওয়াফ করিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন নূতন স্ফূর্তি, নবীন উদ্দীপনা। হঠাৎ সেখানে ওয়ারাকার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। ওয়ারাকা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনি কি নাকি দেখিয়াছেন? আমাকে তাহা শুনান তো!"

আঁ-হযরত (সা) সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। ওয়ারাকা শুনিয়া তৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "সেই প্রভুর কসম যাঁহার হাতে আমার জান নিশ্চয়ই আপনি নবী। আপনার নিকটে সেই সুখ্যাতজনই আসিয়াছেন, যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু আপনাকে জনগণ মিথ্যাবাদী বলিবে, কষ্ট দিবে, নির্বাসিত করিবে, এমনকি হত্যা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। আহা! আমি যদি তখন জীবিত থাকিতাম তবে আপনার যথাসাধ্য সহায়তা করিতাম।"

মাহ্‌বুবে-খোদা বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্বজাতি আমাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে?"

www.pathagar.com

ওয়ারাকা বলিলেন ঃ হ্যাঁ, এতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই। প্রায় প্রত্যেক নবীর সঙ্গেই তাঁহাদের স্বজাতি এমন করিয়া আসিয়াছে।"

অতঃপর হযরত (সা) বাড়ি ফিরিয়া যান।

খাদীজার পরীক্ষা ঃ খাদীজা (রা) নিজেই আঁ-হযরত (সা)-কে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। এই ব্যাপারে তাঁহার একবিন্দু সন্দেহ ছিল না যে, আল্লাহ্ তাঁহার জীবন-সাথীকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবু মনে কিছুটা অজ্ঞাত সংশয় দোলা দিতেছিল। সত্যি কি আগন্তুক ঐশী দূত? না শয়তানের কারসাজি?

পুনরায় ওহী নাযিল হইয়াছে এবং জিবরাঈল (আ)-ও প্রায়ই আঁ-হযরতের খিদমতে আসেন জানিতে পারিয়া খাদীজা (রা) একদিন বলিলেন, "আবার কখনো জিব্‌রাঈল (আ) আসিলে আমাকে জানাইবেন।"

একদিন জিবরাঈল (আ) আসিলেন। আঁ-হযরত (সা) খাদীজাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই যে তিনি আসিয়াছেন— এখানে উপবিষ্ট আছেন।'

হযরত খাদীজা (রা) তখন আঁ-হযরতকে স্বীয় বাম উরুতে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন তাঁহাকে দেখেন কি?'

আঁ-হযরত বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

অতঃপর ডান উরুতে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন দেখেন কি?'

উত্তর হইল, 'হ্যাঁ।'

এবার কোলে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তখনও জিবরাঈল (আ) বসিয়াই ছিলেন। ইহার পর কোলে রাখিয়া আঁ-হযরতকে নিজ উড়না দ্বারা ঢাকিয়া উভয়ই আড়াল হইয়া গেলেন।

প্রশ্ন করিলেন, "এখন দেখেন?"

আঁ-হযরত বলিলেন, "না।"

হযরত খাদীজা (রা) সানন্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "সুসংবাদ! নিশ্চয়ই তিনি ফেরেশ্‌তা—শয়তান নহেন। আপনি অটল থাকুন, আপনি নিশ্চয়ই নবী।"

অন্য একদিন জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্ খাদীজাকে সালাম জানাইয়াছেন।" আঁ-হযরত খাদীজাকে ডাকিয়া আল্লাহ্‌র সালাম জানাইলেন। খাদীজার তখন কি আনন্দ। প্রত্যুত্তরে তিনিও বলিলেন, "আল্লাহ্‌কে সালাম। জিবরাঈলকে সালাম!"

এইরূপে ইসলামের গোড়াপত্তন হইল; বিশ্বনবীরও হইল দুনিয়ায় আবির্ভাব।

ওহী বন্ধ ঃ অতঃপর বেশ কিছুদিন যাবত আর কোন ওহী আসিল না; জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাৎ নাই। আঁ-হযরত (সা) বড়ই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। কেননা, বহুদিন পরে তিনি মহান প্রভুর সন্ধান পাইয়াছেন এবং প্রভুও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ

www.pathagar.com

করিয়াছেন। এখন পথভ্রষ্ট মানবকুলকে তো সত্যের সন্ধান দিতে হইবে! কিন্তু কিভাবে তিনি দিবেন? ঐ সব প্রচার করা হইবে কি না? করিতে হইলেই বা কিভাবে প্রচার করিবেন? পূর্বে অবতীর্ণ বাণীসমূহেও কিছু করণীয় ও কিছু বর্জনীয় বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সম্পাদন করিবার প্রকার-পদ্ধতি কি হইবে? উহা তাঁহাকে না জানাইলে তিনি কেমনে করিবেন? অথচ ওহী বন্ধ। তাই ওহীর আকুল প্রতীক্ষায় মহা দুশ্চিন্তার মাঝে হযরত (সা) দিন কাটাইতে লাগিলেন। কখনও আশংকা করিতেন যে, তবে আল্লাহ্ কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন? তাঁহার কোন কথায় প্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া গেলেন নাকি?

আশ্বাস বাণী ঃ বহুদিন পর হঠাৎ আবার জিব্‌রাঈল (আ) আসিলেন আশ্বাস বাণী লইয়া। – وَالضُّحٰى 'ওয়াযযোহা' সম্পূর্ণ সূরাখানি অবতীর্ণ হইল। আল্লাহ্ তাঁহার মাহ্‌বূবকে বলেন ঃ

'উষার কসম! এবং অন্ধকার রাত্রির কসম! আপনার প্রভু আপনাকে ছাড়েন নাই, তিনি অসন্তুষ্টও হন নাই। পরবর্তী সময় আপনার পূর্ববর্তীর চেয়ে অনেক উত্তম হইবে এবং অচিরেই আপনার প্রভু আপনাকে কিছু দান করিবেন—যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।"

এমনিভাবে আরো কতিপয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া পরিশেষে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ –

"এখন আপনার প্রভুর দানের কথা (জনসমক্ষে) ব্যক্ত করুন।"

আঁ-হযরত (সা) খুবই প্রীত ও আশ্বস্ত হইলেন এবং বুঝিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে ছাড়েন নাই বরং অচিরেই মহান ও গুরুদায়িত্বভার তাঁহাকে অর্পণ করিবেন। এই আয়াতে স্পষ্ট আদেশও রহিয়াছে যে, মহা পুরস্কার যাহা পাইলেন, তাহা যেন বিঘোষিত করেন।

পূর্ববর্তী সূরাতে قُمْ فَاَنْذِرْ – "উঠুন, মানুষকে সাবধান করুন" বলিয়াও এই ইঙ্গিতই দেওয়া হইয়াছে যে, জনগণকে তাহাদের অপকর্মের কুফল শুনাইয়া উহা হইতে নিরস্ত করিতে হইবে।

এই মর্মে আরো একটি আয়াত ঃ

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ – وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ –

"হে রাসূল! আপনার প্রভুর কাছ হইতে যাহা কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে, উহাই প্রচার করুন। আর যদি না করিলেন, তবে আল্লাহ্‌র পয়গামই (যাহা আপনার মৌলিক কর্তব্য) যেন পৌঁছাইলেন না।"

www.pathagar.com

কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

জন্মের চল্লিশ বৎসর পরে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের সম্মানে ভূষিত হন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

জীবজন্তু প্রাণী, মানুষও প্রাণী কিন্তু মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এবং কতিপয় বৈশিষ্ট্যের দরুন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মানুষ এমন সব কাজ করিয়া থাকে, যাহা দেখিয়া পশুরা হা করিয়া থাকে এবং বুঝে যে, এই সব কাজ তাহাদের শক্তির বাহিরে। তেমনি মানুষের মধ্যে যাহারা নবী, তাঁহারাও মানুষ। তবে কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের এমন থাকিবে, যাহা অন্যদের থাকিবে না। এইগুলিকে মু'জিযা বলা হয়।

কুরআনের ভাষায় আঁ-হযরত (সা)-ও এই কথাই স্পষ্ট বলিয়াছেন ঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ -

(ইন্নামা আনা বাশারুম্-মিছ্লুকুম য়ুহা ইলাইয়া)

"আমি তোমাদের মত মানুষই, তবে আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়।"

প্রত্যেক নবীকেই স্থান ও কালভেদে সময়োপযোগী কিছুটা মু'জিযা দেওয়া হইয়াছে। ঐগুলি দ্বারা মানুষকে প্রভাবান্বিত করিয়া সেই সুযোগে মূল লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আঁ-হযরতের যুগে আরবের বুকে গদ্য, পদ্য ও কাব্যচর্চা জোরেশোরে চলিত। বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের তখন বিপুল সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ঘরে ঘরে কবি, প্রত্যেক গোত্রে অনেকে সুপণ্ডিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলাও প্রধান মু'জিযা দিলেন কুরআন'—যাহা পদ্যও নহে, গদ্যও নহে, কাব্যও নহে। অথচ দেখিতে গেলে তিনটিরই চমৎকার সমন্বয় ইহাতে রহিয়াছে। আরো আশ্চর্য যে, কুরআন একাধারে মু'জিযা এবং লক্ষ্যবস্তু! কুরআনের বিষয়বস্তুর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই আঁ-হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তি। আবার তাঁহার সহায়করূপে মু'জিযাও এই কুরআনই।

অনেকে বিদ্রূপের সুরে বলিত, ইহা মুহাম্মদ (সা)-এর তৈরি। আমরাও এমন একটা তৈরি করিতে পারিব। কিন্তু আল্লাহ্ যখন চ্যালেঞ্জ দিলেন—

"আমার অবতীর্ণ বলিয়া যদি সন্দেহ কর, তবে এমন আর একখানি কুরআন আন দেখি" তখন সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। পরে চ্যালেঞ্জ আরো শিথিল করিয়া বলা হইল ঃ

www.pathagar.com

"মাত্র দশটি সূরা তৈরি কর!"

তারপর বলিলেন, "একটি মাত্র সূরা আন দেখি!"

শেষবার বলিলেন, "কুরআনের মত একখানি আয়াতই আন!" কিন্তু কাহারো সাহস হইল না।

আরবীয়দের মধ্যে একটি প্রথা ছিল, বাৎসরিক কবিতা প্রতিযোগিতায় যেটি প্রথম স্থান অধিকার করিত, সেটিকে কা'বা ঘরের দরজায় জয় ও গৌরবের স্মৃতিস্বরূপ এক বৎসর টাঙ্গাইয়া রাখা হইত। একদিন কুরআনের ছোট সূরা 'ইন্না আ'তাইনা কাল্ কাউছার' চ্যালেঞ্জ স্বরূপ লটকাইয়া দেওয়া হইল। বাহাদুরেরা বহু চেষ্টা ও সাধনার পর এই লিখিয়া চলিয়া গেল যে, "লাইসা হাযা মিন্ কালা-মিল্ বাশার্" অর্থাৎ ইহা মানুষের রচিত নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই, 'হাস্সান ইব্নে সাবেত,' তুফাইল ইব্নে আ'মর, কাআ'ব ইব্নে বুহাইর,' আবদুল্লাহ্ ইব্নে রাওয়াহা' প্রমুখ বিখ্যাত ভাষাবিদ এবং কবিগণও মস্তক অবনত করিয়া ইসলামে দীক্ষা লইয়াছেন।

হযরত লবীদ, কবি সম্রাট ইম্রুল কাইসারের কবিতা আসরের একজন যশস্বী সভ্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা) তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ সূরা বাকারাহ্ ও আল্ এম্রান আমাদিগকে শিখাইয়াছেন, এখন আর কবিতা বলা আমাদের শোভা পায় না।

সত্যই, তদানীন্তন আরবী কবি ও সাহিত্যিকদের লেখা রচনায় ছন্দ ও পদ বিন্যাসে, উচ্চাঙ্গ ভাব ও ভাষালঙ্কারে এত উচ্চ পর্যায়ের হইত যে সাধারণ লোক দূরে থাকুক অনেক পণ্ডিতের পক্ষেও তাহা বুঝা মুশ্কিল হইত। কিন্তু কুরআনের ভাব ও ভাষা এত সহজ সাবলীল যে, যে কোন অজ্ঞ লোকও শুনিয়া ইহা বুঝিতে পারে। তাহা ছাড়া ইহার ছন্দের ঝঙ্কার ও ভাবের মাধুর্য যে কোন শ্রোতাকে বিমোহিত করিয়া তুলে। শত্রুরাও একবার শুনিয়া হয়ত উহাকে যাদু বা অন্য কিছু বলিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু বাস্তবদর্শী ভাষাবিদ্রা ইহার প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই।

বনী গেফারের কবি উনাইছ আঁ-হযরতের কথা শুনিতে পাইয়া মক্কায় আসেন। আঁ-হযরতের মোবারক মুখে কিছু আয়াত শুনিয়া বাড়ি ফিরিলে তাঁহার ভাই আবূ যর গিফারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলে?" তিনি বলিলেন, "ভাই! মক্কীরা বলে, মুহাম্মদ (সা) কবি, কেহ বলে গণক, কেহ বলে যাদুকর। অথচ জীবনে আমি বহু গণকের কথা শুনিয়াছি, নিজেও কবিতা ছন্দ ও পদবিন্যাসে অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি যাহা শুনিলাম, তাহা কবিতাও নহে, গণকের কথাও নহে। আমি নিশ্চিতভাবে বলিতেছি, মুহাম্মদই সত্যবাদী আর মক্কাবাসীরা মিথ্যাবাদী।"

শত শত লোক কুরআনের সামান্য সুধামৃত পান করিয়াই ইসলাম গ্রহণ করেন। অনেকে গ্রহণ করে নাই বটে, কিন্তু একবার কুরআন শুনার পর তাহাদের অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, জীবনে তাহা ভুলিতে পারে নাই।

www.pathagar.com

এই সঙ্গে আঁ-হযরত (সা)-এর নবুয়তও প্রমাণিত হইয়া যায়। কেননা, তিনি ছিলেন উম্মী, নিরক্ষর, জীবনে কোথাও একটি অক্ষরও শিক্ষা লাভ করেন নাই। অথচ তাঁহারই এমন অলৌকিক বাণী! দেশের সুবিখ্যাত কবিরাও যাহার একটি আয়াত রচনা করিতে ব্যর্থ হইল, সেই বিরাট গ্রন্থ কুরআন কখনও উম্মী মুহাম্মদের রচিত হইতেই পারে না। ইহা আল্লাহ্‌রই দেওয়া। তিনি স্বীয় মাহ্‌বূবের কাছে ওহীরূপে উহা নাযিল করিয়াছেন। মুখে বিরোধিতা করিলেও এই কথা অন্তরে অন্তরে প্রায় সবাই বিশ্বাস করিত। তাছাড়া, সুন্দর কোন কিছু রচনা করিয়া মানুষ গর্বের সাথে বলিয়া বেড়ায় যে, উহা তাহার রচিত। কত ক্ষেত্রে কতজন অন্যের কথা চুরি করিয়া নিজের রচনার মধ্যে সংযুক্ত করিয়া প্রশংসা অর্জন করিতে চায়। অপর পক্ষে আঁ-হযরত (সা) যদি সত্যই কুরআন নিজে রচনা করিয়া থাকিবেন তবে কেন তিনি বলিবেন না যে, উহা তাঁহার রচিত। ইহাতে কৃতিত্ব আরও বেশি ছিল। তিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেন নাই। কুরআন যদি তিনি নিজেই রচনা করিতেন, তাহা হইলে উহা মিছামিছি আল্লাহ্‌র উপর চাপাইতে যাইবেন কেন?

কুরআন ছাড়াও বহু অলৌকিক ঘটনা আঁ-হযরত (সা)-এর সমর্থনে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু ঐগুলি ছিল নিছক ঐশী দান। ঐরূপ মু'জিযা মুখ্য বস্তুও নহে এবং তেমন কৃতিত্বের কথাও নহে। কত নবী ইতিপূর্বে কত অলৌকিক মু'অজিযার অধিকারী হইয়া আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ হইয়াছে অতি সামান্য।

খোদাদাদ এরূপ অনেক কিছু হযরতের জীবনে ঘটিতে থাকে। কিন্তু ঐগুলির স্বীকৃতি লাভ করা ছাড়াও কুরআনের মূল বস্তুর দিকে বিশ্ব মানবকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরো গুণাবলীর প্রয়োজন ছিল। নবুয়তের পূর্ববর্তী চল্লিশ বৎসরে তিনি সেই গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন।

একাধারে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত পবিত্রাত্মা, স্বাধীনচেতা, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সাহসী, সুদক্ষ, কর্মঠ, সত্যবাদী, ধীশক্তি ও বিবেকসম্পন্ন, প্রখর মেধাবী; দানশীল, পরোপকারী, সদাচারী, সাম্যকামী। প্রথম জীবনে কোন ধর্মের আওতাভুক্ত না হইয়া কুশিক্ষা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত থাকা ইত্যাদি গুণে শুধু বিভূষিতই ছিলেন না, উপরন্তু শ্রেষ্ঠত্বের আসনেও সমাসীন ছিলেন। যার ফলে নবী হওয়ার পূর্বেই জনগণের হৃদয় জয় করিয়া তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন।

নবুয়তের পটভূমিকা স্বরূপ যতগুলি ধাপ অতিক্রম করিবার প্রয়োজন ছিল আঁ-হযরত (সা) চল্লিশ বৎসরে বাস্তব জীবনে ও কার্যক্ষেত্রে ঐ ধাপগুলি কৃতিত্বের সাথে ডিঙ্গাইয়া সাধারণ মানুষের বহু উপরে উঠিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁহাকে উপর হইতে দান করা হইল নবুয়ত।

www.pathagar.com

নবুয়ত যেমন মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পদ, তেমনি উহার দায়িত্বও বিরাট এবং কর্তব্যও অপরিসীম! নবী আলাইহিমুস-সালামগণের কাজ হইল, আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করা।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) বলেন, মানুষকে আল্লাহ্ জন্মগতভাবে দুইটি শক্তি দিয়াছেন। একটি পাশবিক, দ্বিতীয়টি ঐশী। খাওয়া-পরা, কামক্রোধ, ভোগ- লিপ্সা, লোভ-আকাঙক্ষা ইত্যাদি পাশবিক শক্তির প্রভাবই প্রসূত। আর লক্ষ্য, চিন্তা, জ্ঞান-বুদ্ধি, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য ইত্যাদি হইল ঐশী শক্তির বহিঃপ্রকাশ। যে যতই ঐশী গুণাবলীতে উন্নত হইবে, ততই সে আল্লাহ্‌র নিকটতর হইবে— আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাহার যোগাযোগ ততই ঘনিষ্ঠতর হইবে। কিন্তু পাশবিক স্পৃহা ও লিপ্সার প্রবল তাড়নায় মানুষ অনেক সময় ঐশী গুণাবলীকে একেবারে ভুলিয়া যায়। নবীগণ সেই পরিত্যাজ্য ও লুপ্ত ঐশী শক্তিকে সক্রিয় করিয়া তোলেন। ফলে মানুষ ক্রমে ঐশী গুণে শক্তিশালী হইয়া লক্ষ্যে পৌঁছিতে সক্ষম হয়।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন। এজন্য তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল আরো বিরাট, আরো ভীষণ। তখনকার দুনিয়ার অবস্থা আপনারা অবগত হইয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখুন— যেখানে ঐশী গুণ কেন, রীতিমত মানবতাই লোপ পাইয়া গিয়াছিল, যেখানে দুনিয়াব্যাপী মানুষ সত্যের দুশমন এবং বিশ্বাসের নামে অমূলক বিষয়সমূহে বিশ্বাসী, ধর্মের নামে যেখানে অধর্মের সমাবেশ, তেমন দুনিয়ায় সংগ্রাম চালাইতে হইবে আঁ-হযরতকে। ইহা ভাবিলে সত্যই শরীর শিহরিয়া উঠে।

তবু আঁ-হযরত (সা) আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে উঠিলেন এবং আল্লাহ্‌র নামে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারের সূচনা

গোড়ার দিকে কয়দিন আঁ- হযরত (সা) নিজে একাকী নূতন ধর্মে বিশ্বাসী ও কর্মে ব্রতী থাকিয়া পরে প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সারাদেশে ছিল মূর্খতা ও গুমরাহীর রাজত্ব। দুর্ধর্ষ আরবীয়রা গর্ব, আত্মম্ভরিতা এবং পূর্বপুরুষদের রীতিনীতিকে আঁকড়াইয়া থাকিতে অভ্যস্ত ছিল। তাহাদের সম্মুখে এই সনাতন ধর্ম হঠাৎ প্রকাশ পাইলে জাতশত্রুর মত সবাই শুধু খড়গহস্ত হইয়াই দাঁড়াইবে না, সম্ভব হইলে এই নবীন ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার আশংকাও ছিল।

প্রারম্ভেই ইসলাম এভাবে মানবকুলের ঈর্ষা ও হিংসা, শত্রুতা ও ঘৃণা কুড়াইবে? শৈশবকালেই উহার প্রতি মানুষ বিরূপ ভাবাপন্ন ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলে ভবিষ্যতে তাহার বিশ্বজনীন সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে কি?

না, কখনই না। তাই আল্লাহ্ প্রথম অবস্থায় স্বীয় মাহ্বুবকে প্রকাশ্য স্থানে প্রচার করিতে বলেন নাই।

আঁ-হযরত (সা) চুপি চুপি একান্ত বিশ্বস্ত এবং লোকজনকে নূতন ধর্মের দিকে দাওয়াত দিতে লাগিলেন। দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল— "সারা জাহানের মালিক, আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কেহই উপাস্য নাই, আমি তাঁহার প্রেরিত পুরুষ।" ইহাই ইসলামের মূলমন্ত্র— কালেমায়ে তাইয়্যেবা—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।"

নূতন ধর্মে সর্বপ্রথম দীক্ষা লইলেন হযরতের জীবন-সঙ্গিনী খাদীজা (রা)। মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন, পাহাড় টলিতে পারে— কিন্তু তাঁহার স্বামী মিথ্যা বলিতে পারেন না। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কোনদিন মিথ্যাও বলেন নাই, অন্যায়ও করেন নাই। তিনি 'আল-আমীন'। কাজেই তাঁহার ধর্মমত যে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, এই বিশ্বাস খাদীজা (রা)-এর অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

হযরত আলী (রা) ছিলেন মাত্র দশ বৎসর বয়স্ক বালক। বহুদিন যাবৎ হযরতের ঘরে পালিত হইয়া আসিতেছিলেন। ভাইয়ের নিরাকারের উপাসনা ও নূতন ধর্মমতের বহু কিছু দেখিয়া একদিন তিনি সাগ্রহে নিবেদন করিলেন— "ভাই! আমাকেও আপনার ধর্মমতে দীক্ষিত করিয়া লউন।"

www.pathagar.com

সুধী বন্ধুবর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম আসিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। তিনি মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। নূতন ধর্মের স্পর্শে তিনি আনন্দে যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে মুসলমান হইয়া গোপনে সঙ্গী ও অনুচরবর্গকে এ পথে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তিনি সমাজে একজন সম্মানী ও প্রতাপশালী মাতবর ছিলেন। বাড়িতে তাঁহার যথেষ্ট লোক সমাগম হইত। এই সুযোগে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকজনের মনে তিনি নূতন মতবাদের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। হযরত ওস্‌মান গনী, আবদুর রহ্‌মান ইব্‌নে আ'ওফ, সা'অদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস, যুবায়ের ইব্‌নে আ'ওয়াম, তাল্‌হা ইব্‌নে উ'বায়দুল্লাহ্‌ (রা) প্রমুখ মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের ইসলাম গ্রহণের মূলে ছিল আবূ বকর (রা)-এর এই প্রচেষ্টা।

কিন্তু যদিও প্রচারকার্য প্রথম দিকে খুবই সংগোপনে চলিতেছিল, তথাপি এত বিরাট আন্দোলনও কি একেবারে চাপা থাকিতে পারে? হৃদয়-সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ— বাহিরে কি পানি একটুও নড়িবে না?

এই সংবাদ ক্রমে চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। বনী গেফারের আবূ যর (রা) এরূপ এক সংবাদ পাইয়া মক্কায় আসিয়া মুসলমান হন। তিনি ষষ্ঠ নম্বরের মুসলমান। অতঃপর তিনিও নিজ গোত্রে যাইয়া প্রচার আরম্ভ করেন।

ইসলামারে প্রথম দিকে একদিন জিব্‌রাঈল (আ) সূরা ফাতেহা (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌) লইয়া আসিলেন এবং ডানার আঘাতে এক স্থান হইতে পানি বাহির করিলেন। সেই পানিতে আঁ-হযরতকে ওযূ শিক্ষা দিয়া এক সঙ্গে দুই রাকআত নামায পড়িলেন।

তখন হইতে নব্য মুসলমানগণও ওযূ করিয়া গোপনে নামায পড়িতে এবং অবতীর্ণ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিতে থাকেন।

ক্রমশ দীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। কুরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্র হইতে আবূ উবায়দাহ্‌ ইবনুল জাররাহ্‌, উবায়দা ইব্‌নুল হারেস, সাঈদ ইব্‌নে যায়েদ, আবূ সালমা মখ্‌জুমী, খালেদ ইব্‌নে সাঈদ, ওস্‌মান ইব্‌নে ময্‌উন ও তদীয় দুই ভাই কুদামা ও উবায়দুল্লাহ্‌ আকরাম ইব্‌নে আকরাম, রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং আরো অনেকে আঁ-হযরতের নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কুরাইশ ছাড়াও বনী যোহ্‌রা হইতে আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ, বনী খোযায়মা হইতে জাহাশের দুই পুত্র আবূ আহ্‌মদ ও আবদুল্লাহ্‌, বনী কা'র্‌রাহ হইতে মাসউদ ইব্‌নে রাবীয়া প্রমুখ অনেকে ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

প্রচারকার্য চলিতে থাকে পুরাদমে। কিন্তু বাহ্যিক কোন হৈ-চৈ ছিল না বলিয়া তাই কুফ্‌ফার ও মুশ্‌রিক সর্দার বিষয়টিকে তেমন কোন গুরুত্ব না দিয়া বরং উপেক্ষা

www.pathagar.com

করিয়া চলিতে থাকে। তাহারা মনে করিল, ইহা মোহাম্মদের পাগলামী (নাউযুবিল্লাহ্)। পানির বুদবুদের মত উঠিয়াছে আবার আপনা আপনি মিশিয়া যাইবে।

কিন্তু আন্দোলন যখন ক্রমশ জোরদার হইয়া উঠিল এবং আঁ-হযরতের অনুগত শিষ্য সংখ্যা বাড়িয়া চলিল, তখন তাহাদের ভুল ভাঙ্গিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে শত্রুতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তবু বাহ্যত নিরস্ত রহিল— ভবিষ্যতে ব্যাপার কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহা দেখার জন্য। তবে যদি কেহ ভুলক্রমে কিংবা ঈমানী জোশের আতিশয্যে প্রকাশ করিয়া বসিতেন যে, তিনি মুসলমান, তখন এই বর্বরদের পৈশাচিক অত্যাচারে তাঁহাকে জর্জরিত ও ওষ্ঠাগত প্রাণ হইতে হইত।

হযরত আবূ যর গেফারী (রা) এইভাবে নিজের ঈমান প্রকাশ করিয়া কয়েকবার ভয়ঙ্কররূপে প্রহৃত হইয়াছিলেন। প্রহারের চোটে তিনি ২/১ বার বেহুঁশও হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) একদিন মার খাইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়েন। এমনকি, মারের চোটে তাঁহার নাক-মুখ ফুলিয়া একাকার হইয়া যায়। সে দৃশ্য দেখিয়া আঁ-হযরত (সা)-ও অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।

এরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায়ও প্রচারকার্য চলিতে লাগিল। বিক্ষিপ্তভাবে এবং ছিটেফোঁটা আকারেও অত্যাচার চলিতে থাকে।

আঁ-হযরত (সা) শিষ্যদের জন্য সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকামের বাড়িতে একটি ঘর নির্দিষ্ট করিলেন। সেখানে গোপন বৈঠক এবং ধর্ম-শিক্ষা দেওয়ার কাজ চলিতে লাগিল।

সে সময় অনুগত সাহাবা (রা)-গণের সংখ্যা দাঁড়াইল ত্রিশজন। অথচ নামায পড়িবার কোন নির্দিষ্ট স্থান না থাকায় যে যেখানে সুযোগ পাইতেন নামায আদায় করিয়া লইতেন। মহল্লা বা গ্রামবাসী দূরে থাক্ এমন কি নিজ পরিবারের লোকগণ জানিতে পারিলেও মহাবিপদ ছিল। ভাইয়ের চোখের আড়ালে ভাই নামায পড়িতেন। পিতা নামায পড়িলে পুত্র জানিত না। পুত্র নামায পড়েন- পিতার খবর নাই। তাই কোন সময় জামাআতে নামায পড়িবার ইচ্ছা হইলে কিংবা সুযোগের অভাব ঘটিলে সাহাবাগণ পাহাড়ের কোথাও যাইয়া গিরি-গহ্বরে নামায পড়িতেন।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আলী (রা)-কে লইয়া নামায পড়িতে কোন এক টিলার উপরে যান। আবূ তালিব সংবাদ পাইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে যাইয়া দুই ভাইকে নামায পড়িতে দেখিয়া ফেলিলেন। বাড়ি ফিরিবার পথে পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি দেখিলাম আলী ?" হযরত আলী (রা) দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন- 'নামায'!

www.pathagar.com

আবূ তালিব—"নামায কি?"

হযরত আলী— "ইসলামের মূল ইবাদত।"

আবূ তালিব—"ইসলাম আবার কি?"

হযরত আলী— "ভাই মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচারিত সনাতন ধর্ম।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পিতাকে জানাইয়া দিলেন যে, "এই ধর্মই খাঁটি এবং আমি এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি।"

কথাগুলি আবূ তালিবের খুব ভাল লাগিল না। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। তাই শুধু এই বলিয়া চলিয়া গেলেন যে, "মুহাম্মদ তোমাকে বিপথে চালিত করিবে না।"

সা'অদ ইব্নে আবী ওয়াক্কাস (রা) একদিন সাহাবাগণের এক জামাআত সহকারে পাহাড়ের আড়ালে নামায পড়িতেছিলেন। কয়েকটি দুষ্ট মুশ্রিক উহা দেখিতে পাইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালি-গালাজ শুরু করে। নামায শেষে সা'অদ (রা) প্রতিবাদ করিলে ঝগড়া হইতে ক্রমে মারামারি আরম্ভ হইয়া যায়।

সা'অদ (রা) উটের একখানি হাড় তুলিয়া লইয়া একজনের গায়ে ছুড়িয়া মারেন। ইহাতে লোকটি সামান্য আহত এবং শরীরের ক্ষত অংশ হইতে রক্তও বাহির হয়। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রক্তপাত এই দিনই ঘটে।

তিনটি বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। সত্য একদিন না একদিন ফুটিয়া উঠিবেই। সত্যের জয় যে অবধারিত— তিনটি বৎসরে ইহাই প্রমাণিত হইয়া গেল। একান্ত চাপিয়া রাখা সত্ত্বেও ফাঁকে ফাঁকে দুই একজন দীক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। ইহার ফলে সাহাবাগণের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশের উপর। তন্মধ্যে বেলাল, আম্মার ইব্নে ইয়াছির, ছুহাইব ইব্নে সেনান, আমের ইব্নে ফুহাইরা প্রমুখ চারিজন ক্রীতদাস, ৫/৭ জন মহিলা ও বাকী সব পুরুষ। একসঙ্গে যে কয়জন সস্ত্রীক ইসলাম গ্রহণ করেন তন্মধ্যে ওমর (রা)-এর ভগ্নী ফাতেমা ও তদীয় স্বামী সাঈদ ইব্নে যায়েদ, আলী (রা)-এর ভাই জা'ফর ও তদীয় পত্নী আস্মা বিন্তে উ'নাইছ অন্যতমা।

এত বাধা-বিপত্তির মধ্যে জনগণের এহেন আকর্ষণ এবং ইসলাম গ্রহণ ইহাই প্রমাণ করে যে, অল্প সময়ের মধ্যে মুহাম্মদ (সা)-এর নূতন ধর্ম চতুর্দিকে বেশ কিছুটা সাড়া জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল।

www.pathagar.com

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

নবুওয়তের তৃতীয় বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। নারী-পুরুষ অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। নব দীক্ষিতগণের সংখ্যা নগণ্য হইলেও যে উদ্দেশ্যে এ যাবৎ প্রচারকার্য গোপন রাখা হয়েছিল, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূতন ধর্মমত ও একত্ববাদ স্ত্রী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকলের কানে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। মানুক বা নাই মানুক, অন্তরে ভক্তি পোষণ করুক কিংবা বিদ্বেষ পোষণ করুক, ইসলাম ও তওহীদী মতবাদ ইত্যাদি নামের সহিত সকলে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই কোথাও ঘরে ঘরে তখন উহার অনুকূল চর্চা এবং কোথাও বিরূপ সমালোচনা খুব চলিতেছিল। তদুপরি আরেকটি প্রধান উপকার হইয়াছিল, একান্ত ভক্ত, অনুরক্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে একদল সহচর পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপে ভাবী মহাসংগ্রামের জন্য ছোট খাটো একটি ফ্রন্ট গড়িয়া উঠে। ইতিমধ্যে অনেক আয়াতও অবতীর্ণ হইয়া প্রচারের উপকরণ যোগাইয়া দেয়।

এমনি একদিন আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করিলেন ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ -

(ফাসদাঅ বিমা তুঅ্মার ওয়া আ'রেয আনিল মুশ্‌রেকীন)

"আদিষ্ট বিষয় (কালেমায়ে হক) প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং মুশ্‌রিকদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবেন না।"

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দাদের ক্ষুদ্র একটি দল লইয়া কর্তব্য পালনে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চতুর্দিক ছিল অন্ধকার! সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায়-অসত্য প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, শিরা-উপশিরা বিষাক্ত রক্তে পরিপূর্ণ ছিল, মিথ্যার শিকড়ের জাল সমাজ দেহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছিল। প্রশ্ন ছিল, কোন্‌টিকে ধরা আর কোন্‌টিকে কাটা! কারণ একেবারে মূলোৎপাটন করা সে সময় অসম্ভব ছিল।

অন্ধ ও ভুল বিশ্বাসের শক্ত শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় এক দুই দিন নয়, বরঞ্চ কয়েক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছিল। আবার এই বিশ্বাসের বশে পূজা পার্বণ, অর্চনা-উপাসনাও চলিয়া আসিতেছিল মেকী খোদার। ধর্মীয় বিশ্বাস ভুল হইলে উহা মানুষকে অন্ধ ও বিবেচনা বোধহীন করিয়া রাখে। জগৎজোড়া মানুষের এহেন বিশ্বাস

www.pathagar.com

(আ'কীদা) দুরস্ত করিয়া তাহাদিগকে ইহা দেখাইবার প্রয়োজন যে, আসল খোদাকে কিভাবে তনু-মন এবং ধন দিয়া ভালবাসিতে হয়। সাংসারিক কাজ-কারবারেও ছিল শুধু অন্যায়-অবিচার, অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলা। এইগুলিরও সংশোধন করিয়া যেমন সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তেমনি মানুষে মানুষে ব্যবহার, একে অন্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি, একের উপরে অন্যের নৈতিক অধিকার ইত্যাদি স্থাপন করিবার জন্য দরকার ছিল মানুষকে মানবতা, উদারতা ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়া উন্নত ও চরিত্রবান করিয়া তোলা। এই সব কিছুরই সমষ্টির নাম ইসলাম।

এক ঔষধে যেমন রোগ যায় না এবং রোগের মূল উৎস না জানিয়া লইয়া শুধু বাহিরে প্রলেপের সাহায্যে যেমন রোগ সারে না, তেমনি আঁ-হযরত (সা) সকল অন্যায় এবং অধর্মের জন্য একটিমাত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। সমাজের প্রত্যেকটি অনর্থকে সারা জীবনের সাধনা দ্বারা চিরকালের জন্য নির্মূল করিতে হইবে, এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া প্রথমে ধরিলেন সবকিছুর মূল উৎসকে। উহা ছিল বিশ্বাস-আ'কীদা। তিনি মনে করিয়া লইলেন মূল শিকড়টিকে কাটিয়া দিতে পারিলে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা শিকড়-জাল সবই আপনা-আপনিই শুকাইয়া যাইবে এবং তখন সমাজকে এইগুলির বেষ্টনী-জাল হইতে মুক্ত করা তেমন কঠিন হইবে না।

তদনুসারে আঁ-হযরত (সা) প্রকাশ্যে একজন দুইজন বাছিয়া লইয়া প্রচার শুরু করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া দেশের নেতৃস্থানীয়দের কানেও বাণী পৌঁছাইতে লাগিলেন। বাড়ি বাড়ি যাইয়া বলিতে থাকেনঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا -

"হে মানবকুল! আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, তাঁহারই ইবাদত কর—অপর কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক করিও না।"

প্রচারের প্রধান অস্ত্র হইল— কুরআন! কাহারও সঙ্গে দেখা হইলেই কুরআনের সুমধুর আয়াত পড়িয়া তিনি শুনাইয়া দিতেন। কিন্তু শত শত বৎসরের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লা ইলাহার এই নূতন আহবান কি করিবে? তাই তাঁহার নূতন ডাকে সরল হৃদয়ে সামান্য আলোড়ন তুলিলেও কঠিন হৃদয়ে "পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের আঘাতেরও" মত হোঁচট খাইয়া ফিরিয়া আসিতে থাকে। অধিকন্তু দুষ্ট পাপিষ্ঠরা এই মহাসত্যের বিরুদ্ধে দল পাকাইতে আরম্ভ করিল।

পুনর্বার আদেশ আসিল ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -

(ওয়া আন্‌যির আশীরাতাকাল্ আক্‌রাবীন)

www.pathagar.com

"আপনার গোত্রের নিকট-আত্মীয়দিগকে দুষ্কর্মের পরিণতি শুনাইয়া প্রভাবান্বিত করুন।"

আদেশ পাইয়া আঁ-হযরত (সা) সাফা পাহাড়ের উপর উঠিয়া "ইয়া বনী হাশিম!" "ইয়া বনী মোত্তালেব!" "ইয়া বনী নওফল" ইত্যাদি নাম ধরিয়া ধরিয়া প্রত্যেকটি গোত্রকে ডাকিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে কোন বিপদাশঙ্কায় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কাজে লোকজন একত্রিত করিবার ইহাই ছিল পন্থা। ডাক শুনিয়া সকল গোত্রের লোক আসিয়া একত্রিত হইলেন। আঁ-হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "যদি আমি বলি যে, লুণ্ঠনকারী এক বিরাট বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও করিবার জন্য আসিতেছে এবং অচিরেই লুট-মার করিয়া তোমাদিগকে ছন্নছাড়া করিবে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিবে কি?"

সকলেই একবাক্যে উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই, আপনার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। কারণ জীবনে আপনি কোনদিন মিথ্যা বলেন নাই, আপনি আল-আমীন।"

তখন আঁ-হযরত (সা) বলিলেন—"আমি সংবাদ দিতেছি যে, তোমরা মিথ্যা আ'কীদাগুলি পরিহার কর, নইলে আল্লাহ্‌র ভীষণ আযাব তোমাদের উপর নিপতিত হইবে।" অতঃপর তিনি আরো বলিলেন—"আমি যতদূর জানি, যাহা আমি আনিয়াছি, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি আপন জাতির জন্য ইহার চেয়ে অধিকতর উৎকৃষ্ট ও উপকারী বস্তু আনে নাই। আমি তোমাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সমৃদ্ধি লইয়া আসিয়াছি। বিশ্বের মালিক আল্লাহ্ আমাকে হুকুম করিয়াছেন তোমাদিগকে সেই মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিতে। আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নাই এবং কাহাকেও ধোঁকা দেই নাই। অতএব তোমাদিগকে ধোঁকা দিতেছি না। যিনি এক—অদ্বিতীয়, যাঁহার কোন অংশীদার নাই, সমতুল্য নাই— সেই পবিত্র জনের কসম খাইয়া বলি, আমি তোমাদের এবং সমগ্র দুনিয়ার মানব-কুলের জন্য রাসূল এবং পয়গাম্বর!" (দুরুসুস্ সীরাত, ১০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ইহাতে পাপিষ্ঠদের কোথায় মন গলিবে, তৎপরিবর্তে আবূ লাহাব চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল ঃ

تَبًّا لَّكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا -

(তাব্বাল লাকা সায়েরাল য়াওম-আলেহাযা জামা'অতানা)

সারা জীবন তোমার অমঙ্গলে যাউক, এই জন্যই আমাদিগকে ডাকিয়াছ? এই বলিয়া সে সদলবলে সরিয়া পড়িল। অন্যরাও যে যার পথে চলিয়া গেল!

কর্ম জীবনের প্রারম্ভেই কত বড় আঘাত! কত বড় নৈরাশ্য! কিন্তু আঁ-হযরত (সা) অবিচল থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। শত্রুতাও ক্রমে ক্রমে বাড়িতে

www.pathagar.com

লাগিল। চতুর্দিকে বাধা— নানা দুর্যোগ। শত ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝেও অটল থাকিয়া আঁ-হযরত (সা) অবিরাম প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রচারের নিয়ম কি? কি সুন্দর মূল নীতি! তিনি নম্র ভাষায় কথা বলিতেন। হাসি মুখে শ্রোতার সম্মুখীন হইতেন। কোন কটূক্তির কিংবা বিরূপ সমালোচনার জওয়াব দিতেন না, মূল্যবান অথচ অল্প কথা বলিতেন। নম্র ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা ভাবিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। কোনরূপ চাপ দিতেন না। জোর-জবরদস্তি ছিল না। প্রত্যেকটি কথার পিছনে কুরআনের বাণী পেশ করিতেন।

কিন্তু যাহারা জাতশত্রু, তাহাদের ভাটা পড়িল না। আবূ লাহাব তাহার স্ত্রীকে লইয়া বিরোধিতার জন্য কোমর বাঁধিল। বাহিরে আবূ লাহাব অপপ্রচার করিতেন। ভিতরে তাহার স্ত্রী রাস্তায় কাঁটা পুঁতিয়া রাখিতেন। যেন আঁ-হযরত (সা) কাঁটা ফুটিয়া পঙ্গু হইয়া পড়েন। ইহার উপরই- تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ "তাব্বাৎয়াদা আবীলাহাব" সম্পূর্ণ সূরাটি নাযেল হয়। এই অবতীর্ণ সূরার সংবাদ পাইয়া ত তাহারা আগুন। আবূ লাহাবের দুই পুত্র উত্‌বাহ্' ও উতায়বার' কাছে নবী-নন্দিনী রোকেয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। পিতা উভয় পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, শুনিলে ত মুহাম্মদ আমাদিগকে কি বলিল। তোরা হয় তাহার মেয়েদেরে ছাড়িয়া দিবি— নইলে আমার সঙ্গে তোদের কোন সম্পর্কে থাকিবে না।

পাপিষ্ঠদের ঘরে নবী-নন্দিনীরা কি থাকিতে পারেন? ছেলেরা একদিন আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভালমন্দ অনেক কিছু বলিয়া তাঁহার সম্মুখেই তনয়াদ্বয়কে তালাক দিয়া চলিয়া যায়।

আরেকদিন আঁ-হযরত (সা) কা'বা প্রাঙ্গণে একটি পাথরে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময় আবূ লাহাবের স্ত্রী আসিয়া হাযির। রাগে-ক্রোধে গড় গড় করিতেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি লীলা! আঁ-হযরত (সা) সেখানে উপবিষ্ট—তবু সে দেখিতে পাইল না— শুধু দেখিতে পাইল সেখানে আবূ বকরকে। গর্জিয়া সখেদে বলিতে লাগিল— "শুনিলাম, মুহাম্মদ নাকি আমাকে জাহান্নামী বলিয়াছে! তাহাকে এখানে পাইলে পাথর দিয়া তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম।" অথচ তাহার সহিত আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যবহার দেখুন! কিছুদিন যাবৎ রাস্তায় কাঁটা দেখিতে না পাইয়া একবার আঁ-হযরতের সন্দেহ হইল। খবর লইয়া জানিতে পারিলেন যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী অসুস্থা, শয্যাশায়িনী কাতরা! দয়ালু নবী (সা) তখন দৌড়াইয়া তাহার বাড়িতে যান এবং অনেকক্ষণ তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আসেন।

www.pathagar.com

মহাবিপদ

নানা দুঃখ-যাতনা, শত অভাব-অসুবিধার ভিতরে মাহ্‌বূবে-খোদা (সা) আপন কর্তব্য কর্ম চালাইয়া যাইতে থাকেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও তাঁহার প্রদত্ত রিসালতের প্রচারও করিতেন। যুক্তিপূর্ণ আয়াতের পর আয়াত পেশ করিয়া কতভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, আল্লাহ্‌ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক ও প্রতিপালক, তিনিই একমাত্র উপাস্য; তাঁহার কোন শরীক নাই। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসীরা যুক্তি ছাড়িয়া তর্ক করিত যে, আল্লাহ্‌ আবার কে? এত সব কাণ্ড-কারখানা এক আল্লাহ্‌ কিভাবে চালায়? মূর্তিদিগকে প্রভু মানিলেই বা ক্ষতি কি? যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিশ্ববাসী দেব-দেবতাদের পূজা করিয়া আসিয়াছে— মুহাম্মদ আবার এ কেমন কথা শুনায়? মূর্তিরা অযোগ্য হইবে কেন?

রাসূল আবার কি? সে যে রাসূল তারই বা প্রমাণ কি? আল্লাহ্‌ আর কাহাকেও পাইল না? তাহাকে রাসূল বানাইল কেন? আল্লাহ্‌র বাণী আবার কিভাবে হইল? আল্লাহ্‌ নিজে আসিয়া এইসব বলিয়া যায়, না অন্য কেহ আনে? ফেরেশ্‌তা আবার কাহারা? আল্লাহ্‌কে না মানিলেই বা ক্ষতি কি? মরিয়া পচিয়া মাটি হইয়া যাইবে, তবে আবার বেহেশত্‌- দোযখ কি? ইত্যাদি শতমুখে শত কথা!

পাঠক ভাবিয়া দেখুন! আ'কীদা দুরস্ত করিয়া পরে মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করা ছিল আঁ-হযরতের লক্ষ্য। আর শুরুতেই শুধু আ'কীদার প্রশ্নে কত জটিল প্যাঁচ লাগিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু আঁ-হযরত (আ) একটুও অধীর হইলেন না। কৌশলে কৃতিত্বের সাথে কুরআনের আয়াত দ্বারা তাহাদের সন্দেহ একের পর এক খণ্ডাইয়া যাইতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে মূর্তি ও দেব-দেবতা সংক্রান্ত প্রশ্নের উপর কুরআনের আয়াতের সাহায্যে অসংখ্য যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে হইল। হাতে গড়া পুতুল! গা হইতে মাছি তাড়াইবারও ক্ষমতা যাহাদের নাই, তাহারা আবার আল্লাহ্‌র হইতে পারে? যাহারা নিজেদের সুখ-দুঃখের জন্য কিছু করিতে অক্ষম তাহারা আবার অন্যের জন্য কি করিবে? এমনিভাবে ইব্‌রাহীম (আ)-এর মূর্তি ভাঙ্গিয়া বড়টির কাঁধে কুড়াল রাখিয়া তাহাকে দোষী প্রতিপন্ন করার হাস্যকর গল্পও কুরআনের ভাষায় তাহাদিগকে তিনি শুনাইলেন। তদুপরি মূর্তি ও মূর্তিপূজক-উভয়ই দোযখের আগুনের ইন্ধন হইবে ইত্যাদি আয়াত শুনাইয়া ভয়ও দেখান হইল।

www.pathagar.com

এবম্বিধ প্রচার এক দিক দিয়া খুবই ফলপ্রসূ হইল। হযরতের প্রাণময়ী ভাষায় যাদুময়ী ঐশীবাণীর যুক্তিতে মূর্তি-ভক্তির সুবিশাল বাঁধে ফাটল ধরিল। ছিদ্রপথে সত্যের ফোঁটা ফোঁটা পানি প্রবেশ করিয়া শুষ্ক মনমাটিকে ভিজাইয়া ভবিষ্যতের জন্য চাষোপযোগী করিয়া তুলিতে লাগিল। ধীরমস্তিষ্ক বহু জ্ঞানী ব্যক্তি যুক্তির সম্মুখে হার মানিয়া নূতন ধর্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু অপরদিকে সত্যের দুশ্‌মনেরা ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহারা বলিতে থাকে, মুহাম্মদ এখনও আমাদের দেবতা-মূর্তিদিগকে গালি দেয়? এত বড় ধৃষ্টতা! বাপ-দাদার চিরকালের খোদা! তাহাদিগকে লইয়াও মুহাম্মদ বাচালতা করে।" তাহারা যেন এক মহাঅস্ত্র হাতে পাইল। ধর্মের নাম ভাঙ্গাইয়া তাহারা দেশময় এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দিল যে, মুহাম্মদ দেবতাদিগকেও গালি দেয়— মন্দ বলে। চতুর্দিকে আওয়ায উঠিল, ইহার প্রতিশোধ নিতে হইবে। মুহাম্মদ (সাবী) স্বধর্মত্যাগী, ধর্মদ্রোহী হইয়া গিয়াছে— তাহাকে শায়েস্তা করিতে হইবে।

www.pathagar.com

আবূ তালিবকে হাত করিবার চেষ্টা

সারা আরবের পরিস্থিতি উত্তেজনাকর। দুষ্টামির পুরোধাদের চক্ষু লাল। তাহাদের চেলা-চামুণ্ডরাও ক্ষেপিয়া আগুন। সম্ভব হইলে যেন মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গকে তাহারা আস্ত গিলিয়া ফেলে। কিন্তু শত্রুদের দল ভারী এবং তাহাদের খুব শক্তি থাকিলেও মুহাম্মদ (সা)-এর দেহ স্পর্শ করা তত সহজ ছিল না। প্রতাপশালী বনী হাশিম ও বনী মোত্তালিব তাঁহার নিজ গোত্র। ধর্মীয় ব্যাপারে মতদ্বৈধতা থাকিলেও ঝগড়া-বিবাদের বেলায় তাঁহার গোত্রীয়রা তাঁহার পক্ষ হইয়া অস্ত্র ধারণ করিবে ইহাতে সন্দেহ ছিল না।

তাই জনকয়েক নেতা একদিন আবূ তালিবের কাছে আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে এহেন স্বকুল-স্বধর্মের কলঙ্ক রটাইতে নিষেধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। আবূ তালিব কথাটি শুনিয়া রাখিলেন— আঁ-হযরতকে কিছুই বলিলেন না।

আঁ-হযরত (সা) সুযোগ-সুবিধা অনুসারে প্রচারকার্য চালাইয়া এবং সময় সময় সঙ্গীবর্গসহ আত্মগোপন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। সারা আরবের শত্রুদের বিরোধিতার মুখেও তিনি অটল ও অবিচল রহিলেন।

কোরাইশী সর্দারগণ দেখিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) একটুও নিরস্ত হন নাই বরং সদলবলে প্রচারকার্যে তৎপর, তখন তাহারা বুঝিলেন যে, আবূ তালিবকে অনুরোধ করায় মোটেই লাভ হয় নাই— তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিছুই বলেন নাই। অধীর হইয়া একদিন আবার তাহারা আবূ তালিবের নিকট গেলেন। সেদিন তাহাদের দলও ছিল ভারী। উত্‌বা, শায়বা, আবূ সুফিয়ান, আবূ জেহল, আবূ বুখ্‌তারী, ওয়ালিদ, আ'স ইব্‌নে ওয়াএল, নবীহ্ ও মুনাব্বিহ্ প্রমুখ দুর্ধর্ষ ও প্রতাপশালী প্রায় সবই গেলেন। দুর্ধর্ষ আরবীয় নেতাগণের এইভাবে একত্রে আগমনে আরবের যে কোন স্থান থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। তাহারা ভীষণ চটিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"হে আবূ তালিব। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের প্রভুদিগকে গালি দেয়, আমাদের ধর্মের নিন্দা করে। আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে সে পথভ্রষ্ট বলে এবং আমাদের বুদ্ধিমানদিগকে বোকা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। আমাদের অনুরোধ-আপনি তাঁহাকে ক্ষান্ত করুন, না হয় আমরা ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করিব।"

আবূ তালিব তাহাদিগকে খুবই মিষ্ট ভাষায় সন্তোষজনক উত্তর দিয়া বিদায় করিলেন। তিনি বলিলেন, "মুহাম্মদকে আপনারা চিনেন, দেশ ও দশের অমঙ্গল ও

www.pathagar.com

অহিতকর কোন কাজ সে জীবনে করে নাই। সে জীবনে মিথ্যাও বলে নাই। আজ সে যে দাবি ও মতবাদের প্রচার করিতেছে, তাহা শুভও হইতে পারে! আমাদেরই ছেলে সে। আপনারা রাগ করিবেন না। আমি তাহাকে বলিয়া দিব।"

তাহারা চলিয়া গেলেন। এদিকে আঁ-হযরত (সা) দস্তুরমত আপন কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী শুনাইয়া ধর্মের প্রতি দেশবাসীকে আহ্‌বান জানাইয়া চলিলেন। সত্যের প্রেমিক দুই একজন এই দুঃসময়েও সকল বাধা ছিন্ন করিয়া আঁ-হযরতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবূ তালিবের আতঙ্ক ঃ ক্রমে ক্রমে সর্দারগণ অধৈর্য হইয়া একদিন আবার আবূ তালিবের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন। সেদিন তাহাদের রাগ আর ধরিতেছিল না। একজন সক্রোধে গর্জন করিয়া বলিল, "আবূ তালিব! আপনি আমাদের একজন প্রবীণ এবং শ্রদ্ধাস্পদ নেতা। সমাজে আপনার যথেষ্ট প্রভাব। আমরা বিনয়ের সহিত আপনাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম— আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁহার কার্যকলাপ বন্ধ করিতে বলার জন্য। কিন্তু আপনি উহার কিছুই করেন নাই। আমরা কিন্তু আর সহ্য করিতে পারি না। আপনার খাতিরেই তাঁহাকে আমরা কিছু বলি না— অথচ আমাদের প্রভুদিগকে গালি দেওয়া, পিতৃপুরুষদের কুৎসা রটনা ইত্যাদি অপকর্ম সে সমানভাবে করিয়া যাইতেছে। আজ সর্বশেষ ফায়সালা আমরা শুনিয়া যাইতে চাই। হয়ত বলুন যে, আপনি তাহাকে নিরস্ত করিবেন— অন্যথায় আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিন, তাঁহাকে আমরা শায়েস্তা করিব। তখন কিন্তু আপনিও অব্যাহতি পাইবেন না। যাহা হউক, পরিষ্কার কিছু একটা করুন— নইলে যুদ্ধ হইবে। দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ ধ্বংস হইবে—হউক, তবুও শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না।" এই বলিয়া তাহারা ক্রোধ ও ভয় দেখাইয়া চলিয়া যান।

ব্যাপারটি আবূ তালিবের বড় ভাল লাগিল না। কুরাইশী সবগুলি সর্দার একসঙ্গে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহারা সমগ্র গোত্রকে লইয়া বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইলে পরিণাম ফল অত্যন্ত গুরুতর হইবে! তিনি মহা সঙ্কটে পড়িলেন! ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তোমার স্বগোত্র আমাকে কত কিছু বলিয়া গেল। বাবা! তুমি ক্ষান্ত হও— আমাকে অপদস্থ করিও না। এমন কোন গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইও না, যাহা আমি উঠাইতে পারিব না।"

চাচার কথা ও হাবভাব দেখিয়া রাসূলে খোদা (সা) অনুমান করিলেন যে, চাচার মতিগতি আর পূর্বের মত নাই। এতদিন তিনি পশ্চাতে থাকিয়া আশ্রয়স্তম্ভের মত নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। আর আজ তিনিই দুর্বলতা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দুশ্‌মনদের হাতে তুলিয়া দিয়া লজ্জিত পদানত করেন কি না। চারিদিকে শত্রু প্রয়োজনবোধে তাঁহাকে প্রাণে বধ করিতেও তাহারা

www.pathagar.com

দ্বিধাবোধ করিবে না। তাঁহার সঙ্গী-সাথীরা মুষ্টিমেয় এবং দুর্বল। প্রবল প্রতাপশালী এক চাচাই এতদিন পিছনে ছিলেন। কিন্তু তিনিও বোধ হয় আজ ছাড়িয়া চলিলেন।

এসব ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চোখে অশ্রু নামিয়া আসিল। শত হইলেও তিনি যে মঙ্গলের দিকে মানুষকে ডাকিবার আদেশ পাইয়াছেন তাহা করিতেই হইবে। মনোবল হারাইলে চলিবে না। তাই চাচাকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন ঃ

"শ্রদ্ধেয় চাচাজান! আল্লাহ্‌র কসম, যদি তাহারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র আনিয়া দিয়া বলে যে, মুহাম্মদ! তুমি এই কাজ ছাড়িয়া দাও, তবু যতদিন এই ধর্মকে আল্লাহ্ জয়ী না করিবেন কিংবা এই সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মধ্যে আমার সমাধি রচিত না হইবে, ততদিন আমি ক্ষান্ত হইব না।"

বলিতে বলিতে মাহ্‌বূবে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হন।

আবূ তালিব ভ্রাতুষ্পুত্রের মর্মব্যথা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। কোন অন্যায়-অসত্যের জন্য নহে, কোন স্বার্থ ও লাভের জন্য নহে, দেশের জন্য, দশেরই মঙ্গলের জন্য এত ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াও তাঁহার এত দৃঢ়তা—এত মনোবল! স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে এভাবে কাঁদিতেও তিনি কোনদিন দেখেন নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া চাচার মনও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পিছন হইতে ডাকিলেন— "বাবা, শুন! এদিকে আস।"

আঁ-হযরত (সা) পুনরায় আসিলেন। আবূ তালিব দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,— "যাও বাবা, তোমার যা মনে হয়—কর, তোমার চাচা তোমার পিছনে আছে—কোনদিন তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে না।"

নূতন ফন্দি ঃ আবূ তালিবকে অনুনয়-অনুরোধ, কটূক্তি ও ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি বহু কিছু করিয়াও মোটেই কোন ফল লাভ হইল না। ভ্রাতুষ্পুত্রের মমতা তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাই সকলে মিলিয়া নূতন এক ফন্দি আঁটিল। একদিন ওয়ালিদ ইব্‌নে মুগীরার পুত্র উমারাকে সঙ্গে লইয়া তাহারা আবূ তালিবের কাছে যাইয়া বলিল ঃ "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাইতেছে, আপনার গোত্রের ভিতরে দলাদলি রেষারেষি সৃষ্টি করিতেছে, পিতৃপুরুষদিগকে কুধর্মী আখ্যা দিতেছে, আমাদিগকে মূর্খ বলিতেছে— আর আপনি নীরবে তাহা সহ্য করিয়া যাইতেছেন? যদি লোকের এতই আপনার প্রয়োজন থাকে— তবে এই নিন্-উমারাকে আমরা দিয়া যাই। আপনি তাহাকে নিজ ছেলে মনে করিয়া লালন-পালন করুন। এই ছেলে সুন্দর-সুঠাম দেহ সম্পন্ন—দিব্যি সুপুরুষ এবং বেশ বুদ্ধিমান। তাহার কাজে-কর্মে, আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তায় আপনি নিশ্চয়ই প্রীত ও উপকৃত হইবেন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমরা কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে পারি না। অনেক সহ্য করিয়াছি, এখন আমরা তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প। আপনি তাঁহার পরিবর্তে উমারাকে লউন।"

www.pathagar.com

কথাগুলি বলা শেষ হইল মাত্র—আর বৃদ্ধ আবূ তালিব ক্ষোভে ও রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন ঃ

"এ কেমন কথা তোমরা বলিলে? ইহাই কি তোমাদের বিচার? আমি আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে দিব, তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে। আর তোমাদের সন্তান আমাকে দিবে, আমি তাহাকে দুধ-ঘি খাওয়াইয়া পুষ্ট করিব!" বলিতে বলিতে রাগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"ইহা কোনদিন হইতে পারে না।"

মুত্‌য়ে'ম ইব্‌নে আ'দী নামক জনৈক সর্দার বলিয়া উঠিল ঃ "আবূ তালিব! আপনি যে বিষয়কে নিজেও পছন্দ করেন না— অথচ স্নেহ-মমতাবশতঃ তাহা প্রতিরোধও করিতে পারেন না, আপনাকে সেই দোটানা বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আমরা এত কষ্ট করিতেছি। যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই ছেলেকে দিলাম— তবুও ইহা কি আমাদের অবিচার হইল?

মিষ্ট সুরে দুষ্ট কথা। অন্তরে দুরভিসন্ধি—বাহিরে সমবেদনার ভান। আবূ তালিবও ত আর কচি বালক নহেন। কথাগুলি তাঁহার কাছে বিষের মত লাগিল। তিনি এবার আরো কঠোর কণ্ঠে বলিলেন ঃ "যাও বাপুরা, যা পার কর! তোমরা আমার কান কাটিতে চাও? সমগ্র জাতিকে তোমরা আমার বিরুদ্ধে উস্কানি দিতেছ। ইহা তোমাদের সুবিচার? যাও আমি আছি মুহাম্মদের সঙ্গে—দেখি, কার সাহস আছে তাঁহার অনিষ্ট করে?"

www.pathagar.com

বিরোধীদের অস্ত্রসজ্জা

অতঃপর কুরাইশীদের মধ্যে মহা তোলপাড়। সর্বত্র কানাকানি, গোপন বৈঠক ও প্রস্তুতি। বিভিন্ন গোত্রে ঘুরাফিরা করিয়া শত্রুরা মুহাম্মদ (সা), তাঁহার ভক্ত শিষ্যবৃন্দ, এমনকি আবূ তালিব ও তাঁহার গোত্রের বিরুদ্ধেও সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে থাকে। চারদিকে অস্ত্রসজ্জা শুরু হইল। সব গোত্র তাঁহাদের উপর একযোগে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত প্রায়।

আবূ তালিব প্রমাদ গণিলেন। ব্যাপার বড়ই সঙ্গীন। প্রাণ লইয়া টানাটানি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিব গোত্রদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "বর্তমান অবস্থা ত তোমরা দেখিতেছ! এখন শুধু মুহাম্মদ নয়, উভয় গোত্রের বাঁচা-মরার প্রশ্ন! বল, তোমরা কে আছ-মুহাম্মদ (সা) ও স্বগোত্রের রক্ষার্থে কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছ বল।"

গোত্রের প্রধান আবূ তালিবের ডাকে একমাত্র অভিশপ্ত আবূ লাহাব ছাড়া প্রত্যেকটি লোক সাড়া দিয়াছিল। ছেলে-বুড়া নির্বিশেষে সকলে আপন আপন জান-মাল উৎসর্গ করিতে আগাইয়া আসিল। কোন এক বর্ণনা অনুসারে ইহাও জানা যায়, আবূ তালিব বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র লোক লইয়া মক্কার অলি-গলি প্রদক্ষিণ করিয়া শত্রুদিগকে দেখান যে, বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব কাপুরুষ নহে। মৃত্যুর সঙ্গে বুঝিতে যারা চির অভ্যস্ত, তাহাদিগকে যুদ্ধের হুমকি দিয়া নিরস্ত করা সহজ নহে। আবূ তালিবের স্বরচিত একটি ছড়া গাহিয়া বুক ফুলাইয়া তাঁহারা এরূপে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিলেন।

ইহাতে অবিশ্বাসীদের লম্ফ-ঝম্ফ স্তিমিত হইয়া যায়।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। অকুতোভয়ে তিনি আপন কর্তব্য কর্ম করিয়া যাইতেছিলেন। কাজও ত সামান্য নয়—একটি দুইটিও নয়— শত্রুতার প্রবল প্লাবনের মুখে যেখানে টিকিয়া থাকাই ছিল দুরূহ ব্যাপার, সেখানে একটি সত্য সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার, নব দীক্ষিতদিগকে শিক্ষিত ও সুসভ্য করিয়া তুলিয়া একটি অখণ্ড জাতি গঠনের চেষ্টা, শতাব্দীর পুরাতন দ্বন্দ্ব-কলহের মূলোৎপাটন করিয়া এক জাতি, এক শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি নানা প্রকার কর্তব্য ছিল। আঁ-হযরত (সা) সবকিছুর জন্যই একই সময়ে ক্ষেত্র রচনা করিয়া যাইতেছিলেন। সাহাবাগণকে লইয়া যখনই সময়

www.pathagar.com

পাইতেন—বসিয়া যাইতেন, ধর্মীয় নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। যদিও তাঁহারা সবই ছিলেন বেশ বয়স্ক, কিন্তু তথাপি পুরাতন রীতি-নীতির বিপরীত একান্ত নূতন একটি ধর্মীয় শিক্ষায় তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সহজ ব্যাপার ছিল না। বলিতে কি, ছোট ছেলেপিলেদের হাতে-খড়ির মতই বুড়াদিগকেও গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল।

মাহ্‌বুবে-খোদার সর্বপ্রথম কাজ ছিল, যখনই কোন আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হইত, সঙ্গে সঙ্গে উহা মুখস্থ করাইয়া প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে এমনভাবে উপযুক্ত করিয়া তুলিতেন যাহাতে সকলেই প্রচার করিতে পারেন। তদুপরি আচার-ব্যবহার, মানবতা, উদারতা, দেশপ্রেম ও জনসেবা ইত্যাদি এবং জীবিকা নির্বাহে যে যে কাজ করেন—ব্যবসায় হউক বা কৃষি, কুটির শিল্প বা চাকুরী হউক— সব কিছুতেই ইসলামের নিয়ম কানুনে নিষ্ঠাবান হইতে অনুপ্রেরণা যোগানও ছিল তাঁহার কাজ। বাকী সময়টুকু তিনি কাটাইতেন প্রচারকার্যে আপ্রাণ লিপ্ত থাকিয়া। দলীয় শক্তি ছিল না, আর্থিক বলও ছিল না, জনগণের সমর্থন ছিল—বরং যে কোন মুহূর্তে প্রাণ-নাশের আশংকা ছিল। এমতাবস্থায়ও তিনি রইলেন অটল। অন্যান্য সঙ্গীবর্গকে যথাসম্ভব দূরে সরাইয়া রাখিয়া নিজেই বিপদের সমস্ত ঝুঁকি মাথায় লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বেড়াইতে থাকেন।

দয়ালু নবীর চোখে স্বজন-পরজন নাই, শত্রু-মিত্র নাই, এমন কি যাহারা তাঁহার প্রাণের শত্রু, তাহাদের মধ্যেও ভেদাভেদ নাই— সত্যের বাণী লইয়া মঙ্গলের দিকে আহ্বান জানাইতে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের কাছে যাইতেন। বহুবার এমনও হইয়াছে যে, পাষণ্ডরা হযরত (সা)-কে ঘায়েল করিবার ষড়যন্ত্রে গোপন পরামর্শ সভা ডাকিয়াছে— কিংবা কা'বা ঘরের আঙ্গিনায় বসিয়া জটলা পাকাইতেছিল, আঁ-হযরত (সা) ঠিক সে সময় সেখানেই যাইয়া হাযির। মিষ্ট ভাষায় নম্র সুরে কয়েকটি আয়াত শুনাইয়া তিনি তাহাদিগকে সত্যের দাওয়াত দিতেন। খোদায়ী বাণীর মর্মস্পর্শী ঝঙ্কারে অনেকেরই অন্তর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ হইয়া উহা শুনিয়া লইত। আহা! কি সুন্দর কথা! কত হৃদয়গ্রাহী ভাব! কি চমৎকার বিষয়বস্তু! তাহাও স্বয়ং নবীর মুখে! রীতিমত অনেকে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াইয়া দিত— আরো শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহে মাতিয়া উঠিত। কিন্তু তবুও চিরহতভাগ্যরা নিজেদের অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বাহ্যত শত্রুতা পরিহার করিত না।

ওয়ালিদ ইব্‌নে মুগীরা ধনে-জনে, মানে সম্মানে কুরাইশীদের শ্রেষ্ঠ সর্দার। সে ধন-জন সর্বস্ব লইয়া আঁ-হযরতের বিরুদ্ধে সর্বদা খড়্গহস্ত থাকিত। একদিন সে আঁ-হযরত (সা)-এর কাছে যাইয়া বলিলঃ "বাবা! কিছু আয়াত শুনাও।"

আঁ-হযরত (সা) সামান্য কিছু শুনাইলেন। ওয়ালিদের তৃপ্তি মিটিল না। বলিল—আবার পড়। এমনিভাবে কয়েকবার শুনিয়া সে আর আত্মস্থ থাকিতে পারিল

www.pathagar.com

না। বলিয়া উঠিলঃ খোদার কসম! "এইগুলিতে স্বাদ ও প্রাঞ্জল্যই ভিন্ন ধরনের। যে বৃক্ষের এইগুলি ফল— তাহার কাণ্ড খুবই মযবুত এবং নিশ্চয়ই ইহা কোন মানুষের রচনা নহে।".

বিফল ফন্দি ঃ এইরূপে প্রায় একটি বৎসর কাটিয়া যায়। যিলহজ্জ মাস আগত প্রায়। হজ্জের মৌসুম আসিয়া পড়িয়াছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে হাজার হাজার লোক সমবেত হইবে।

বনী আবদুল মুত্তালিব ও বনী হাশিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে আছেন। কুরাইশী সর্দারগণ মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন যে, যদি মুহাম্মদ এই সুযোগে তাঁহার প্রচারকার্য চালাইয়া যান, তবে তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতার আকর্ষণে মানুষ মুগ্ধ হইয়া পড়িবে; কুরআনের আয়াতের যাদুক্রিয়া সবাইকে চুম্বকের মত টানিয়া লইবে এবং একই বৎসরে দুনিয়ার কোণে কোণে মুহাম্মদের ধর্ম ছড়াইয়া পড়িবে। তবে তো সর্বনাশ! সব আয়াস ও শ্রম একেবারে পণ্ড হইয়া যাইবে। সর্দারেরা সকলে মিলিয়া সর্ব প্রবীণ ওয়ালিদ ইব্‌নে মুগীরাকে যাইয়া বলিলেন ঃ আপনি আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ-প্রবীণ অভিজ্ঞ। আমাদিগকে পরামর্শ দিন। এই যে হজ্জ আসিতেছে উহাতে মুহাম্মদের প্রচেষ্টাকে কিভাবে বানচাল করা যায়। সর্বসম্মতিক্রমে একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হউক এবং যাহা করি বা বলি, সকলেই যেন ঐ একই কথায় থাকি। নিজেরাই বিভিন্ন রূপ বলিলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে— লোকজন মনে করিবে যে, আমাদের কথা ঠিক নাই।"

সকলে বৃদ্ধকে অনুরোধ করিলেন, "হে আবা-আব্‌দি শাম্‌স; আপনিও কিছু বলুন!"

ওয়ালিদ বলিলেন— "তোমরাই বল শুনি!"

একজন প্রস্তাব করিল— আমরা প্রচার করিব যে, মুহাম্মদ একজন গণক।" ওয়ালিদ বাধা দিয়া বলিলেন— "না, আমি নিজে শুনিয়াছি, তাঁহার কথা গণকের কথা নয়।"

অপর একজন বলিল— যদি বলি মুহাম্মদ পাগল!" ওয়ালিদ পুনঃ বাধা দিয়া বলিলেন, "লোকেরা তোমাদিগকেই পাগল বলিবে।" মুহাম্মদের মাথা খারাপ নয়— পাগলের মত আবোল-তাবোল বকে না সে।"

আরেকজন বলিল— "তবে কি বলিব, কবি?"

ওয়ালিদ বলিলেন—"ধুৎ! কি যে বল! আমি কবিতার ছন্দ, পদবিন্যাস, সুর-উজান ভাটি কত কি জানি। কিন্তু মুহাম্মদের উক্তির মধ্যে এসবের কোন বালাই নাই; সবই অমিত ছন্দ— অমিত বিন্যাস; তবুও কি চমৎকার! নূতন কোন অজ্ঞাত ছন্দে যেন অলঙ্কৃত হইয়া আছে।"

তখন একজন বলিল— "তবে বলিব যে মুহাম্মদ যাদুকর।"

www.pathagar.com

ওয়ালিদ ইহাতেও সম্মতি দিলেন না— বলিলেন—"না গো। যাদুর অন্ত্র-মন্ত্র-ঝাড়ফুঁক কিছুই মুহাম্মদের নাই।" সকলেই মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। একি বিপদ। মাহ্‌বূবে খোদার মুখে উচ্চারিত হয়, লোকে মনে করে প্রাণময়ী কবিতা। যাদুময়ী উক্তি। গণকের মত কত শত ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু কোনটিতেই যে আখ্যায়িত করা যায় না। এ যে মহাসমস্যা। অগত্যা ওয়ালিদকে চাপিয়া ধরিয়া তাহারা বলিলেন— "তবে আপনিই কোন একটি বলিয়া দিন।"

বৃদ্ধ দীর্ঘ এক নিশ্বাস ছাড়িয়া একান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে অথচ চিন্তিত বদনে বলিতে লাগিলেন ঃ "মুহাম্মদের উক্তিতে কি যে মধু, কি অমৃত সুধা রহিয়াছে! আহা! তাহার মূল শিকড় গভীর তলদেশে এবং শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বলোক পর্যন্ত বিস্তৃত। তোমরা যাহাই বলিবে, নির্ঘাত ভুয়া প্রতিপন্ন হইবে। তবে হ্যাঁ এতটুকু বলিতে পার যে, সে যাদুকর। তাঁহার মুখের কথা সত্যিই যাদুর মতই ভাই-ভাইয়ে, পিতা-পুত্রের স্বামী-স্ত্রীতে বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। যাও, তোমরা ইহা প্রচার কর যে— এই সব যাদু, মানুষেরই কথা, আল্লাহ্‌র বাণী-টানী নয়।"

পরামর্শ অনুসারে স্থিরীকৃত হইল যে, মক্কা নগরীর প্রত্যেকটি প্রবেশপথে একটি করিয়া দল মোতায়েন থাকিবে। তাহারা প্রত্যেকটি আগন্তুককে ধরিয়া সাবধান করিয়া দিবে যে, "দেখ খবরদার! মুহাম্মদের কাছে যাইও না, সে যাদুকর। তখন ভাই ভাইকে ভুলিয়া যাইবে— পুত্র পিতাকে ছাড়িয়া দিবে ইত্যাদি।"

আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করিলেন। দীর্ঘ আয়াত লহরীতে বৃদ্ধ কপট ওয়ালিদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

ذَرْنِیْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیْدًا وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا وَّبَنِیْنَ شُهُوْدًا
وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِیْدًا ثُمَّ یَطْمَعُ اَنْ اَزِیْدَ كَلَّا * اِنَّهٗ كَانَ لِاٰیٰتِنَا عَنِیْدًا
- فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ یُّؤْثَرُ - اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ - سَاُصْلِیْهِ
سَقَرَ -

"তাহার ভার আমার হাতে ছাড়িয়া দিন, তাহাকে একক শ্রেষ্ঠ নেতা বানাইয়াছি। অগাধ ধন-সম্পদ, লোকবল ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়াছি। তবু সে কামনা করে যেন আমি আরো বাড়াইয়া দেই। কখনো না। সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। আজ সে বলে যে, ইহা প্রতিক্রিয়াশীল যাদু ছাড়া কিছুই নহে—ইহা মানুষের কথা। আমি অচিরেই তাহাকে দোযখাগ্নিতে ঝলসাইব ....।"

অপরাপর দুষ্টের শিরোমণিদের ব্যাপারেও আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ جَعَلُوْا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ - فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"যাহারা কুরআনকে নানা রঙে আখ্যায়িত করিয়াছে, আপনার প্রভুর শপথ! নিশ্চয়ই সবাইকে জিজ্ঞাসা করিব --- তাহারা কি সব করিত!"

আল্লাহ্‌র কুদরত! তাহাদের এই ফন্দি এবং কৌশলের ফল ফলিল বিপরীত। তাহারা এক একজন করিয়া নবাগতকে ধরিয়া মাহ্‌বূবে খোদার কথা বলিয়া দিতে লাগিল। যদি তাহারা এরূপ না করিতে, তবে হয়ত অনেকেই আঁ-হযরতের সংবাদই পাইত না। হাজার হাজার লোকের মধ্যে একা কি আর করা যাইত। আল্লাহ্ শত্রুদিগকেই তাঁহার প্রচারকার্যে লাগাইয়া দিলেন। মহা ধুমধামের সাথে তাহারা দিবা রাত্রি প্রচার করিল যে, মুহাম্মদ যাদুকর। নবী বলিয়া দাবি করে— তাঁহার কাছে যাইও না—গেলে আর ফিরিবে না ইত্যাদি। আর লোকজন চতুর্গুণ আগ্রহী হইয়া মুহাম্মদ কোথায় খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। একটু দেখিয়া লই লোকটি কেমন? দেশময় কবিদের ছড়াছড়ি কিন্তু কথা শুনাইয়া মানুষকে যাদু করে এমন তো কোনদিন শুনি নাই! একবার শুনিয়াই দেখি, কি কথা বলে ইত্যাদি বলাবলি করিতে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয়, কুরাইশীরা যতই নিষেধ করিল, আঁ-হযরতের কাছে ততই ভিড় বাড়িয়া চলিল। নবীজী একের পর এক করিয়া কুরআনের আয়াত শুনাইয়া চলিলেন। অসংখ্য লোকের অন্তরে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে লাগিল। অসংখ্য লোক সত্যের সোনার কাঠির ছোঁয়া পাইয়া মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

বিদ্রূপ ও উৎপাত ঃ হজ্জ শুরু হইয়া গিয়াছিল। 'ওকায' 'জুল-মাজায' বাজার দুইটিতে বিরাট মেলায় লোকের ভীড়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণোদ্যমে আপন কাজে মশ্‌গুল। তাঁহাকে ঘিরিয়া বিপুল জনসমাবেশ।

ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মক্কার সর্দারেরা জন-কয়েক দুষ্ট-পাষণ্ডকে মাহ্‌বূবে খোদার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিলেন। তাহাদের উদ্দেশ্য, নবীজী কোথাও দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চাহিলেই তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও গালি-গালাজ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবে।

'নয্‌র ইব্‌নে হারেস' একজন দুষ্ট পণ্ডিত। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া, রোম, পারস্য ইত্যাদি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রুস্তম, আলেকজাণ্ডার ও অন্যান্য রাজ-রাজড়া ও বীর পাহ্‌লোয়ানদের বহু ঘটনা ও ইতিহাস তাহার জানা ছিল। পূর্বেও তিনি লোকজনকে লইয়া গল্পের আসর জমাইয়া আজগুবি বহু কিছু শুনাইতেন। সেই পাপিষ্ঠ এক্ষণে একদল সঙ্গী লইয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পিছনে পিছনে ফিরিতে লাগিলেন। আঁ-হযরত (সা) যখনই কোনও কিছু বলিতে দাঁড়ান, অমনি চতুর্দিক

www.pathagar.com

হইতে শোরগোল তুলিয়া "পাগল, মাথা খারাপ, গণক, মিথ্যাবাদী" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিতেন। কাজেই আঁ-হযরত (সা) যতটা পারিতেন শুনাইয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িতেন।

সেই পাষণ্ড কখন কখন এমনও করিতেন যে, নবীজীকে সরাইয়া দিয়া নিজে তথায় বসিয়া লোকজনকে ডাকিয়া লইয়া বলিতেন, "পাগলের কথা কি শুনিবে, আমার কথা শুন!" ঐ সব কিস্‌সা-কাহিনী শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, আমার কথা মুহাম্মদের কথা হইতে কি কোন অংশে কম?" এই পাপিষ্ঠই একদিন দম্ভভরে বলিয়াছিলেন ঃ

سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ -

"মুহাম্মদ (সা) বলে— আল্লাহ্ তাঁহার কাছে বাণী নাযিল করেন। এমন বাণী অচিরে আমিও নাযিল করিব।"

বিরোধীদের অপপ্রচার যথা "মুহাম্মদ পাগল হইয়া গিয়াছে"— (নাউযুবিল্লাহ্) এমন সংবাদ পাইয়া বনী আয্‌দ গোত্রের ' যেমাদ' নামক জনৈক বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিবার জন্য আসিলেন। নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কালেমায়ে শাহাদাৎ ও সূরা ফাতেহা মাত্র পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি তিনবার দোহ্‌রাইয়া শুনিয়া বলিলেন— "আল্লাহ্‌র কসম! আমি যাদুকরদের মন্ত্র, কবিদের কবিতা সবই শুনিয়াছি; কিন্তু মুহাম্মদ, তোমার কথাগুলি নিশ্চয়ই ভিন্ন কিছু! সত্যি এইগুলি সমুদ্রের অতল তলেও মহা আলোড়ন তুলিবে— সন্দেহ নাই।" (সহীহ্ মুসলিম)

www.pathagar.com

অত্যাচার ও উৎপীড়ন

কুরাইশীদের সকল চেষ্টা-তদ্‌বীর নিষ্ফল হইলে তাহারা স্থির করিল যে, এভাবে হইবে না। ডাণ্ডা মারিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে হইবে এবং এইভাবে মুষ্টিমেয় দলকে দলিয়া-মথিয়া কোণঠাসা করিয়া রাখিবে।

কিন্তু আঁ-হযরতের গায়ে হাত তোলা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই তাহাদের কোপদৃষ্টি পড়িল সর্বপ্রথম নিরীহ সাহাবাগণের উপর। গোত্রের নেতা ও জনসাধারণ খোঁজ লইল— কে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। হয় সে পূর্ব ধর্মে ফিরিয়া আসিবে— নতুবা প্রাণে খতম।

সে কি ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা! সনাতন ধর্ম ছাড়িয়া আত্মসমর্পণ করা, না হয় মৃত্যুবরণ।

কিন্তু মাহ্‌বুবে খোদার স্বল্পকাল সঙ্গ এবং সংস্রবে তাঁহারা যে কি পাইয়াছিলেন, কি আবে হায়াত পান করিয়াছিলেন তাহা শুধু আল্লাহ্‌ই জানেন! তাহারা তিলে তিলে মৃত্যুর অসহ্য জ্বালা সহিয়া মরিয়া গেলেন, তবু মাহ্‌বুবে খোদাকে কেহ ছাড়িলেন না। ঐ শাশ্বত ধর্মবাদে ভক্তরা নূতন প্রাণের সন্ধান পাইয়া তাঁহার জন্য নশ্বর প্রাণকে অকুণ্ঠচিত্তে বিসর্জন দিলেন। কি ছোট, কি বড়, সম্ভ্রান্ত কি সাধারণ অথবা নগণ্য ক্রীতদাস সবাইকে শত্রুরা দুর্বল পাইয়া নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত করিল। কিন্তু একটি লোককেও ইসলাম হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না। নিরীহ সাহাবাগণের উপরে যেরূপ পাশবিক ও পৈশাচিক অত্যাচার চালান হইয়াছিল, ইহার কিছু বর্ণনা প্রদত্ত হইল—

(১) হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ছিলেন হাবশী গোলাম—বনী জুম্‌হর নেতা উমাইয়া ইব্‌নে খল্‌ফের ক্রীতদাস। পরিত্রাত্মা বিলাল ছিলেন ইসলামের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী।

উমাইয়া তাঁহাকে দুপুরের কাঠফাটা রৌদ্রে আরবের উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে শোয়াইয়া বুকের উপরে একখানি উত্তপ্ত প্রকাণ্ড পাথর রাখিয়া বলিতেন—'হয় মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া 'লাত' ও 'উয্‌যা' পূজা করিবে— বল! তাহা না হইলে এমনিভাবে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।'

কখনও গলায় দড়ি বাঁধিয়া ছোট ছেলে-পিলেদিগকে লেলাইয়া দেওয়া হইত। তাহারা সারাদিন তাঁহাকে পশুর মত টানিয়া হেঁচড়াইয়া মৃতপ্রায় করিয়া সন্ধ্যার দিকে

www.pathagar.com

বাড়ি ফিরাইয়া আনিত। এভাবে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও তিনি অবিচল রহিলেন। তাঁহার ভিতরে-বাহিরে শুধু আল্লাহ্! আল্লাহ্!! প্রাণ যায় যায় তবুও তাঁহার মুখে একই শব্দ আহাদ! আহাদ! অর্থাৎ আল্লাহ্ এক-একক; এই সকল দেব-মূর্তি আল্লাহ্ নহেন!

হযরত যুবায়ের (রা) বলেন,— "ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফল' মাঝে মাঝে বিলালের কাছে যাইয়া বলিত— "ঠিকই ভাই বিলাল! তুমি ঠিকই বলিতেছ— আহাদ। আহাদ। সত্যি আল্লাহ্ আহাদ।" অতঃপর অত্যাচারী উমাইয়া ও তাহার সঙ্গীবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিত—

"তোমরা যদি তাহাকে হত্যা কর, তবে তাহার কবরের মাটি দিয়া আমি সুগন্ধি মেহন্দী তৈরি করিব।"

হযরত আবূ বকর (রা) বনী জুমহ্রই পড়শী ছিলেন। এইসব মর্মন্তুদ ঘটনা দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিতেন "উহ্! এ দরিদ্র বেচারার উপর এত অত্যাচার! আল্লাহ্কে ভয় কর।"

তাহারা রাগান্বিত হইয়া বলিতে থাকিত— আপনিই যত সর্বনাশের মূল। আপনার মত লোকদের পিছনে পড়াতেই আজ তাহার এই দুর্গতি।"

হযরত আবূ বকর (রা) তাহাকে অনেক বুঝাইয়া অবশেষে বলিলেনঃ "বিলালকে পছন্দ না হয় ছাড়িয়া দিন। তাহার পরিবর্তে আমি আপনাকে কিছু টাকা-পয়সা এবং আমার একটি কর্মঠ ক্রীতদাস দিব। আমার ক্রীতদাসটি আপনাদেরই ধর্মে বিশ্বাসী।" হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রস্তাবে বিলালের মনিব সম্মত হইল।

এরূপে মহা অত্যাচারের কবল হইতে আল্লাহ্র নেকবান্দা বিলাল মুক্তি পান।

(২) বনী আ'দী বংশীয়া একটি মেয়ে বনী মু'আমালের ক্রীতদাসী ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। অত্যাচারের তুমুল ঝড়ে সেও নিপতিতা হয়। ওমর (রা) তখনও মুসলমান হন নাই। মেয়েটিকে অত্যাচার ও নিপীড়ন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বনী মু'আমাল তবে ক্ষান্ত হইতেন এবং বলিতেন—" দেখ্ ইসলাম ত্যাগ কর—নইলে আবার ধরিব।"

ভীষণ অত্যাচারের কবলে পড়িয়া হযরত ওমর (রা)-এর মত দুর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তির হাতে প্রহৃতা হইয়াও ক্রীতদাসী মেয়েটির মুখে সে একই কথা— "মরিলেও আমি ইসলাম ছাড়িব না।"

হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাকেও খরিদ করিয়া আযাদ করেন।

সত্যই, আবূ বকর (রা) ইসলামের জন্য যে কায়িক ও আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন, তাহা কোন মুসলমানেরই পক্ষে ভুলা সম্ভবপর নহে। মদীনায় হিজ্রত করার পূর্বে তিনি এ ধরনের সাত জন নিপীড়িত ক্রীতদাস-দাসীকে উদ্ধার করেন।

www.pathagar.com

(৩) হযরত ইয়াসির (রা), তদীয় পত্নী এবং ছেলে আম্মার—তিনজনই ছিলেন বনী মখ্যুমের খরিদা গোলাম। পাষণ্ডরা প্রত্যহ্ দাস-দাসীত্রয়কে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ভীষণ উত্তপ্ত প্রস্তরময় ভূমিতে লইয়া গিয়া অত্যাচার করিত। দয়াল নবী (সা) প্রায়ই আসিয়া চুপি চুপি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন, صبرا يا ال ياسر موعدكم الجنة - "ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার—তোমাদের জন্য বেহেশ্ত রহিয়াছে।"

(৪) শোয়াইব (রা)-কে অত্যাচার করিয়া এবং তাঁহার সমস্ত কিছু ছিনাইয়া লইয়া পাষণ্ডরা তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

(৫) হযরত খাব্বাব (রা)-কে জ্বলন্ত অঙ্গারে শোয়াইয়া রাখিয়া তাঁহার সারাটি পিঠ জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

দিনের পর দিন এমনিভাবে সাহাবাগণ নির্মম অত্যাচার সহ্য করিতে থাকেন, তথাপি তাঁহারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ রাসূলকে অস্বীকার করিলেন না।

এক প্রশ্নের উত্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মক্কার কাফিররা সুযোগ পাইলেই মুসলমানদিগকে বেদম প্রহার করিত, দাস-দাসীদিগকে আহার এবং পানীয় কিছুই দিত না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সোজা হইয়া তাঁহারা বসিতে পারিতেন না। উঃ। সে কি মর্মন্তুদ দৃশ্য! ক্ষুধার তাড়নায় ছট্ফট করিয়া কেহ্ একান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে কিছু খাবার চাহিলে তাহাকে বলা হইত, বল্ লাত ও উয্যা তোর প্রভু। তবে খাবার পাইবি।"

পাপাত্মা আবূ-জেহ্লের কাজ ছিল, একদল লোক লইয়া সর্বদা ঘুরিয়া বেড়ান। সে দেখিত কোথায় কে মুসলমান হইয়াছে। দুর্বল হইলে তার আর রক্ষা ছিল না। আর সম্মানী ও প্রতাবশালী হইলে নানাভাবে অপমান-অসম্মান, ভর্ৎসনা ও ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইত যে, সমাজে তাহার মান রাখিবে না এবং তাহার আকল দুরস্ত করিয়া ছাড়িবে। ব্যবসায়ী হইলে বলিত, তাহার ব্যবসায় মাটি করিয়া দিবে এবং তাহার সবকিছু লুটপাট করাইয়া লইয়া যাইবে ইত্যাদি।

সুযোগ পাইলে বড়দিগকেও পাপিষ্ঠরা ছাড়িত না। হযরত ওসমান (রা)-এর উপর তাহারা নির্মম অত্যাচার করিয়াছিল। মক্কার অন্যতম শয়তান নওফল ইব্নে খুওয়াইলেদ' একদিন হযরত আবূ বকর (রা) ও তাল্হা (রা)-কে এক রশিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। অথচ সাহাবাগণ (রা) তখনও প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ বা শত্রুমহলে ইসলাম প্রচার করিতে যাইতেন না।

একদিন সাহাবাগণ বসিয়া আলোচনা করিতেছিলেন যে, কেহ্ তখন পর্যন্ত শত্রুদের সম্মুখে যাইয়া কুরআন পাঠ করিয়া আসিতে পারিল না। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রা) উঠিয়া বলিলেন— "আমি যাইব।" সে সময় কা'বা ঘরের প্রাঙ্গণে

www.pathagar.com

সর্দারদের একটি বৈঠক হইতেছিল। আবদুল্লাহ্ তথায় চলিলেন। সাথী-সঙ্গীরা বাধা দিলেন যে, অনর্থক কেন তথায় যাইয়া বিপদে পড়িবেন। কিন্তু তিনি মানিলেন না— সোজা বৈঠকের নিকটে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। পাষণ্ডরা তাঁহাকে সমানে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। যতক্ষণ সহ্য হইল মার খাইয়াও তিনি কুরআনের বাণী শুনাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ চপেটাঘাতে লাল হইয়া গিয়াছিল। সাহাবাগণ বলিলেন— "কেন তথায় যাইয়া অনর্থক এই কষ্ট পাইলেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন— "ভাই! সত্যের বাণী পৌঁছাইয়াছি— এতে যে শান্তি বোধ হইতেছে, উহার তুলনায় তাহাদের আঘাত কিছুই না। তোমরা বলিলে আবার আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।" সকলে বাধা দিয়া বলিলেন— "থাক্ ভাই! আর না— যথেষ্ট হইয়াছে।"

আঁ-হযরত (সা)-ও রেহাই পাইলেন না ঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করিবার সাহস শত্রুদের ছিল না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্রোধবহ্নি তাঁহার বিরুদ্ধেই জ্বলিতেছিল বেশি। তাই শত্রুরা প্রথম প্রথম মৌখিক ভয় দেখাইয়া বলিত—"মুহাম্মদ! তুমি প্রচার বন্ধ কর, নইলে মারা যাইবে।" পরে চতুর্দিক হইতে অপবাদ ও নিন্দাবাদ করিয়া, যা-তা গালি দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) কোনক্রমেই দমিলেন না। ক্রমে শত্রুদের আক্রোশ চরমে উঠিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প লইয়া তাহারা ওঁৎ পাতিয়া রহিল।

একদিন পাষণ্ডের দল কা'বা ঘরের পার্শ্বে একটি পাথরে বসিয়া আছে, এমন সময় আঁ-হযরত (সা) কা'বা ঘরে তাওয়াফ করিয়া তাহাদের কাছ দিয়া যাইতেই তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া কটূক্তি করিল। দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণের সময়ও তেমনি করিল— আঁ-হযরত (সা)-এর কিন্তু নিরুত্তর। তৃতীয় তাওয়াফের সময় আবার তেমন করিলে তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন— কুরাইশ ভাইয়েরা! ডাক শুনিয়াই তাহারা চুপ করিল এবং মুহাম্মদ (সা)-এর মুখে সুমিষ্ট বাণী শুনিবার আগ্রহ লইয়া কান পাতিয়া রহিল। আঁ-হযরত মধুর স্বরে বহুক্ষণ পর্যন্ত অনেক কিছু বলিলেন। অবশেষে তাহারা এই বলিয়া বিদায় দিল যে, "ভাই তুমি যাও—তুমি জ্ঞানী-বুদ্ধিমান লোক আমরা জানি।"

পরদিন পুনরায় শত্রুরা আঁ-হযরত (সা) সম্বন্ধে নানা আলোচনায় মগ্ন হয়। একজন বলিয়া উঠিল, "তোমাদের বাহাদুরি সব তাঁহার অগোচরেই। সম্মুখে আসিলে ত দেখি তোমরা বিড়ালের মত হইয়া পড়।" এই বক্রোক্তি শুনিয়া সবাই স্থির করে যে, আজ তাঁহাকে পাইলে ছাড়িবে না। এমন সময়ে কোথা হইতে আঁ-হযরত (সা) আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। পাষণ্ডরা তখনই একযোগে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন তুমি অপকর্মগুলি করিতেছ?" তন্মধ্যে এক শয়তান রাসূলে

www.pathagar.com

খোদার চাদরের প্যাচ ধরিয়া টান দিতে যাইবে— অমনি হযরত আবূ বকর (রা) পিছন হইতে আসিয়া বলিলেন ঃ "ইনি শুধু বলেন, আমার প্রভু আল্লাহ্! এই অপরাধেই তোমরা তাঁহাকে মারিবে? ব্যাপার দেখিয়া আবূ বকরের চোখে অশ্রু ভরিয়া উঠিল।

হত্যা করিতে যাইয়া সভয়ে পলায়ন ঃ একদিন নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের পার্শ্বে নামায পড়িতেছিলেন। অদূরে উপবিষ্ট দুষ্টরা দেখিল, সুবর্ণ সুযোগ, কেহ নাই, এখন অনায়াসে তাঁহাকে হত্যা করা যায়।

আবূ জেহ্ল একটি পাথর লইয়া আগাইয়া আসিল। উহা দ্বারা আঁ-হযরতের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবার জন্য। কিন্তু নিকটে পৌঁছিতেই তাহার হাত হইতে পাথর পড়িয়া যায় এবং সে সভয়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া সঙ্গীদের নিকটে পৌঁছে। ভয়ে তাহার শরীর তখন কাঁপিতেছিল।

সঙ্গীরা পরিহাসচ্ছলে জানিতে চাহিল-"ব্যাপার কি? লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া গেলে এখন পলাইয়া আসিলে কেন?"

আবূ জেহ্ল কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল ঃ "পাথর মারিবার জন্য হাত উঠাইতেই দেখি অদ্ভুত ধরনের বিরাটকায় একটি উট হা- করিয়া আমাকে খাইতে আসিতেছে। একটুর জন্য আমি রক্ষা পাইয়াছি। উঃ এমন উট জীবনে দেখি নাই!" এই ঘটনার উপর আয়াত নাযিল হইল ঃ

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى -

"আমার বান্দা যখন নামায পড়ে তখন যে বাধা দিতে যায়, তাহাকে আপনি কি জানেন না?"

আঁ-হযরতের বিরুদ্ধে যে সকল শয়তান সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল, তন্মধ্যে আবূ লাহাব, আবূ জেহ্ল, উক্বা ইব্নে আবী মূয়া'ইত, আস ইব্নে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইব্নে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইব্নে আবদে য়াগূছ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, নযর ইব্নে হারেস ছিল সকলের অগ্রণী। পাপিষ্ঠরা আঁ-হযরতের গুণাবলী এবং অলৌকিক ঘটনা দেখিয়াও শত্রুতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। উল্লিখিত ব্যক্তিদের একজনেরও ইসলামের সুশীতল ছায়া ভাগ্যে জুটে নাই। বরং কেহ কেহ নিতান্ত ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত হইয়া গলিয়া-পচিয়া মরিয়াছে। আর কেহ বদর কিংবা ওহুদ যুদ্ধে জিল্লতীর সাথে প্রাণ হারাইয়াছে।

www.pathagar.com

প্রলোভনে নিরস্ত করার চেষ্টা

কুরাইশী কাফিররা যখন দেখিল, কোন কৌশলই কার্যকরী হইতেছে না, তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক এবং বুদ্ধিমান উত্‌বা ইব্‌নে রাবীয়াকে আঁ-হযরতের নিকট পাঠাইবে। তাহারা মনে করিয়াছিল পার্থিব প্রলোভন দেখাইলে হয়ত বা মুহাম্মদ নিজ দাবি ও প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে পারেন।

তদনুসারে উত্‌বা একদিন মাহ্‌বূবে-খোদার খেদমতে হাযির হইয়া বলিল ঃ "ভাতিজা! তুমি বংশ-মর্যাদা ও নামে-কামে আমাদের মধ্যে উত্তম মানুষ। তা'সত্ত্বেও তুমি নিজ গোত্র ও দেশের বুকে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছ, আমাদের প্রভুদিগকে গালি দিতেছ এবং পিতৃপুরুষদের বোকা বানাইতেছ।"

"তোমার মনের কথাটি আজ বল, শুনি! কেনই বা এই মহা তোলপাড় তুলিয়াছ? এই সবের মূলে যদি তোমার মোটা রকমের ধন-দৌলত লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে বল— আমরা তোমাকে মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী করিয়া দেই। আর যদি নেতৃত্ব লাভের বাসনা থাকে, তবে তোমাকে সারা কুরাইশের সর্দার মানিতে আমরা প্রস্তুত। তোমার আদেশের একতিলও এদিক-ওদিক কেহ করিবে না। আর যদি রাজত্ব চাও, তবে তাহাও বল, আমরা তোমাকে সানন্দে রাজা বলিয়া স্বীকার করিব। কিংবা যদি তোমার উপর কোন দৈত্য-দানবের আসর থাকে যাহাকে তুমি ওহী বলিয়া বেড়াইতেছ, তবে তাহাও বল—আমরা দেশের বাছাই করা বৈদ্য-কবিরাজ আনিয়া উহার চিকিৎসা করিয়া দেই।

আঁ-হযরত (সা) বলিলেন "চাচা! আপনার আর কিছু বলিবার আছে?" উত্‌বা বলিল "না, যাহা বলিয়াছি তাহাই। ভাবিয়া বল— তোমার মনে কি আছে?" "তবে এখন আমার কথা কিছুটা শুনুন।" এই বলিয়া আঁ-হযরত হা'মীম সিজ্‌দাহ্‌ সূরাখানি তেলাওয়াত শুরু করিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *
كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا *
فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ *

www.pathagar.com

নূতন উৎপাত

কুরাইশী প্রত্যেকটি গোত্রের সর্দারগণ আর এক দিন সন্ধ্যার পর কা'বা প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া আবার ঐ আলোচনা শুরু করিল। একজন বলিল ঃ এক কাজ করা হউক। মুহাম্মদ (সা)-কে সংবাদ দেওয়া হউক যে, সর্দারগণ আপনার জন্য বসিয়া আছেন— "আপনার সঙ্গে তাহাদের কথা আছে। আসিলে বিতর্ক ও নানা প্রশ্ন করিয়া যদি হার মানান যায় তবে হয়তো সে ইসলাম প্রচার হইতে বিরত থাকিতে পারে।"

তদনুসারে একজন যাইয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য মাতবর-প্রধানগণ অপেক্ষা করিতেছেন।"

আঁ-হযরত (সা) সদা এই আগ্রহ ও আশা পোষণ করিতেন যে, প্রধানগণ ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদের অধীনস্থ হাজার হাজার লোক মুসলমান হইবে। এখন তাহাদের ভয় ও দাপটে অসংখ্য লোক সত্য জানিয়াও নূতন ধর্ম গ্রহণ করিতে সাহস পাইতেছে না। তাই সানন্দে তিনি প্রধানগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শত্রুদের মধ্যে তিনি একেবারে একা, সঙ্গীহীন—আল্লাহ্ই তাঁহার একমাত্র সহায়।

মজলিসে যাইয়া বসিতেই তাহাদের মুখে সেই একই কথা—দেবতাদের গালি, গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ইত্যাদি। তাহারা এ সকল কাজের জন্য হযরতকে ভর্ৎসনা করিয়া আবার প্রলোভন দিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "তুমি কেন এমন করিতেছ? ধন-সম্পদ বা প্রভাব প্রতিপত্তি, কি চাও? নেতৃত্ব, রাজত্ব কিংবা সুন্দরী মেয়ে—কোন্‌টি চাও? অথবা যদি তোমাকে ভূত-প্রেত পাইয়া থাকে অথচ তুমি তাহাকে দূর করিতে পারিতেছ না; তবে তাহাও বল। আমরা প্রয়োজনানুরূপ নিজ ব্যয়ে করিয়া দিব।"

আঁ-হযরত (সা) দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "না গো, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার একটিও নয়। ধন, সম্মান বা রাজত্ব কিছুই তোমাদের কাছে আমি চাই না। আল্লাহ্ আমাকে রাসূল করিয়া তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন— একখানা কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং আমাকে আদেশ করিয়াছেন যেন, আমি সৎকর্মের সুসংবাদ ও অপকর্মের কুফল সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দেই।"

"আমি আমার প্রভুর পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছাইয়াছি— তোমাদিগকে সৎপথ ও সৎকাজের দিকে আহবান জানাইয়াছি। এখন তোমরা যদি আমার কথা গ্রহণ কর, তবে ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদেরই মঙ্গল হইবে। আর যদি আমার কথা তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তবে আমি সবর করিব। আল্লাহ্ই তোমাদের ফয়সালা করিবেন।"

www.pathagar.com

বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নাবলী

সর্দারগণ যখন দেখিল, প্রলোভনে পড়িবার মত মানুষ তিনি নহেন, তখন সকলে মিলিয়া আঁ-হযরত (সা)-কে সন্ধি ও সমঝোতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) স্বীয় সঙ্কল্পে বদ্ধপরিকর— কর্তব্যে অটল রহিলেন। তাঁহার কথাবার্তা হইতে ইহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছিল যে, তিনি এক পা-ও পিছু হটিবেন না। তিনি এই অভিমতই ব্যক্ত করেন যে, অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের সমঝোতা হয় না, আঁধার ও আলোকের মিলন হইতে পারে না। জীবনে আঘাত ও বিড়ম্বনা তিনি বহু সহিয়াছেন— প্রয়োজন হইলে বাকি জীবনটুকুও ঐভাবে তিনি কাটাইয়া দিবেন। তবুও অন্যায় ও অসত্যের সম্মুখে নত হইবেন না এবং দুনিয়াবাসীকে বাস্তব সত্যের দিকে টানিয়া আনিবার সংগ্রাম তিনি বন্ধ করিবেন না।

নিরাশ হইয়া অবশেষে সর্দারগণ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে প্রশ্ন শুরু করিল। একজন বলিল ঃ

"মুহাম্মদ! আমরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত। আমাদের দেশ প্রস্তর-কঙ্করময় মরুভূমি। জীবিকা নির্বাহে আমরা সবচেয়ে বেশি অভাবক্লিষ্ট, ইহা তুমিও জান। যদি সত্যিই তুমি নবী হইয়া থাক, তবে তোমার প্রভুকে বল, এই পাহাড়গুলিকে সরাইয়া দিয়া আমাদের দেশকে তিনি শাম ও ইরাকের মত সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করিয়া দেন— পাহাড় চিরিয়া নদী প্রবাহিত করুন।"

আর একজন বলিল— "তোমার প্রভুকে বল, তিনি যেন আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। বিশেষ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যেন "কুছাই"-ও থাকেন। তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। কুছাই যদি আসিয়া বলেন যে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক, তবে তোমাকে নবীরূপে বিশ্বাস করিতে এবং তোমার ধর্মমত গ্রহণ করিতে আমাদের কোন আপত্তি থাকিবে না।"

মাহ্বূবে খোদা বলিলেন ঃ ভাই! এই সকল কাজের জন্য আমি প্রেরিত হই নাই। আল্লাহ্ আমাকে নবীরূপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার আদেশ-নিষেধ আমি তোমাদিগকে শুনাইয়াছি। এখন তর্কের প্রয়োজন নাই। মানিলে মান; না হয় আল্লাহ্র যাহা মর্যি; তাহা করিবেন।"

তাহারা ইহার উত্তরে বলিতে লাগিল ঃ "আচ্ছা, তুমি অন্তত তোমার জন্য এতটুকু কর যে, প্রভুর কাছে একজন ফেরেশ্তা চাও। তিনি তোমার সঙ্গে থাকিয়া প্রচার করিবেন, তুমি আল্লাহ্র নবী এবং বিপদে আপদে তোমাকে রক্ষা করিবেন! তৎসঙ্গে

www.pathagar.com

·তোমাকে সুদৃশ্য বাগবাগিচা সম্বলিত আলীশান রাজপ্রাসাদ ও আর্থিক সাহায্যস্বরূপ সোনা-রূপার খনি দিতে বল। কেন তুমি আমাদের মত খাওয়া-পরার কষ্ট কর এবং বাজারে বাজারে জীবিকার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াও ?

কেমন উপহাস! কেমন বিদ্রূপ! মাহ্‌বূবে খোদা তখনও সোজা কথায় বলিলেন—"ইহাও আমি করিতে পারিব না এবং এসবও আমি চাইতে পারিব না!" আঁ-হযরত (সা) আবার বলিলেন— ভাই! কেন মিছামিছি ঠাট্টা করিতেছ ? পছন্দ হয় গ্রহণ কর—নচেৎ আমার কাজ আমি করিয়াছি। এখন তোমরা জান, তোমাদের কপাল জানে!"

হতভাগ্যরা ইহাতে সদম্ভে বলিয়া উঠিল ঃ "তবে আকাশ হইতে আযাবই আন দেখি; তুমি যেমন বল তোমার কথা না মানিলে তোমার আল্লাহ্ আমাদিগকে আযাব দিবে! বিনা প্রমাণে আমরা ঈমান আনিতে প্রস্তুত নই!"

আঁ-হযরত (সা) বলিলেন— "উহা আল্লাহ্‌র হাতে, আযাব দেওয়া, না দেওয়া তাঁহারই ইচ্ছাধীন।" তখন শয়তানেরা আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করিল— হাসিয়া একের উপর এক ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। একজন দুষ্ট লোক মুখ ভেংচাইয়া বলিল—"কি মুহাম্মদ! তোমার আল্লাহ্ কি এতটুকুও জানে না, যে, আজ আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিব— বহু কিছু চাহিব! তোমাকে পূর্ব হইতেই কেন সংবাদ দিয়া রাখিল না?" আবার তাহারা হাসিয়া বলিল—"বুঝিয়াছি এইসব ভাওতা! আমরা জানি তুমি 'য়ামামা'র অধিবাসী 'রহমানের' নিকট হইতে সুন্দর সুন্দর কথা শিখিয়া আসিয়াছ। ঐ রহমানের উপর আমরা ঈমান আনিতে পারি না। তুমি যাও, তবে মনে রাখিও, তুমি তোমার অপকর্ম বন্ধ করিবে, তাহা না হইলে হয় তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিব, না হয় আমরা নিজেরাই ধ্বংস হইয়া যাইব।"

আঁ-হযরত (সা) ভগ্ন-হৃদয়ে সেস্থান হইতে উঠিয়া রওয়ানা হইলেন। আবূ উমাইয়ার ছেলে আবদুল্লাহ্ পিছনে পিছনে যাইয়া বলিতে লাগিল ঃ মুহাম্মদ! ব্যাপার কি ? তোমার স্বজাতীয় লোকেরা তাহাদের জন্য কতিপয় জিনিস চাহিল—তুমি মঞ্জুর করিলে না। তোমার জন্য কিছুটা আনিতে বলিল— তাহাও করিলে না। তখন আযাব দিতে বলিল, তাহাতেও স্বীকৃত হইলে না। তবে তুমিই বল, এইভাবে কে ঈমান আনিবে ? আচ্ছা, আমি আর একটি কথা বলি। তুমি সিঁড়ি লাগাইয়া আসমানে উঠ—আমি দাঁড়াইয়া দেখি। আর যদি ইহাও না কর, তবে আমি কোনমতেই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না।" কাঁচা ঘায়ে লবণের ছিটা দিয়া পাপিষ্ঠ ফিরিয়া গেল। আঁ-হযরত (সা) দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলেন।

দাঁতভাঙ্গা উত্তর ঃ দুশ্‌মনদের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে আয়াত নাযিল হইল। খুবই সুন্দর ভাষা ও ভঙ্গীতে এবং অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহা বুঝান হইল। নিম্নোক্ত ২/১ খানি আয়াত হইতে পাঠক উহার কিঞ্চিৎ নমুনা দেখিতে পাইবেন ঃ

www.pathagar.com

মানুষের জীবনে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামতের কি সীমা ও সংখ্যা আছে ? ইহার উপর আরও চাওয়া এবং না পাইলে আল্লাহ্‌কে মানিব না বলা অতি বড় ধৃষ্টতা নহে কি? প্রথমে আল্লাহ্‌ পাক তাহাই স্মরণ করাইয়া দেন।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا -

"যদি তোমরা আল্লাহ্‌র দানসমূহ গণনা কর, তবে কূল-কিনারা করিতে পারিবে না।" কাজেই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিতে হইলে নূতন প্রমাণের দরকার পড়ে না। অতঃপর অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ
الْمَوْتٰى * بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا *

"কুরআন যদি এমন হইত, যাহার বদৌলতে পাহাড়গুলি সরিয়া যাইত কিংবা মাটি কাটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইত কিংবা মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথোপকথন করা যাইত, (তাহাতেও লাভ কিছুই হইত না)। কারণ সকল কাজ আল্লাহ্‌রই হাতে।"

অর্থ— তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইলেও তোমরা ঈমান আনিবে না। কেননা, অন্তর-জগতে কুরআন কি কোন আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। অন্যায় ও অধর্ম মানুষের মনে পাহাড়ের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সেই পাহাড়কে কুরআন টলাইয়া দেয় নাই কি ? রুদ্র-কঠিন অবিশ্বাসী অগণিত ব্যক্তির মন-ভূমিতে সত্যের স্রোতস্বিনী কি তিনি প্রবাহিত করেন নাই? তোমাদের মনেও কি কুরআনের প্রতিক্রিয়া কম ?

কিন্তু তোমরা সে সকলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া বাহ্যিক এমন সব বিষয়ের অবতারণা করিতেছ যাহা কুরআনের বিষয়বস্তু ও কর্মসূচীর বাহিরে। কাজেই স্পষ্ট বুঝা যায়, তোমাদের শত্রুতা তাঁহার কথায় সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য নহে— বরং নিছক বিদ্বেষ-প্রসূত। এহেন বিদ্বেষের কোন চিকিৎসা নাই। এমন কি যদি একান্তই তোমাদের কথার খাতিরে আমি তোমাদের চাহিদাগুলি পূরণ করিয়া দেই তবুও তোমরা ঈমান আনিবে না। কারণ হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহ্‌র হাতে, ঐ সবের ভিতরে নহে। আল্লাহ্‌ যাহাকে চান, হেদায়াত করেন। আর আল্লাহ্‌ তাহাকেই হেদায়াত করেন, যে অকপট, যাহার অন্তর স্বচ্ছ এবং অন্তরে যে ব্যক্তি হেদায়াতের আগ্রহ ও আকাঙক্ষা রাখে।

অনুরূপভাবে আর একটি আয়াতে বলেন ঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوْرًا -

www.pathagar.com

"মুবারক আল্লাহ্; যদি চাহেন, তবে এর চেয়েও উত্তম বহু বাগান আপনাকে দিতে পারেন, যার নিম্নভাগে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকিবে এবং আপনার জন্য সুবিশাল প্রাসাদের ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

অর্থাৎ— এই সব কি আল্লাহ্র সাধ্যের বাহিরে ? মোটেই না, তবে তিনি দিতেছেন না কোন মঙ্গল এবং শুভ উদ্দেশ্যেই।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اَنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ لِطَعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ -

"আপনার পূর্বেও যত রাসূল পাঠাইয়াছি তাঁহাদের সবাই আহার করিতেন এবং পথে-বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।"

পাপিষ্ঠরা যতগুলি চাহিদা পেশ করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে, উহা না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা কখনও ঈমান আনিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ঐ সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পুনরোক্তি করেন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ يُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَلَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ -

হইতে পরবর্তী কয়েকখানি আয়াতে।

"এবং তাহারা বলিল, যতদিন আমাদের জন্য মাটির বুকে পানি প্রবাহ্ কিংবা তোমার জন্য বাগান ইত্যাদি না হইবে, আমরা কস্মিনকালেও ঈমান আনিব না।"

আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় বলেন ঃ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ اِنْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً -

"আপনি বলিয়া দিন— আমার প্রভু পবিত্র। আমি মানুষ—একজন প্রেরিত পুরুষ ছাড়া কিছু নই।"

বিস্মিল্লাহ্, আলহামদু সূরা, তাহা ছাড়া অন্যান্য বহু স্থানেও বহু ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নামের সঙ্গে 'আর-রাহ্মান," নাম উক্ত হইয়া থাকে। শয়তানেরা তাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল যে, এ তো "য়ামামার" রহমান। সেই রহমানই তোমাকে নানা বিষয় শিখাইয়াছে। তাহাকে আমরা প্রভু স্বীকার করিতে পারি না। তদুত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِىْ اُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِىْ

www.pathagar.com

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ * قُلْ هُوَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ * عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابٌ *

"পূর্বেও যেমন বহু উম্মত গিয়াছে, তেমনি এক উম্মতের কাছে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি— আমার অবতীর্ণ আয়াতসমূহ তাহাদিগকে শুনাইবার জন্য। অথচ তাহারা রহমানকে অবিশ্বাস করে। আপনি বলিয়া দিন, সেই রহমান আমার প্রভু—তিনি ছাড়া কেহ উপাস্য নাই; তাঁহার উপরই ভরসা রাখি এবং তাঁহারই কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

অর্থাৎ— তোমরা যে রহমানের কথা বলিতেছ, আমি তাহার কথা বলি না। আমি বলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভুর কথা, যিনি রহমান, পরম দয়ালু এবং একমাত্র উপাস্য।

এমনিভাবে আয়াতের পর আয়াত অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের কুটিল প্রশ্নের সঠিক উত্তর এ সন্দেহসমূহ খণ্ডন করে। তবুও তাহাদের সুমতি হইল না। বরং সত্যের মাথা খাইয়া আল্লাহ্‌র অমূল্য বাণীগুলিকে আবার 'জাদু' ইত্যাদি বলিয়া মাহ্‌বূবে খোদা এবং তাঁহার সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা চালাইতে থাকে।

www.pathagar.com

ফন্দী ফিকির অন্বেষণে

কিন্তু তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আয়াতলহরী ও যুক্তিপূর্ণ উক্তিসমূহ্ অনেকের মনে নূতন ভাবের সঞ্চার করিল। শত্রুতাবশে মুখে না স্বীকার করিলেও অন্তরে অন্তরে অনেকেই ক্ষীণ বিশ্বাসী হইল। নয্‌র ইব্‌নে হারেস নামে যে শয়তান ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌কে নানাভাবে উৎপীড়ন করিয়াছিল, সেই দুষ্ট লোকটি একদিন সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিল—

"তোমরা মুহাম্মদকে এইভাবে নানা ফন্দী-কৌশলে জব্দ করিতে কেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছ? সে ছেলেবেলা হইতে তোমাদের চোখের সম্মুখেই বড় হইয়াছে! যৌবনে সে নানা কাজে ও ব্যবহারে তোমাদের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে। কথা-বার্তায় সে একান্ত সত্যবাদী। "আল-আমীন" তোমরা তাহাকে আখ্যা দিয়াছ। এতকাল তোমরাই তাহাকে সবচেয়ে বেশি সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও খাঁটি মানুষ বলিয়া মানিয়া আসিয়াছ। আর আজ যখন তাহার শ্মশ্রুরাশি সাদা হইতে আরম্ভ করিয়াছে— সে বার্ধক্যে পা বাড়াইয়াছে, এখন তোমরা তাঁহার কথাকে জাদু বলিয়া অভিহিত করিতেছ!"

নয্‌রের মত কুচক্রীর মুখে এহেন উক্তি শুনিয়া সকলের মনে মহা তোলপাড় শুরু হইয়া যায়। বহু চিন্তা-ভাবনা ও জল্পনা-কল্পনার পর সকলে মিলিয়া স্থির করিল যে, নয্‌র ও উক্‌বা ইবনে আবী-মুয়াইত, এই দুইজনকে মদীনা পাঠান হইবে। উভয়ই ধূর্ত ও ফন্দিবাজ আবার আঁ-হযরত (সা)-এর জানের দুশ্‌মনও। তাহারা মদীনার ইহুদী পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিবে মুহাম্মদ (সা)-কে ফাঁদে ফেলিবার মত কোন পন্থা বাহির করা যায় কি না।

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ রহিয়াছে— নবীও তাহাদের ছিলেন। কাজেই কেমন ব্যক্তি নবী হওয়ার উপযুক্ত পাত্র এবং মুহাম্মদ (সা) নবী কিনা ইত্যাদি খোঁজ খবর তাহারা দিতে পারিবে।

নয্‌র ও উক্‌বা মদীনা পৌঁছিয়া ইহুদী আলেমদের কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি কার্যকলাপ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত জানিতে চাহিল। তাঁহাকে নবী স্বীকার করা যাইতে পারে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিল।

ইহুদী পণ্ডিতগণ বলিল ঃ তোমরা যাইয়া তাঁহাকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন কর। যদি ঐগুলির উত্তর তিনি দিতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি নবী এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। অন্যথায় লোকটি মিথ্যা দাবিদার। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও ঃ

www.pathagar.com

(১) কোন একদল যুবক নাকি পূর্বকালে দেশ ছাড়িয়া কোন এক পাহাড়ে আত্মগোপন করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ছিল একটি কুকুর। পরে আল্লাহ্ তাহাদের সবাইকে ঘুমন্ত অবস্থায় কয়েক শত বৎসর রাখিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কাল্পনিক কাহিনী লোকমুখে শুনা যায়। বাস্তব ঘটনাটি কি ?

(২) এক ব্যক্তি নাকি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত সব দেশ পর্যটন করিয়াছিল— তাহার সম্বন্ধে তিনি কি জানেন ?

(৩) "রূহ্" কি জিনিস ?

দুষ্টদ্বয়ের আনন্দ কি! যেন এক মহা অস্ত্র হাতে পাইল। প্রশ্নগুলি লইয়া তাহারা মহা উল্লাসে মক্কা ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গীদিগকে উহা শুনাইল এবং ইহা ভাবিয়া নাচিতে লাগিল যে, এখনই মীমাংসা হইয়া যাইবে—মুহাম্মদ কেমন নবী।

কাল বিলম্ব না করিয়া উপরোক্ত দুষ্ট লোক দুইটি সদলবলে মাহ্বূবে খোদার নিকট যাইয়া যুবকদের কাহিনী, পর্যটকের ঘটনা এবং রূহ্ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বসিল। তাহারা নবীকে বলিল ঃ "যদি সত্যই তুমি নবী হইয়া থাক তবে এই প্রশ্ন তিনটির উত্তর দাও।"

আঁ-হযরত (সা) নবী বটেন, তাই বলিয়া তিনি সর্বজ্ঞ নহেন। আল্লাহ্ যাহা এবং যতটুকু তাঁহাকে জানান ততটুকুই তিনি জানেন। এইগুলি সম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত নহেন। ওহী মারফত সংবাদ পাইবার আশায় তিনি বলিয়া ফেলিলেন—

سَاُخْبِرُكُمْ بِمَا سَاَلْتُمْ عَنْهُ غَدًا -

"তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আগামীকল্য দিব।"

তাহারা ফিরিয়া গেল। হযরত রাসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওহীর অপেক্ষায় রহিলেন। কিন্তু হায়! দিন যায়— কোন সংবাদ নাই; জিব্রাঈল (আ)-এরও সাক্ষাৎ নাই। এক দিনের স্থলে পনরটি দিন এমনিভাবে চলিয়া গেল। মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা খুশিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। হাততালি দিয়া রাস্তা-ঘাটে অপবাদ রটাইয়া ফিরিতে লাগিল যে, মুহাম্মদ বলিয়াছিল পরদিন জওয়াব দিবে— কিন্তু আজ পনর দিন যায়, তাহার খোঁজ নাই। বুঝা গিয়াছে, শিকার ফাঁদে আটক পড়িয়াছে। অচিরেই সকল রহস্য ফাঁস হইয়া যাইবে।"

এদিকে আঁ-হযরত (সা) ওহীর অপেক্ষায় অধীর। বিচলিত হইয়া ইতস্তত পায়চারী করেন। কখনও পাহাড়ে উঠিয়া ঊর্ধ্বপানে তাকাইয়া থাকেন। লজ্জা ও দুঃখে কখনও ইচ্ছা করেন পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িবেন। এমনিভাবে একান্ত অস্থিরতা ও দুঃখের সহিত তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছিল। লজ্জায় কিভাবে মুখ দেখাইবেন ? সর্বোপরি, যদি না বলিতে পারেন, তবে সবই যে পণ্ড হইবে। হাজার হাজার লোক

www.pathagar.com

হয়ত এই উত্তরে ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে! একটি লোককেও মুসলমান করিতে যেখানে দয়ালু নবী পাগল, সেখানে শত শত লোকের ইসলাম গ্রহণ বা না গ্রহণের প্রশ্ন ! কাজেই তিনি ওহীর অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিলেন।

অবশেষে পনর দিন পর জিব্‌রাঈল (আ) সূরা-'কাহাফ' লইয়া অবতরণ করিলেন। প্রশ্নত্রয়ের উত্তর সূরাটিতে রহিয়াছে এবং উহাতে ঘটনা দুইটি বিশদভাবে ব্যক্ত হইয়াছে! অপর প্রশ্নটির উত্তরও আসিল—যাহা সূরা 'বনি ইসরাঈল'-এ সংযোজিত হইয়াছে।

আঁ-হযরত দুঃখ করিয়া জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ভাই, এত বিলম্ব কেন করিলেন ? আমার রীতিমত সন্দেহ ও কুধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল।"

জিব্‌রাঈল (আ) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া আমরা এক পা এদিক ওদিক যাইতে পারি না। আল্লাহ্ আপনাকে ভুলেন নাই। এই নিন" বলিয়া সূরা শুনাইয়া চলিলেন—

سُوْرَةُ الْكَهْفِ) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا *

"আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি নিজ বান্দার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং উহাতে কোন কথাই জটিল বা অস্পষ্ট রাখেন নাই।" পড়িতে পড়িতে সেই যুবকদের ঘটনা আসিল। আল্লাহ্ বলেন—

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا - اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ -

"আপনি কি মনে করেন, সেই পাহাড়ের গুহায় অবস্থানকারীদের ঘটনাটি আমার অন্যান্য আরও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়ে চেয়ে বিস্ময়কর যখন তাহারা পাহাড়ের বিরাটাকার গুহায় যাইয়া আশ্রয় লইল।" এমনিভাবে কয়েক রুকূ পর্যন্ত পূর্ণ ঘটনাটি প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদভাবে বর্ণিত হইল। তাহারা সেখানে ৩০৯ বৎসর কাল ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে— সঙ্গীয় কুকুরটিও দ্বারপ্রান্তে পড়িয়া ঘুমাইয়াছে। তাহার শয়নের দৃশ্য দেখিলে যে কেহ ভয় পাইত। সম্মুখের পা দুইটি মাড়াইয়া উদ্যত প্রহরীর ন্যায় হিংস্র মূর্তিতে পড়িয়া থাকিত। আর যুবকদের ঘুম ভাঙ্গিলে তাহারা মনে করিল যে, সকালে ঘুমাইয়াছিল— বৈকালে জাগ্রত হইয়াছে, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ওহী আসে ঃ

وَيَسْـئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَـرْنَيْنِ - "আপনাকে জুলকারনাইনের কথা জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

করিতেছে।" অতঃপর তাঁহার পর্যটন কাহিনী এবং জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তিসমূহ সবই বলা হইল। তিনি এক সুবিশাল প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া দুর্ধর্ষ-"য়াজুজ-মাজুজ" জাতির কবল হইতে জনগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

'রূহ' সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে আয়াত আসিল ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ * وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً -

"রূহ-এর কথা তাহারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ? বলিয়া দিন যে উহা আমার প্রভুর আদেশ ও ইচ্ছাধীন বস্তু। উহা তোমরা বুঝিবে না। কেননা, তোমাদিগকে অতি সামান্য মাত্র জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।"

এই হইল কাফিরদের প্রশ্ন তিনটির সংক্ষিপ্ত উত্তর। সূরাটিতে উত্তরগুলি ছাড়া আরও কতিপয় বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

"আমি করিব—আমি দিব" এমন কথায় আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। আমিত্ব বলিতে একমাত্র আল্লাহ্‌রই আছে—কোন বিষয়ে "আমি আমি" বলাটা শুধু তাঁহাকেই শোভা পায়। পারাপারবিহীন সমুদ্রের বুকে পানির বুদবুদের আবার কি আমিত্ব ? এখন উঠিয়াছে, আবার কিছুকাল পরেই যেই পানি সেই পানি, বুদবুদ নাই। মানুষের অবস্থাও ত ঠিক তদ্রূপই। মহা-মালিকের সীমাহীন অস্তিত্ব-সাগরে আমাদের অস্তিত্বও বুদবুদের মতই—কিছুদিনের জন্য মাত্র ভাসিয়া বেড়ায়। কাজেই মানুষের মুখে 'আমি-আমি' খুবই অশোভনীয় এবং আল্লাহ্ ইহাকে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করেন। মাহ্‌বূবে খোদা বলিয়াছেন—"আগামীকল্য আমি জানাইব।" যদিও তিনি আমিত্বের সুরে কথাটি বলেন নাই— বরং ওহীর উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছিলেন, তথাপি কথার বাহ্যিক সুরে আমিত্বের গন্ধ ছিল বলিয়া আল্লাহ্ স্বীয় পরম বন্ধুকেও রেহাই দিলেন না। পনর দিন ওহী বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে অধীর চঞ্চল করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তিনি নিজে কোন কিছুই করিতে পারেন না। এমনকি মাহ্‌বূবকে ভবিষ্যতের জন্যও সাবধান করিয়া দিয়া আল্লাহ্ বলেন—

وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ . وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ . وَقُلْ عَسٰى اَنْ يَّهْدِيَنِىْ رَبِّىْ -

"আপনি আর কখনও কোন ব্যাপারে বলিবেন না যে— আমি আগামীকল্য ইহা করিব; বরং তৎসঙ্গে বলিবেন 'যদি আল্লাহ্ চাহেন।' আর কোন কথা ভুলিয়া গেলে কিংবা জানা না থাকিলে নিজ প্রভুকে স্মরণ করুন এবং বলুন— আশা করি, প্রভু আমাকে পথ দেখাইবেন (বলিয়া দিবেন)।"

www.pathagar.com

বিরোধীদের ঈমান আনা অথবা না-আনার ব্যাপার তিনি এত বিচলিত হন কেন— এ জন্য সেই সঙ্গে এই মর্মেও একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমবেদনা জানাইয়া বলেন ঃ

لَعَلَّكَ نَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ - اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا -

"মনে হয় আপনি (আমাদের) এই কথা না মানিলে তাহাদের পিছনে পড়িয়া দুঃখে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া ফেলিবেন।"

শত্রুরা অনর্থক হিংসা ও বিদ্বেষবশত এমনি কতভাবে কত শত প্রশ্ন ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সীমা ও সংখ্যা নাই। কিন্তু কোনটিতেই তাহারা কামিয়াব হইতে পারে নাই। কুরআনের বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ জওয়াবের সম্মুখে তাহাদের কোন প্রশ্ন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। বচসা কিংবা তর্কে-বিতর্কেও মাহ্বূবে খোদার কাছে তাহারা পরাজিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তবুও তাহাদের ক্রোধ ও বিদ্বেষভাব কাটে নাই। সব কুল হারাইয়া অবশেষে তাহারা বলিতে লাগিল— "এই কুরআন একটি ভাওতা!" তাহারা লোকজনকে সাবধান করিয়া বলিতে থাকে যে— "খবরদার! কুরআন শুনিও না।" সঙ্গী ও অনুচরদিগকে জানাইল— "তোমরা যদি জয়ী হইতে চাও, তবে ইহাই একমাত্র পথ। তোমরা ত কুরআন শুনিবেই না বরং লোকজনের কাছে বলিয়া বেড়াইবে যে, উহা একেবারে ভিত্তিহীন। নিছক ভাওতা।"

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই সকল কথার পুনরোক্তি করেন এবং বলেন—

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ * فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا -

(সূরা হা-মীম সাজ্দা)

"কাফিররা বলে, এই কুরআন শুনিও না এবং ইহাকে বাতিল মনে কর, তাহা হইলেই তোমরা জয়ী হইতে পারিবে। আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ভীষণ আযাবের স্বাদ আস্বাদন না করাইয়া ছাড়িব না।"

www.pathagar.com

শত্রুদের গোয়ার্তুমি

কুরআন পাকের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও পদবিন্যাস প্রত্যেকটি মানুষকে আকৃষ্ট করিয়া তোলে। যাঁহারা মুসলমান, তাঁহারা উহা পাঠ করিতেন আর কাঁদিতেন—শুনিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেন। যেন এক সম্মোহনী শক্তি সকলকে বিমুগ্ধ এবং বিমোহিত করিয়া রাখিত।

শত্রুরাও উহা শুনিয়া অন্তরে উহার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িত এবং আরও শুনিবার জন্য সদা ব্যাকুল এবং ব্যগ্র থাকিত। শুনিতে আরও মন চাহিত—ভাল লাগিত, কিন্তু বাহিরে একথা প্রকাশ পাইলে সর্বনাশ। তাই তাহারা আঁ-হযরত কোথাও নামায পড়িতে দাঁড়াইলে চুপি চুপি আড়ালে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া কুরআনের মধুমাখা বাণী শুনিত কিংবা কোন কাজের অজুহাতে অদূরে বসিয়া যাইত। আবার কাহাকে আসিতে দেখিলেই তথা হইতে সরিয়া পড়িত।

একদিন রাত্রিকালে আবূ সুফ্ইয়ান, আবূ জেহ্ল ও আখ্নাস ইব্নে শরী প্রমুখ নেতৃত্রয় নিজ নিজ আলয় হইতে গোপনে মাহ্বূবে খোদার মুখে সুমধুর কুরআন পাঠ শুনিবার জন্য বাহির হন। আঁ-হযরত নিজ বাড়িতে তখন নামায পড়িতেছিলেন। তাহারা আসিয়া ঘরের পাশেই এক একজন এক একটি জায়গায় বসিয়া পড়েন। কেহই অপরের সংবাদ জানিতেন না। প্রত্যেকে মনে করিলেন যে, তিনি ছাড়া আর কেহ্ আসেন নাই।

স্বর্গীয় বাণীর মাধুর্যে বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাহারা উহা শুনিয়া যাইতে থাকেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া গেল, তাহাদের হুঁশ নাই। যেমন ভোর হইয়া আসিল এবং চতুর্দিকে আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তখন তাহাদের চেতনা হয়। ত্রস্তপদে তাহারা পালাইতে লাগিলেন! কিন্তু কি আশ্চর্য! পথিমধ্যে একের সহিত অন্যের সাক্ষাৎ ঘটে। তখন একে অন্যকে গালি, ধিক্কার ও ভর্ৎসনা দিতে কসূর করিলেন না। একে অন্যকে বলিয়া উঠিলেন, "কিরে তোর লজ্জা নাই ? ডুব দিয়া পানি খাইস?" কিন্তু সকলেই যে একই গোয়ালের গরু। তাই বাড়াবাড়ি না করিয়া তাহারা একটা সমঝোতা করিয়া বলেন, "যাক্ যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। তবে আগামীতে সাবধান। সর্বসাধারণ ইহা জানিতে পারিলে আর ইজ্জত থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই হলফ করিয়া বলে যে, সে আর আসিবে না।

কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রিতেও আবার সকলে সেখানে যাইয়া উপস্থিত। প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন যে, হলফ করার পর হয়তো আর কেহ যাইবেন না। সেদিনও ভোরে

www.pathagar.com

সেই কাণ্ড। আবার সকলে জোরেসোরে কসম করিলেন, আর কখনও সেখানে যাইবেন না। কিন্তু যে স্বাদ তাহাদের অন্তর-জিহ্বায় লাগিয়া গিয়াছিল তাহা ভুলিয়া যাওয়া সহজ ছিল না। তৃতীয় দিনেও আবার সেই একই ব্যাপার। অবশেষে কঠোরভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া তাহারা মন্দ পরিণতির আশংকায় না আসার দৃঢ়সংকল্প করেন এবং আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যান।

কিছুক্ষণ পর আখ্‌নাস লাঠি হাতে ভ্রমচ্ছলে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আবূ সুফ্‌ইয়ানের কাছে যান। কথায় কথায় কুরআনের আলোচনার প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই আবূ সুফ্‌ইয়ান! সত্য করিয়া বলত, শুনি কুরআন সম্বন্ধে তোমার কি মতামত ?

তিনি উত্তর করিলেন ঃ "ভাই, এমন বহু বিষয় শুনিয়াছি যাহা বুঝিয়াছি এবং জানি যে, উহা সত্য। আর বহু জিনিস যাহার অর্থত স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছি। কিন্তু কি বলিতে চায়, ইহার নিগূর অর্থ ধরিতে পারি নাই।"

আখ্‌নাস আনন্দের সহিত বলিলেন, "ঠিক ভাই, আমারও অভিমত তাই।" তখন উভয়ে আবূ জেহ্‌লের মতামত জানিবার জন্য তাহার বাড়িতে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুহাম্মদের মুখে যাহা কিছু শুনিলে তাহা কেমন মনে কর ?"

পাপিষ্ঠ উত্তর করিল, "আমি ওসব কিছু বুঝি না। বনি আব্‌দে-মনাফের সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহারা দান করেন, আমরাও করি, তাহারা মেহমানদারী করেন, আমরাও করি, তাহারা সর্দারী করেন, আমরাও করি। কাজেই মানে-সম্মানে প্রভাব প্রতিপত্তিতে আমরা সমান তালে চলিয়া আসিতেছি। আজ তাহারা বলেন, আমাদের ঘরে নবী আসিয়াছেন এবং তাহার কাছে আসমান হইতে ওহী আসে। এইগুলি আমরা কোথায় পাইব ? এই একটি কারণে তাহারা আগে চলিয়া যাইবেন। ইহা আমাদের পক্ষে অসহনীয়। কাজেই আমার সোজা কথা হইল—ভাল-মন্দ আমি বুঝি না, কোন কথাই শুনিতে আমরা রাযী নই। আমরা তাহার উপরে ঈমান আনিব না— আনিতে পারি না।"

উত্তর শুনিয়া উভয়েই চলিয়া গেলেন। নিজেদের বিচার-বিবেচনা ভুলিয়া তাহারাও যেন এই পণ করিলেন যে ভাল লাগিলেও তাহারা মানিবেন না। তাই অতঃপর আঁ-হযরত (সা) তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানাইলে হতভাগ্যরা বলিতেন, "আমাদের কানে তুলা— আমরা শুনিতে পাই না। আমাদের অন্তরে ঢাকনি পড়িয়া আছে—আমরা বুঝি না।" কখন কখন তাহারা ইহাও বলিতেন, "মুহাম্মদ! তুমি কেন আমাদিগকে বিরক্ত কর ? তোমার এবং আমাদের মধ্যে বাঁধ রহিয়াছে। উহা বিদীর্ণ করিয়া কোন শব্দ আমাদের কাছে পৌঁছায় না।"

www.pathagar.com

এবার ভাবিয়া দেখুন, কেমন অবহেলা! দয়ালু নবী সর্বদা এই আগ্রহ নিয়া থাকিতেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসুক। শত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াও অন্তরে আশা পোষণ করিতেন যে, আজ না হউক, কাল হইলেও তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিবে। কিন্তু কই ? বুঝিবার চেষ্টা যাহারা করিবেন না—বরং বুঝিয়াও যাহারা জিদ ধরিয়া না বুঝার ভাব করিয়া থাকেন, তাহাদেরকে লইয়া কি বা আর করা যায় ? তাহাদের কথা ও কাজ-কারবার আঁ-হযরতের আশার ঘরে যেন হতাশার আগুনই লাগাইয়া দিত।

এইসব ভাবিয়া মাহ্‌বূবে খোদা যারপরনাই মর্মাহত ও বেদনাতুর হইয়া পড়িতেন। দুঃখে বুঝি তাঁহার কলিজা চৌচির হইয়া যাইত।

পাপিষ্ঠদের বাচালতার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াত পাঠাইলেন ঃ

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا- وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا -

(সূরা বনি ইস্‌রাঈল)

"আপনি কুরআন পাঠ করিলে, পরকালে অবিশ্বাসীরা যেন না বুঝে—তাই আমি আপনার এবং তাহাদের মধ্যে পর্দার আবরণ টানিয়া দিয়াছি—তাহাদের অন্তরে ঢাক্‌নি ও কানে দিয়াছি তুলা।'

আবূ জেহ্‌লের ন্যায় দাম্ভিকদিগকে কটাক্ষ করিয়াও আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّايُؤْمِنُوْا بِهَا - وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَايَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا - وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا

(সূরা আ'রাফ)

"মাটির বুকে যাহারা গর্ব ও আত্মম্ভরিতার অহমিকায় নিমজ্জিত, তাহাদিগকে আমার আয়াত (নিদর্শন) সমূহ হইতে অবশ্য ফিরাইয়া রাখিব (তাহারা উহা যেন উপলব্ধি না করিতে পারে)। তাহারা যদি সবগুলি নির্দশনও দেখিয়া লয়—তবুও ঈমান আনিবে না এবং সত্য পথের সন্ধান পাইলেও সেই পথ ধরিবে না। হ্যাঁ—যদি ভ্রান্ত পথ পায়, তবে সেই পথেই চলিবে।"

www.pathagar.com

এই আয়াতসমূহে হতভাগ্যদিগকে জানান হইল যে, তাহারা যখন শুনিবেই না, কানে তুলা দেওয়ার ও মনের কপাটে খিল্ লাগাইবার জন্য তাহাদের যখন এতই আগ্রহ! তখন আল্লাহ্ তাহাই করিয়া দিলেন। তাহারা মুখ ফিরাইয়া রাখিলে তোষামোদ করিবার জন্য আল্লাহ্ এমন আর কি দায়ে পড়িয়াছিলেন ?

কালামে পাকের এই বাণীতে আঁ-হযরতকেও ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, তাহাদের কপালে কলঙ্কটিকা আল্লাহ্ নিজেই লাগাইয়া দিয়াছেন। কাজেই সেই হতভাগ্যদের ইসলাম গ্রহণ ও বর্জন লইয়া তিনি যেন ব্যথিত না হন। চিন্তা-ভাবনা ছাড়িয়া তিনি যেন নিজের কাজ করিয়া যান। যাহারা সৎপথে আসিবার, তাহারা আসিবে। এই পাপিষ্ঠদের অভাবে তাঁহার সংগ্রাম বিফল হইবে না।

www.pathagar.com

কুরআনের বক্তব্যের উপর হামলা

চতুর্দিক হইতে নানাভাবে নাজেহাল হইয়া অবশেষে সত্যের দুশমনরা কুরআনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা স্পষ্ট দেখিল, তাহাদের পরাজয় ও পদে পদে অপদস্থতার একমাত্র কারণ, কুরআন। কাজেই তাহাদের যত ক্রোধ ও উস্মা সব কেন্দ্রীভূত হইয়া কুরআনের উপর পড়ে। তখন হইতে তাহাদের কোপদৃষ্টি কুরআনেরই উপর নিবদ্ধ রহিল। দুষ্টরা সম্মিলিতভাবে কুরআনের বিরুদ্ধে কুৎসা ও উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যঙ্গ ও বিরূপ সমালোচনায় লিপ্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল মুসলিমদের উপর নির্যাতন অব্যাহত রাখিয়া মনের ঝাল মিটাইতে থাকে!

কুরআন মজীদে বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, মৃত্যুর পর সকলকেই পুনরুত্থিত হইতে হইবে। সেইদিন আপন আপন কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করিতে হইবে। ইহাকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহারা আঁ-হযরতকে বলিত— "আমরা মরিয়া পঁচিয়া গলিয়া মাটি হইয়া গেলেও পুনঃ উত্থিত হইব। এ কেমন কথা তুমি বলিতেছ!"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُوْا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا- قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا - اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ، فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا * قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ *

(সূরা বনি ইসরাঈল)

"তাহারা বলে, আমাদের হাড় যখন কণা কণা হইয়া যাইবে, তবুও আমরা পুনরুত্থিত হইব ? আপনি বলুন যে— তোমরা পাথর কিংবা লোহা কিংবা আরো বড় কিছু হইয়া যাও না কেন, যাহা তোমাদের কাছে ভীষণ, তবুও পুনরুত্থিত হইবে। তখন তাহারা আপনাকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে, "কে আমাদিগকে পুনর্জন্ম দিবে ?" বলিয়া দিন, তিনিই—তিনি তোমাদিগকে প্রথমবার জন্ম দিয়াছেন।"

কুরআনে একস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, দোযখ্বাসীদের উপরে (কড়া দৃষ্টি রাখার জন্য) উনিশ জন ফেরেশ্তা মোতায়েন করা আছে। ইহাকে ঠাট্টা করিয়া আবূ জাহিল মালাউন একদিন সঙ্গীদিগকে বলিতে থাকে ঃ "মুহাম্মদ তোমাদিগকে দোযখে দিবে,

www.pathagar.com

ইহাতে ঘাবড়াইবার কিছুই নাই। কারণ সেখানে প্রহরী নাকি মাত্র উনিশ জন। আমরা একশত জন করিয়া এক একজনকে ধরিলে সে কি করিবে ?"

উত্তরে আয়াত আসিল। আল্লাহ্ বলেন —

مَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلاَّ مَلٰئِكَةً - وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا - (সূরা মুদ্দাস্‌সির)

"আমি দোযখের প্রহরী ফেরেশ্‌তা মোতায়েন করিয়াছি এবং তাহাদের সংখ্যা রাখিয়াছি উনিশ। ইহা আর কিছুর জন্য নহে—শুধু অবিশ্বাসীদিগকে মহা বিভ্রাটে ফেলিবার জন্য।"

বাচালদের এই ধরনের অসঙ্গত উক্তি ও মন্তব্যের সীমা ও সংখ্যা ছিল না। কালাম পাকেও প্রত্যেকটির জওয়াব দিয়া তাহাদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরে মাত্র কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল। ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারেন যে, নবুয়তের চতুর্থ বর্ষের পর পঞ্চম বর্ষেরও অধিকাংশ সময় চলিয়া গিয়াছিল। এই দীর্ঘ সময় অত্যাচার-উৎপীড়ন ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের এহেন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে মাহ্‌বূবে খোদা কত অসুবিধাই না ভোগ করিয়াছিলেন ?

www.pathagar.com

হযরত হাম্‌যা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

রাসূলে আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিন সাফা পাহাড়ের কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় আবূ জেহ্‌ল সেই পথ দিয়া কোন এক স্থানে যাইতেছিল। হযরতকে দেখিয়াই সে জঘন্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। আঁ-হযরত ইহাতে খুবই ব্যথিত হইলেন। কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ঘটনাক্রমে একজন দাসী ইহা দেখিয়া ফেলে।

হযরত হাম্‌যা ছিলেন খুব শিকারপ্রিয়, সাহসী এবং বীর। প্রতিদিন শিকার করিয়া প্রথমে তিনি কা'বা ঘরে যাইয়া তওয়াফ করিতেন। পরে বাড়ি আসিয়া তীর ধনুক রাখিয়া সর্দারদের মজলিসে যাইয়া বসিতেন। সেদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে উক্ত দাসী তাঁহাকে জানায়—"আবূ উমারা! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আজ আবূ হেকাম (আবূ জেহ্‌ল) যাহা করিয়াছে, তাহা যদি একবার তুমি চোখে দেখিতে! মুহাম্মদ কিছুই বলেন নাই—দুঃখিত হইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন।"

আঁ-হযরতের চাচা হাম্‌যা তখনও মুসলমান হন নাই। তবুও তিনি তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। আত্মীয়দের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসিতেন না কে ? মতের মিল না থাকিলেও সকলেরই প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন তিনি, হযরত হাম্‌যা ঘটনা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোথায় তওয়াফ আর কোথায় বা বাড়ি। সব ভুলিয়া তীর-ধনুক লইয়া সোজা বৈঠকে উপস্থিত হন। আবূ জেহ্‌ল তখন সেই স্থানে ছিল। আর কথা নাই। তাহাকে ধরিয়া ধনুক দ্বারা কিছুক্ষণ পিটুনি দিয়া হযরত হাম্‌যা বলিলেন—"মুহাম্মদকে তুই গালি দিয়াছিস ? আচ্ছা, আমি তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলে আমিও বলিব—শক্তি থাকে ত আমাকে বাধা দে। দেখি তুই কেমন বাপের বেটা!"

বনি মুখ্‌যুমের জনকয়েক লোক সাহায্যের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলে আবূ জেহ্‌লই বাধা দিয়া বলিল, "থাক ভাই, তাহাকে কিছুই বলিও না। আমি তাহার ভাতীজাকে কষ্ট দিয়াছি এবং শক্ত গালি দিয়াছি।"

হাম্‌যা (রা) ক্রোধবশে যাহা বলিয়া ফেলিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরেও স্থানলাভ করে। সেস্থান হইতে সোজা আঁ-হযরতের কাছে যাইয়া তিনি যথারীতি ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। হযরত হাম্‌যা (রা) হাতছাড়া হওয়ায় শত্রুদের মজবুত শিকলের একটি কড়া যেন খসিয়া পড়িল। অপরপক্ষে দারুণ সঙ্কটকালে হাম্‌যাকে পাইয়া দুর্বল মুসলমানদের হতাশ প্রাণে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম হিজরত

আঁ-হযরত নীরবে জুলম, অত্যাচার, কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ্য করিয়া যাইতে থাকেন। কিন্তু দুর্বল ও অসহায় সাহাবাগণের উপর নির্মম অত্যাচার ও উৎপাত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আঁ-হযরত (সা) খুবই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এ সময় সাহাবাগণ অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শত্রুদের অত্যাচারে জর্জরিত এমনকি তাহাদের হাতে মৃত্যু হইতে পারে জানিয়াও তাঁহারা সত্যকে ছাড়েন নাই। বরঞ্চ শত্রুদের অত্যাচার ও নিপীড়ন যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ইসলামের প্রতি তাঁহাদের দরদও ততই বাড়িতে থাকে। ইসলামের জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত বুঝিতে পারিয়া আঁ-হযরত তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন।

সাহাবাগণের জীবনও দুর্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল। জীবন-পথের সবগুলি দ্বার প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। বাঁচিবার কোন সহজ উপায় তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না। এমতাবস্থায় দেশ ছাড়িয়া কোথাও যাইয়া মাথা গুজিবার স্থান করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু আঁ-হযরতের অনুমতি না পাইলে কেহ যাইতেও প্রস্তুত ছিলেন না।

আঁ-হযরত বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উপায়ন্তর না দেখিয়া অগত্যা এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, যাহাদের ইচ্ছা হয়, আবিসিনীয়ার দিকে কোথাও হিজ্‌রত করিতে পারেন। আবিসিনীয়ার রাজা খৃস্ট ধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার উদারতা, মানবতা ও ন্যায়পরায়ণতার বেশ খ্যাতি ছিল। তথায় প্রাণ লইয়া শান্তিতে ও নিরাপদে থাকিবার মত আশা অন্তত করা যাইতেছিল।

মাহ্‌বূবে খোদার অনুমতি পাইয়া নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে বারজন পুরুষ ও চারজন স্ত্রীলোক আবিসিনীয়ার পথে হিজ্‌রত করিলেন। তন্মধ্যে হযরত উসমান (রা) নবী তনয়া রোকেয়া সহ সস্ত্রীক গেলেন। আঁ-হযরত (সা) বিদায়কালে বলেন ঃ "লুত আলায়হিস সালামের পরে ন্যায়ের জন্য সস্ত্রীক দেশত্যাগ সর্বপ্রথম উস্‌মানই করিল।" অন্যানের মধ্যে যুবায়েব ইব্‌নে আওয়াম, মুস্‌আ'ব ইব্‌নে উমাইর, আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ, উসমান ইব্‌নে মায্‌উন প্রমুখ অন্যতম। তাঁহাদের পশ্চাতে গেলেন হযরত জা'ফর (রা)।

www.pathagar.com

হাব্‌শী রাজা নাজাশী মুহাজিরীনের প্রতি খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। সাহাবাগণ বেশ শান্তি স্বচ্ছন্দে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কুরায়শী মুশ্‌রিকরা মুসলিমদের তথায় এহেন শান্তি ও আরামের কথা জানিতে পারিয়া সহ্য করিতে পারিল না। কত নির্দয় ছিল ইহারা, নিজেরা ত বহুদিন তাঁহাদিগকে জ্বালাতন করিয়াছে, আর এক্ষণে যখন তাঁহারা পৈতৃক বাস্তুভিটা ও ঘর-সংসার সব ত্যাগ করিয়া বিদেশের বুকে যাইয়া কিছুটা শান্তি লাভ করিয়াছে তখন উহা শত্রুদের হিংসার কারণ হইয়া পড়িল। আ'মর ইব্‌নে আ'স ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে রবীয়া'কে আরবের নেতৃবর্গের তরফ হইতে প্রতিনিধিস্বরূপ নাজাশীর দরবারে পাঠান হইল।

তাহারা প্রচুর যৌতুক ও উপঢৌকন সহকারে আবিসিনীয়া পৌঁছিয়া প্রথমেই দরবারের পাদ্রী-পুরোহিত ও অপরাপর সদস্যকে উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে এ জন্য হাত করিয়া ফেলে যে, তাঁহারা রাজার সম্মুখে তাহাদের কথায় সমর্থন করিবেন এবং রাজাকে দিয়া তাহাদের দাবি মানাইয়া লইবেন।

একদিন দরবার বসিলে কুরায়শী দূতদ্বয় বিপুল উপহার সম্ভার সম্মুখে রাখিয়া বাদশাহ্‌কে সিজ্‌দা করিয়া বলেন ঃ বাদশাহ্ জাহাঁপনা! আমাদের দেশ হইতে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী পলাইয়া আসিয়া আপনার দেশে আশ্রয় লইয়াছে। তাহারা একদিকে যেমন নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে, তেমনি আবার আপনার ধর্মও গ্রহণ করে নাই। তাহারা এমন এক উদ্ভট ধরনের ধর্ম আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে যাহা আমরাও বুঝি না এবং আপনিও বুঝিবেন না। তাহারা দুষ্ট, বিভেদ সৃষ্টিকারী ও উচ্ছৃঙ্খল। আমাদের দেশের নেতৃবর্গ আমাদিগকে আপনার খেদমতে পাঠাইয়াছেন। পলাতকদের অন্যায় ও অপরাধ তাঁহারা বেশ ভাল করিয়া জানেন। কাজেই আমাদের অপরাধীদিগকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নেতৃবর্গ আপনার নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। মেহেরবানী করিয়া তাহাদিগকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে সভাসদগণও বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক ঠিক। তাহারা দোষী। কাজেই তাহারা যে দেশের মানুষ, সে দেশেই তাহাদিকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক।"

নাজাশী ছিলেন বিচক্ষণ ও বেশ বুদ্ধিমান। উত্তরে তিনি বলিলেন— "তাহাদের বক্তব্য না শুনিয়া, তাহাদের ধর্মমত ও চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছুই না জানিয়া শুধু এক পক্ষের কথায় আমি কিছু করিতে পারি না।"

অতঃপর সাহাবাগণকে দরবারে ডাকা হয়। তাঁহাদের প্রায় সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ্ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের ধর্ম ও মতবাদ কি ? সত্য সত্য বলুন ত শুনি।" হযরত জা'ফর (রা)

www.pathagar.com

সসম্মানে অগ্রসর হইয়া বাদশাহ্‌র প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন ঃ বাদশাহ্! আমরা মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তির পূজা করিতাম এবং মৃত জন্তুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতাম। আমরা ব্যভিচার, বিবাদ-বিসম্বাদ, দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতিতে সর্বদা লিপ্ত থাকিতাম। আমাদের মধ্যে যাহারা ছিল সবল, তাহারা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করিত। অবশেষে আল্লাহ্ আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠাইলেন। একখানি আস্‌মানী কিতাব তাঁহার উপর নাযিল হয়। তিনি আমাদেরই গোত্রের মানুষ। তাঁহার বংশ মর্যাদা, সততা, ন্যায়-পরায়ণতা ও সাধুতা সর্বজনবিদিত। তিনি আমাদিগকে এই আহবান জানাইলেন—"আল্লাহ্‌কে এক জানিবে, কাহাকেও তাঁহার অংশীদার করিবে না, সদা সত্য কথা বলিবে, আপনজনের সঙ্গে গাঢ় সম্বন্ধ রাখিবে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে। তিনি যাবতীয় অন্যায় অপকর্ম নিষেধ করেন। রক্তপাত করা, মিথ্যা কথা বলা, ইয়াতিমের ধন আত্মসাৎ করা ইত্যাদি হইতে সকলকে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন এবং নামায পড়িতে, গরীব মিস্‌কিন্‌কে দান-খয়রাত করিতে ও হজ্জের সময় হজ্জ করিতে হুকুম করেন। আমরা তাঁহার এইসব দেখিয়া ও শুনিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি এবং তাঁহার ধর্মমতে ঈমান আনিয়াছি। শুধু এই জন্যই আমাদের স্বজাতি লোকজন আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহারা নানাভাবে উৎপাত ও উৎপীড়ন করিয়া আমাদিগকে মূর্তিপূজার দিকে ফিরিয়া লইয়া যাইতে এবং পূর্বের ন্যায় আবার আমাদিগকে অপকর্মে লিপ্ত করাইতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে।"

"এই উদ্দেশ্যে তাহারা আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া আসিতেছে, এমনকি হত্যাকাণ্ড করিতেও সঙ্কোচবোধ করিতেছে না।

"সেখানে যখন আমাদের জীবন দুর্বহ এবং অবস্থান ও বসবাস একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন একান্ত নিরুপায় হইয়া প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা আপনার দেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করি। এখন আমরা নিশ্চিন্ত যে, আমাদের উপর অতঃপর কেহ অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাহারা আপনার দেশেও ধাওয়া করিয়াছে!"

অতঃপর নাজাশী বলিলেন ঃ "তাঁহার উপরে অবতীর্ণ বাণীর কিছুটা বলুন ত শুনি!"

জা'ফর (রা) তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠে "সূরা মরিয়ম"-এর প্রথমাংশটুকু তেলাওয়াত করিলেন। শুনিতে শুনিতে বাদশাহ্‌র চক্ষুদ্বয় ভিজিয়া উঠিতে থাকে। كُلِّ وَاشْرَبُوْا اَقَرِیٌ عَیْنًا۔ পর্যন্ত আয়াত পাঠ করা হইলে পর নাজাশীর হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে এবং দর দর করিয়া তপ্ত অশ্রু তাঁহার শ্মশ্রুরাশি বাহিয়া নিম্নে গড়াইয়া পড়ে। তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ ঈসা (আ)-এর উপরে অবতীর্ণ সুরেরই ঝঙ্কার ইহাতে শুনা যাইতেছে। নিশ্চয়ই ইহা একই প্রদীপের আলো।"

www.pathagar.com

অতঃপর দূতদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন ঃ "ইহাদিগকে তোমার কাছে ফিরাইয়া দিলাম না— কোনদিন দিবও না। যাও, তোমরা চলিয়া যাও।"

দূতদ্বয় নিরাশ মনে দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পথিমধ্যে আ'মর ইব্‌নে আ'স বলিতে লাগিলেন—"আগামীকল্য পুনরায় দরবারে যাইব এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এমন এক অভিযোগ করিব যে, তখন তাহাদের সুখের ঘর ধুলায় বিলুণ্ঠিত হইয়া যাইবে।

সঙ্গী আবদুল্লাহ্‌ বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন ভাই, থাক্‌ না। তাহারা ত আমাদেরই লোক। মতবিরোধ থাকিলেও ত তাহারা আমাদেরই আত্মীয়।"

কিন্তু আ'মর মানিলেন না। পরদিন দরবারে যাইয়া বলিলেন, "জাহাঁপনা! তাহারা ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম সম্বন্ধে জঘন্য উক্তি করিয়া থাকে।"

নাজাশী সাহাবাগণকে আবার দরবারে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ঈসা (আ) সম্বন্ধে আপনাদের কি মত ?

জা'ফর (রা) বলিলেন ঃ "হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে আমরা ইহাই বলি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা। 'কুন্‌' আদেশে আল্লাহ্‌ তাঁহাকে পিতার ঔরস ছাড়াই মরিয়মের গর্ভে পয়দা করিয়াছেন এবং পয়গম্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন।" অতঃপর এই সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতও তিনি তেলাওয়াত করিলেন।

নাজাশী বলিলেন— "ঠিক। ঈসা (আ)-এর গুণ ও পরিচিতি ইন্‌জীলেও ঠিক এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ঈসা (আ) ইন্‌জীলে এই নবীর সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। যদি রাজত্বের গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পিত না থাকিত, তবে আমিও তাঁহার খেদমতে হাযির হইতাম এবং তাঁহাকে ওযূ করাইতাম।"

বাদশাহ্‌ অতঃপর দূতদ্বয় প্রদত্ত উপহার-উপঢৌকন ফিরাইয়া দিয়া ক্রোধস্বরে বলিলেন—"যাও। তাহারা আমার দেশেই থাকিবে।" নাজাশী এই সময় নিজেও ঈমান আনিলেন। মুসলমানগণ সেখানে অতঃপর মহাসুখে ও নিশ্চিন্তে বসবাস করিতে লাগিলেন।

নবী-পত্নী উম্মে সাল্‌মা (রা) বলেন, "আমরা হাব্‌শায় পৌঁছিয়া নাজাশীকে পরম স্নেহপরায়ণ, একজন হিতৈষী বন্ধু ও প্রতিবেশীরূপে লাভ করিয়াছিলাম। আমরা সে স্থানে নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম-কর্ম ও আল্লাহ্‌র ইবাদত করিয়াছি। তথায় কেহ কোনদিন আমাদের প্রতি কোন বেদনাদায়ক উক্তি করে নাই। পরম সুখে তথায় আমাদের দিনগুলি কাটিয়াছে।"

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একটি আকস্মিক ঘটনায় একদিন তাঁহারা খুবই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মা-উম্মে সাল্‌মা (রা) বলেন ঃ "হঠাৎ একদিন সংবাদ রটে, জনৈক হাবশী সদলবলে নাজাশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজধানী আক্রমণ করিবার

www.pathagar.com

জন্য আসিতেছে। নাজাশীও লোক-লস্কর লইয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। নীলনদ পার হইয়া তিনি শত্রুর মুকাবিলা করিলেন। এদিকে সাহাবাগণ দুর্ভাবনায় পড়িয়া রহিলেন। যদি নাজাশী পরাজিত হন, তবে নবাগত ব্যক্তি তাহাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করিবেন, কে জানে ? এদেশ হতে বিতাড়িত হইলে কোথায় আবার তাহারা আশ্রয় লইবেন।"

আলোচনাকালে সাহাবাগণের মধ্যে কেহ কেহ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"যদি কেহ যাইয়া যুদ্ধের অবস্থা কি তাহা একবার দেখিয়া আসিত!"

যুবাইর ইব্‌নে আওয়াম ছিলেন বয়সে তরুণ-যুবক। তাহা হইলে "আমি যাই" বলিয়াই তিনি একটি কলসী লইয়া রওয়ানা হইলেন। কলসীর সাহায্যে সাঁতরাইয়া যথাসময়ে তিনি বিশাল নীল নদের অপর পারে পৌছেন।

উম্মে সাল্‌মা (রা) বলেন, "আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে নাজাশীর জয় কামনা করিয়া দু'আ করিতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ যুবায়র দৌড়াইয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"সুসংবাদ, নাজাশীর জয় হইয়াছে।"

নাজাশীর ব্যবহার ও ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পাইয়া রাসূলে খোদা (সা) খুব প্রীত হন। জীবনে যদিও তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় নাই, তবুও আঁ-হযরত (সা) সর্বদা তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেন। অবশেষে তিনি ইন্‌তিকাল করিলে রাসূলুল্লাহ্ দূর হইতে অদৃশ্য জানাযা পড়িয়া তাঁহার রূহের মাগ্‌ফিরাতের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আঁ-হযরত (সা) সঙ্গীবর্গকে দেশান্তরে পাঠাইয়া আশা করিয়াছিলেন, হয়ত পাষাণদের মনে দয়ার উদ্রেক হইবে। কিন্তু অবস্থার একটুও পরিবর্তন ঘটিল না। অবশিষ্ট মুসলমানদের উপর তাহাদের নির্যাতন ও নিষ্পেষণ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। চতুর্দিকে নিরাশার ছায়া। দিশাহারা হইয়া একদিন মাহ্‌বূবে খোদা (সা) আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠাইলেন। কাহারো বিরুদ্ধে নয়—কাহারো অমঙ্গল কামনা করিয়াও নয়। বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে এই আরযই করিলেন— যেন তিনি বিরোধী দলের এমন একজন শক্তিশালী লোককে ইসলামের ছায়াতলে আনিয়া দেন, যাহাতে মুসলমানদের শক্তি ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং বিরোধী দল সেই পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়ে।

আঁ-হযরত (সা) চেষ্টার কোন ত্রুটিই করেন নাই। কিন্তু মানুষকে পথে আনা না-আনা একমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে। জনসাধারণ আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণে ক্রমেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল বটে, কিন্তু প্রধানরা নানা অজুহাতেও অলীক সন্দেহবশত শত্রুতা হইতে বিরত হইলেন না। এ সকল প্রধানের মধ্যে সুনাম ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়া দুইজন ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। উভয়েরই নাম ছিল উমর। একজন উমর ইব্‌নে খাত্তাব, অপরজন ছিলেন উমর ইব্‌নে হেশাম (আবূ জেহ্‌ল)। আঁ-হযরতের করুণাচক্ষে একদিন উভয় উমর ভাসিয়া উঠেন। তিনি দু'আ করিলেন, "আল্লাহ্‌! অন্তত এই দুইজনের যে কোন একজনকে দাও—আমার কিছুটা শক্তি বৃদ্ধি হউক।"

বিরোধীদের ভীষণ অত্যাচারের ফলে মুসলমানগণের পক্ষে সে সময় প্রকাশ্য চলাফেরা করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। আঁ-হযরত (সা) সঙ্গীবর্গকে লইয়া প্রায়ই সাফা পাহাড়ের পাদদেশস্থ আকরামের বাড়িতে সংঘবদ্ধভাবে অবস্থান করিতেন।

একদিন সাহাবাগণকে লইয়া নবীয়ে করীম (সা) নানা বিষয়ের উপর আলোচনায় রত ছিলেন। শত্রুদের ভয়ে ঘরের দরজা তখন অর্গলাবদ্ধ। এমন সময় হযরত উমর (রা) দরজা ঠুকিয়া আওয়াজ দিলেন।

উমরের আওয়াজ। সর্বনাশ! অনেকেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একজন উঠিয়া দরজার ছিদ্রপথে চাহিয়া দেখেন, উমর উন্মুক্ত তরবারি স্কন্ধে লইয়া ভয়ঙ্কর মূর্তিতে বাহিরে দণ্ডায়মান। আঁ-হযরতকে তিনি অবস্থা জানাইলেন, ভয়ে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

www.pathagar.com

উমরের হঠাৎ তথায় উপস্থিতির কারণ হইল ঃ

একদিন কা'বা ঘরের পার্শ্বে অনুষ্ঠিত এক মসজিদে আবূ জেহ্ল ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদের মাথা কাটিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে ১০০ উট ও ৪০ হাজার দেরহাম পুরস্কার দিবেন।

ইহা শুনিয়া মহাবীর উমর (রা) বলিয়া উঠেন, "আমি আনিব।" উমরের মত মানুষের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে না। আবূ জেহ্ল তাই আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া লাত ও উয্যার কসম খাইয়া বলিল—"যাও, ১০০ উট আমি দিবই।"

উমর (রা) কোষমুক্ত তরবারি কাঁধে লইয়া সক্রোধে রওয়ানা হন। উদ্দেশ্য, আকরামের বাড়ি যাইয়া মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার প্রধান প্রধান সাহাবাগণকে আজ চিরবিদায় দিবেন। পথিমধ্যে নাঈ'ম ইব্নে আবদুল্লাহ্র সঙ্গে (কাহারও মতে সাদ ইব্নে আবী ওয়াক্কাসের সঙ্গে) তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "উমর! এভাবে কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছ?"

উমর (রা) উত্তর করিলেন ঃ "মুহাম্মদ ধর্মদ্রোহী হইয়া গিয়াছে। কুরাইশীদের মধ্যে সে মহা কেলেঙ্কারী ও বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের ধর্ম ও প্রভুদিগকে সে গালি দেয়। তাই যাইতেছি, তাহাকে হত্যা করিব।"

না'ঈম হাসিয়া বলিলেন ঃ "তুমি ধোকায় পড়িয়াছ উমর। বনি আব্দে মনাফ তোমাকে ছাড়িয়া দিবে ভাবিয়াছ?" ইহাতে উমর ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন— "মনে হয় তুইও বিধর্মী হইয়াছিস। তবে দাঁড়া, তোকেও নিপাত করিয়া লই।" উভয়ই তরবারি লইয়া প্রস্তুত হইলেন। এই সময় হঠাৎ না'ঈম বলিলেন— "মুহাম্মদকে কেন? আগে তোমার ঘরের খবর লও!"

উমর (রা) জানিতেন না যে, তাঁহারই আপন ভগ্নি ফাতেমা ও তাঁহার স্বামী ইতিমধ্যে মুসলমান হইয়াছেন। তিনি ইহা কোন দিন চিন্তাও করেন নাই যে, ফাতেমার ঘরে আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণী ঝঙ্কৃত হইতেছে। তাই উমর শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ঘরে আবার কে কখন ইসলাম গ্রহণ করিল?

না'ঈম বলিলেন, "তোমাদের জামাই (চাচাত ভাই) সা'ঈদ ইব্নে যায়েদ ও তোমার ভগ্নি ফাতেমা।"

উমরের সর্বশরীরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধান্ধ মাতালের ন্যায় তিনি ভগ্নির বাড়ির দিকে ছুটিয়া গেলেন। সে স্থানে পৌঁছিয়া তিনি দেখিতে পান, ঘরের দরজা বন্ধ—ভিতরে কিসের একটা গুঞ্জন রব। কান পাতিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, মিষ্টি সুরে কে জানি কি পাঠ করিতেছে।

উমর হাঁক দিলেন, "দরজা খোল্—ঘরে কে?"

www.pathagar.com

কি বিপদ! এই যে একেবারে যমদূত। ভয়ে সকলের আত্মা শুকাইয়া গেল। খাব্বাব (রা) প্রায়ই গোপনে আসিয়া ইহাদের উভয়কে নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। আজও তিনি হাতে সূরা 'তা-হা' খানি লইয়া তাঁহাদিগকে শুনাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। উমরের ডাকে ভীতি-বিহ্বল হইয়া তিনি ঘরের এক কোণে লুকাইলেন। কিন্তু তাড়াহুড়ায় সূরাখানি সঙ্গে নিতে পারিলেন না। ফাতেমা (রা) উহা সামলাইয়া লইলেন এবং কম্পিত হস্তে দরজা খুলিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আসন্ন বিপদাশঙ্কায় উভয়ের অন্তর দুরু দুরু করিতে লাগিল।

"কিসের গুন্ গুন্ আওয়াজ শুনিলাম ?" উমর গর্জিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "কিছুই না তো, শুনিবেন আবার কি?'

এবার উমর (রা) আরও কঠোর কণ্ঠে বলিলেন— "নিশ্চয়ই কিছু একটা হইবে। আমি সংবাদ পাইয়াছি, তোমরা মুহাম্মদের ভক্ত এবং অনুগত হইয়া পড়িয়াছ। তোমাদের এতই স্পর্ধা ?" ইহা বলিয়াই তিনি ভগ্নিপতি সা'ঈদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া গলা টিপিয়া ধরিলেন। স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য ফাতেমা আগাইয়া আসিয়া ভাইয়ের হাত ধরিলে উমর (রা) বোনকেও প্রহার করিলেন। ইহার ফলে ফাতেমার মাথা ফাটিয়া যায় এবং তাঁহার শরীর বাহিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। বোনের রক্ত দেখিয়া উমরের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। কেনই বা হইবে ? হাজার হইলেও আপন সহোদরা।

অপরপক্ষে এইভাবে প্রহৃত হওয়ার ফলে যেন ফাতেমা ও সা'ঈদের ঈমানী জোশ পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল। দীপ্তকণ্ঠে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। আপনার যাহা মর্যি করুন। আমরা ইহা কখনও ছাড়িব না।"

আপন কার্যকলাপের জন্য উমর (রা) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রশমিত হইয়া পড়ে। ভগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা পাঠ করিতেছিলে, তাহা আমাকেও একটু পড়িয়া শুনাও। মুহাম্মদ কেমন জিনিস লইয়া আসিয়াছে তাহা আমাকে একবার দেখাও।"

ফাতেমা বলিলেন— "ভাই, উহা আপনার হাতে দিতে ভয় হয়।" উমর প্রভুদের নামে হলফ করিয়া বলিলেন, "আমি কিছুই করিব না। একবার মাত্র দেখিয়া ফেরৎ দিয়া দেব।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে তখন ইসলামের প্রতি ভক্তি প্রকাশ পাইতেছিল।

ফাতেমা বলিলেন, "আপনি মুশ্‌রিক—অপবিত্র! পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া ইহা কেহ স্পর্শ করিতে পারে না।" উমর (রা) তৎক্ষণাৎ গোসল করিয়া আসিলেন। অতঃপর ফাতেমা কুরআনের অংশখানি তাহাকে দিলে তিনি শ্রদ্ধা সহকারে উহা হাতে তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন ঃ

www.pathagar.com

طٰهٰ - مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى .....

নির্বিষ্ট মনে তিনি একটি একটি শব্দ পড়েন, আর মধ্যে মধ্যে ভাবাবেগে বলিয়া উঠেন—"কি চমৎকার কথা! কি মহান বাণী!" পড়িতে পড়িতে যখন اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ * পর্যন্ত গেলেন, দরদর করিয়া তাঁহার চোখ দুইটি হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে—মনের গতি সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন— "আমাকে মুহাম্মদের কাছে লইয়া চল!"

উমরের উক্তি শুনিয়া খাব্বাব (রা) পালঙ্কের নিম্ন হইতে সহাস্যে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "উমর! আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলে খোদার দু'আ তোমাকে পাইয়াছে। গত রাত্রে আমি শুনিয়াছি, আঁ-হযরত (সা) দু'আ করিতেছিলেন— "হে আল্লাহ্! আবূ হেকাম (আবূ জেহ্‌ল) কিংবা উমর যাহাকে তোমার পছন্দ হয়, আমাদের দলভুক্ত করিয়া দিয়া ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি কর! (তিরমিযী)

ইহা শুনিয়া উমর বলিলেন—"ভাই খাব্বাব! মুহাম্মদের সন্ধান আমাকে বলিয়া দাও। আমি এখনই তাঁহার কাছে যাইয়া মুসলমান হইব।"

হযরত খাব্বাব বলেন, "তিনি সাফার পাদদেশে সাহাবাগণকে লইয়া আরকামের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন।"

উমর তখনই তরবারি হাতে সাফার পথ ধরেন। তিনি আজ নূতন আলোর সন্ধানে উন্মত্তপ্রায় অন্যমনস্কভাবে ধ্যান তন্ময় হইয়া পথ চলিতে চলিতে কিছুক্ষণ পরেই গন্তব্যস্থানে উপনীত হন। অপর কেহ নহেন, স্বয়ং উমর (রা)-এর মত একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবারি হাতে উপস্থিত! এই দৃশ্য দেখার পর কাহার অন্তরে শঙ্কা না জাগিবে ? তাই তাহাকে দেখা মাত্রই সাহাবাগণ বিচলিত হইয়া পড়েন। পরস্পরের প্রতি পরস্পর তাকাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কানাঘুষাও চলিতে থাকে। আঁ-হযরত (সা) প্রশান্ত বদনে উপবিষ্ট ছিলেন। সাহাবাগণের আতঙ্কভাব দেখিয়া বীরবর হযরত হাম্‌যা (রা) সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "হউক না উমর। ভয় কিসের ? তাহাকে আসিতে দাও। যদি সৎ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়া থাকে, তবে তাহারই মঙ্গল। আর যদি কোন অসদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকে তবে তাহারই তরবারির সাহায্যে উহার ফয়সালা হইবে।"

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অনুমতি প্রদান করিলেন। দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। উমর ধীরপদে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় আঁ-হযরত (সা) স্বয়ং দ্বারপ্রান্তে যাইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার চাদরের বন্ধনী ধরিয়া সজোরে টানিয়া বলিলেন— "কি উদ্দেশ্যে আসা হইল উমর?"

www.pathagar.com

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ্-প্রেরিত সবকিছুর উপর ঈমান আনিবার জন্যই আমি আসিয়াছি।"

উমর (রা)-এর উত্তর শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) যারপরনাই আনন্দিত হইয়া সজোরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি করিলেন। সাহাবাগণও সমস্বরে ধ্বনি তুলিলেন। মুহূর্তের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' শব্দে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষে জুম'আ বারে ৩৭ বৎসর বয়সে উমর (রা) ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

ইসলামের মহাদুর্যোগের দিনে এই ঘটনা কত উৎসাহব্যঞ্জক, তাহা তৎকালীন অবস্থায় প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কেহ বুঝিবেন না। তাই হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ একদিকে দুর্বল মুসলমানদিগকে যেমন উল্লসিত করে, অপরদিকে তেমনি শত্রুর কেল্লায় উহা হানিয়াছিল ভীষণ আঘাত। তাহাদের শক্তি ও সাহসকে করিয়া দিয়াছিল স্তিমিত।

বিপক্ষ শক্তি তখন চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। মাত্র কিছুদিন পূর্বে হযরত হাম্‌যা (রা) দলত্যাগ করেন। অতঃপর উমরের মত লোকও হাতছাড়া হইয়া গেলেন। ইহা ভাবিতেও যেন তাহাদের শরীর জ্বলিয়া উঠে। উমরের ইসলাম গ্রহণ সত্যই এক অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। সূর্য দিক পরিবর্তন করিতে পারে, কিন্তু ইসলামের প্রতি উমরের বিরোধিতা হ্রাস পাইতে পারে না— এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল। আ'মের ইব্‌নে রবীয়া একদিন কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন ঃ "উমরের গাধারও যদি সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে, তবুও উমর তাহা করিবেন না।" আর আজ সেই উমরই ইসলামের শক্তি বাড়াইয়া দিলেন।

এতদিন কোন মুসলিম প্রকাশ্যে কিংবা কা'বা প্রাঙ্গণে নামায পড়িতে সাহস পান নাই। উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু আরয করিলেন, "হুযূর! মুশ্‌রিকরা প্রকাশ্যে লাত—উয্‌যার ইবাদত করে, আর আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিব তাহাও লুকাইয়া ? আঁ-হযরত বলিলেন— "তাহা তুমি পারিবে! যাও— সকলকে লইয়া তথায় নামায পড়িয়া আস।"

প্রথম দিনই উমর (রা) দুই সারি সংখ্যক মুসলমান লইয়া গেলেন। এক সারির সম্মুখে তিনি নিজে অপরটির সম্মুখে বীরবর হাম্‌যা (রা) রহিলেন। আঁ-হযরতও চলিলেন তাঁহাদের সঙ্গে। এরূপে ক্ষুদ্র মুসলিম দলসহ সকলের চোখের সামনে দাঁড়াইয়া উমর সদলবলে নামায পড়িলেন। এক্ষণে বাহাদুরীর সাথে মুসলমানরা চলাফেরা করিতে শুরু করিলেন। উমর (রা) প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "আমি মুসলমান হইয়াছি। কোন বাহাদুর থাকে ত, কাছে আস। যদি কেহ আপন সন্তান-সন্ততিকে ইয়াতিম ও স্ত্রীকে বিধবা করিতে চাও তবে আস এবং আমাকে বাধা দাও।" কিন্তু এতটুকুতেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই, অধিকন্তু কুরাইশী প্রধান সর্দারদের বাড়ি বাড়ি যাইয়া এই ধরনের বহু কথা বুক ফুলাইয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

ফারূক বংশীয় জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, "ইসলাম গ্রহণের পরদিন ভোরে হযরত উমর (রা) আবূ জেহ্লের বাড়িতে যাইয়া হাযির হন। তিনি তাঁহাকে দেখা মাত্রই "মারহাবা—শুভাগমন" ইত্যাদি বলিয়া সাদর অভ্যর্থনা জানান। হযরত উমর (রা) বলিলেন, "একটি সংবাদ দিতে আসিয়াছি, শুনিয়া রাখ। আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর ঈমান আনিয়াছি"— ইহা শুনিয়াই আর কোন কথা নাই "দুর দুর, খোদা তোর অমঙ্গল করুন" বলিয়া আবূ জেহ্ল দরজা বন্ধ করিয়া দেন।

হযরত উমর (রা)-কে লইয়া মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াইল পুরুষ সর্বমোট চল্লিশ জন ও মহিলা এগার জন। ইহার পর কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই হাব্শ হইতে আমর ইব্নে আ'স ও আবদুল্লাহ্ বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহারা নিজেদের চরম ব্যর্থতা ও অবমাননা তদুপরি মুসলমানদের তথায় পরম সুখে বসবাসের সংবাদও জানায়।

ক্রোধে, দুঃখে ও ক্ষোভে শত্রুরা যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। সুযোগ পাইলেই যেন তাহারা এই নূতন জাতিটিকে আস্ত গিলিয়া ফেলিবে। কিন্তু রাখে আল্লাহ্ মারে কে ? অন্তরে দারুণ বেদনা এবং অশেষ দুঃখ ও বিষাদের ভিতর দিয়া তাহাদের দিনগুলি কাটিতে থাকে।

ইহার কিছুদিন পর দেশত্যাগী সাহাবাগণ তিন মাস কাল আবিসিনীয়ায় পরম সুখে দিন যাপন করিয়া শাওয়াল মাসে মক্কা ফিরিয়া আসেন।

www.pathagar.com

সীমাহীন বিপদ

নবুয়তের সপ্তম বর্ষ। কুরায়শী পাষণ্ডরা তাহাদের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। কিন্তু ইসলামকে ধ্বংস করিতে তাহাদের পক্ষ হইতে যত চেষ্টা, তদ্‌বীর, ফন্দী ও কৌশল করা হইতেছিল, ততই উহার মর্যাদা ও শক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছিল। অতঃপর আর কি উপায়ে ইসলাম ও মুসলমানদিগকে পদদলিত করা যায় — দুষ্টদের মন অহরহ এই দুশ্চিন্তায় পূর্ণ থাকিত।

একদিন সকলে একত্রিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করে যে, তাহার বনি আবদুল মোত্তালিব ও বনি হাশিমের কাছে দাবি জানাইবেন, যেন মুহাম্মদকে তাহাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দেয়। তাহারা অতঃপর মুহাম্মদ (সা)-কে কতল করিবে।

বনি মুত্তালিব তাহাদের এই প্রস্তাবটি মানিয়া হইল না, উপরন্তু গোপনে নিজেরা সঙ্গবদ্ধ হইতে থাকে। ইহাতে কুপিত হইয়া শত্রুরা সঙ্কল্প করিল যে, মুহাম্মদ (সা)-কে পাইলে তাহারা প্রকাশ্যে কতল করিবে।

আবূ তালিব এই সংবাদ পাইয়া বনি হাশিম ও বনি মোত্তালিবের সকলকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, "চল আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে লইয়া "শেয়াবে" (সুরক্ষিত পার্বত্য ঘাঁটি) চলিয়া যাই। কিছুতেই মুহাম্মদ (সা)-কে শত্রুর হাতে মরিতে দেওয়া যাইতে পারে না।"

একমাত্র আবূ লাহাব ছাড়া সকলেই তাঁহার ডাকে সাড়া দিল। স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে গোত্রদ্বয়ের প্রত্যেকটি লোক আবূ তালিবের উপরোক্ত ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

অবরোধ ঃ কুরাইশগণ যথাসময়ে জানিতে পারিল, হাশিম ও মুত্তালিব গোষ্ঠী ধর্মাধর্ম ভুলিয়া গিয়া বিনা বিচারে মুহাম্মদ (সা)-কে আশ্রয় দান করিয়াছে। উপরন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্যই সকলে ঐ ঘাঁটিতে আত্মগোপনও করিয়াছে। ইহাতে তাহাদের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। সকলে মিলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল, এই গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে লেনদেন, বেচাকেনা ও বিবাহ-সম্বন্ধ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিবে। তাহারা মনে করিল, ইহার ফলে নিরুপায় হইয়া তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে।

ইহার পর অঙ্গীকারের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করিয়া উহা কা'বা ঘরে টাঙ্গাইয়া তাহারা উহাকে আরও পাকাপাকি করিয়া লয়।

www.pathagar.com

কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া ঘাঁটির উপর কড়া নযর রাখিবার জন্য শত্রুরা উহার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করিতে থাকে। ঘাঁটির লোকজন কোন জিনিসপত্র ক্রয় করিতে গেলে, কেহ তাহাদিগকে দিত না। পাছে কোন ব্যবসায়ী তাহাদের কাছে কিছু বিক্রয় করে, এই আশংকায় তাহারা পথিমধ্যেই বাহির হইতে আগত ব্যবসায়ীদের সমস্ত জিনিসপত্র খরিদ করিয়া লইত।

আত্মীয়তার খাতিরে কেহ সামান্য কিছু তরি-তরকারী পাঠাইলেও পাষণ্ডরা পথে বাধা দিয়া দাঁড়াইত। কাহারও সঙ্গে একটু কথা বলিবার জো ছিল না। এমনকি ঘাঁটির ভিতর হইতে কেহ বাহিরে আসিলে তাহাকে বেদম প্রহার করিত।

একদা হযরত খাদীজা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম ইবনে হেযাম গভীর রাত্রে গা'ঢাকা দিয়া ঘাঁটির অতি নিকটবর্তী হন। সঙ্গে ছিল তাঁহার গোলাম এবং চাচীর জন্য এক বস্তা গম।

হঠাৎ আবূ জেহ্ল তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি বুঝি গোপনে খাবার পাঠাইয়া থাক ? দাঁড়াও, তোমাকে মক্কাবাসীদের সামনে অপমানিত না করিয়া ছাড়িব না।"

আবুল বুখ্তারী ছিলেন কাছে। শোরগোল শুনিয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "তোমাদের হইল কি ?"

ক্রোধান্বিত আবূ জেহ্ল উত্তর করিল, "দেখ এই বিশ্বাসঘাতক চুরি করিয়া গম দিয়া মুসলমানদের সাহায্য করে।"

হাকীম বলিলেন ঃ "না ভাই, এই গম আমার চাচীরই। আমার কাছে আমানত রাখা ছিল। এই দুর্দিনে যদি না দিতে পারিলাম, তবে আর কখন দিব ?"

আবূ জেহ্ল আরও চেঁচাইয়া বলিল, "না—না—ওসব বুঝি না।"

আবুল বুখ্তারী বলিলেন, "চাচীর আমানত দিবে, ইহাতে দোষের কি আছে ? আমানতী জিনিস বুঝাইয়া দিবে, ইহাতেও তোমরা বাধা দিবে ? যাও, তাহাকে ছাড়িয়া দাও।" আবূ জেহ্ল তবুও নিরস্ত হইল না। আবুল বুখ্তারীর ইহা সহ্য হইল না। তিনি মৃত উটের একটি মাথা তুলিয়া লইয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন আবূ জেহ্লের মাথায়।

ঘাঁটি বেশ সুরক্ষিত ছিল বটে। কিন্তু দারুণ খাদ্যাভাব, তদুপরি শত্রুদের হুমকির দরুন সকলে সর্বদা শঙ্কিত থাকিত। আবূ তালেব তাই প্রত্যেক দিন শুইবার সময় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ভিন্ন বিছানায় পাঠাইয়া দিয়া নিজের কোন ছেলেকে তাঁহার বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতেন।

এইভাবে মুসলমানগণ ঘাঁটির মধ্যে ভয়ে ও অনাহারে অশেষ কষ্টের ভিতর দিয়া দিন যাপন করেন। একদিন নয়, দুইদিন নয়—দিনের পর দিন যাইতে থাকে। সে

www.pathagar.com

সময় তাঁহাদিগকে গাছের পাতা খাইয়া দিন কাটাইতে হইতেছিল। ক্ষুধার জ্বালায় বালক-বালিকারা প্রায়ই ক্রন্দনের রোল তুলিল। স্ত্রীলোকদের হা-হুতাশে চারিদিক বিষণ্ন হইয়া উঠিত। এদিকে সাহাবাগণের উপরও শত্রুদের নির্মম অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

দ্বিতীয় হিজ্‌রত ঃ এই অবস্থা দেখিয়া মাহ্‌বূবে খোদা (সা) দ্বিতীয়বার সাহাবাগণকে আবিসিনীয়ায় হিজ্‌রত করিবার অনুমতি দেন। এইবার ৮ জন পুরুষ ও ১৭ জন মহিলার এক কাফেলা নবুয়তের সপ্তম বর্ষে হিজ্‌রতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। ইয়ামন হইতেও একদল মুসলিম তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আবূ মুসা আশ্‌য়ারী (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুও অতীষ্ঠ হইয়া একদিন হিজরতের উদ্দেশ্যে হাব্‌শ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মক্কা হইতে ইয়ামানাভিমুখে পাঁচ দিনের পথ চলার পর বারকুল গামাদ নামক স্থানে পৌঁছিলে, হঠাৎ সেখানে ইব্‌নে দাগান্নাহ্‌র সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়! ইব্‌নে দাগান্নাহ্‌ ছিলেন কা'ররা গোত্রের নেতা। তিনি বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাইতেছেন ?"

হযরত আবূ বকর (রা) উত্তর করিলেন, "আমার স্বজাতির উৎপীড়নে অসহ্য হইয়া আমিও দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছি। যে স্থানে যাইয়া একটু সুখে শান্তিতে আল্লাহ্‌কে ডাকিতে পারিব তেমন কোন স্থানের খোঁজে বাহির হইয়াছি।

ইব্‌নে দাগান্নাহ্‌ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি! আপনি দেশ ছাড়িয়া যাইবেন ? না—ইহা কখনও হইতে পারে না। আপনার মত সদয়-সহৃদয়, অতিথিপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন ? আমি কিছুতেই ইহা হইতে দিতে পারি না। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাকে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করিলাম।"

হযরত আবূ বকর (রা) অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং সেই বাড়িতে মসজিদরূপে একটি ঘর নির্দিষ্ট করিয়া লইয়া দিবা-রাত্রি ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াতে মশ্‌গুল রহিলেন। তাঁহার সুমধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত সেই মহল্লার মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। মেয়েছেলেরা সদা আসিয়া ভীড় করিয়া তন্ময় হইয়া উহা শুনিত। শেষ পর্যন্ত মেয়েছেলেরা হাতছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে সকলে মিলিয়া একদিন ইব্‌নে দাগান্নাহ্‌কে বলিল, "তুমি আবূ বকরকে আশ্রয় দিয়াছ। তিনি আমাদের লোকজনকে পথভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িবেন দেখিতেছি—তাঁহাকে বারণ কর।"

ইব্‌নে দাগান্নাহ তাঁহাকে তিলাওয়াত হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন, "তোমার আশ্রয় চাই না, আল্লাহ্‌র আশ্রয়ই আমার যথেষ্ট। আমি আমার প্রাণপ্রিয় কুরআন তেলাওয়াত কখনও ছাড়িতে পারিব না।"

www.pathagar.com

অবরোধ ভঙ্গের সূচনা ঃ বনি মোত্তালিব ও বনি হাশেমের অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখিয়া বহু সহৃদয় ব্যক্তি অন্তরে বেদনানুভ করিতেছিলেন। কিন্তু এই হৃদ্যতা ও সমবেদনা প্রকাশ করিবার কোন উপায় ছিল না।

একদিন হাশেম ইব্‌নে আ'মর বেদনা-ভারাক্রান্ত মন লইয়া বাহির হইলেন। উদ্দেশ্য, ইহার কোন সুরাহা করা যায় কি না দেখা। তিনি প্রথমে যুহাইর ইবনে আবী উমাইয়ার নিকট গেলেন। যুহাইর ছিল মোত্তালিবের মেয়ের দিক দিয়া নাতি। ক্রোধের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কি হে যুহাইর! তোমরা দিব্যি খাইতেছ, পরিতেছ, বিবাহ-শাদীও চলিতেছে। আর তোমার মামাদের খাওয়া নাই—পরা নাই, নিজেদের মেয়ে-ছেলে লইয়া বসিয়া আছে। কোন পাত্রের খোঁজ নাই, পাত্রী চাহিলেও কেহ দেয় না। ইহাতে তোমাদের মনে একটুও কি দুঃখ ও দয়াদরদ জাগে না ? আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, আজ যদি আবূ জেহ্‌লের মামারা এমন বিপদে পড়িত, তবে সে কখনও আমাদের সঙ্গে থাকিত না।"

এ কথায় যুহাইরের চেতনা হইল। সে বলিল, "সত্যি ভাই, কিন্তু কি করি বল। আমি একা। যদি আমার সাথী পাইতাম, তবে ঐ অঙ্গীকার পত্রখানি ছিড়িয়া ফেলিতাম।"

হাশেম ইব্‌নে আমর বলিলেন, "যাও, একজন সাথী তুমি পাইয়াছ, সে তোমার সঙ্গে আছে।"

যুহাইর— 'কে?'

হাশেম—'আমি।'

যুহাইর ইহাতে খুবই প্রীত হইয়া আরও সঙ্গী সংগ্রহ করা যায় কি না তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়ে মুত্‌য়েমের কথা। তিনিও ছিলেন একজন খুব সদাশয় ব্যক্তি। উভয়েই মুত্‌য়েম ইব্‌নে আদীকে যাইয়া ধরিল। তাঁহারা তাঁহাকে বলিল, "কি ভাই, তোমার চোখের সম্মুখে কুরায়শী দুইটি ক্বীলা তিল তিল করিয়া মরিতে চলিয়াছে। অথচ কুরায়শীদের বন্ধু হইয়াও তোমার কি একটুও দুঃখ লাগে না।"

মুত্‌য়েম অনুতাপ সহকারে বলিলেন— "বুঝি ভাই। কিন্তু কি করা যায় ? সারাদেশ একদিকে আর আমি একা। একা কিছু বলিলেই কিবা আর হইবে ? আর কাহাকেও সঙ্গে পাইব বলিয়া ত মনে হয় না।"

উত্তর—'না, আছে।'

প্রশ্ন—'কে'?

উত্তর—'যুহাইর।'

মুত্‌য়েম সহাস্যে বলিলেন— "আর কাহাকেও পাওয়া যায় কিনা দেখ।"

উত্তর—'আরও আছে।'

www.pathagar.com

প্রশ্ন—'কে ?'

হাশেম বলিলেন ঃ 'আমি।'

ইহার পর তিনজন একত্রে চতুর্থ ব্যক্তির সন্ধানে বাহির হইলেন। আবুল বুখ্তারীও এই পৈশাচিক কার্যের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার কাছে যাইয়া কথাটি বলা মাত্র তিনি উৎসাহের সহিত তাঁহাদের দলে যোগ দেন।

এমনিভাবে পঞ্চম নম্বরে আসেন যুমআ'। অতঃপর আরও ২/৪ জন তাঁহাদের দলে যোগদান করে। সেই রাত্রিতেই মক্কার কোন এক টিলায় গমন করিয়া সকলে পণ করিলেন, যেভাবেই হউক ঐ অঙ্গীকার পত্রখানি ছিড়িয়া ফেলিতেই হইবে।

যুহাইর বলিয়া উঠিলেন— "আমিই প্রথম যাইব এবং কোন তর্ক বা বাধার সম্মুখীন হইলে উহার জওয়াবও আমি দিব।"

তদনুসারে সকলেই প্রস্তুত হইয়া রহিলেন—পর দিবস প্রাতে তাঁহারা সদলবলে কা'বা ঘরে যাইয়া এই কাজ সমাধা করিবেন।

এদিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিব্রাঈল মারফৎ সংবাদ পাইয়া চাচা আবূ তালিবকে জানান, উক্ত অঙ্গীকার পত্রখানি উইপোকা এমনভাবে খাইয়া ফেলিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহ্র নাম ব্যতীত উহাতে আর কোন লেখা অবশিষ্ট নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে কাফির সর্দারগণ যথারীতি কা'বার পার্শ্বে বসিয়া জটলা পাকাইতেছিলেন। আবূ তালিব তখন অদূরে একাকী উপবিষ্ট। এমন সময় হাশেম প্রমুখ ছয় জন লোক আসিয়া প্রথমে কা'বার তওয়াফ করিলেন। পরে যুহাইর সর্দারদের মজ্লিসে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"হে মক্কাবাসী! আমরা দিব্য খাবার খাইব, পোশাক পরিব, আর বনি হাশেম না খাইয়া মরিয়া যাইবে। কোন জিনিসপত্র যে কিনিবে তাহাও পারে না। বেচিতে গেলে একজন খরিদ্দারও থাকে না। এ কেমন বর্বরতা ? আমি তোমাদের ঐ অন্যায় ও অসঙ্গম অঙ্গীকার পত্রখানি না ছিড়িয়া ফেলিয়া আজ আসন গ্রহণ করিব না ?"

আবূ জেহ্ল মজ্লিসের এক কোণ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কখনও ছিড়িবে না— কেন মিথ্যা কথা বল ?"

যুমআ' এবার গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"তুই মিথ্যাবাদী। তোর ঐ অঙ্গীকারপত্রের আমরা পক্ষপাতী নই। যা ইচ্ছা তাই তুই করিবি ? যা মনে আসে তাহাই লিখিবি ?"

আবুল বুখ্তারীও আগাইয়া যাইয়া বলিলেন, "যুমআ' ঠিকই বলিতেছে। আমরাও এমন অমানুষিকতার পক্ষপাতী নহি।" পশ্চাৎ দিক হইতে মুত্য়েমও সায় দিয়া বলিলেন, "তাহারা উভয়ই যথার্থ কথা বলিয়াছে। ঐ পৈশাচিকতার মধ্যে আমরাও নাই — আল্লাহ্ মাফ করুন।"

www.pathagar.com

আবূ জেহ্ল মহা বিভ্রাটে পড়িয়া কি জানি বলিতেছিলেন; এমন সময় আবূ তালিব সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে কুরাইশী নেতৃবৃন্দ! তোমাদের অঙ্গীকার পত্রখানি আন ত একবার দেখি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে বলিল, আল্লাহ্র নামটুকু ছাড়া পত্রখানির সবই উইপোকা খাইয়া ফেলিয়াছে। যদি বাস্তবিকই তাহা হয়, তবে সত্যই সে নবী। তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বর্জন নীতি ত্যাগ কর। কেন অনর্থক আমাদিগকে কষ্ট দিবে ? আর যদি মিথ্যা হয়, তবে আমি মিছামিছি তাহাকে লইয়া আর কষ্ট করিব না। তাহাকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দিব।"

বিরোধীদের সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। অবশেষে দেখা গেল—আঁ-হযরতের কথাই ঠিক। বাস্ আর কথা কি ? তখনই যুম্আ' ও তাহার অপরাপর সঙ্গীবর্গ উহা ছিড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। সামান্য তর্ক-বিতর্কের পর আবুল বুখতারী উক্ত অঙ্গীকার পত্রখানি ছিড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু চির-হতভাগ্যরা এমন একটি সত্যেরও মর্যাদা দিল না। আবার তাহারা উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়। তিনটি বৎসর অসহনীয় কষ্ট ভোগের পর নবুয়তের দশম বর্ষে আবূ তালিব গোত্রদ্বয়ের প্রায় অর্ধমৃত লোকজনকে লইয়া ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসেন।

এই প্রসঙ্গে মাওলানা যাকারিয়া সাহেব একান্ত দুঃখের সহিত একটি কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি হেকায়াতে সাহাবাতে লিখেন—

"আমরা যাঁহাদের নাম ভাঙ্গাইয়া বলিয়া থাকি যে, আমরাও মুসলমান —আমরাও তাঁহাদেরই অনুসারী, তাঁহাদের বিপদ-আপদ ও কষ্ট ভোগের কথা চিন্তা করুন।"

"অনেকে ইসলামকে সাহাবাগণের সময়কালীন ইসলামের ন্যায় উন্নত ও সমৃদ্ধ করিবার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাহাদের একটু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সাহাবাগণ ধর্মের জন্য যত ত্যাগ ও কুরবানী করিয়াছেন, উহার তুলনায় আমরা ইসলামের জন্য—ধর্মের খাতিরে কতটুকু কি করিয়াছি ?

"চেষ্টা, ত্যাগ ও সাধনা অনুপাতেই কামিয়াবী লাভ হইয়া থাকে। আজকাল আরাম-আয়েশই আমাদের প্রিয় বস্তু। ধর্মকে ভুলিয়া দুনিয়া লাভের জন্য আমরা অমুসলিমদের সঙ্গে পাল্লা দিব কিংবা তাহাদের সমানে সমানে চলিব। আর মুখে বলিব—'চাই তরক্কীয়ে ইসলাম।' ইহা হইতে পারে না।"

কবি বলেন —

ترسم بکعبۃ نرسی اے اعرابی
کیں رہ کہ تو میروی بترکستانست -

"হে বেদুইন! আমার ভয় হইতেছে যে, তুমি কা'বা পৌঁছিতে পারিবে না। কেননা, যে পথ তুমি ধরিয়াছ, উহা তুর্কিস্তানে গিয়াছে।"

www.pathagar.com

দুর্যোগের মধ্যে আঁ-হ্যরত (সা)-এর কর্মতৎপরতা

কুরাইশী কাফিরদের বর্জন নীতির ভিতর দিয়া মুসলমানদের পূর্ণ তিনটি বৎসর কাটে। এই সময়ে তাঁহারা অশেষ কষ্ট ভোগ ও অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। তবুও কর্তব্যের খাতিরে আঁ-হ্যরত (সা) একদণ্ড বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। সব সময় প্রাণনাশের আশংকা থাকা সত্ত্বেও তিনি দিবা-রাত্রি কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে প্রচার কার্যে রত থাকিতেন। এমন কি যাহারা প্রাণের শত্রু ছিল, সময় সময় তাহাদের কাছে যাইয়াও তিনি তাহাদিগকে সত্যের বাণী শুনাইয়া ইসলামের প্রতি আহবান জানাইতে মোটেই দ্বিধা করেন নাই।

ব-ফয্‌লে খোদা শত্রুরা মাহ্‌বুবে খোদার গায়ে হাত দিবার কোন সুযোগই পায় নাই। তাই অন্তরে অন্তরে তাহারা জ্বলিয়াছে আর নানাভাবে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কিংবা কুরআনের বিষয়বস্তুর বিরূপ সমালোচনা করিয়া তাঁহার অন্তরে ব্যথা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। আঁ-হ্যরত (সা) স্থৈর্য ও ধৈর্যের সাথে তাহাদের বিরোধিতার মুকাবিলা করিয়াছেন। যুক্তি ও সারগর্ভ উক্তি দ্বারা তাহাদের কথার জওয়াব দিয়াছেন। এ দুঃসময়ে তাঁহার উৎসাহ ও শক্তি জোগাইয়াছিল কুরআনী আয়াত।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে ঃ

ইব্‌নে উবাই একদিন অতি পুরাতন একটি হাড় হাতে করিয়া আঁ-হ্যরতের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিতে থাকে— "কি হে মুহাম্মদ! তুমি নাকি বল, আল্লাহ্‌ এগুলিকে কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত করিবেন? সত্যিই এইগুলিকে?" ইহা বলিয়া সে হাড়টিকে আঙ্গুলে টিপিয়া চূর্ণগুলিকে ফুঁক দিয়া উড়াইয়া দেয়।

মাহ্‌বুবে খোদা (সা) ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যা ভাই। আমি ত তাই বলি এবং সর্বদা ইহাই বলিব। শুধু এইটিকে কেন, তোমাকেও পুনরুজ্জীবিত করিয়া আল্লাহ্‌ দোযখে দিবেন।"

আল্লাহ্‌ তা'আলাও তাহার সম্পর্কে আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ - قَالَ مَنْ يُّحْيِى الْعِظَامَ هِىَ رَمِيْمٌ -
قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ - وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ *

"সে আমাদের কাছে উপমা দেয় ? সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়া আজ

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করে, জীর্ণ হাড়গুলিকে কে জীবিত করিবে ? আপনি বলিয়া দিন, যিনি এইগুলিকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই পুনরুজ্জীবিত করিবেন এবং তিনি সৃষ্টির যাবতীয় লীলাখেলায় একান্ত পারদর্শী।"

আর একদিন আঁ-হযরত (সা) কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতেছিলেন, এমন সময় আস্ওয়াদ, ওয়ালীদ, উমাইয়া ও ইব্নে ওয়ারেস প্রমুখ দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিল ঃ

"চল ভাই, আমরা একটা সমঝোতা করিয়া লই। কেন মিছামিছি ঝগড়া ও কোন্দলে লিপ্ত আছি ? চল, তুমি যে ইবাদত কর— আমরাও তাহা করিব, আর আমরা যাহা করি— তুমিও তাহা করিবে। তোমার ইবাদতের মধ্যে যেটুকু আমরা ভাল দেখি, উহা গ্রহণ করিব, আমাদেরও যেটুকু তোমার ভাল লাগে, তুমি তাহা গ্রহণ করিবে।"

ইহারই উপর 'সূরা কাফিরূন' নাযিল হয়। উহার সারমর্ম হইল — "আপনি বলিয়া দিন, হে অবিশ্বাসিগণ! তোমরা যে ইবাদত কর আমি উহা করিব না। আমি যে ইবাদত করি, তাহাও তোমরা করিবে না। কাজেই তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছেই থাক— আমার ধর্ম আমার কাছেই রহিল।"

অপর একটি ঘটনা—

কুরআনে দোযখীদের আহার্য 'যাক্কুম' বৃক্ষের কন্টকযুক্ত ফল হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহাকে ঠাট্টা করিয়া আবূ জেহ্ল একদিন সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন—

"হে কুরাইশী লোকজন।" যাক্কুম কি, জান? সকলে উত্তর করে— "না, জানি না"। তখন তিনি বলেন— "আরে, মদীনার সুপক্ক খোরমা! মাখন দিয়া খাইতে কি সুস্বাদু। যদি আমি কিছু পাইতাম তবে বড় মজা করিয়া খাইতাম।"

এই সম্পর্কে আয়াত আসিল ঃ

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ *

অর্থাৎ—(না গো না, তোমরা যেমন বল— তেমন না।) "যাক্কুম হইল পাপাচারীদের খাদ্য। ইহা উত্তপ্ত তাম্রের মত। পেটে যাইয়া ফুটন্ত পানির ন্যায় টগ্বগ্ করিতে থাকিবে।

এইরূপ একটির পর একটি ঘটনা, অহেতুক তর্ক, অযৌক্তিক মন্তব্য ও বিরূপ সমালোচনা মাহ্বূবে খোদাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি কোন কোন দিন ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁহার উজ্জ্বল চেহারাখানি মলিন হইয়া যাইত। কিন্তু তবু তিনি নিজের কাজকর্মে অথবা ব্যবহারে কখনও শালীনতা পরিহার করেন নাই।

সত্যের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি

www.pathagar.com

সত্যের জয় অবধারিত! উহা কেহ রোধ করিতে পারে না। এহেন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও বহুলোক ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়া তাহাই প্রমাণিত করিয়াছেন।

নূতন ধর্ম ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য উহার শত্রুরা তাহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইহাতে মুসলিম ও তাহাদের আশ্রয়দাতাদের প্রতি আক্রোশ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে নিরাপত্তার জন্য তাঁহারা বাধ্য হইয়া একটি সুরক্ষিত ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুরা তখন উহা এক প্রকার অবরোধ করিয়া রাখে। ইহা সত্ত্বেও মুসলিম, বিশেষ করিয়া আঁ-হযরতের কোন ক্ষতি সাধন করিতে না পারিয়া তাহারা অগত্যা তাঁহাকে একজন ভয়ঙ্কর ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করে, যাহাতে আগন্তুকরা তাঁহার কাছে না যায়।

তুফাইল ইব্‌নে আ'মর দওসী (রা) ছিলেন স্বীয় গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা, একান্ত শরীফ, বিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট কবি। তিনি মক্কায় আসিলে একদল কুরাইশী লোক যাইয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলে, "আপনি ত এদেশে আসিয়াছেন, ঐ লোকটি হইতে সাবধানে থাকিবেন কিন্তু। তাহার কথায় এমনই যাদুক্রিয়া যে উহা পিতা-পুত্রে, ভাই-ভাইয়ে, স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। লোকটি আমাদিগকে শতধা বিভক্ত করিয়া আমাদের জীবনে মহা বিশৃঙ্খলা আনিয়া দিয়াছে। কাজেই সাবধান, তাহার সহিত কোন কথা বলিবেন না এবং তাহার কোন কথাই শুনিবেন না। অন্যথায় ইহাতে আপনার এবং আপনার গোটা গোত্রের অমঙ্গল হইবে।" তুফাইল বলেন, "তাহারা এমনভাবে আমাকে ধরিল এবং নানাভাবে বুঝাইল যে, আমি সত্যি সত্যি তাহাদের কথায় পড়িয়া গেলাম। এমনকি ঐ লোকটির কথা কানে পৌঁছার ভয়ে কানে তুলা দিয়া মসজিদের পথে আসা-যাওয়া করিতে লাগিলাম। বহুদিন এইভাবে কাটে।"

"কিন্তু একদিন ভোরে মসজিদে যাইয়া দেখি, মুহাম্মদ (সা) কা'বার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার পড়ার শব্দ আমার কানে আসিয়া পৌঁছে। কথাগুলি চমৎকার এবং অতি মূল্যবান বোধ হইল। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, এ কেমন কথা! আমি একজন প্রবীণ লোক এবং কবি। কোন্ কথা ভাল, আর কোন্‌টি মন্দ, এতটুকুও আমি বুঝিব না। এই লোকটি কি বলে তাহা শুনিতে দোষ কি ? যদি ভাল হয় মানিব, না হইলে চলিয়া যাইব।"

তুফাইল আরও বলেন, "কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁহার গৃহাভিমুখে রওয়ানা হন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলাম। বাড়ি পৌঁছিলে পর তাঁহাকে বলিলাম— মুহাম্মদ! আপনার দেশের লোকরা কত কি আমাকে বলিয়াছে, যার ফলে আমি কানে তুলা দিয়া বহুদিন কাটাইয়াছি। আজ ঘটনাক্রমে আপনার কিছু বাণী কানে পৌঁছে। আমার খুব ভাল লাগিল ঐগুলি। আচ্ছা, বলুন ত ব্যাপার কি ? আপনি কি দাবি করেন বা কি কথা বলেন, আমাকে একবার শুনান।"

"আঁ-হযরত (সা) ইসলামের মৌলিক বর্ণনা দিয়া কুরআনের অংশবিশেষ

www.pathagar.com

তিলাওয়াত করিলেন। আমার মনে হইতেছিল উহা যেন অমৃত সুধা। জীবনে ইতিপূর্বে কোনদিন এমন মধুর অথচ এমন উচ্চাঙ্গের ও এত যুক্তিপূর্ণ কথা শুনি নাই।"

অতঃপর তিনি বলেন, "আমি তখনই খালেস দিলে মুসলমান হইয়া গেলাম। সেই সঙ্গে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলাম যে, শুধু আমি একা নই—আমার গোত্রের সকলকে এই নূতন ও খাঁটি আলোর পরশে মহিমান্বিত করিব। তাই আঁ-হযরত (সা)-কে বলিলাম, হুযূর! আমি আমার গোত্রের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি! আমি গোত্রের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাহাদের সকলকে এই সত্য পথে আনিবার চেষ্টা চালাইতে চাই। আপনি দু'আ করুন আমার প্রচেষ্টার সহায়করূপে কোন একটি নিদর্শন যেন আল্লাহ্ আমাকে দেন।"

আঁ-হযরত (সা) দু'আ করিলেন, "আল্লাহ্! তাহাকে একটি নিদর্শন দাও!" তিনি বলেন— "আমি যখন বস্তির নিকটবর্তী একটি টিলায় পৌঁছিলাম, তখন আমার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যভাগে একটি জ্যোতি প্রকাশ পায়।"

"তখন আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করিলাম হে আল্লাহ্! ইহাকে অন্যত্র কোথাও স্থানান্তরিত করিয়া দাও। তাহা না হইলে কেহ্ আবার সন্দেহ্ করিতে পারে যে, ধর্মান্তর গ্রহণের চাপে চেহারাখানি এইরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।"

"সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিটি স্থানত্যাগ করিয়া আমার লাঠির অগ্রভাগে প্রদীপের মত ঝুলিতে লাগিল। এই আলোকের সাহায্যে আমি স্বগোত্রে পৌঁছি। বাড়িতে যাইয়া পিতাকে বলিলাম, আজ হইতে আমি আপনার নই—আপনিও আমার নহেন।"

পিতা—"এ কেমন কথা! কেন, কি হইয়াছে বাবা?"

উত্তর—"আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি— মুহাম্মদ (সা)-এর দীনে ঈমান আনিয়াছি।" পিতা বলিলেন, "যাও। তোমার ধর্ম আমারও ধর্ম।" অতঃপর আমি তাহাকে গোসল করাইয়া কলেমা পড়াইয়া যথারীতি ইসলামে দীক্ষিত করিয়া লই। আপন স্ত্রীর সঙ্গেও বিচ্ছেদের কথা তোলা হইলে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।"

কিন্তু মুশ্কিল বাঁধিল গোত্র লইয়া। এত প্রভাব, এত মান-মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কথায় সহজে সাড়া দিল না। অবশেষে তুফাইল একদিন মক্কায় হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আবার দু'আ চাহিলেন।

আঁ-হযরত (সা) তাহার কামিয়াবীর জন্য দু'আ করিয়া বলিলেন, "যাও, একান্ত নম্রভাবে তাহাদিগকে দাওয়াত দিও!"

তুফাইল (রা) বলেন, "তখন হইতে আমি আমার গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিয়া চলিতে থাকি। ইতিমধ্যে আঁ-হযরত (সা) মদীনা হিজরত করিয়া যান এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধদ্বয় সংঘটিত হয়। খন্দক যুদ্ধের পর আমি আমার গোত্রের ৭০ হইতে ৮০টি মুসলিম পরিবার সহ মদীনা গমন করি।"

www.pathagar.com

একদল খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ ঃ আঁ-হযরতের কথা অবগত হইয়া আবিসিনিয়া হইতে প্রায় ২০ জন খৃষ্টান মক্কায় উপনীত হয়। আঁ-হযরত তখন কা'বা ঘরের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন। আঁ-হযরতের সঙ্গে বহুদিন নানা বিষয় লইয়া কথাবার্তা, তর্ক ও আলোচনার পর যখন তাহারা উঠিয়া যাইবে, তখন আঁ-হযরত (সা) তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাইয়া কুরআনের কিয়দংশ পড়িয়া শুনান। শুনিতে শুনিতে তাহাদের চক্ষু বাহিয়া অশ্রু পড়িতে থাকে। সে সময় তাহারা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত শেষ নবী ইনিই। শেষ পর্যন্ত সকলেই সাগ্রহে দীক্ষা লইয়া আনন্দিত মনে ফিরিয়া চলিল।

অদূরে কুরাইশী সর্দারেরা বসিয়া এতক্ষণ নবাগতদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। ইহারা মুসলমান হইয়াছে দেখিয়া তাহাদের আর সহ্য হইতেছিল না। তাঁহারা একটু দূরে পৌঁছা মাত্রই আবূ জেহ্ল একদল দুর্বৃত্ত লইয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়া নানাভাবে শাসাইতে আরম্ভ করে। গালি-গালাজ করিয়া বলিল, "তোমাদের মত বোকা-মূর্খ আগন্তুকদল আর কখনও দেখি নাই। এই বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকটি যাহা বলিল তোমরা তাহাই মানিয়া লইলে ?"

তদুত্তরে নব্য মুসলিম দলটি নূতন ঈমানের জোশে বলিলেন, "আমরা মূর্খ কি তোমরা মূর্খ; আমরা তাহা বলিতে আসি নাই। আমরা সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং উহা গ্রহণ করিয়াছি। এখন তোমরা তোমাদের ধর্ম লইয়া থাক—আমাদের ধর্ম আমাদের রহিল।"

অনেকে বলেন, উক্ত খৃষ্টান দলটির শানেই নাযেল হইয়াছিল কুরআনের এই আয়াতগুলি ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ -

"যাহাদিগকে ইতিপূর্বেও কিতাব দিয়াছি, তাহারা কুরআনে বিশ্বাস করে। তাহাদের কাছে উহা তিলাওয়াত করা হইলে বলে যে— আমরা ঈমান আনিলাম; সত্যি ইহা আমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে। (তাহারা দুষ্টদিগকে বলে যে,) আমাদের কর্ম আমাদের রহিল, তোমাদেরগুলি তোমরা জান। যাও তোমাদিগকে সালাম করি—মূর্খদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাই না।"

এমনিভাবে শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সত্যের শত শত পিপাসু ইসলামের আলোর দিকে পতঙ্গের মত উড়িয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যাহারা চিরহতভাগ্য তাহাদের অন্তর্চক্ষু চিরতরে বন্ধই রহিয়া গেল। শত্রুতার চরম নিদর্শন তাহারা দেখাইল, বৃথা তর্ক ও বিরূপ সমালোচনা অনেক করিল, অনর্থক উৎপাত ও উৎপীড়ন করিল। কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। সত্য সত্যরূপেই উদ্ভাসিত হইয়া বিস্তার লাভ করিতে থাকে।

www.pathagar.com

মুহাজিরগণের প্রত্যাবর্তন

আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে মুহাজির সাহাবাগণ সংবাদ পান, মক্কাবাসীরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে খবরটা ছিল একেবারে মিথ্যা।

আঁ-হযরত (সা) একদিন সাহাবাগণকে লইয়া বসিয়া আছেন। দুষ্ট কাফির-মুশ্‌রিকরাও আশে-পাশে থাকিয়া তামাসা দেখিতেছিল। এমন সময় وَالنَّجْمِ 'ওয়ান্নাজ্‌মে' সূরার কোন কোন আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে মূর্তি পূজারীদের প্রভু 'লাত', 'ওয্‌যা', 'মানাত' প্রভৃতির বর্ণনাও ছিল। ইহাতে কাফিরদের আনন্দ তখন দেখে কে ? সূরা শেষে সিজ্‌দার আয়াত অবতীর্ণ হইলে সাহাবাগণ সকলেই সিজ্‌দা করিলেন। মুশ্‌রিকরাও কুরআনের সুমধুর বাণীতে মুগ্ধ হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকায়। এই ঘটনা হইতেই চতুর্দিকে গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, মক্কাবাসীরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। হাবশে অবস্থানরত মুহাজির সাহাবাগণ ইহা শুনিয়া মহা আনন্দের সহিত মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহারা দেখেন সবই মিথ্যা। এমতাবস্থায় কি করিবেন, তখন তাঁহারা এই সমস্যায় পড়িলেন।

অতঃপর কোথায় যাইবেন ? শত্রুরা মুসলমানদের উপর পূর্বের চেয়ে বেশি খড়্‌গহস্ত।

আঁ-হযরত (সা) তখনও অবরুদ্ধ অবস্থায় সাহাবাগণসহ অতি কষ্টে ছিলেন। সুতরাং মক্কায় পৌঁছিলে তাহাদের অবস্থাও অনুরূপ হইবে। ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয়।

ভাবিয়া কোন কূল-কিনারা না পাইয়া অগত্যা কেহ কেহ ফিরিয়া গেলেন। কেহ কেহ মক্কার আশে-পাশে আত্মগোপন করিলেন। কেহ নিরুপায় হইয়া আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। আত্মীয়রাই ছিল তাঁহাদের প্রধান শত্রু। তবে কাহাকে আশ্রয় দিলে উহার মর্যাদা রক্ষা করা তাহারা পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিত।

মোট ৩৩ জন সাহাবা এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের আশ্রয়ে মক্কায় কতকটা নিরাপদে দিন কাটাইতে থাকেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া সবই তাঁহারা করিতে পারিতেন। এমনকি শত্রুদের সঙ্গে তর্কবচসা হইলেও আশ্রিত বলিয়া কেহ তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারিত না। কিন্তু এই সাময়িক সুখ-সুবিধা তাঁহাদের কাছে বিষবৎ ঠেকিতে থাকে। কারণ, তাঁহাদের পরম বন্ধু-বান্ধবগণ যে সময় বিপদে

www.pathagar.com

নিপতিত এবং অন্তরীণে ক্ষুৎ-পিপাসায় অর্ধমৃত, সে সময় নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহাদের কোন দৃষ্টিই ছিল না।

হযরত উসমান ইব্‌নে মযউন (রা) হাব্‌শ হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রবীণ নেতা ওয়ালীদ ইব্‌নে মুগীরার আশ্রয়ে বেশ সুখ-শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু মাহ্বূবে খোদা ও সাহাবাগণের দুর্দশা দেখিয়া এক দিন এই ভেবে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা সকাল-বিকাল মনের আনন্দে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছেন, আর তাঁহাদের ভাইয়েরা দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হইয়া আছেন।

ভাবিতে ভাবিতে একবার তাহার মনে নিজেরই উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়। নিজেকে ধিক্কার দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এই কি ভ্রাতৃত্ব ? ভ্রাতৃত্বের ইহাই কি নিদর্শন ?" অতঃপর তিনি ওয়ালীদের কাছে যাইয়া বলিতে লাগিলেন— "হে আবা আব্‌দে সাম্‌স! আজ হইতে আমি আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিলাম। আপনার জিম্মা আমি আর চাই না।"

ওয়ালীদ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, আত্মীয়তার দোহাই দিলেন, এমনকি আশ্রয় ত্যাগ করিলে একদণ্ডও শান্তি পাইবেন না বলিয়া ভয় পর্যন্ত দেখাইলেন। কিন্তু উসমান কোনক্রমেই তাহার কথায় সম্মত হইলেন না।

আশ্রয় ত্যাগের পর তিনি সত্যই বিপদে পড়েন। কয়েকবার তিনি মার পর্যন্ত খাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অপরাপর ভাইদের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া সব অত্যাচার অম্লান বদনে সহ্য করেন।

www.pathagar.com

দুঃখের দশম বৎসর

নবুয়তের দশম বর্ষের গোড়ার দিকে কুরায়শগোষ্ঠীর বয়কট প্রত্যাহৃত হওয়ার পর হইতে মুসলমানদের দিনগুলি কিছুটা শান্তি ও স্বস্তিতে কাটিতে থাকে। শান্তি ও বিপদ-মুক্তির ক্ষীণ-আশার আলো ইসলাম জীবনের পূর্বাকাশে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া দুর্বল মুসলমানদের মনে বেশ আশা-ভরসা, উৎসাহ ও নিরাপত্তা যোগাইতেছিল।

কিন্তু সুখের দিনের এক-দুই প্রহর না কাটিতেই কৃষ্ণ মেঘে আবার আসমান ছাইয়া যায়। ইসলামের জীবনে আবার নামিয়া আসে সঙ্কট, সুখের পরিবর্তে দেখা দিল দুঃখ বিষাদ। আট মাস অতিক্রান্ত হইলে পর হঠাৎ একদিন আঁ-হযরত (সা)-এর পিতৃব্য আবূ তালিব দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনটি দিনও যাইতে না যাইতেই নবী-পত্নী হযরত খাদীজা (রা)-ও ইন্‌তেকাল করেন।

এই দুইজনই ইসলামের কত বড় সহায়ক ছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। খাদীজা (রা) তাঁহার অজস্র ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য বিলাইয়া দিয়াছিলেন। আবূ তালিব ইসলামের ছায়াতলে আসেন নাই সত্য তথাপি তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর আপদে-বিপদে দুর্গের মত কাজ করিয়াছিলেন। এক কথায়, ইসলামের মহা দুর্যোগের দিনে দুইজনই ছিলেন ইসলামের শক্তির স্তম্ভস্বরূপ।

তাই উভয়কে একই সময়ে হারাইয়া আঁ-হযরত (সা) খুবই বিমর্ষ ও মর্মাহত হইয়া পড়েন। চিন্তা ও দুঃখে তাঁহার অন্তর ছাইয়া যায়। তখন মুসলমানদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল না বটে কিন্তু তথাপি এই দুইজনের অভাবে ইসলাম যেন হঠাৎ নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছিল।

অপরপক্ষে কাফিররা সুযোগ বুঝিয়া অত্যাচার উৎপীড়নের ক্ষেত্রে আরও তৎপর হইয়া উঠে। আবূ তালিবকে হাত করিবার চেষ্টা তাহারা কম করে নাই। কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে যেন তাহারা বিনা ক্লেশে বিরাট এক সাফল্য অর্জন করিল। এ জন্য এ সময় তাহাদের আনন্দের সীমা ছিল না। তাহারা মনে করিল, নূতন ধর্মের গলা টিপিয়া ধরিবার দুরভিলাষ পূর্ণ করিতে আর বাধা রহিল না—পথ নিষ্কন্টক হইয়াছে। কাজেই নূতন উৎসাহ ও আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মুসলমানদিগকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়।

মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত ধৈর্য ও সহনশীল দ্বিতীয় কোন মানুষ ছিলেন না। কিন্তু উপর্যুপুরি আঘাতে তাঁহারও মন জর্জরিত এবং

www.pathagar.com

বিষাদপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে দুঃখ-কষ্টের মুখ তিনি কম দেখেন নাই। কিন্তু এই বৎসরের দুঃখে তিনি যেন একেবারে মুষড়িয়া পড়িয়াছিলেন। বেদনাভরা কণ্ঠে বলিলেন, اَلْعَامُ عَامُ الْحُزْنِ —"এইটি আমার দুঃখের বৎসর-ব্যথার বৎসর।"

উপকারের প্রতিদান ঃ আবূ তালিব ইসলামের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার এবং অশেষ বিড়ম্বনাও সহ্য করেন। ইসলামের গোড়ার দিকের দারুণ সঙ্কটময় দিনে পর্বতসম বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গাইয়া যে সকল লোক নূতন ধর্মে দীক্ষা লইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল এই আবূ তালিবেরই পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইসলামের স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ আলোকরাশি তাঁহার হৃদয়কে আলোকিত করিতে পারিল না।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) পিতৃব্যের প্রতি শুধু কৃতজ্ঞই ছিলেন না, তাঁহার সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার প্রতি রীতিমত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নবীজী সমগ্র জগৎবাসীর হিতাকাঙক্ষী হইয়া এই ধরায় আগমন করেন। আবূ তালিবের ন্যায় একজন পিতৃব্যের হিত সাধনের চেষ্টা তিনি করেন নাই— ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। একদিন নয়, দুইদিন নয়— দশ-বিশ বারও বরঞ্চ শত শতবার আঁ-হযরত (সা) তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন, অনুরোধ করিয়াছেন এবং আব্দার করিয়া বলিয়াছেন, "চাচা! একবার স্বীকার করিয়া লউন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।' কিন্তু আবূ তালিব লোক-লজ্জার ভয়ে সম্মত হন নাই।

যখন আবূ তালিব মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন একদিন কুরায়শী নেতৃবৃন্দ শেষবারের মত তাঁহার নিকটে আসিয়া বলেন— আবূ তালিব! আপনার অন্তিম সময় উপস্থিত। মনে হয় আপনি অচিরে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু আমাদের এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে যে বিবাদ রহিয়া গেল, আপনি তাহার একটা সুরাহা করিয়া গেলেন না। আপনি আমাদের নেতা, মুহাম্মদেরও মুরব্বী। আপনার জীবিতাবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যে এমন এক সমঝোতা করিয়া দেন, যেন আমাদেরও কিছু কথা বজায় থাকে এবং তাহারও কিছু কথা রক্ষিত হয়— যেন ইহার ফলে একে অন্যের বিরোধিতা পরিহার করিয়া শান্ত ও নিরস্ত থাকে।"

আবূ তালিব আঁ-হযরত (সা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া সর্বসমক্ষে বলিলেন, "বাবা! এই যে কুরায়শের খ্যাতনামা নেতৃবর্গ এখানে উপস্থিত। তাঁহাদের কিছু কথা তুমি রাখ। তোমারও কিছু কথা তাঁহারা রাখিবেন।"

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় চাচাজী! আমার শুধু একটি কথা। আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, তাঁহারা এক একটি মাত্র কথা স্বীকার করিয়া লইলে উহার বদৌলতে সমগ্র আরবের কর্তৃত্ব তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিবে।"

আবূ জেহ্‌ল আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। সে বলিল, "একটি কেন—এমন হইলে দশটি কথাও তাঁহারা মানিতে প্রস্তুত।"

www.pathagar.com

নবীজী বলিলেন, "হাতে তৈরি প্রভুদের ইবাদত ছাড়িয়া আপনারা বলুন — 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।'

এই কথা শুনামাত্রই তাহারা ক্রোধে মাটিতে সজোরে আঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "মুহাম্মদ! তুমি এত শত প্রভুকে এক করিয়া ফেলিবে। তোমার কথা খুবই বিস্ময়জনক।"

অতঃপর এইরূপ বলাবলি করিয়া তাঁহারা তথা হইতে উঠিয়া যান যে, "চল ভাই। তাঁহার নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইবে না। তাহার কাছে আব্দার-আবেদন করাই বৃথা! চল।—আমাদের পৈতৃক ধর্ম অনুসারেই আমরা চলিতে থাকিব— পরিণাম যাহা হয়, হউক।"

শয্যাশায়ী আবূ তালিব তাহাদের কথোপকথন সবই শুনিতেছিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি নবীজীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সত্যই ত বাবা তুমি আবোল-তাবোল না বলিয়া মাত্র একটি মূল্যবান কথাই বলিয়াছ।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে তখন যুগপৎ মমতা ও শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

ইহা শুনিয়া আঁ-হযরত (সা)-এর আশা হয় যে, হয়ত তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "চাচাজী! আমার কথাটি অন্তত আপনিই রাখুন। এখন আপনার জীবনের শেষ সময়। এখনও একবার অন্তর হইতে বলুন— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আমি আপনার মুক্তির জন্য শাফায়া'ত করিব।" অতঃপর তিনি অনেক বুঝাইলেন—অনুনয় বিনয় করিলেন এবং পীড়াপীড়িও করিলেন। বৃদ্ধ আবূ তালিব একটি দীর্ঘশ্বাস টানিয়া বলিলেন, "ভাতিজা! একথা আমি বলিতে পারি। কিন্তু জনসাধারণ যে নিন্দাবাদ করিবে— আমার বংশকে ধিক্কার দিবে। তা'ছাড়া তাহারা ইহাও বলিবে যে, মৃত্যুর ভয়ে আমি ধর্ম পরিবর্তন করিয়াছি। এই লজ্জা ও কলঙ্ক আমি মাথায় লইয়া মরিতে চাহি না।"

আবূ তালিব ইন্তিকাল করিলেন। কিন্তু ঈমান তাহার ভাগ্যে জুটিল না। একটি বর্ণনা অনুসারে ইহাও জানা যায়, প্রাণত্যাগের প্রাক্কালে আবূ তালিবের ওষ্ঠদ্বয় মৃদু নড়িতেছিল। মনে হইতেছিল যেন বিড়বিড় করিয়া তিনি কি পড়িতেছেন। হযরত আব্বাস তাঁহার মুখের কাছে কান পাতিয়া কলেমা পাঠের মত কিছু একটা শুনিয়া নবীজিকে ডাকিয়া বলিলেন—" তোমার চাচা ঈমান আনিয়াছেন—শুন!"

আঁ-হযরত (সা) দৌড়াইয়া গেলেন। কান পাতিয়া শুনিবার জন্য খুব চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সবই নিস্তব্ধ, কিছুই শুনিতে পাইলেন না। আফ্‌সোস করিয়া বলিলেন, "আহা! শুনিতে পাইলাম না।"

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ "আপনার যাহাকে পছন্দ হয়, তাহাকেই হিদায়াত করিতে পারিবেন না" এই উপলক্ষে আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, আবূ তালিব ঈমান আনয়ন করেন নাই।

একদিন নবীজিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনার পিতৃব্য ঈমান আনে নাই বটে, কিন্তু আপনার এবং ইসলামের যে অশেষ উপকার তিনি করিয়া গিয়াছেন; পরকালে

www.pathagar.com

ইহা তাঁহাকে কোন ফল দিবে কি ? নবীজী বলিলেন, "তাঁহার উপকারের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তাঁহাকে দোযখের সর্বোচ্চ স্তরে রাখিবেন এবং তাঁহাকে সবচেয়ে কম আযাব দেওয়া হইবে। তাঁহার পায়ে শুধু এক জোড়া আগুনের পাদুকা থাকিবে। উহার উত্তাপে তাঁহার মস্তক টগ্‌বগ্ করিতে থাকিবে।"

পুনর্বিবাহ ঃ আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর কথা স্মরণ করিয়া আঁ-হযরত (সা)-এর মন সর্বদা বেদনাভারাক্রান্ত থাকিত। সব সময় তাঁহাকে কেমন জানি বিমর্ষ দেখাইত। আঁ-হযরত (সা)-এর মনোব্যথা ও সদা বিষণ্ন ভাব ক্রমে সাহাবাগণকেও চিন্তাযুক্ত করিয়া তোলে। ইহা সত্ত্বেও তিনি আগের ন্যায় স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখে যেন পূর্বের মত আর হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল না।

অবশেষে কতিপয় প্রবীণ সাহাবা (রা) মনে করেন, আঁ-হযরত (সা)-এর জন্য কোন জীবন সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করিয়া দিলে হয়ত তাঁহার মনের ব্যথা কিছুটা প্রশমিত হইবে। খাদীজাকে ভুলিয়া যাওয়া হযরতের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে তাহারা ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার স্থলাভিষিক্তা, বিচক্ষণা ও বুদ্ধিমতী নূতন সঙ্গিনীর আগমনে ব্যথার কিছুটা উপশম হইতে পারে।

হযরত সওদা বিনতে যুম্‌আ' বিধবা প্রৌঢ়া হইলেও তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশের মহিলা। জ্ঞানে, গুণে, গরিমায় ও বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার বেশ সুখ্যাতি ছিল। সুতরাং সাহাবাগণের প্রস্তাবে হযরত (সা) সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যথাসময়ে বয়স্কা বৃদ্ধার সহিত আঁ-হযরত পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন।

২৫ বৎসর বয়সে ৪০ বৎসর বয়স্কা খাদীজাকে বিবাহ করিয়া নবীজী যৌবনের আরও ২৫টি বৎসর তাঁহাকে লইয়াই ঘর-সংসার করেন। খাদীজার জীবদ্দশায় তিনি অপর কাহারও পাণি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার তিরোধানের পর এক্ষণে দ্বিতীয় বিবাহ করিলেন। কিন্তু তাঁহাও আবার একজন বেশ বয়স্কা মহিলাকে। নিছক ধর্মীয় স্বার্থ কিংবা পরোপকার মানসে পরবর্তীকালেও হযরত (সা)-এর যে কয়েকটি বিবাহ হইয়াছে, হযরত আয়েশা (রা) ছাড়া তাঁহার পত্নীগণের সকলেই ছিলেন বয়স্কা—বিধবা। এতদসত্ত্বেও যাহারা আঁ-হযরত (সা)-কে 'নারী আসক্ত' কিংবা 'কাম প্রবণ' বলিয়া দোষারোপ করে, তাহাদের বিচার-বুদ্ধিকে শত ধিক্কার দিতে হয়।

হযরত আবূ বকরের একান্ত বাসনা ছিল রাসূলে খোদার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আরও ঘনিষ্ঠতর হইবেন। হযরত (সা)-এর পক্ষে এরূপ অস্বস্তিকর সময়ে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে উপহারস্বরূপ তাঁহার হাতে সমর্পণের জন্য মনস্থ করিলেন। কার্যেও তাহাই হইল।

যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর বিবাহ হয়, তখন তিনি মাত্র ৬ বৎসর বয়সের বালিকা। মাহ্বূবে খোদা (সা) মদীনায় হিজরত করিয়া গেলে হযরত আয়েশা (রা) স্বীয় পরিবারের সহিত তথায় চলিয়া যান। সেখানে মাত্র ৯ বৎসর বয়সে নবীজীর ঘরে গৃহিণীর বেশে জীবন-যাপনে আত্মনিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

তায়েফ গমন

নবুয়তের একাদশ বর্ষের প্রারম্ভ হইতে বিরোধীদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় মাহ্‌বূবে খোদা (সা) সম্মুখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ইসলামের ডাক শুনিবার মত একটি লোকও তখন নজরে পড়িতেছিল না। পাষণ্ডদের তীব্র বিরোধিতা ও শত্রুতা তাঁহার পথরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। এমনকি বিপদে পড়িলে মাথা গুঁজিবার মত আশ্রয়-স্থলটুকু পর্যন্ত ছিল না। প্রতিপক্ষ ছিল শক্তি, সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছুর অধিকারী। পক্ষান্তরে আঁ-হযরত (সা) ছিলেন সর্বহারা। ছিল শুধু মুষ্টিমেয় ভক্ত মুসলিম। কিন্তু তাহাদের না ছিল অর্থবল, না ছিল তেমন শক্তি সামর্থ্য।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) স্বজাতি ও স্বদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া একদিন পোষ্য গোলাম যায়েদ ইব্‌নে হারেসা'কে সঙ্গে লইয়া তায়েফ অভিমুখে রওয়ানা হন। তথাকার 'বনি ছাকী'ফ ছিল একটি প্রবল ও শক্তিশালী গোত্র। আ'মর ইব্‌নে ওমাইরের তিন ছেলে, আব্‌দেয়ালীল মাসউদ ও হাবীব সেই গোত্রের প্রধান মাতবর। তাহারা খুব ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। নবীজী মনে করেন, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিলে বিরাট উপকার হইবে। কারণ, আশ্রয়হারা নবীন ধর্মাবলম্বীদের জুটিবে তখন এক ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষক। তদসঙ্গে বনি ছাকী'ফের সহস্র সহস্র লোকের আগমনে মুসলমানদের জনবলও বাড়িবে বহুগুণ।

যদিও তায়েফের ঐ গোত্রের সঙ্গে আঁ-হযরত (সা)-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল না, এমন কি পরিচয় পর্যন্ত ছিল না, তথাপি নূতন ধর্মের ডাকে সুধী ও চিন্তাশীল যে কোন ব্যক্তি সাড়া দিবেন, এই আশা নবীজী সর্বদা পোষণ করিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জাত শত্রুতায় নিমজ্জিত হইয়া না পড়িয়া থাকিলে ধীর-মস্তিষ্ক যে কোন ব্যক্তি কুরআনের মর্মবাণীতে অনুপ্রাণিত না হইয়া পারিবেন না। তাই তিনি যাত্রা করেন তায়েফ অভিমুখে নূতন ধর্মের দাওয়াত লইয়া। এক মহা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন তিনি। তাঁহার সঙ্গে না ছিল লোক-লস্কর, না ছিল অস্ত্র-সম্ভার, না ছিল একটু সহায়। তবে কুরায়শী বনি জুম্‌হার জনৈকা মহিলা উক্ত নেতৃত্রয়ের একজনের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা ছিলেন। একান্ত প্রয়োজনের সময় তাহার মাধ্যমে কিছুটা সহায়তা পাইবার আশা নবীজীর ছিল।

দয়ালু নবী আশায় বুক বাঁধিয়া তায়েফ পৌঁছেন। তথায় তিনি সর্বপ্রথম এই তিন ভাইকে একত্রিত করিয়া নূতন ধর্মের ইতিবৃত্তান্ত এবং উহার তৎকালীন অবস্থা ব্যক্ত

www.pathagar.com

করিয়া ইসলামের ডাকে সাড়া দিবার জন্য তাহাদের প্রতি আহবান জানাইলেন। কিন্তু সাড়া দেওয়া ত দূরের কথা, বিপন্নের প্রতি একটু সমবেদনাও কেহ জানাইলেন না। উপরন্তু সমস্বরে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়া দেন।

একজন বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি, আল্লাহ্ তোমাকে নবীরূপে পাঠাইয়াছেন ?" দ্বিতীয়জন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, " তোমাকে ছাড়া আল্লাহ্ আর কাহাকেও পাইলেন না ?"

তৃতীয় জন বলিল, "যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলিব না। কেননা, সত্যই যদি তুমি নবী হইয়া থাক, তবে তোমার সঙ্গে তর্ক করিলে ক্ষতিরই আশংকা। অপরপক্ষে তুমি যদি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা দাবি করিয়া থাক, তবে তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।"

কত বড় নৈরাশ্য! তাহারা নবীজীকে নিরাশই করেন নাই, তাহারা কথাবার্তাগুলি পর্যন্ত বলিয়াছেন একান্ত অভদ্রভাবে—শালীনতা-বিবর্জিত ভাষায়। শুধু কি তাই, আগন্তুকদের সমাদর ও মেহ্মানদারী করা যেখানে আরবের একটি চিরাচরিত রীতি; শত্রু অতিথি হইলেও অতিথিপরায়ণতায় বিন্দুমাত্র ত্রুটিও তাহারা করে না; বরং أهلا – وسهلا ومرحبا 'শুভাগমন' 'ধন্যবাদ' ইত্যাদি বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানায়, সেই স্থলে মাহ্বূবে খোদার মুখে সত্যের আহবান শুনিয়া তাহারা নবীকে আহার করিতে পর্যন্ত বলেন নাই। বহুদূর সফরের ফলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আঁ-হযরত (সা)-এর চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। তবু কোন পাষণ্ডের মনে একটুও সহানুভূতির উদ্রেক হয় নাই।

নিরাশ হইয়া মাহ্বূবে খোদা (সা) এ স্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু কোথায় বা কাহার কাছে যাইবেন ? যাহাদের আশায় দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন তাহারা তাঁহাকে নিরাশ করিলেন। তাই অতঃপর তিনি ইতস্তত করিয়া এর কাছে ওর কাছে যাইতে লাগিলেন। কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নেতৃস্থানীয় লোকদের খোঁজ-খবর লইয়া তাহাদের কাছে যান এবং নূতন ধর্মের প্রতি আহবান জানান। উপরন্তু অনেকে ক্রোধের স্বরে আঁ-হযরত (সা)-কে দুর দুর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

আঁ-হযরত (সা) ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত পাহাড়। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে বিরোধী দলের নেতারা এই ভাবিয়া আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে যে, লোকটির কোন লজ্জা নাই। অতঃপর তাহারা নবীজিকে নিষেধ করিয়া দিয়া বলে, "খবরদার! এখানে তোমার প্রচার কার্য চালাইতে পারিবে না।"

মাহ্বূবে খোদা (সা) পূর্ণ একটি মাস এইভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ও বিড়ম্বনা মাথায় লইয়া পথভ্রষ্ট মানুষকে পথে আনিবার চেষ্টা করিলেন, অন্ধকারে

www.pathagar.com

নিপতিতদিগকে আলোর সন্ধান বলিয়া দিলেন, কিন্তু চির-পথভ্রষ্টদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না। তাহারা তাঁহার কোন কথাই মানিল না। উপরন্তু শেষ পর্যন্ত নবীজীকে এই বলিয়া বিতাড়িত করিয়া দেয় যে—"এখনই আমাদের শহর ছাড় এবং যেখানে তোমার কথা বিক্রি যাবে সেখানে যাও।"

তফ্সীরে 'জালালাইন' গ্রন্থে উহার গ্রন্থকার বলেন ঃ "তায়েফের নেতৃবর্গ এরূপ একটি শর্ত দিয়াছিল যে, মক্কার মত তায়েফকেও পবিত্র স্থান বলিয়া ঘোষণা করা হইলে তাহারা ইসলাম কবুল করিবে। এই আয়াতের টীকায় বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা তিনটি শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন, যথা لَانَعْشُرُ وَلاَ نَحْ شُرُ وَلاَ نُجَبِّىْ فِىْ صَلٰوتِنَا অর্থাৎ (১) আমরা কোনরূপ কর দিব না, (২) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিব না এবং (৩) নামায পড়িব না।

মাহ্বূবে খোদা (সা) কি করিবেন, তাহা লইয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন, একটি লোককে মুসলমান করিবার জন্য তিনি কতই না ব্যগ্র থাকিতেন। আর এখানে শর্তগুলি মানিয়া লইলে এমনও হইতে পারিত যে, কয়েকটি গোত্র বা লোকজনও যদি এরূপ দাবি করিয়া বসে? সর্দারেরা আঁ-হযরত (সা)-কে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন সেই চিন্তা মোটেই না করেন। কারণ, কেহ যদি তেমন প্রশ্ন উত্থাপন করে তবে তিনি যেন বলিয়া দেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেই তিনি উহা করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কোনরূপ নির্দেশ বা ইঙ্গিত আসিতেছিল না। কাজেই কি করিতে হইবে, না করিতে হইবে, আঁ-হযরত ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। অনেকগুলি মানুষকে এক সঙ্গে পথে আনিবার অদম্য বাসনায় তিনি শর্তগুলি মানিয়া লইবেন, কিংবা না লইবেন, তাহা লইয়া ইতস্তত করিতেছিলেন। এমনকি কয়েকবার তাঁহার মনে এরূপ ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল যে, ঐ শর্ত স্বীকার করিয়া লইবেন, তবু তাহারা সত্য পথে আসুক। এমন সময় আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ وَاِذًا لاَّتَّخَذُوْكَ خَلِيْلاً - وَلَوْلاَ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً .

(বনি ইস্রাঈল)

"আরে! তাহারা ত আপনার পদস্খলন ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছে। আমার প্রেরিত ওহীর বাহিরে নিজের সৃষ্ট কোন মিথ্যাকে আমার উপর আরোপ করিলে তখন তাহারা আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে। আর আমি আপনাকে না সামলাইলে আপনিও তাহাদের দিকে বেশ কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন।"

www.pathagar.com

ওহীর ইঙ্গিত অনুসারে আঁ-হযরত (সা) পূর্বোক্ত শর্ত স্বীকারে অসম্মতি জানান। কাজেই তাহারাও সনাতন ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

নবীজী ভগ্নহৃদয়ে তায়েফ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইহাতে নেতাদের তৃপ্তি ঘটিল না। তাহারা শহরের গুণ্ডা-বদমায়েস ও ছোট ছেলে-ছোকড়াদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। তাহারা বলিলেন— "দেখ, এই যে পাগলটি যায়, তাহার মাথা খারাপ। সে আবার বলে, সে একজন নবী। তোরা সকলে যা। তাহাকে ধরিয়া এমন শিক্ষা দিয়া দিবি, যেন জীবনে আর এমন কথা মুখে না আনে।"

নবীজী নীরবে পথ চলিতেছিলেন। পিছনে চলিতে থাকে দুষ্টদের বিরাট দল। তাহাদের হৈ হৈ—রৈ রৈ শব্দে পরিপার্শ্বে লোকের ভীড় লাগিয়া যায়। চতুর্দিক হইতে কেহ কেহ দুর দুর করিয়া যেন পশু তাড়াইতেছিল। আর ছেলেরা ? কেহ ধাক্কা, কেহ খোঁচা, ধরিয়া দিতেছিল হ্যাঁচকা টান। আঁ-হযরত (সা) ধীরপদে নীরবে অগ্রসর হইতেছিলেন, মুখে একটি কথা পর্যন্ত ছিল না। যখন শহরের সীমা ছাড়াইয়া যাইবেন, এমন সময় আরম্ভ হয় পাথর নিক্ষেপ। পাথরের পর পাথর— যেন পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হইতেছিল। পাথরের আঘাতে আঁ-হযরত (সা)-এর শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া উহা হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। এমন কি শরীরের কোন কোন অংশ হইতে তখন ফোয়ারার মত রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল।

মাহ্‌বূবে খোদার সারাটি দেহ এবং পরিচ্ছদ রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিয়া দুষ্ট ছেলে-ছোকড়াগুলি অবশেষে ফিরিয়া যায়। এদিকে রক্তে তাঁহার পাদুকাদ্বয় ভরিয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে সারাটি পথে রক্তের ছাপ পড়িতে থাকে। শ্রান্তি, ক্লান্তি ও অবসাদে তিনি যেন ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। এক পা অগ্রসর হইবার শক্তিটুকুও যেন আর তাঁহার ছিল না। যখন দেখিলেন যে, তায়েফবাসীদের দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া গিয়াছেন, তখন পথিপার্শ্বে একস্থানে বসিয়া জুতা খুলিয়া লইয়া শরীর হইতে রক্ত মুছিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠাইলেন।

শুভ কামনা ঃ মাহ্‌বূবে খোদা তখন রক্তাক্ত কলেবর। আঘাতে জর্জরিত দেহ। দুঃখে ও বেদনায় মন-প্রাণ ভারাক্রান্ত। তবু তিনি দু'আ করিলেন, কাহারও বিরুদ্ধে নয়—নিজের দুর্বলতা ও নিঃসহায়তার অভিযোগ জানাইয়া— "হে আল্লাহ্! আরহা'মুর রাহিমীন! সবার মধ্যে আমি দুর্বল—অসহায়, আমি নিরুপায়। জগতে আমার কেহ নাই। তোমার কাছেই আব্‌দার ও অভিযোগ আমার। মালিক! তুমি দুর্বলদের প্রভু—তুমি আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কাহার হাতে ছাড়িয়াছ ? অপরিচিত এমন জনের কাছে যে আমাকে দেখিয়াই মুখ কাল করিয়া ফেলে ? কিংবা শত্রুর পাল্লায় যে আমার উপর যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পারে ?"

"মালিক। তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না থাক, তবে আমি আর কোন কিছুরই পরওয়া করি না। তোমার হেফাযতই আমার জন্য যথেষ্ট। প্রভু ! তোমার চেহারার

www.pathagar.com

নূরের ওসীলা দিয়া বলি— যে নূর পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া জগৎকে উহার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে এবং যে নূরের সামান্য আলোকচ্ছটায় দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয় সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটিতেছে এবং ঘটিবে—মালিক, আমি এই ভিক্ষাই করি যে, তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। মালিক! তোমার ক্রোধবহ্নি হইতে আমি ত্রাণ চাই। ভাল-মন্দ সবকিছুর মালিক তুমি—তুমিই সকল শক্তির আকর!"

মাহ্‌বূবে খোদা (সা)-এর বিগলিত কণ্ঠে—নিঃসৃত দু'আয়ও আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জিব্‌রাঈল (আ) হাযির হইলেন এবং সালাম জানাইয়া বলিলেন—

"আপনার জাতির প্রতি আপনার আহ্‌বান এবং তাহাদের উত্তর ও ব্যবহার সবকিছু আল্লাহ্ শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন। আমার সঙ্গে একজন ফেরেশ্‌তাকে তিনি পাঠাইয়াছেন—আপনার যাহা মর্যি আদেশ করুন। পাহাড় সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁহারই হাতে।" তখনই উক্ত ফেরেশ্‌তাও আত্মপ্রকাশ করিয়া সশ্রদ্ধ সালাম জানাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন— "আদেশ করুন হুযূর! আমি প্রস্তুত। বলুন আমি এখনই তায়েফের দুই পার্শ্বস্থিত পাহাড়গুলিকে সংযুক্ত করিয়া উহাদের নিষ্পেষণে তায়েফের অদিবাসীদিগকে নিধন করিয়া দেই। আপনার অপর কোন শাস্তি দিবার ইচ্ছা থাকিলে বলুন। আমি এখনই তাহা করিয়া দিতেছি।"

দয়ার আঁধার মাহ্‌বূবে খোদা (সা) কি বলিলেন—শুনুন।

"ভাই ! আমি এই আশাই পোষণ করি যে, ইহারা (তায়েফবাসীরা) যদি মুসলমান না-ও হয়, ইহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে অনেক সন্তান এমনও হইতে পারে, যাহারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করিবে, তাঁহার ইবাদত করিবে।"

পাঠকবৃন্দ! একটু ভাবুন। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি মানসচক্ষে ভাসাইয়া তুলুন, তায়েফবাসীদের পাশবিকতার উত্তরস্বরূপ আঁ-হযরত (সা)-এর সহৃদয়তা দেখুন। মানবকুলের শুভকামনা ও হিতসাধনের এহেন মহান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার তুলনা কোন মানুষ কল্পনাও করিতে পারে কি ? কুরআনের ভাষায় ঃ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ – (আমি আপনাকে জগৎবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠাইয়াছি।) এই খোদায়ী উক্তির যথার্থতা বাস্তব জীবনে প্রমাণ করিবার জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন আছে কি ?

জনৈক খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ ঃ আঁ-হযরত (সা) সেখান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মক্কার পথে বহুদূর যাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রাস্তার পার্শ্বে ছিল এক বিরাট বাগান। আঁ-হযরত (সা) একটু বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তথায় এক বৃক্ষতলে

www.pathagar.com

উপবেশন করেন। তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ক্লান্তি ও আঘাতের বেদনায় মলিন দেখাইতেছিল।

বাগানের মালিক উত্‌বা ও শায়বা তখন বাগানেই ছিল। মাহ্‌বূবে খোদার শত্রুদের মধ্যে তাহারা উভয়েই ছিল অন্যতম। তাহারা ছিল মক্কার বাসিন্দা, কুরায়শী। অজস্র ধন-সম্পত্তির অধিকারী এবং প্রভাবশালী নেতা ছিল তাহারা। মাহ্‌বূবে খোদার এই অসহায় এবং করুণ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের পাষাণ হৃদয়ে আত্মীয়তার মায়া জাগিয়া উঠে। তাহারা উ'দাছ নামক এক খৃস্টান গোলামের হাতে আঁ-হযরতের জন্য কিছু আঙ্গুর পাঠাইয়া দেয়।

আঁ-হযরত (সা) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দেন। উ'দাছ চমকিয়া উঠিল। বিস্ময় সহকারে বলিল—"এই দেশে কাহাকেও এই নাম লইতে কোনদিন শুনি নাই তো।"

হুযূর জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কেন, বাড়ি কোথায় ?

'উ'দাছ ঃ "নী-নাওয়া।"

নবীজী ঃ "নী-নাওয়া ? আমার ভাই ইউনুসের দেশের লোক তুমি ?" ইহা শুনিয়া ভৃত্যটির বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায়। কোন্ যুগে ইউনুস (আ) ঐ দেশের নবী ছিলেন। তিনি তাঁহারই ভাই ? জিজ্ঞাসা করিল ঃ "ইউনুস আপনার ভাই হইলেন কিরূপে ?"

আঁ-হযরত (সা) বলিলেন ঃ "ইউনুস (আ) একজন পয়গাম্বর ছিলেন। আমিও পয়গাম্বর।"

উদা'ছ ছিল জাতিতে খৃস্টান। তাহাদের ধর্মগ্রন্থে এবং আলিমদের মুখে সে শেষ নবী সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা শুনিয়াছিল যে, তিনি আরব দেশে জন্মগ্রহণ করিবেন। এমনি তাঁহার নাম-ধাম, আকার-আচার বহু কিছুই বহুকাল যাবৎ আলোচিত হইয়া আসিতেছিল। 'আমিও নবী' ইহা শুনিয়াই উ'দাছের হৃদয় কেমন আন্দোলিত হইয়া উঠে। সে এবার জিজ্ঞাসা করিল— "আপনার নাম ?"

উত্তর— "মুহাম্মদ (সা)।"

উ'দাছ আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনার কথা এবং আপনার গুণাবলী তওরাত ও ইন্‌জীলে শুনিতে পাইয়া বহুদিন যাবৎ আপনার আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলাম। আজ আমি ধন্য হইলাম।" সে তৎক্ষণাৎ মাহ্‌বূবে খোদা (সা)-এর ধর্মমতে দীক্ষা লইল এবং হাতে-পায়ে, মাথায়-কপালে চুমা দিয়া আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

উত্‌বা ও শায়বা বাগানে বসিয়া দূর হইতে এইসব লক্ষ্য করিতেছিল। উ'দাছ ফিরিয়া গেলে তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—

"কি রে উ'দাছ! তুই লোকটির হাত-পা চুম্বন করলি যে ?"

www.pathagar.com

উ'দাছ বলিল ঃ "দুনিয়ার বুকে তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ দ্বিতীয় কেহই নাই। তিনি আমাকে এমন এক সংবাদ দিয়াছেন, যাহা শুধু নবীগণই জানেন।"

মালিকদ্বয় বলিল— "না হে উ'দাছ! লোকটি তোকে ধোকা দিয়াছে। দেখ্, খবরদার! তুই আপন ধর্ম ছাড়বি না। তোর ধর্ম তাহার ধর্মের চেয়ে অনেক ভাল।"

উ'দাছ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না।

জিনের ইসলাম গ্রহণ ঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবার পথ চলিতে লাগিলেন। মক্কা পৌঁছিতে তখন আর মাত্র একদিনের রাস্তা বাকি ছিল। নাখলা নামক স্থানে পৌঁছিলে বেলা শেষ হইয়া যায়। নবীজী সেখানে রাত্রিযাপনকল্পে থামিলেন। মধ্য রাত্রিতে নবীজী নামায পড়িতে দাঁড়াইলেন। সুমধুর সুরে কুরআন পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন জিন ঐ স্থান দিয়া যাওয়ার সময় উহা শুনিতে পায় এবং ঐশী বাণীর মর্মস্পর্শী তিলাওয়াত শুনিয়া বিস্মিত এবং বিমোহিত হইয়া পড়ে।

বিশ্বনবীর আগমন-বার্তা জিনমহলেও বহু পূর্বেই পৌঁছিয়া গিয়াছিল। নূতন নবীর খোঁজে তাহারাও ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। নবীজির নামায পড়া শেষ হইলে তাহারা আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল— "আমরা 'নসীবাইনে'র অধিবাসী জিন। আপনার কথা আমরা শুনিয়াছি। এখন আপনাকে পাইয়া ধন্য এবং একান্ত প্রীত হইলাম।"

আঁ-হযরত (সা) স্বীয় ধর্মমত পেশ করিয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিলে তাহারা সানন্দে সম্মত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হয়। অতঃপর স্বজাতির নিকটে যাইয়া নবীজীর আবির্ভাবের সংবাদ দিয়া নূতন ধর্মবাদের প্রচার ও প্রসারে তাহারা আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই ঘটনাই নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করেন—

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ

"যখন আমি আপনার নিকট একদল জিনকে পাঠাই আর তাহারা অতি মনোযোগের সহিত কুরআন শুনে ------।" এই জিনদিগকে উপলক্ষ করিয়াই قُلْ اُوْحِىَ (কু'ল্ উহিয়া) সম্পূর্ণ 'সূরা জিন' নাযিল হয়।

মক্কা প্রত্যাবর্তন ঃ মাহ্‌বূবে খোদা (সা) তায়েফ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হইয়া মক্কা ফিরিয়া আসিলেন। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় শত্রুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। তাহাদের সাহায্য ও সহায়তায় ইসলামকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, এই আশা তাঁহার অন্তরে ছিল। কিন্তু সকল আশা ভরসা মাটি হইয়া যায়। কারণ তায়েফে কোথাও তিনি একটু আশ্রয় পর্যন্ত পান নাই।

মক্কাবাসীরা পূর্ব হইতেই তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর হত্যার ষড়যন্ত্র চক্রবালের মত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। তায়েফ গমন ও তথায় তাঁহার ব্যর্থতার কথা জানিয়া শত্রুরা আরও উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং এইবার মক্কা আসিলে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত তাহারা আঁ-হযরতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

মাহ্বূবে খোদা (সা) শহরে প্রবেশ না করিয়া হেরা-গুহায় যাইয়া আত্মগোপন করিলেন। আরবের বাসিন্দারা আমানকে (আশ্রয় দান) খুবই সমীহ করিত। কেহ আশ্রিত হইয়া যদি শত্রুরও গৃহে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে সেই প্রাণশত্রুও তাহার অমর্যাদা করিত না। আঁ-হযরত (সা) হেরা-গুহায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কে তাঁহাকে আমান দিবে ? প্রবল-প্রতাপশালী কাহারও আশ্রয় না পাইলে নিজ মাতৃভূমিতেও পা রাখা তখন তাঁহার পক্ষে দায় হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ সকল প্রধান ব্যক্তি ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে। সুহৃদ ও সদাশয় ব্যক্তি হিসাবে কয়েকজনকে মনোনীত করিয়া লইয়া প্রথমে আখনাছ ইব্নে শারীক-এর কাছে আশ্রয় চাহিয়া লোক পাঠাইলেন।

আখনাছ বলিল ঃ "আমি কুরায়শদের নিকট হা'লীফ (অঙ্গীকারাবদ্ধ)। সুতরাং আমি তাহাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না।"

ইহার পর নবীজী সুহাইল ইব্নে আ'মরের নিকট এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি তাঁহাকে নিজের দেশে নিরাপদে অবস্থান করিবার সুযোগ দান করেন।

সেই পাষণ্ডও একই অজুহাত দেখাইয়া অনুরোধ এড়াইয়া যায়।

কি মর্মান্তিক ব্যাপার! নিজের মাতৃভূমি, নিজের পৈতৃক বাস্তুভিটা, নিজের আত্মীয়-স্বজন সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আজ তাঁহাকে অপরের দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বিমুখ হইতে হইতেছে।

অবশেষে 'মুত্য়ে'ম ইব্নে আ'দী' সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন। শুধু তাহাই নয় উপরন্তু নিজ গোত্রের লোকজনকে লইয়া অস্ত্র-সম্ভারে সজ্জিত হইলেন এবং শোভাযাত্রা সহকারে শহর ঘুরিয়া মুহাম্মদ (সা)-কে আশ্রয় দানের কথাও ঘোষণা করিয়া আসেন। অবশেষে তিনি সদলবলে আল্লাহ্র ঘরে গমনপূর্বক সেখান হইতে হেরা গুহায় একদল লোক পাঠান। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারা মাহ্বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া তাঁহাকে মক্কায় লইয়া আসেন। নবীজী সর্বাগ্রে আল্লাহ্র ঘরে যাইয়া তাওয়াফ করিয়া নামায পড়িলেন। অতঃপর বিরাট মিছিলের সাথে মহাসমারোহে মুত্য়ে'মের বাড়ি পৌঁছেন। সেখানে বহুদিন তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া আঁ-হযরত (সা) আপন কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মুত্য়ে'ম ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তথাপি তাহার এই সহৃদয়তাকে মাহ্বূবে খোদা (সা) চিরকাল অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া গিয়াছেন। বদর যুদ্ধে বন্দী কাফির-মুশ্রিকদের মুক্তিদানের জন্য অনেকেই আবেদন করিয়াছিল। নবীজী কাহারও অনুরোধ গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু তিনি তখন বলিয়াছিলেন যে, যদি আজ মুত্য়ে'ম ইব্নে আ'দী বলিতেন, তবে আমি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতাম।"(বুখারী)

www.pathagar.com

অপরাপর গোত্রের মধ্যে প্রচার

নবুয়তের একাদশ বর্ষ।

কুরায়শ ও মক্কার অপরাপর সব গোত্রের নিকট হইতে নিরাশ ও বিমুখ হইয়া মাহ্‌বূবে খোদা মক্কার বাহিরে অন্যান্য গোত্রের লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত জানাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। স্বদেশবাসীর অপপ্রচার ও ঘোর বিরোধিতার ফল ইতিমধ্যে সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আরবের মূর্তিপূজারী যে কোন গোত্র একত্ববাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে উহার বিরোধিতা করিবে, এই আশংকা তখন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নবীজীর পক্ষে সংগ্রাম না চালাইয়া উপায় ছিল না। সারা দুনিয়ার বুকে একজন যদি তাঁহার অনুগত এবং অনুসারী না হয়, তবু তিনি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, সেদিকে বিশ্বমানবকে আহবান জানাইতেই হইবে। তাই তিনি সকল ভয়-ভীতি ভুলিয়া হজ্জ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগত অন্যান্য গোত্রীয়কে আমন্ত্রণ জানাইতে থাকেন। আশা এই যে, হয়ত কাহারও সুমতি হইতেও পারে। সত্য ধর্মের ঐশী জ্যোতিতে কাহারও মন হয়ত আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রথমে যান 'বনি কান্‌দা' গোত্রে। তাহাদের নেতা 'মলীহ্‌' দলবল লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। নবীজী সেই মজলিসে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সনাতন ধর্মের দাওয়াত দিলেন। কত সুন্দরভাবে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন—যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি দিয়া বিষয়টি তাহাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু কেহই তাহা মানিল না।

অতঃপর তিনি গেলেন 'বনি কাল্‌ব'-এর এক শাখা 'বনি আবদুল্লাহ্‌'র কাছে। নানাভাবে তাহাদিগকেও বুঝাইয়া এতটুকু বলিলেন যে, "তোমাদের গোত্রের পিতার কি চমৎকার নাম 'আল্লাহ্‌র বান্দা'। সেই আল্লাহ্‌র দিকেই আমি তোমাদিগকে ডাকিতেছি।" কিন্তু এখানেও নবীজী বিফল মনোরথ হইলেন।

এমনিভাবে নবীজী একটির পর একটি করিয়া দূর-দূরান্তের গোত্রগুলির আস্তানায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু কোথাও একটু সাড়া পাইলেন না। যে ব্যথিত হৃদয় লইয়া মানুষেরই কল্যাণার্থে কুরআনের বাণী প্রচারে তিনি বাহির হইয়াছিলেন, সেই হৃদয় তেমনি ব্যথিত ও ভগ্নই রহিয়া গেল।

স্বগোত্রীয় নর পিশাচেরা এই সময়েও মাহ্‌বূবে খোদার শত্রুতা ছাড়ে নাই। বনি 'দাওলী'-র 'বরীআ' ইব্‌নে ই'বাদ বলেন, "আমি তখন তরুণ। পিতার সঙ্গে মিনা

www.pathagar.com

ময়দানে দাঁড়াইয়াছিলাম! দেখি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক এক গোত্রের আড্ডাতে যাইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে দাঁড়ান। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুদৃশ্য মূল্যবান পোশাক পরিহিত এক বৃদ্ধও পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। নবীজী গোত্রের নাম লইয়া বলেন, 'আমি আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষরূপে তোমাদের কাছে আসিয়াছি। তিনি তোমাদিগকে আদেশ করেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁহারই ইবাদত কর, অপর কাহাকেও তাঁহার অংশীদার করিও না। আমাকে বিশ্বাস কর, আমার সহযোগিতা কর। বিরোধীদের শত্রুতা কাটাইয়া আমি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আল্লাহ্র দেওয়া বহু কিছু তোমাদিগকে দিব। কিন্তু এখন তোমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন, ইত্যাদি।

নবীজী কথাগুলি শেষ করিতে ঐ বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া বলে, "আরে, এর কথায় পড়িও না। এ তো চায় তোমাদের বাপ-দাদার প্রভু লাত ও উয্যাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার অনুসৃত এক ভুল পথে তোমাদিগকে লইয়া যাইতে। খবরদার! তাহাকে কোনদিন মানিও না এবং তাহার কোন কথাই শুনিও না।"

রবীআ' স্তম্ভিত হইয়া পিতার কাছে জানিতে চাহেন, "এই লোকটি কে? তাঁহার পিছনে থাকিয়া তাঁহারই বিরুদ্ধে বলিতেছেন!"

পিতা জানাইলেন, "লোকটি তাঁহারই চাচা আবদুল উয্যা (আবূ লাহাব)।"

কেমন উৎপীড়ন—কি যন্ত্রণা! ইহা ছাড়াও উক্ত প্রচারকার্যে তাঁহাকে নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 'বনি হানীফা'র লোকজনের কাছে যাইয়া একদিন আঁ-হযরত (সা) নিজ বক্তব্য পেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা অতি জঘন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং অশ্লীল ভাষায় কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেয়।

'বনি আমের'কে দাওয়াত দেওয়া হইলে সেই গোত্রের 'বাইহারা' নামক এক নেতার মনে এক দুরভিসন্ধি জাগে। তিনি ভাবিলেন, এই যুবকের পিছনে থাকিয়া চেষ্টা করিলে সমগ্র আরবের বুকে প্রাধান্য লাভ করা যাইতে পারিবে। তাই তিনি নবীজীকে বলিলেন, "আমরা আপনার সহযোগিতা করিব। কিন্তু একটি কথা আছে। যদি আল্লাহ্ আপনাকে কামিয়াব করেন, তবে আপনার পরে কর্তৃত্ব আমাদের হাতে আসিবে—একথা স্বীকার করুন।"

নবীজি বলিলেন, "ইহা একমাত্র আল্লাহ্র হাতে। যাহাকে ইচ্ছা তিনি উহা দান করিয়া থাকেন।"

উত্তর শুনিয়া তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বা রে বাঃ! তোমার জন্য সারা আরবের ক্ষিপ্ত জনতার শিকার হইব, হাতের মুঠায় প্রাণ লইয়া তোমার পিছনে চলিব, আর আল্লাহ্ তোমাকে জয়ী করিলে ইহা ভোগ করিবে অন্যরা? থাক, তোমার কথা তুমিই লইয়া থাক, উহা আমাদের দরকার নাই।"

www.pathagar.com

মদীনার বিখ্যাত ও বরেণ্য নেতা 'সুওয়াইদ' হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া নবীজী তাহার নিকটে যাইয়া আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র দেওয়া নূতন ইব্রাহীমী ধর্মবাদের প্রতি আহবান জানাইলেন।

সুওয়াইদ বলিয়া উঠিলেন, "ওহে! আমার কাছে যে জিনিস রহিয়াছে, মনে হয় আপনার কাছেও ঐরূপই কিছু আসিয়াছে।"

নবীজী—"আপনার কাছে কি আছে ?" নবীজি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জানিতে চাহিলেন।

সুওয়াইদ—" লোকমানের হেকমত।"

নবীজী— "আচ্ছা আমাকে কিছুটা শুনান তো!"

তিনি লোকমানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কয়েকটি মূল্যবান বাণী শুনাইলে পর আঁ-হযরত (সা) মন্তব্য করিলেন— "বেশ্ ত! সত্যি, চমৎকার কথা। কিন্তু আমার কথাগুলি ইহার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। উহা নূর ও হিদায়াতে পরিপূর্ণ মহামূল্যবান কুরআন। উহা আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর নাযিল করেন।" এতটুকু বলিয়া তিনি কুরআনের একাংশ তিলাওয়াত করিয়াও তাহাকে শুনাইলেন এবং সনাতন ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করিবার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সেই আত্মম্ভরী কুরআনের মর্মস্পর্শী স্বর্গীয় বাণীগুলিকেও এক পাল্লায় ওজন করিলেন এবং "হ্যাঁ— কথাগুলি সুন্দর বটে" বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

মদীনার অপর একটি বিখ্যাত গোত্র— 'বনি আবদুল আশ্হালে'র সর্দার আনাস ইব্নে রাফেঅ কতিপয় নওজোয়ান সহ মক্কায় আসেন। তাহারা ছিলেন 'আউস' বংশীয়। মদীনার 'খায্রায' বংশের সঙ্গে তাঁহাদের শত্রুতা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কুরায়শীদের নিকট হইতে তাহারা আপন শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক চুক্তিপত্র আদায় করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন। নেতার আগমন সংবাদ পাইয়া মাহ্বূবে খোদা (সা) তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনারা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহার চেয়ে উত্তম বস্তু পাইলে উহা লইবেন কি?"

প্রশ্ন— "সেটি কি ?"

নবীজী বলিলেন ঃ "আমি আল্লাহ্র রাসূল। তাঁহার দিকে জনমানবকে আহবান করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি আমার কাছে কিতাবও অবতীর্ণ করিয়াছেন।" অতঃপর নবীজী ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তুর কিছু বিশ্লেষণ করিয়া কুরআনের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করেন।

ইহাতে তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার মন পুলকিত ও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। ইয়াস নামক জনৈক যুবক বলিল, "সত্যই, আমাদের বর্তমান কাম্য বস্তুর চেয়ে ইহা অনেক শ্রেয়।" কিন্তু দুষ্ট সর্দারের সুবুদ্ধি হইল না। অধিকন্তু ইয়াসকে এই পক্ষপাতিত্বের দরুন তিনি ভীষণ প্রহার করিলেন। আর আঁ-হযরতকে এই বলিয়া বিদায় দেন, "আমাদের ছাড়ুন—আমরা অন্য কাজে আসিয়াছি।"

এই হইল মাহ্বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরামহীন সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা। অপরপক্ষে ইহা নৈরাশ্য অসাফল্যের সামান্য উদাহরণও বটে।

www.pathagar.com

নৈরাশ্য-সাগরে আশার তরী

নবুয়তের একাদশ বর্ষে হজ্জ উপলক্ষে মদীনা হইতেও বহু লোক মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। তথাকার মুশ্‌রিক মূর্তিপূজারী গোত্রগুলি ছিল দুর্বল ও অনুন্নত। অপরপক্ষে মদীনার ইহুদীরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে, ধন ও ঐশ্বর্যে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহারা নানাভাবে মুশ্‌রিকদিগকে উৎপীড়ন করিত। সময় সময় পরস্পরে দ্বন্দ্ব বাঁধাইয়া তুলিয়া আড়াল হইতে ইন্ধন জোগাইত। কখন কখন এক পক্ষের মারফতে অপরপক্ষের অশেষ ক্ষতি করিত। এমনিভাবে তাহারা সমগ্র মদীনায় এক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। কারবার-দরবার, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব প্রায় সবই ইহুদীদের হাতে ছিল। সুদে টাকা ধার দেওয়া ছিল তাহাদের প্রধান ব্যবসা। ঐ সুদের জের টানিতে টানিতে মদীনার গরীব জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু এতরকমে তাহাদিগকে পদানত রাখিয়াও যেন তাহাদের তৃপ্তি হইতেছিল না। প্রায়ই এই বলিয়া ভয় দেখাইত যে, "দাঁড়াও! শেষ নবী পয়দা হইয়া অচিরেই এ-দেশে আসিবেন, তখন তাঁহাকে লইয়া তোমাদের কতল করিব।"

মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রচারকার্যে ও নূতন ধর্মের দাওয়াত শুনিয়া মদীনাবাসীদের স্মরণ হইল ইহুদীদের কথা। তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে থাকে যে, ইহুদীরা সম্ভবত এই নবীর কথাই বলিত। ইহুদীদের কথা হইতে বুঝা যাইত, যেহেতু তাহারা আসমানী ধর্মের উপর বিশ্বাসী ও উহার অনুসারী, কাজেই পরবর্তী আসমানী ধর্ম আসিলেও তাহাদের সঙ্গেই সম্পর্ক থাকিবে বেশি। তাই আল্লাহ্‌র অংশীবাদীরা ভাবিত যে, ঐ নূতন নবীও তাহাদের প্রতি ইহুদীদেরই মত ক্রুদ্ধ থাকিবেন। কিন্তু নবীজী যখন গোত্রে গোত্রে ঘুরিয়া দল-মত নির্বিশেষে সকলকে দাওয়াত দিতে লাগিলেন, তখন তাহারা ইহাকে একটি মহা-সুযোগ বলিয়া মনে করিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্থির করে যে, ইহুদীরা নবীজীর সাক্ষাৎ পাইবার পূর্বেই তাহারা তাঁহার ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। তদনুসারে প্রথমে তাহাদের মধ্য হইতে 'আস্‌আ'দ ইব্‌নে যুরারাহ্‌', 'আম'র ইব্‌নে সওয়াদ' প্রমুখ ছয়জন আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে গমন করিয়া ইসলাম ধর্মমত গ্রহণ করেন। বিদায়ের সময় তাহারা ইহাও বলিলেন যে, "আমরা আবার আসিব।" ইহুদীদের মুখে মুখে পূর্ব হইতেই নূতন নবীর কথা আলোচিত হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং নূতন নবীর কথা কাহারও অজানা ছিল না। নবদীক্ষিত মুসলমানগণ মদীনায় পৌঁছিয়া আরও জোরেশোরে নবীজীর আলোচনা করিতে থাকায় অল্পদিনের মধ্যে মদীনার ঘরে ঘরে তাঁহার কথা আরও ছড়াইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

ইস্‌রা ও মি'রাজ

ইস্‌রা নবুয়তের একাদশ বর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঘটনাটি যেমনি অলৌকিক তেমনি আকস্মিক। ইহার মাধ্যমে মাহ্‌বুবে খোদা (সা)-এর পদমর্যাদা ও আল্লাহ্‌র সহিত তাঁহার নৈকট্যের কিছুটা পরিমাপ করা চলে। মানুষের বুদ্ধির বহির্ভূত ব্যাপার বলিয়া বিরোধী এবং পরশ্রীকাতরের দল ইহাকে হাস্যরস ও উপহাসের সামগ্রীরূপে ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু এই ঘটনাই ভক্ত-বিশ্বাসীদের অন্তরে আনিয়াছে ভক্তির জোয়ার — বিশ্বাসের সঙ্গে দিয়াছে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

মি'রাজের ঘটনাটি ২৬ জন বিশিষ্ট সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। একই বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে বিবৃত হইলে বর্ণনাভঙ্গীর তারতম্যে, আবার কখনও শ্রোতৃমণ্ডলীর বুঝিবার ও শুনিবার পার্থক্য বিষয়টি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এই মি'রাজের ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে—

মাহ্‌বুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি কা'বা ঘরের হাতীমে[১] শুইয়াছিলাম। জিব্‌রাঈল (আ) আসিয়া আমাকে জাগ্রত করিলেন।" কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আঁ-হযরত আবূ তালিবের ঘাঁটিতে ছিলেন। "তব্‌রানী'তে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার চাচাত বোন উম্মে হানীর বাড়িতে ছিলেন। বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আঁ-হযরত (সা) নিজ ঘরে শুইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জিব্‌রাঈল (আ) নবীজীকে লইয়া ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করিয়া সেই পথে বাহির হইয়া সোজা কা'বা ঘরে আসিলেন।

হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী (র) বলেন, বস্তুত কথা একই। আঁ-হযরত (সা) আবূ তালিবের ঘাঁটির পার্শ্বস্থ উম্মে হানীর বাড়িতে নিজ বসবাসের জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই উহাকে ঘাঁটিও বলা যাইতে পারা যায়, আবার উম্মে হানীর বাড়িও বলিতে পারা যায়। আঁ-হযরতের নিজের ঘর বলিলেও ভুল হইবে না।

তথা হইতে তন্দ্রাবস্থায় তিনি কা'বা ঘরে নীত হন। নিদ্রার আবেশ ছিল। তাই এখানে পৌঁছার পর আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁহাকে পুনঃ জাগ্রত করেন। তখন হইতে পরবর্তী সম্পূর্ণ ঘটনা জাগ্রতাবস্থায় সংঘটিত হয়।

---

(১) হাতীম-কা'বা ঘরেরই একাংশ যাহা পুনর্নির্মাণের সময় বাহিরে পড়িয়া গিয়াছিল এবং অদ্যাবধি সেই অবস্থায় রহিয়াছে।

www.pathagar.com

ছাদের পথে ঘটনার প্রারম্ভেই তাঁহাকে বুঝান হইয়াছিল যে, অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হইতে যাইতেছে। উর্ধ্বলোকের গোপন রহস্য তাঁহার জন্য উদঘাটিত করা হইতেছে।

জিব্‌রাঈল (আ) বেহেশ্‌ত হইতে 'বোরাক' ও দুইখানি সোনার খাঞ্চা তাঁহার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আঁ-হযরত (সা)-কে কা'বা প্রাঙ্গণে লইয়া গিয়া বুক চিরিয়া উহা এক খাঞ্চায় রাখিয়া জমজমের পানি দ্বারা তাঁহার দিল্‌, অন্ত্রনালী ইত্যাদি ধৌত করেন। অতঃপর অপর খাঞ্চা হইতে ঈমানী-নূর ও ঐশী হিকমত উহাতে পুরিয়া দিলেন। মর্তের জড় পদার্থে তৈরি একজন মানুষের জন্য অদৃশ্যলোকে ভ্রমণ, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ, অচিন্তনীয় বহুকিছুর দর্শন লাভ ইত্যাদির পূর্বে ঐশী শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই এক বক্ষ বিদারণ মারফতে মাহ্‌বূবে খোদার অন্তরে নূরানী ঝলক ও খোদায়ী শক্তির কিছুটা ছটা ভরিয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর বোরাক হাযির করা হইল। উহা ছিল গদী-আঁটা লাগাম লাগান সুদৃশ্য একটি জন্তু। আকৃতিতে গাদার চেয়ে বড়—আবার খচ্চরের চেয়ে সামান্য ছোট। মাহ্‌বূবে খোদা (সা) উহাতে আরোহণ করিতে আগাইয়া গেলেন। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির আরোহণকালে ঘোড়া যেমন করে, বোরাকটিও তেমনি নড়াচড়া দিয়া উঠে। ইহাতে কোনরকমের অবাধ্যতা ছিল না। ছিল শুধু অভিমান।

জিব্‌রাঈল (আ) বোরাকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আরে তোর কি হইল ? জানিস্‌ ইনি কে ? তোর পিঠে আজ পর্যন্ত তাঁহার মত এত বড় সম্মানী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি উঠেন নাই!" ইহা শুনিয়াই বোরাকটি লজ্জায় ম্লান হইয়া যায়—সারা দেহ তাহার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে!

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বোরাক ছুটিয়া চলিল। নাম ছিল যেমন বোরাক অর্থাৎ 'বরক্ব' (বিদ্যুৎ) তেমনি ছুটিলও সে বিদ্যুৎ গতিতে। শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি যতদূর যায়, বোরাকটি এক এক পদক্ষেপে নিমেষের মধ্যে ততদূর পথ অতিক্রম করিতে থাকে। রাত্রিকাল। গভীর নিশীথে নবীজিকে লইয়া বোরাকটি ছুটিয়া চলিল উত্তর দিকে। জিব্‌রাঈল (আ)-ও নবীজীর সঙ্গে বোরাকের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসও আল্লাহ্‌র একটি ঘর। মক্কার কা'বাঘর কিবলা হওয়ার পূর্বেই উহাই ছিল কিবলা। জেরুযালেমের সেই আল্লাহ্‌র ঘরে পরলোকগত অনেক আম্বিয়ার রূহ্‌ আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল ছিল।

বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছিয়া মাহ্‌বূবে খোদা (সা) বোরাকটিকে বাঁধিয়া রাখিয়া জিব্‌রাঈল (আ)সহ মসজিদে প্রবেশ করেন। তথায় অসংখ্য ফেরেশ্‌তাও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। আযান দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পর একামত বলা হইলে সকলেই 'সফ' বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। জিব্‌রাঈল (আ) নবীজীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে আগাইয়া

www.pathagar.com

দিলে তিনি ইমামত করেন এবং দুই রাক'আত' 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' (মতান্তরে তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করেন। রজব মাসের ২৭ তারিখে রাত্রিবেলা ইহা ঘটে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকেই সূরা বনি ইস্রাঈলের শুরুতে বর্ণনা করেন —

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى -

"পবিত্র প্রভু, যিনি নিজ বান্দাকে রাত্রিকালে মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আক্সা (বায়তুল মোকাদ্দাস) ভ্রমণ করান ....।"

নামাযের পর জিব্রাঈল (আ) আম্বিয়া ও প্রধান ফেরেশ্তাগণের সঙ্গে নবীজীকে পরিচয় করাইয়া দেন। নবীগণ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আল্লাহ্র প্রশংসাসূচক স্তুতি গাহিলেন। মাহ্বূবে খোদাও আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ ব্যক্ত করিয়া হাম্দ পাঠ করেন।

অতঃপর মাহ্বূবে খোদা (সা) বাহিরে আসেন। তখনই বোরাকে চড়িয়া ঊর্ধ্বাকাশ পথে রওয়ানা হইবেন। যাত্রার প্রাক্কালে জিব্রাঈল (আ) দুই পেয়ালাপূর্ণ, একটিতে শরাব—অপরটিতে দুধ তাঁহার সম্মুখে পেশ করিয়া পান করিতে বলেন। নবীজি দুধটুকু শুধু পান করিলেন— শরাব স্পর্শ করিলেন না। ইহা দেখিয়া জিব্রাঈল (আ) বলিলেন, "আপনি ধর্মসম্মত জিনিসই গ্রহণ করিয়াছেন।"

এতক্ষণে এই নৈশকালীন ভ্রমণের একাংশ সমাপ্ত হয়। ইহা মক্কা হইতে জেরুযালেম পর্যন্ত মাটির বুকেই হইয়াছিল। ইহাকেই আরবীতে বলে 'ইস্রা।' কুরআনে ইহার স্পষ্ট উল্লেখও আছে।

মি'রাজ : ভ্রমণের পরবর্তী যে অংশ আকাশ রাজ্যে ঘটিয়াছিল, উহাকে বলা হয় মিরাজ। মাহ্বূবে খোদা (সা) আস্মানে তশরীফ লইয়া গেলেন। একে একে সাতটি আস্মান অতিক্রমকালে বহু কিছু তিনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। কিন্তু আস্মানের দরজা ছিল বন্ধ—ফেরেশ্তারা সান্ত্রীরূপে তথায় কড়া পাহারায় ছিলেন!

জিব্রাঈল (আ) দরজা খুলিতে বলিলে ভিতর হইতে আওয়ায আসে—

"কে?"

উত্তর—"আমি জিব্রাঈল।"

প্রশ্ন—"সঙ্গে আর কে ?"

উত্তর—"মুহাম্মদ।" (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

আল্লাহ্র প্রধান দোস্ত মুহাম্মদ (সা)-কে জানিতেন না এমন জন বোধ হয় সেই রাজ্যে কেহ ছিলেন না। তিনি মাটির মানুষ হইয়াও সশরীরে এই আকাশ-রাজ্যে

www.pathagar.com

তশ্‌রীফ আনিবেন— আল্লাহ্‌ তাঁহার পরম বন্ধুকে জীবিতাবস্থায় নিজ সৃষ্টি-রহস্য ও কীর্তিসমূহ দেখাইবেন, এমন সংবাদও সম্ভবত পূর্বেই রটিয়া গিয়াছিল। এমনও হইতে পারে যে, সেই রাজ্যের লোকেরা তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনিতেছিলেন। কখন তিনি তথায় পৌঁছিবেন, তাঁহাকে দেখিয়া কখন তাঁহারা ধন্য হইবেন, ইহাও হয়ত তাহাদের চিন্তার একটি কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র মেহ্‌মানরূপে এই বিশেষ দিনে আসিবেন—ইহা তাঁহাদের জানা ছিল না। তাই প্রহরী জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "তিনি কি আমন্ত্রিত হইয়াছেন।"

উত্তর—"হ্যাঁ।"

ইহা শুনিয়া মাত্রই 'মারহাবা' (খুশি হউন) ও 'শুভাগমন'— বলিতে বলিতে তিনি দরজা খুলিয়া দেন। আস্‌মানী রাজ্যের প্রথম ফটক পার হইয়া নবীজী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইহাই প্রথম আস্‌মান। ইহাকেই দুনিয়ার আকাশ বলা হয়। হযরত আদম (আ) সেখানে থাকেন। মানব জাতির পিতা কি না। বিপদ সঙ্কুল দুনিয়ায় ফেলিয়া আসা সন্তানদের জন্য তাঁহার মন কাঁদিবেই। তাই আল্লাহ্‌ তাঁহাকে রাখিয়াছেন দুনিয়া সংলগ্ন আস্‌মানে। জিব্‌রাঈল (আ), বলিলেন— "এই যে বাবা আদম (আ) তাঁহাকে সালাম করুন।"

নবীজী সালাম করিলেন। আদম (আ) প্রতি-সালাম জানাইয়া বলিলেন, "যোগ্য ছেলে, যোগ্য নবী—খুশী থাক।"

তিনি আদম (আ)-এর গাত্রের উভয় পার্শ্বে অতি ক্ষুদ্রাকার ছায়াবৎ মানুষের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলেন। ডান পার্শ্বের ফুটফুটে উজ্জ্বল। এদিকে নযর পড়িতেই আদম (আ) হাসিয়া উঠেন। আর বাম পার্শ্বের প্রতিকৃতিগুলি কুৎসিত ও কাল। সেদিকে দেখিতেই তাঁহার মুখটিও কাল হইয়া যায়। জিব্‌রাঈল (আ) এ সময় নবীজিকে বলিলেন, ডানদিকে তাঁহার নেক আওলাদের প্রতিকৃতি, তাহারা বেহেশ্‌তী। তাই পিতা তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হন। আর বাম পার্শ্বের দোযখী দুষ্ট সন্তানদের প্রতিকৃতি দেখিলে তিনি দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়া পড়েন।

অতঃপর নবীজী উপনীত হন দ্বিতীয় আস্‌মানে। সেখানেও সান্ত্রী ফেরেশ্‌তাদের সঙ্গে একই ব্যাপার ঘটে। প্রশ্নোত্তর পর দরজা খুলিয়া নবীজিকে مَرْحَبًا نِعْمَ الْمَجِيْئُ جَاءَ— "খুশি থাকুন! মহান ব্যক্তির শুভাগমন।" বলিয়া তাঁহারাও অভ্যর্থনা জানাইলেন।

দ্বিতীয় আস্‌মানে 'ইয়াহ্‌ইয়া' ও 'ঈসা' (আ)-এর সঙ্গে নবীজীর সাক্ষাৎ হয়। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁহাদের সঙ্গে নবীজীর পরিচয় করাইয়া দেন। সালাম বিনিময়ের পর তাঁহারা সানন্দে বলেন—"সুখী হউন হে আমাদের যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

www.pathagar.com

এমনিভাবে মাহ্বূবে খোদা (সা) একে একে সবগুলি আস্মান অতিক্রম করেন তৃতীয় আস্মানে হযরত ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এক্ষেত্রেও সালাম-কালাম, সাদর সম্ভাষণ সবই হয়। নবীজী তাঁহার রূপ-লাবণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন, "ইউসুফ (আ)-কে দেখিয়া মনে হইল যেন সৌন্দর্যের একটা বিরাট অংশ তাঁহাকে দান করা হইয়াছে।" (মিশ্কাত)। 'তব্রানী' ও 'বায়হাকী' এই উভয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইউসুফ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর। অন্যান্য মানুষের সহিত তাঁহাকে তুলনা করিলে বলিতে হইবে, অগণিত নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রের যে সৌন্দর্য, তিনিও তেমনি সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন।"

চতুর্থ আস্মানে হযরত ইদ্রীস (আ)-এর সঙ্গে নবীজীর সাক্ষাৎ হয়। পঞ্চম আস্মানে সাক্ষাৎ ঘটে হারুন (আ)-এর সঙ্গে। প্রত্যেক আস্মানেই পূর্ববৎ জিজ্ঞাসাবাদ হইয়াছিল। পঞ্চম দরজা খোলা হইলে পর নবীজী প্রবেশ করিলেন। ফেরেশ্তারা 'মার্হাবা'— 'শুভাগমন' ইত্যাদি বলিয়া অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। নবীগণ সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন, "সুখী হউন—যোগ্য ভাই আমার" ইত্যাদি।

অতঃপর তিনি ষষ্ঠ আস্মানে পৌঁছেন। জিব্রাঈল (আ) এ স্থানে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া পূর্ববৎ নবীজীকে সালাম করিতে বলিলেন। উভয়ের মধ্যে সালাম প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময় হইল। আঁ-হযরত (সা) তাঁহাকে ছাড়িয়া ঊর্ধ্ব পথে রওয়ানা হইলেন। হযরত মূসা (আ) সে সময় এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠেন যে, "এই নব্য যুবক পয়গাম্বর! আমার পরে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন। অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁহার উম্মত বেহেশ্তে যাইবে অনেক বেশি সংখ্যায়!" তাঁহার উম্মত দুষ্কৃতির চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বেহেশ্ত হইতে বঞ্চিত থাকিবে—এই আফ্সোসে তিনি কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন।

তারপর আসে সপ্তম আস্মান। নবীজী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। জিব্রাঈল (আ) এক বৃদ্ধ এবং সুশ্রী ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন—"এই যে আপনার বড় দাদা হযরত ইব্রাহীম (আ)।"

নবীজী সালাম করিলে ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, "ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম! মারহাবা! হে আমার সুযোগ্য বৎস! যোগ্য নবী!"

ইব্রাহীম (আ) তখন বায়তুল মা'মূরে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। 'তব্রী' গ্রন্থে কাতাদা হইতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বায়তুল মা'মূর সপ্তম আস্মানে একটি মসজিদ—ঠিক কা'বা ঘরের উপরে অবস্থিত। মনে কর, যদি উহা পড়িয়া যায়, তবে ঠিক কা'বা ঘরের উপরেই পড়িবে।"

মিশ্কাত শরীফে আছে, নবীজী বলেন, "প্রত্যহ ৭০ হাজার ফেরেশ্তা সেই মসজিদ-গৃহে প্রবেশ করেন এবং একবার বাহির হইয়া গেলে দ্বিতীয়বার তাহাদের পালা আসে না।"

www.pathagar.com

বায়তুল মা'মুরে প্রবেশের পর মাহ্‌বূবে খোদা (সা) নামায আদায় করেন। 'বায়হাকী' গ্রন্থের এক রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে সাদা ও কাল বেশধারী তাঁহার উম্মতদের দুই দল লোকও ছিলেন। নবীজী মসজিদে প্রবেশ করিলে, পিছনে পিছনে তাঁহারাও প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু কাল বেশধারী লোকগুলিকে নিরস্ত করিয়া রাখা হয়। প্রবেশ করিতে পারিলেন শুধু শুভ্র-পরিচ্ছদধারিগণ। নবীজী উপস্থিত সকলকে লইয়া নামায আদায় করিয়াছিলেন।

তারপর শুরু হয় আরও উর্ধ্ব-যাত্রা। বুখারী শরীফে ধারাবাহিকভাবে ঘটনাটি নিম্নোক্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে—নবীজি বলেন, "অতঃপর জিব্‌রাঈল (আ)-সহ আমি "সিদরাতুল মুন্‌তাহায়' পৌঁছিলাম। ইহা সপ্তমাকাশ হইতেও অনেক উর্ধ্বে।" 'সিদ্‌রা' অর্থ কুল বৃক্ষ। 'মুন্‌তাহার' অর্থ শেষ সীমান্তবর্তী। অর্থাৎ এই বিশাল বৃক্ষটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিম্নাংশ ও উর্ধ্বাংশের সীমানা নির্দেশক। আল্লাহ্‌ জাল্লা-জালালুহুর খাস্‌ দরবার হইতে যাহা কিছু নাযিল করা হয়, তাহা প্রথম এই সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে এবং পরে সে স্থান হইতে ফেরেশ্‌তাগণ কর্তৃক উহা যথাস্থানে বিতাড়িত হয়। মানুষের কীর্তি-কলাপ (আমল) পৃথিবী হইতে ঐ স্থানে পৌঁছিয়া থামিয়া যায়। পরে সেখান হইতে আল্লাহ্‌র কাছে নীত হয়।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, উক্ত বৃক্ষের একটি কুল 'হাজারে'র (এক স্থানের নাম) বিখ্যাত মট্‌কার মত বড়, আর এক একটি পাতা যেন হাতীর এক একটি কান। পতঙ্গের মত সোনার পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে সমগ্র গাছটিকে ছাইয়া থাকে। কাহার কাহার বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ্‌র নূর ও তজল্লী গাছটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই বৃক্ষের পাদদেশে চারিটি নদী প্রবাহিত। মুসলিম শরীফের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, চারিটি নদীর উৎস ছিল সেখানে। নদীগুলি বৃক্ষের নিম্নভাগ হইতে বাহির হইয়া দুইদিকে প্রবাহিত হইতেছিল।

এই সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার কাছেই ছিল বেহেশ্‌ত। দুইটি নদী বেহেশ্‌তের মধ্যে ও দুইটি ছিল বাহিরে। কাহার কাহার মতে চারটি নদীই বেহেশ্‌তে প্রবাহিত হইতেছিল। উহাদের বহিরাংশ এই বৃক্ষের নিম্নদেশে আসিয়া শেষ হইয়াছিল।

কুরআন পাকে কতকগুলি নদীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত বৃক্ষতলের নদীগুলির নাম কি এবং এইগুলি ঠিক সেইগুলি কিনা, তাহা লইয়া বেশ মতভেদ রহিয়াছে। কুরআনে বেহেশ্‌তে প্রবাহিত চারি প্রকার নদীর নাম একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

فِيهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ - وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ -
وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ - وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى -

www.pathagar.com

"সেখানে (বেহেশ্‌তে) নহরসমূহ রহিয়াছে, যাহার পানির স্বাদ কোনদিন নষ্ট হইবে না, এবং দুধের নহরগুলি, যাহার স্বাদ পরিবর্তিত হইবে না এবং শরাবের নহর, যাহা পানকারীদের কাছে খুবই সুস্বাদু লাগিবে এবং কতগুলি নহর রহিয়াছে মধুর, যেগুলি একান্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।"

কাহার কাহার মতে বৃক্ষতলের চারিটি নদী উক্ত নদীগুলিরই অংশবিশেষ। বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বলা হইয়াছে যে, নবীজী নদীগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে জিব্‌রাঈল (আ) বলেন, "ইহার যে দুইটি নদী ভিতরের দিকে প্রবাহিত, সেই দুইটি বেহেশ্‌তের নদী, আর বহির্মুখ নদী দুইটি 'নীল' ও 'ফুরাত' (অর্থাৎ নীল নদ ও ফুরাত নদীর প্রতিকৃতি)।

মাহ্‌বুবে খোদা (সা) আল্লাহ্‌র সৃষ্টির লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। যাহা কিছু দেখেন, প্রত্যেকটি অচিন্তনীয় এবং কল্পনাতীত। মানুষ এইগুলির কোন একটিরও বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিবে না।

মাহ্‌বুবে খোদা (সা) বলেন, "আমার সম্মুখে এক পেয়ালা শরাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু রাখিয়া উহাদের যেটি ইচ্ছা পান করিতে আমাকে বলা হইল। আমি দুধের পেয়ালাটি শুধু গ্রহণ করি। এতদ্দর্শনে জিব্‌রাঈল (আ) বলিলেন—এইটি দীন (ধর্ম), যাহার উপরে আপনি এবং আপনার উম্মত কায়েম থাকিবেন।"

আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন—ইব্‌রাহীম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন শেষ হইলে পর আমাকে সপ্তম আস্‌মানের শেষ ঊর্ধ্বপ্রান্তে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে আমরা এক নহরের তীরে পৌঁছি। আহা! উহার কি মনোরম দৃশ্য! ইয়াকুত, মতি, জবরজদ পাথরের অগণিত পেয়ালা উহার চতুষ্পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। স্বচ্ছ সবুজ বর্ণের অসংখ্য পাখি সেখানে উপবিষ্ট ছিল। ইয়াকুত, জমরদ পাথরের কণা এবং কঙ্করময় স্থানের উপর দিয়া দুধের মত স্বচ্ছ পানি বহিয়া যাইতেছিল। সোনা-রূপার অসংখ্য পাত্রও সেখানে পড়িয়া রহিয়াছিল। জিব্‌রাঈল (আ) বলিলেন, "আপনার প্রভু যে কাউসার দিবেন বলিয়া আপনাকে সুসংবাদ দিয়াছেন, ইহা সেই 'হাউযে কাউসার'। সূরা কাউসারে — إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (আমি আপনাকে কাউসার।" দান করিলাম) আয়াতে ঐ কাউসারের কথাই বলা হইয়াছে।

নবীজী বলেন, "আমি এক পেয়ালায় করিয়া উহার কিছু পানি পান করিলাম! আমার মনে হইল, উহা মধুর চেয়েও মিষ্ট ও সুস্বাদু এবং মুশ্‌কের চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত।"

'বায়হাকী' গ্রন্থে আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, সেখানে একটি ঝরণা আছে। উহাকে 'সালসাবীল' বলা হয় এবং এই ঝরনা হইতে দুইটি নহর বাহির হইয়াছে—একটি 'নহ্‌রে কাউসার' অপরটি 'নহ্‌রে রহ্‌মত'।

www.pathagar.com

অতঃপর মাহ্বুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বেহেশ্তে প্রবেশ করেন। সেখানকার বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা প্রত্যেকটি কল্পনাতীতভাবে সজ্জিত। নবীজী বলেন যে, উহার মাটি মুশ্কের আর উপরিস্থিত গম্বুজগুলি মতির তৈরি।

সত্যি ঐসবের কারুকার্য, দৃশ্যপট, বাগ-বাগিচা, নদী-প্রবাহ ইত্যাদি ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব, নবীজী তাই বলিয়াছেন যে, উহা ভাষায় ফুটাইয়া তোলা যাইবে না। সোজা কথায় উহার সংজ্ঞা হইল – مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ "যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই— কোন কর্ণ কোনদিন শুনে নাই!"

মাহ্বুবে খোদার এই দৃশ্য অবলোকনের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى - اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى - لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى *

"নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) তাঁহাকে (স্বীয় প্রভুকে) পুনর্বার দেখিয়াছেন— সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার কাছে। উহার নিকটে আরামপ্রদ বেহেশ্ত রহিয়াছে। সেই সময় সিদ্‌রা বৃক্ষটিকে কি সব আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল! তাহা দর্শনে তাঁহার চক্ষু ভুল করে নাই— অতিরঞ্জনও কিছু দেখে নাই। তিনি অবশ্য আল্লাহ্‌র বড় বড় বহু নিদর্শন দেখিয়াছেন।"

অনেক তফ্‌সীরবিদ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে জিব্‌রাঈল (আ)-কে দ্বিতীয়বার দেখার কথা বলা হইয়াছে। নবুয়তের প্রথমভাগে নবীজী জিব্‌রাঈল (আ)-কে তাহার আসল মূর্তিতে দেখিয়াছিলেন। ঐ আকৃতিতে পুনর্বার দেখেন এই 'সিদ্‌রা'র কাছে। কিন্তু ইবনে কাসীর তব্‌রানী'তে ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নবীজী আল্লাহ্‌কেই দেখিয়াছেন— একবার অন্তরে, পুনর্বার চাক্ষুষ এইখানে!

নবীজী বলেন, "বেহেশ্ত ভ্রমণ শেষ হইলে আমার সম্মুখে দোযখ তুলিয়া ধরা হয়। উহু! আল্লাহ্‌র গযব, আযাব, প্রতিশোধ গ্রহণের কি দৃশ্য সেখানে দেখিলাম! আগুনের কি ভীষণ উত্তাপ প্রত্যক্ষ করিলাম! সেই আগুনে পাথর কিংবা লোহা ফেলিলেও নিমিষের মধ্যে উহা খাইয়া ফেলিবে (জ্বালাইয়া-পুড়াইয়া শেষ করিয়া দিবে)।"

এতক্ষণ মাহ্বুবে খোদা (সা) যমীন, আস্‌মান ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টজগৎ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং তাঁহার সৃষ্টি রহস্য দেখিয়া স্তম্ভিত ও পুলকিত হইয়াছেন। বাকি রহিয়া গিয়াছিল আরো ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা। অতঃপর সৃষ্টজগৎ ছাড়িয়া সৃষ্টিকর্তার

www.pathagar.com

সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার পালা। উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। সেখানকার রূপ, কি দৃশ্য, কিম্বা সেখানে কি আছে—কেহই জানে না। মানুষ কেন, স্বয়ং জিব্‌রাঈল (আ)ও উহার খবর রাখেন না। সেখানে দ্যুলোক-ভূলোকের কাহারও প্রবেশের অনুমতি নাই। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌র পরম বন্ধু একমাত্র মাহ্‌বূবে খোদা-ই এক্ষণে সেখানে যাইবেন আল্লাহ্‌র বিশেষ অতিথিরূপে।

নবীজী সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা হইতে রওয়ানা হইবেন। কিন্তু একি! জিব্‌রাঈল (আ) দাঁড়াইয়া আছেন। বোরাকও নিশ্চল। বিস্মিত হইয়া নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি ভাই ? এতকাল সঙ্গে থাকিয়া এখন এমন স্থানে আমাকে একাকী ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন ? সবকিছু আমার অপরিচিত—কোথায় কিভাবে যাইব কিছুই জানি না!" জিব্‌রাঈল (আ) উত্তর করিলেন, "এর অধিক যাওয়ার ক্ষমতা আমার নাই।"

শেখ সা'দী (রা) এই ঘটনাকেই পদ্যে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

سبے برنشست از فلك در گذشت
بتمکین وجاد از ملك برگذشت

چنان گرم درتیه قربت براند
که در سدره جبریل از وباز ماند

بد وگفت سالار بیت الحرام
که ای حامل وحی برتر خرام

چون رد وستی مخلصم یافتی
عنا نم زصحبت چرا تافتی

بگفتا فراتر مجالم نماند
بماندم که نیروی بالم نماند

اگر یك سر موبو ترپرم
فروغ تجلی بسوزد پرم

শেখ হাবীবুর রহমান সাহিত্যরত্ন বাংলায় ইহার নিম্নরূপ ভাবার্থ করিয়াছেন ঃ

মহান নিশিতে সেই ছাড়ি আসমান,
আরশে উড়িল তাঁর গৌরব নিশান।
বিস্ময়ে ফেরেশ্‌তা দল রহিল থম্‌কি,
বিভায় নিখিল বিশ্ব উঠিল চমকি!

www.pathagar.com

পারিল না জিব্‌রাঈল যেতে তাঁর সাথে,
ঝল্‌সিয়া গেল দেহ্ সে মহা বিভাতে।
কহিলা রে যদি আর যাই এক চুল,
বিভায় পুড়িবে পর, নাই কোন ভুল।

জ্বলিবেই না বা কেন ? সেখানে যে শুধু আল্লাহ্‌র নূর। আল্লাহ্‌র তজল্লী। জ্যোতি ও তজল্লীর ভাণ্ডার সেটি। ঐ তজল্লীর সামান্য ছটা 'তুর' পর্বতে পড়িয়াছিল বলিয়া পর্বতটি পুড়িয়া ছারখার ও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। আর সেই তজল্লীর কুণ্ডে প্রবেশ করিলে কেহ কি অদগ্ধ থাকিতে পারে ? সেখানে প্রবেশ করা ত দূরের কথা, কেহ সেই দিকে তাকাইতেও পারে না। তাকাইলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।

মাহ্বূবে খোদা (সা) একাকী এক্ষণে সেই নূর রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু আপন শান সহকারে আজ বন্ধুকে সাক্ষাৎ দান করিবেন। কিন্তু সেই পরম আরাধ্য ও চরম কাম্য প্রভু এখনও বহু দূরে। ইহা নূর রাজ্যের সীমান্ত মাত্র। সম্মুখে নূরের ৭০ হাজার প্রাচীর, উহা পার হইলে তবে আল্লাহ্‌র আরশ।

নবীজীর বাহন স্বরূপ স্বচ্ছ-সবুজ নূরের একটি আসন প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি উহাতে উপবেশন করেন। নবীজী বলেন, "সূর্যের আলোকের চেয়ে উহার আলো অনেক বেশি তেজোদীপ্ত ও উজ্জ্বল ছিল। আসনটি ছিল সিংহাসনের আকৃতি বিশিষ্ট।" ইহাকে নবীজী রাফরাফ্ (رفرف) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাফ্‌রাফের কথা কুরআনে বলা হইয়াছে যে—

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ – (সূরা-আর রাহ্মান)

"বেহেশ্‌তবাসিগণ সবুজবরণ (রাফ্‌রাফের) আসন ও সুদৃশ্য বিছানায় হেলান দিয়া বসিবে।"

আল্লাহ্‌র নির্দেশে রাফ্‌রাফখানি মাহ্বূবে খোদাকে লইয়া রওয়ানা হয় ঊর্ধ্বদিকে। একে একে ৭০ হাজার পর্দা অতিক্রম করিয়া নবীজীকে কুরসী এবং নূর-রাজ্যের বহু স্থান প্রদর্শনের পর অবশেষে উহা পৌঁছে আল্লাহ্‌র আরশের কাছে। নবীজী তখন আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী হইয়া পড়েন। নূরের পর্দাগুলি একটির চেয়ে অন্যটি আরও উজ্জ্বল, আরও জ্যোতির্ময় এবং প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। সে সময় যেখানে ছিলেন উহার বর্ণনা প্রদান করা দুষ্কর। এক কথায়, জ্যোতিই-জ্যোতি, আলো আর আলো।

'শেফাউস্ সুদূর' গ্রন্থে ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঃ

www.pathagar.com

আঁ-হযরত (সা) বলেন, সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা ছাড়িয়া যখন সম্মুখে অগ্রসর হইলাম, তখন নূর দ্বারা আমার সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলা হয় এবং আমি একে একে নূরের আবরণগুলি অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকি। ঐ আবরণের একটির সহিত অপরটির কোন সাদৃশ্য ছিল না। সবগুলি পর্দা পার হইয়া আরও সামনে অগ্রসর হই। এখানে জনরব মিলাইয়া যায়! ফেরেশ্‌তাদের চলাচলের শব্দ পর্যন্ত আর কানে পৌঁছে না। একা আমি, চতুর্দিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। তখন আমার ভয় করিতে লাগিল। এমন সময় শুনি, আবূ বকরের কণ্ঠস্বরে কে বলিয়া উঠিল, "থামুন! আপনার প্রভু সালাত-এ মশ্‌গুল আছেন।"

নবীজি বলেন, "আমার মনে দুইটি বিষয়েই সন্দেহ প্রকট হইয়া উঠে। আবূ বকরের আওয়ায কেন শুনা গেল ? তবে কি আবূ বকর আমারও অগ্রণী হইয়া গেল। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ সালাত (নামায) কেন পড়িবেন ? তিনি ত মা'বুদ (উপাস্য)। ইবাদত করার তাঁহার প্রয়োজন পড়ে না।"

উপর হইতে আওয়ায আসিল, হে মুহাম্মদ! এই আয়াতটি পড়ুন—

هُوَالَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا -

"সেই প্রভু, যিনি নিজে এবং তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ আপনার এবং আপনার অনুসারীদের উপর "সালাত" পড়েন— আপনাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের পথে বাহির করিয়া আনিবার জন্য এবং তিনি মু'মিনীনদের প্রতি খুবই দয়াশীল।" (সালাতের এক অর্থ যেমন, নামায, উহার অন্য অর্থ দরূদও হয়। "আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ পড়েন" বলিলে অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ রহ্‌মত নাযিল করেন)। পুনঃ বলা হয়— "কাজেই আমার 'সালাত' পড়ার অর্থ হইল আমার রহমত— যাহা আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্য করিয়াছি। আর ঐ যে আওয়ায শুনিয়াছেন, তাহা হইল আপনার ভয়ের ভাব দূর করিবার জন্য আমি আবূ বকরের আকৃতি বিশিষ্ট এক ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করিয়াছি যেন সে তাহার কণ্ঠস্বরে আপনাকে ডাকে। সুপরিচিত বন্ধুর আওয়াযে আপনার ভয়ের ভাব কাটিয়া যাইবে—যাহাতে আপনি আত্মস্থ থাকিয়া মূল মকসুদগুলি বুঝিয়া লইতে পারেন।"

উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে এইখানে পৌঁছিলে পর নবীজীর সম্মুখে রাফ্ রাফ্ উপস্থিত করা হয়। মাহ্‌বূবে খোদা বলেন, "সবুজ বর্ণের এক মস্‌নদে উপবেশন করাইয়া আমাকে আরও উপরের দিকে তোলা হয়। উঠিতে উঠিতে আর্‌শে যাইয়া পৌঁছিলাম। আর এখানে কি যে দেখলাম। এমন সব জিনিস দেখিলাম, যাহা বলিতে পারিব না। বলিবার ভাষাও আমার নই।

www.pathagar.com

সেখানে যাহা যাহা হইয়াছে এবং নবীজী যাহা যাহা দেখিয়াছেন, পাঠকবর্গ উহার কিছুটা অনুমান নিশ্চয়ই করিতে পারেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া উহা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিতেছেন আল্লাহ্! কত লক্ষ, কত কোটি বছর যাবৎ এই লীলাখেলা চলিতেছে তাহা কেহ জানে না। এ যাবৎ মহামালিকের দর্শন কেহ পায় নাই। হয়ত দেখিয়া সহ্য করার মত শক্তি তাঁহার সৃষ্টবস্তুর নাই বলিয়া তিনি তাহাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া গোপন ইঙ্গিতে সবকিছু পরিচালনা করিতেছেন। ইতিপূর্বে কোন কোন নবী তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও لَنْ تَرَانِى "তুমি কখনও দেখিতে পারিবে না" বলিয়া তাঁহাকে বিমুখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত প্রিয় মাহ্‌বূবের ক্ষেত্রে উহা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। সৃষ্টির কেহ তখন পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি স্বীয় মাহ্‌বূবকেও তিনি দর্শন দিবেন না? মর্ত্যলোক এবং আকাশের কেহ্ তখন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সম্যক পরিচয় পায় নাই। মাহ্‌বূবও কি তেমনি থাকিবেন? তাছাড়া নবীজী আল্লাহ্‌র মাহ্‌বূব—প্রেমাস্পদ। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁহার প্রেমিক। প্রেমিক কি প্রেমাস্পদের কাছে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারেন?

তাহা হয় না এবং আল্লাহ্ও তাহা করেন নাই। প্রেমিকের মতই নূরের শেষ আবরণটুকুও অপসারণ করিয়া নিজেকে খুলিয়া ধরিলেন প্রেমাস্পদের সম্মুখে। দীদার লাভ হইল, কালাম হইল, আর কত কি হইল কে জানে? তাই নবীজী সেসব কথা বলেন নাই। বলিবার কথাও নহে এবং বলা সম্ভবপরও নহে। তবে এইটুকু বলিয়াছেন—"আমি আমার প্রভুকে দেখিয়াছি—এই দুইটি চর্ম চক্ষু দ্বারাই দেখিয়াছি।"

খুব প্রামাণ্য না হইলেও একটি বর্ণনা হইতে জানা যায়, "মাহ্‌বূবে খোদা (সা) আল্লাহ্‌র আরশে পদার্পণ করিবার সময় তূর পাহাড়ে মূসা (আ)-এর ঘটনা স্মরণ করিয়া পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ফেলিতেছিলেন। তূর পাহাড়ে নূরের তজল্লী দেখিয়া যখন মূসা (আ) পাহাড়ের উপরে উঠিতে যাইতেছিলেন তখন তাঁহার পায়ে ছিল পাদুকা। আদেশ হইল, জুতা খুলিয়া ফেলুন। কুরআনের ভাষায়ঃ

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى -

"আপনার পাদুকাজোড়া খুলিয়া ফেলুন। কেননা, আপনি পবিত্র ভূমিতে হাঁটিতেছেন।"

নবীজী ভাবিলেন, দুনিয়ার বুকে নূরের জ্যোতির সম্মান করিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছিলেন। আর আমি নূর তজল্লীর ভাণ্ডারে, আকাশরাজ্যে নূরের দেশে স্বয়ং আল্লাহ্‌র দরবারে আসিয়াছি। তাই তিনি তাড়াতাড়ি জুতা খুলিতে উদ্যত হন। হঠাৎ

www.pathagar.com

আওয়ায শুনেন, "বন্ধু! থাক্ আপনার জুতা খুলিবেন না। আপনার জুতার ধুলায় আমার আরশ ধন্য—মহিমান্বিত হউক!

পাঠকবর্গ! ইহা হইতেই সহজে অনুমিত হইতে পারে, আমাদের নবীজীর স্থান—আল্লাহ্র কাছে তাঁহার মর্যাদা কত উর্ধ্বে! সত্যিই কি আল্লাহ্ প্রেমিক ছিলে না ?

নবীজীর একটি উক্তি হইতে ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাহাবাগণ একদিন পরস্পরের মধ্যে এরূপ আলোচনা করিতেছিলেন যে, কুরআন পাকের ভাষায় মূসা (আ) কলীমুল্লাহ্, ঈসা (আ) রূহুল্লাহ্, ইব্রাহীম (আ) খলীলুল্লাহ্, এমনি অনেক নবীই নানা উপাধিতে ভূষিত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নবীজীর কোন উপাধি নাই। কুরআনে তাঁহাকে 'আবদুল্লাহ'—আর ক্বচিৎ 'মুহাম্মদ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব বলিয়া তাঁহারা আফ্সোস করিতেছিলেন। এমন সময় নবীজী ভিতর হইতে বাহিরে আসেন এবং বলেন, "তোমাদের নবী হাবীবুল্লাহ।" হাবীব অর্থে আরবীতে প্রেমাস্পদকেই বুঝায় অর্থাৎ মাহ্বূব। মি'রাজে উক্ত দীদারের ঘটনা নবীজীর সেই উক্তির বাস্তব রূপায়ন নহে কি ?

আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাহ্বূবে খোদা (সা) সিজদায় পড়িয়া যান। অতঃপর দুই জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্বক অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সশ্রদ্ধ কুর্নিশ জানাইলেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ -

"আমার আন্তরিক ভক্তি-অর্ঘ্য, শারীরিক ও আর্থিক সৎকাজ—সবই আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গীকৃত।"

আল্লাহ্ স্নেহভরে উত্তর করিলেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

"হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আল্লাহ্র রহ্মত ও বরকত হউক।"

আল্লাহ্ আজ খুবই প্রীত। তাঁহার দয়ার সাগরে ঢেউ খেলিতেছিল। অযাচিতভাবে রহ্মত ও বরকতের ভাণ্ডার তিনি খুলিয়া দিয়াছিলেন। এই আনন্দ ও মহাসুযোগের সময় নবীজী কিন্তু আপন উম্মতের কথা বিস্মৃত হন নাই। আল্লাহ্র শান্তি বর্ষণের জের টানিয়া লইলেন তিনি সকলের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -

"আমাদের এবং আল্লাহ্র সকল নেক বান্দার উপরে সালাম!"

আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ বন্ধুর এই অপূর্ব সংলাপ শ্রবণ করিয়া ফেরেশ্তারা প্রত্যেকেই গাহিয়া উঠিলেন ঃ

www.pathagar.com

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ –

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা এবং রাসূল।"

ইহার সবটিকে আমরা আজ 'তাশাহ্হুদ'রূপে নামাযে পাঠ করিয়া থাকি। আল্লাহ্র দরবারে নৈকট্যের চরম পর্যায়ে পৌঁছিলে পর উক্ত কালামগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল। আমরা নগণ্য বান্দা। আল্লাহ্র দরবার, তাঁহার নৈকট্যলাভ ইত্যাদি আমরা কোথায় পাইব ? কিন্তু মেহেরবান খোদা স্বীয় বন্ধুর খাতিরে আমাদিগকেও বঞ্চিত করেন নাই। তিনি এগুলিকে নামাযের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বান্দা যখন সিজ্‌দা করে সে আল্লাহ্র অতি নিকটে পৌঁছিয়া যায়। সেই সময় সে দুই জানু পাতিয়া শ্রদ্ধাভরে ঐ কালামগুলির পুনরাবৃত্তি করে! ইহাই বান্দার মি'রাজ।

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ – "নামাযই মুমিনের মি'রাজ" নবীজীর এই উক্তির তাৎপর্যও ইহাই।

এই শুভ সন্ধিক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা রহ্‌মত ছাড়াও ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বহু জ্ঞান এবং প্রতিভা স্বীয় মাহ্‌বূবকে দান করিয়াছেন। আরও কি কি দিয়াছেন এবং কি পরিমাণ দিয়াছেন, তাহা বলা মুশ্‌কিল। আল্লাহ্ স্বয়ং উহাকে অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট রাখিয়া বলেন ঃ

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى – "নিজ বান্দার প্রতি যাহা কিছু ওহী দিবার— দিয়াছেন।"

অতঃপর বিদায়কালে আল্লাহ্র খোদায়ী দরবার হইতে নবীজীকে কিছু উপঢৌকন দিয়া আপ্যায়িত করা হয়। তিনি আরও দিলেন রাসূলের একান্ত আদরের উম্মতের জন্য আল্লাহ্র অতি আদরের নামায। দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামায উম্মতের উপরে ফরয করিয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে উম্মতে মুহাম্মদী (সা) মাটির বুকে থাকিয়া রোয ৫০ বার আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছিতে পারিবে— এইভাবে দিনে ৫০ বার তাহারা মি'রাজ করিবে।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) তথা হইতে রওয়ানা হইয়া ষষ্ঠ আস্‌মানে প্রত্যাবর্তন করিলে মূসা (আ) জানিতে চাহিলেন যে, তাঁহার উম্মতের জন্য কি কি ফরয করা হইয়াছে।

নবীজী বলিলেন ঃ "দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামায।"

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, "আপনার উম্মতের দ্বারা ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায় করা কখনও সম্ভবপর হইবে না। আমি বনি ইস্‌রাঈলকে লইয়া কতই না অসুবিধা ভোগ করিয়াছি! তাহাদিগকে হেদায়াত করিবার চেষ্টা ও তদ্‌বীর আমি কম করি নাই।

www.pathagar.com

কিন্তু সবই বৃথা গিয়াছে। কাজেই অবস্থা আমার খুব জানা আছে। আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যাইয়া উহাকে আরও একটু কম করিয়া লউন!"

নবীজী আল্লাহ্র দরবারে গমন করিয়া অনুরোধ জানাইলে পর আল্লাহ্ তা'আলা ১০ ওয়াক্ত মাফ করিলেন, রহিল ৪০ ওয়াক্ত।

ফিরিবার পথে আবার মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি পূর্ববৎ শঙ্কা প্রকাশ করিয়া আরও কিছুটা লাঘব করিয়া লইবার পরামর্শ দান করেন।

নবীজী আবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইয়া আর্যী পেশ করিলেন। বন্ধুর আব্দার কি আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন ? এবারও ১০ ওয়াক্ত নামায মওকুফ করা হইল। ৩০ ওয়াক্ত নামায লইয়া নবীজী রওয়ানা হইলেন।

এবারও ষষ্ঠ আস্মানে মূসা (আ) ডাকিয়া পূর্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩০ ওয়াক্ত নামাযের কথা শুনিয়া আপত্তি করিলেন এবং আদেশটুকু আরও লাঘব করিয়া লইবার পরামর্শ দেন।

নবীজী আবার আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়া গেলেন। এবারও ১০ ওয়াক্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এমনিভাবে মূসা (আ)-এর পরামর্শ ও ভয় প্রদর্শন হেতু বারংবার যাইয়া শেষবার মাত্র ৫ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ লইয়া নবীজী ফিরিয়া আসেন। এবারও মূসা (আ) বলিলেন, "আপনার উম্মত ৫ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করিতে পারিবে না। সুতরাং আপনি আরও কমাইয়া লইতে পারেন কি না, চেষ্টা করুন।"

মাহ্বূবে খোদা (সা) বলিলেন, "বারংবার যাইয়া আব্দার করিয়াছি। এখন আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। আমি আর যাইতে চাহি না। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযই আমি কবূল করিয়া লইলাম।" এমন সময়ে আরশ হইতেও আওয়ায আসিল ঃ

اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ –

"আমার ফরয বলবতই রাখিয়াছি, তবে বান্দাদের কাজ লাঘব করিয়া দিয়াছি।" অর্থাৎ যে ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হইয়াছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে, তবে বান্দা আদায় করিবে মাত্র ৫ ওয়াক্ত। এই ৫ ওয়াক্ত আদায় করিলেই আল্লাহ্র কাছে ৫০ ওয়াক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। 'বুখারী' ও 'মুসলিম' শরীফের রেওয়ায়েতেও বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এই ৫ ওয়াক্ত নামাযই আমার নিকট ৫০ ওয়াক্ত। আমি ৫০ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। আমার স্থিরীকৃত বিষয়ের পরিবর্তন হয় না।"

আমরা উম্মতে মুহাম্মদী। আমাদের কত খোশ কিস্মত! মাহ্বূবে খোদার বদৌলতে আমরা অল্প কাজ করিয়াও অধিক (দশগুণ) সওয়াবের অধিকারী হইয়াছি। কিন্তু দুঃখ, আমরা তবু গাফিল থাকিয়া হেলায় সুযোগ নষ্ট করিতেছি।

ইহাই মি'রাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতঃপর নবীজী দুনিয়ায় অবতরণ করিলেন।

www.pathagar.com

মহা তোলপাড় ঃ পরদিবস ভোরে নবীজী এই আশ্চর্যজনক সংবাদ জনসমক্ষে ব্যক্ত করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা শুনিয়া হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশ্বাস করাত দূরের কথা, তাহারা সমস্বরে ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়া দেয়। কেহ কেহ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কেহ শহরময় ঘুরিয়া যাহাকে পাইল, তাহাকেই ধরিয়া বলিতে লাগিল—"শুনিয়াছ, মুহাম্মদের বাচালতা! পাগল ও মাথা খারাপ না হইলে সে কি আর এমন কথা বলে যে, রাতারাতি বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। আবার সেখানে হইতে নাকি সপ্ত-আকাশ, বেহেশ্‌ত, দোযখ, কুরসী-আরশ সব কিছু ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। ইহাতে শহরময় মহা তোলপাড় পড়িয়া যায়। নবীজীর কথাগুলি মুসলমানদের পক্ষেও এক জটিল প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "সকাল বেলা আঁ-হযরত মি'রাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্বক আলোচনা আরম্ভ করিলে কতিপয় নও-মুসলমান ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া যায়। আর একদল মুশ্‌রিক হযরত আবূ বকরের কাছে দৌড়াইয়া গিয়া বলিতে লাগিল— "আপনার বন্ধুর কোন খবর রাখেন ? তিনি বলেন, তাঁহাকে নাকি আজ রাত্রের মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস পরিভ্রমণ করিয়া আনা হইয়াছে।"

আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তিনি এমন কথা বলিয়াছেন ?" তাঁহার কথার মধ্যে সন্দেহ ও বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এ সময় দুষ্টরা সমস্বরে বলিয়া উঠে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি সকলের সম্মুখে বলিয়াছেন।"

আবূ বকর (রা) ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "তিনি উহা বলিয়া থাকিলে ঠিকই বলিয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া তাহারা চক্ষু বিস্ফারিত এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আপনি এমন কথাও বিশ্বাস করিবেন ? বায়তুল মুকাদ্দাস কত দূরে! তিন মাসের পথ। আর রাত্রিতে রওয়ানা হইয়া তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস গেলেন এবং আবার ভোর হইবার পূর্বেই সেই স্থান হইতে ফিরিয়াও আসিলেন।"

আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তদুত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি ইহা বিশ্বাস করিব। আমি ত আরও আশ্চর্যজনক বিষয় বিশ্বাস করি। শুধু রাতারাতি কেন, আরও অল্প সময়ে আস্‌মানী রাজ্যের যে সকল সংবাদ তাঁহার কাছে অহরহ আসে, তাহাও আমি বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি।"

তাঁহার এই অকপট ও দৃঢ় বিশ্বাসের দরুনই তিনি চিরকালের জন্য 'সিদ্দীক' (অতি বিশ্বাসী) উপাধিতে বিভূষিত হইয়া আছেন। আঁ-হযরত (সা) এই ব্যাপারে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, "আমি যে-কোন দাবি, উক্তি ও আহবান জানাইয়াছি, একমাত্র আবূ বকরই বিনা দ্বিধায় অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন।"

www.pathagar.com

প্রমাণের দাবি ঃ কাফির ও মুশ্‌রিকরা অতঃপর সদলবলে উপস্থিত হইয়া নবীজীকে বলিতে লাগিল— "আস্‌মানের কথা আমরা জানি না— বলিতেও পারি না। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস আমরা গিয়াছি। এখনও সেখানে আমাদের যাতায়াত আছে। আপনি সেখানে যাইয়া থাকিলে বলুন ত দালানটি কেমন ? উহা পাহাড়ের কোন্‌দিকে? কেহ জিজ্ঞাসা করিল— "জানালা কয়টি ? তাহার সিঁড়ি কতগুলি ? দরজা কয়টি ? তাক্‌চা কয়টি ?" এইরূপে নানাজনে নানাভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে থাকে।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) মহাচিন্তায় পড়িয়া গেলেন। কেননা, কোথাও ভ্রমণে গেলেই কি কেহ এতসব গণাপড়া করিয়া দেখিয়া আসে? ইহাদের প্রশ্নাবলীর কি উত্তর দিবেন—কেমনে এই পাপিষ্ঠদিগকে নিরস্ত করিবেন, ইহা লইয়া খুবই চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্পূর্ণ চিত্রখানি তাঁহার চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। নবীজী উহা দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কিন্তু তবুও তাহাদের সন্দেহ ঘুচিল না। 'ইহা অসম্ভব'— 'হইতেই পারে না'— 'পাগলামি' ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাহারা আরও হট্টগোল শুরু করিয়া দেয়।

অতঃপর কুরায়শী পাষণ্ডরা প্রশ্ন করিল, "আপনি যে অলৌকিক ও অসম্ভব ভ্রমণের দাবি করিতেছেন, তাহার কোন সাক্ষী আছে কি ? কিংবা আপনি এমন কোন প্রমাণ দিন যেন আমাদের বিশ্বাস হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলির কোন্‌টি এখন কোথায়, বলুন ত ?

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, এমন প্রমাণও আছে। আমি যখন বায়তুল মুকাদ্দাস যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে 'রওহা' স্থানে এক ব্যবসায়ী কাফেলা দেখিতে পাই। তাহাদের একটি উট হারাইয়া যাওয়ায় তাহারা ইতস্তত উহার অন্বেষণ করিতেছিল। আমি তাহাদিগকে সালাম করিয়াছিলাম এবং ডাকিয়া উহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলাম।"

"আর একটি কাফেলার পাশ কাটিয়া যাওয়ার সময় বোরাক দেখিয়া উটগুলি ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে। তন্মধ্যে লাল রঙ্গের একটি উটের পিঠে কাল ও সাদা রঙের দুইটি বস্তা বোঝাই মাল ছিল। এই উটটি ভয়ে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যায়।"

"ফিরিবার সময় 'যাজ্‌নান' (স্থান) পৌঁছিয়া আমি একটি কাফেলাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাই। তাহারা একটি পাত্রের মুখ ঢাকনি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। উহাতে রাখা ছিল পানি। আমি ঢাক্‌নি খুলিয়া পানিটুকু পান করিয়া পূর্ববৎ উহা ঢাকিয়া রাখি। এতক্ষণে এই যাত্রীদলটি সম্ভবত খুবই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় 'বায়যা' ছাড়িয়া 'তানয়ী'ম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

www.pathagar.com

কাফেলার সম্মুখভাগে একটি খাঁকি রঙের উট—উহার গায়ে কাল রঙের চট এবং উপরে দুইটি কাল বস্তা রহিয়াছে।”

‘তানয়ী’ম মক্কা হইতে বেশি দূরে নহে। কাজেই নবীজীর কথা সত্য কিনা দেখিবার জন্য একদল লোক তখনই সেই পথে ছুটিয়া গেল। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিতে পায়, ঠিক হযরতের বর্ণনামতই কাফেলাটি আগাইতেছে এবং সম্মুখে রহিয়াছে সেই উট্‌টি। তাহাদিগকে পানির কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা স্বীকার করে যে, পাত্রখানি ঠিকমত ঢাকাই ছিল, অথচ পানি কেন জানি পাওয়া গেল না।

প্রথমোক্ত কাফেলাটি ইতিমধ্যে মক্কা পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তাহারাও জানায় যে, কোন অজ্ঞাতজনের ডাক তাহারা শুনিতে পাইয়াছে এবং সে আওয়ায অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাদের উট পাইয়াছে।

এইভাবে নবীজীর অলৌকিক ঘটনাবলীর চাক্ষুষ প্রমাণ লাভ এবং তাহাদের স্বজাতীয় ভাইদের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হতভাগ্যরা নতি স্বীকার করিল না। “শত প্রমাণ থাক্ তবুও মানিবে না,” ইহাই ছিল যেন তাহাদের পণ। এ কারণে এত কিছু দেখা ও শুনার পরও দুষ্টরা এই ভ্রমণকে যাদু এবং নবীকে যাদুকর আখ্যা দেয়। কুরআনের আয়াত – وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى “তিনি নিজের মর্যিমত মনগড়া কিছুই বলেন না” ইত্যাদিও তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারে নাই।

www.pathagar.com

নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষ

নবুয়তের একাদশ বর্ষের হজ্জের মওসুমে মদীনার ছয়জন লোক ইসলামে দীক্ষা লইয়াছিলেন এবং বিদায় গ্রহণের সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে, পরবর্তী হজ্জের মওসুমে আবার তাঁহারা আসিবেন।

নবীজীর অবিরাম সংগ্রাম, অক্লান্ত সাধনা, সুমধুর বাণী, অকাট্য যুক্তি সবকিছুই উপেক্ষিত হইতেছিল। সমগ্র আরবের কোথাও এই নূতন ধর্ম সাদর অভ্যর্থনা কেন, একটু সহানুভূতি পর্যন্ত পাইতেছিল না। উপরন্তু শত্রুতা ও বিরোধিতার ঘূর্ণিবাত্যায় যে কোন মুহূর্তে উহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় উড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেই চরম নৈরাশ্যের দিনে মদীনার নও-মুসলিমগণ মাহ্‌বূবে খোদার অন্তরে কতটুকু শান্তি ও আনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠক সহজে অনুমান করিতে পারেন। সত্য বলিতে কি, যখন নবীন ইসলাম ধর্ম হাবুডুবু খাইতেছিল, কোন কূল-কিনারা পাইতেছিল না, ঢেউয়ের আঘাতে উহা দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, সে সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে জনকয়েক লোক যেন অপ্রত্যাশিতভাবে নৌকা লইয়া হাযির হইলেন এবং নিমজ্জমান ধর্মকে টানিয়া নৌকায় তুলিয়া লইলেন। তাই তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণে নবীজী শুধু আনন্দিতই হন নাই, উপরন্তু তাঁহার উৎসাহ-উদ্দীপনাও নূতনভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল।

ঘন কৃষ্ণ মেঘে সমগ্র আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া দুনিয়া অন্ধকার হইয়া গেলে প্রথমে যেমন আকাশের এক কোণ পরিষ্কার হইয়া বাতাস উঠে এবং উহা ক্রমে সারা আকাশের মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়, মদীনার মুসলমানগণও ঠিক সেই বাতাসের ন্যায় মেঘাচ্ছন্ন আরবের আকাশের এক কোণ আলোকিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইঁহারাই সমগ্র আকাশকে মেঘমুক্ত করিয়া ধরাবাসীকে ইসলাম-রবির কিরণ-রশ্মিতে আলোকিত করেন। এ জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

পূর্ববর্তী বৎসর নবীজী ঔৎসুক্য সহকারে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আল্লাহ্‌র পয়গামের প্রচারকার্যে আপনারা আমার সাহায্য করিবেন কি ?"

উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের 'আওস্' ও 'খায্‌রায' গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহু বৎসর যাবৎ দ্বন্দ্ব, কলহ ও গৃহযুদ্ধ লাগিয়া আছে। এখন যদি আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই, তবে ইহাতে সকলে একমত হইবে না। অন্তত একটি বৎসর অপেক্ষা করুন। আশা করি, আমাদের মধ্যে একটি সুলাহ্-সমঝোতা হইয়া যাইবে এবং তখন আওস এবং খাযরায সম্মিলিতভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে। আপাতত কোন সিদ্ধান্ত করা গেল না। আগামীবার ইন্‌শাআল্লাহ্ আবার আমরা আসিব।"

www.pathagar.com

আল্লাহ্র কি মর্যি! এক বৎসরের মধ্যেই উক্ত দুই গোত্রের অধিকাংশ বিবাদ মিটিয়া যায়। নূতন ধর্মের নামে সকলের মনে এক অভাবনীয় সাড়া পড়িয়া যায়। নব্য মুসলিমগণ সর্বপ্রথম 'বনি যুরাইক' গোত্রের এক ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করেন। তাঁহারা কুরআনের যে সামান্য অংশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাই পড়িয়া লোকজনকে শুনান এবং তৎসঙ্গে নবীজীর অবস্থাও বর্ণনা করিতে থাকেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সারা মদীনায় বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

দ্বাদশ বর্ষের হজ্জ উপলক্ষে আবার তাঁহারা মক্কায় আসেন। পূর্ববর্তী ৬ জনের মধ্যে ৫ জন-আর নূতন আসিলেন ৭ জন, মোট ১২ জন। তন্মধ্যে ১০ জন খায্রাযী ও ২ জন আওসী।

ধর্মই যে শুধু মানুষকে বর্ণ-শ্রেণী ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলাইয়া দিয়া প্রীতির বন্ধনে গ্রথিত করিতে পারে, উহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই ছোট দলটির মক্কায় আগমন। যে আওস্ ও খায্রাযের লোকেরা ১২০ বৎসর যাবৎ বংশানুক্রমে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিল, এমন কি একের ছায়া দেখিতে অন্যে রাযী ছিল না, সেই দুই দলের সম্মিলিত আগমন মদীনাবাসীদের কাছে যেমন একটি অত্যাশ্চর্য ও অভাবিত ব্যাপার, তেমনি ইসলামের মাধ্যমেই যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে, সেই ঘটনাটি ছিল উহার সূচনা ও একটা শুভ ইঙ্গিত।

আগন্তুক ১২ জনের মধ্যে যাঁহারা গত বৎসর মুসলমান হন নাই এবার তাঁহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে পার্বত্য ঘাঁটি আক্বাবাতে এই ধর্মান্তর গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাঁহারা নবীজীর হাতে হাত রাখিয়া প্রত্যেকেই শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করেন। শপথের বিষয়বস্তু সেই আয়াতের ইঙ্গিত অনুসারেই হয়, যাহা মেয়েদের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। কুরআনের ভাষায় তাঁহাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লওয়া হইত যে—

اَنْ لاَيُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ اَوْلاَدَ هُنَّ وَلاَ تَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ –

(তাহারা অঙ্গীকার করিবে যে,) "আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও অংশীদার হিসাবে স্বীকার করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজ সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না এবং কাহারও সহিত ধোঁকাবাজি করিয়া কোন মিথ্যা দোষারোপ করিবে না এবং কোন সৎকাজে আপনার নাফরমানী করিবে না।"

এই শপথ 'বায়'আতে উলা' (প্রথম শপথ) নামে খ্যাত।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ ও শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা অতঃপর স্বদেশ ফিরিয়া যান। তাঁহাদের মুখে নূতন ধর্মের বিশদ আলোচনা শুনিয়া মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা ব্যাপকাকারে চলিতে থাকে।

প্রথম প্রচার কার্যালয় ঃ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আওস ও খায্‌রাযের প্রধান ব্যক্তিবর্গ মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এক পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে তাঁহারা বলেন— "আল্লাহ্‌ মেহেরবানীতে এখানে ইসলামের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল দেখা যায়। দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে এই সনাতন ধর্ম শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছে। এখন প্রচারক হিসাবে আপনার বিশেষ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমাদের দেশে পাঠাইলে আশা করি বিশেষ কাজ হইবে। তিনি আমাদিগকে কুরআন শরীফ পড়াইবেন, শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম শিক্ষা দিবেন, জনগণকে ইসলামের প্রতি আহবান করিবেন এবং তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবেন।"

কাহার কাহার মতে, তাঁহার মদীনা ফিরিয়া যাইবার সময় তেমন এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন।

মুস্‌আ'ব ইব্‌নে উমাইর (রা) কুরআন সম্পর্কে একজন পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। প্রচার কার্যেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি মিষ্টভাষী ও সুকৌশলী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মধুর সুরে কুরআন তেলাওয়াত শ্রোতাদের মনে ভাবের সৃষ্টি করিত। নবীজী তাঁহাকেই মদীনা পাঠাইলেন।

তিনি মদীনায় উপস্থিত হইয়া আস্‌আ'দ ইব্‌নে যুরারার ঘরে অবস্থান করিতে থাকেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। আস্‌আ'দ ইব্‌নে যুরারা (রা) সকলের চেয়ে বেশি উৎসাহী এবং খুবই উদ্যোগী লোক ছিলেন। কাহার কাহার মতে মদীনাবাসীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক অপরাপর ভাইকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়েও মদীনায় ইসলামের প্রচার এবং প্রসার লাভের মূলে ছিলেন তিনিই। তাঁহার ত্যাগ ও আন্তরিকতা, চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মদীনার আকাশ-বাতাস নবীন ধর্মের ডাকে মুখিরত হইয়া উঠে।

তিনি সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোক সংগ্রহ করিতেন, ঘরে ঘরে যাইয়া অনুরোধ-উপরোধ কিংবা যুক্তিতর্কের সাহায্যে যাহাকে সম্মত করাইতে পারিতেন, তাহাকে ধরিয়া মুস্‌আ'ব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর কাছে লইয়া যাইতেন। মুস্‌আ'ব (রা) তাঁহার বাসগৃহে বসিয়া নূতন ধর্মের শিক্ষা ও মৌলিক বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ করিতেন। কুরআনের সুমধুর বাণী শুনিয়া অনেকেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন। কখন কখন মুস্‌আ'ব (রা)-কে লইয়া আস্‌আ'দ ইব্‌নে যুরারা গোত্রের প্রধানদের কাছে কিংবা কোন জনসমাবেশে গমন করিয়া নিজেদের দাবির উপর যুক্তিপূর্ণ এবং জোরালো ভাষণ দিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এই প্রচারকার্যে তাহাদিগকে বহুবার বহু প্রকার সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কোন কোন সময় মারণাস্ত্র লইয়া বিপক্ষ দল তাঁহাদিগকে আক্রমণ পর্যন্ত করিয়াছে। কিন্তু মুস্‌আ'ব (রা)-এর সুমিষ্ট ভাষণ ও যুক্তির কাছে সকলেই হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে।

একবার তাঁহারা উভয়ে কোন এক স্থানে এক জনসমাবেশে প্রচারকার্যে রত ছিলেন। এমন সময় উসাইদ ইব্‌নে হুযাইরা' বল্লম হাতে তথায় উপস্থিত হইয়া ক্রোধ সহকারে বলিল, "তোমরা কি অনর্থ সৃষ্ট করিয়া দিয়াছ? তোমরা ইহা বন্ধ করিবে কি না, বল। তাহা না হইলে এখনই ------- ।"

মুস্‌আ'ব (রা) বলেন, "ভাই! আগে আমাদের দুইটি কথা শুনুন! পছন্দ না হয়, যাহা ইচ্ছা করিবেন।"

'কথা ত যুক্তিসঙ্গত' বলিয়া সে সেখানে বসিয়া পড়ে। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা ও কতিপয় আয়াত শুনার পর 'চমৎকার কথা, যুক্তিসঙ্গত দাবি' ইত্যাদি বলিয়া জানিতে চাহে যে, নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইলে তাহাকে কি কি করিতে হইবে। তাঁহারা বলিলেন— "গোসল করিয়া পবিত্র হইয়া কলেমায়ে শাহাদত পড়িতে হয়।" উসাইদ তখনই গোসল করিয়া আসে এবং অতঃপর কলেমা পাঠ করিয়া ইসলামে দীক্ষা লয়।

আর একদিন বনি হারেছার জনকয়েক লোক নানা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসে। তাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা আস্‌আদ ইব্‌নে যুরারা'কেই আজ শেষ করিবে। কারণ, তাহাদের মতে সে-ই এই আপদ দেশে আনিয়াছে। মজলিসে উপস্থিত হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া গালাগালি ও ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে। তাহাদের হাবভাব হইতে ইহা বুঝা যাইতেছিল যে, তাহারা মজলিসে আসন গ্রহণ করিবে না। প্রচারকার্য বন্ধ করা হইবে কিনা, ইহাই শুধু তাহারা জানিতে আসিয়াছে।

মুস্‌আ'ব (রা) বলিলেন,—"আপনারা একটু বসিলে আমি দুই একটি আরয পেশ করিতাম। পছন্দ না হইলে পরে যাহা হয়, করিবেন।"

ইহা শুনিয়া একজন নিজের বর্শাখানি মাটিতে পুঁতিয়া বসিয়া পড়ে। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যে ব্যক্তি মূর্ত পাষাণ হইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সেই ব্যক্তিই সোনার কাঠির স্পর্শে সম্মোহিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষে মদীনার বুকে ইসলাম ব্যাপকাকারে প্রচারিত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই এক বৎসরেরেই চেষ্টায় মদীনার অধিকাংশ লোক মুসলমান হইয়া যান।

www.pathagar.com

মদীনার আনসার

নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষ। সেইবারের যিলহজ্জ মাসে মদীনা হইতে এক বিরাট কাফেলা রওয়ানা হয়। মুস্‌আ'ব (রা) ও মদীনার অপরাপর সাহাবার অক্লান্ত পরিশ্রম, অশেষ চেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে সমগ্র মদীনা ইসলামের স্নিগ্ধ আলোকে তখন আলোকিত। অগণিত স্ত্রী-পুরুষ নূতন ধর্মবাদে ইতিমধ্যে দীক্ষা লইয়াছিল। অনেকে অপেক্ষায় ছিল যে, স্বয়ং আঁ-হযরত (সা)-এর মুবারক হাতে ধর্মগ্রহণ করিবে। দীক্ষিতদের মধ্যে অনেকের একান্ত বাসনা ছিল যে, তাহারা নবীজীকে চোখ ভরিয়া দেখিবে, তাঁহার নূরানী চেহারা দর্শন করিয়া কৃতার্থ এবং ধন্য হইবে।

শত্রুদের ভয়ে অন্য কোন সময় মক্কা আসিয়া নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উপায় ছিল না। তাই এইবারও হজ্জের মওসুমে রওয়ানা হইল কাফেলা। মাহ্‌বূবে খোদা (সা) শহরের প্রান্ত সীমায় গমন করিয়া গোপনে তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং হজ্জের পরে ১২ তারিখের মধ্যরাত্রিতে পূর্বোক্ত (আক্বাবা) পাহাড়ের ঘাঁটিতে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া ওয়াদা করেন।

হজ্জ উদ্‌যাপিত হইল। পূর্বের ইঙ্গিত অনুসারে মধ্যরাত্রিতে সকলেই যথাস্থানে একত্রিত হইলেন। নসীবা ও আস্‌মা নাম্নী দুইজন মহিলা ও ৭০ জন পুরুষের সমাবেশ ঘটিল তথায়।

মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গভীর রাত্রির ঘন অন্ধকারে গোপনে উক্ত স্থান অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। আব্বাস (রা) তখনও মুসলমান হন নাই। তবুও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি অগাধ স্নেহ এবং তাঁহার প্রচারিত নূতন ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তিনিও চলিলেন সঙ্গে। যথাসময়ে সেখানে পৌঁছিয়া সকলকে স্নেহাশিস জানাইয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন। সমবেত জনতার হর্ষোৎফুল্ল বদন, অদম্য সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া নবীজী যারপরনাই প্রীত ও আনন্দিত হন।

বিরোধিতার ঘনঘটায় যখন সমগ্র আরবের আকাশ আচ্ছন্ন, ঠিক তখন হঠাৎ মদীনার এক কোণে আকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠে। ঈশান কোণ হইতে প্রবাহিত মৃদু বাতাস ক্রমে সমগ্র আকাশের মেঘ উড়াইয়া লইয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতে থাকে। মক্কাবাসীর মত মদীনাবাসীরা তত সবল, সাহসী ও পরাক্রমশালী ছিলেন না। কিন্তু নূতন ধর্মের প্রতি তাঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও অবিমিশ্র আন্তরিকতা ছিল। উহা দৃষ্টে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শক্তির সাহায্যে না হউক—ভক্তির বলে তাঁহারা জয়লাভ

www.pathagar.com

করিবেন এবং ইসলামের হেলালী-পতাকা আসমানে উড্ডীন রাখিয়া নবীজীর কৃতি শিষ্যরূপে দুনিয়ার বুকেও ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন। তাঁহাদের হাবভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলেও তাঁহারা উহা করিতে অকুণ্ঠচিত্তে প্রস্তুত। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার গৌরবও মনে হইতেছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের ভাগ্যেই রাখিয়াছেন। তাঁহারা আকুল আগ্রহে আবেদন জানাইয়া বলেন, "হুযূর! চলুন আমাদের দেশে। আমরা আমাদের সর্বস্ব আপনার পায়ে লুটাইয়া দিব। আমরা আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।"

হযরত আব্বাস (রা) সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে খায্রাযী ও আওসী ভাইয়েরা! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র (নবীজী সা) নিজ গোত্রে সম্মানী ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। ভীষণ শত্রুতার মধ্যেও তাঁহার গোত্র তাঁহাকে হেফাযত করিয়াছে।"

"আপনারা এখন তাঁহাকে মদীনা লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। তিনিও অনন্যোপায় হইয়া কর্তব্যের খাতিরে আপনাদের দেশে যাইতে সম্মত আছেন। কিন্তু বিষয়টি আরও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখুন। যদি মনে করেন, আপনাদের শপথ পূর্ণ করিতে এবং শত্রুদের হাত হইতে তাঁহাকে যথাযথরূপে রক্ষা করিতে পারিবেন, তবে এই গুরুদায়িত্বভার লইতে পারেন। অন্যথায় তাঁহাকে স্বদেশে এবং স্বগোত্রের মধ্যে থাকিতে দিন।"

তখন সমস্বরে আওয়ায উঠিল—"আপনার কথা আমাদের শিরোধার্য। আমরা নবীজীর অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে প্রস্তুত।"

অতঃপর হযরত আব্বাস (রা) নবীজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— "এখন আপনার যাহা পছন্দ হয় তাহাই করুন।" মাহ্বূবে খোদা (সা) কুরআন তিলাওয়াত করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় সকলকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র খাঁটি ধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করিয়া বলিলেন— "আমি আপনাদেরই উপর এই গুরুভার ন্যস্ত করিতেছি এবং এই প্রতিশ্রুতি চাহিতেছি যে, আপনার আপন সন্তান এবং মা-বোনদের ইজ্জত-হুরমত ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ভাবে নিজেদের সর্বস্ব বিলাইয়া দেন, তেমনি সর্বপ্রকার অবাঞ্ছনীয় ঘটনা হইতে আমাকেও রক্ষা করিবেন।"

সর্দার বারা-ইব্নে মাঅ'রূর তখন দাঁড়াইয়া নবীজীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কসম খাইয়া বলিতেছি, আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়া আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি আমাদিগকে বায়'আত করান ইয়া রাসূলাল্লাহ্।"

বিষয়টিকে আরও পাকাপাকি করিয়া লওয়ার জন্য হযরত 'আস্আ'দ ইব্নে যুরারা (রা) বলিয়া উঠিলেন ঃ

একটু দাঁড়াও ভাইয়েরা! আজ কোন্ কথার উপর তোমরা বায়'আত (শপথ গ্রহণ) করিতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? সোজা কথায় বুঝিয়া লও যে, এই শপথ আরব

www.pathagar.com

ও বহিরারব তথা সারা দুনিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা ও বিরোধিতার শপথ। কাজেই চিন্তা করিয়া দেখ। যদি সাহস থাকে এবং এত বড় ঝুঁকি লইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে বায়‘আত কর। অন্যথায় নিজেদের অসামর্থ্য ও অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া দাও।"

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"যে কোন দুর্যোগ আসুক, বিপদ আসুক—শপথ আমরা রক্ষা করিবই করিব।" ক্বাফেলা-সর্দার ‘বারা'ও বলিলেন, "নিশ্চয়ই কোন অবস্থাতেই আমরা শপথ ভুলিব না। আমরা সংঘবদ্ধ এবং যোদ্ধা জাতি। যুদ্ধ আমাদের বংশগত পেশা।"

‘বারা'র কথা শেষ না হইতেই ‘আবুল হায়সাম' মাহ্বূবে খোদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হুযূর! আমাদের এবং অপরাপর লোকের মধ্যে সুদৃঢ় বাঁধ এবং প্রতিবন্ধকতার শক্ত বেষ্টনী রহিয়াছে। আমরা যদি সেইগুলিকে ডিঙ্গাইয়া অগ্রসর হইতে পারি এবং আল্লাহ্ আপনাকে জয়ী করেন, তখন আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া স্বদেশে স্বজাতির কাছে চলিয়া আসিবেন না ত ?" তাঁহার এই উক্তির মধ্যে মমতা ও আশঙ্কার যে ইঙ্গিত ছিল, তাহা উপলব্ধি করিয়া নবীজী মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন ঃ

بَلِ الدَّمُ الدَّمُ وَالْهَدْمُ الْهَدْمُ اَنَا مِنْكُمْ اَنْتُمْ مِنِّىْ اُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ وَاُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ -

"আপনারা বাঁচিলে আমিও বাঁচিব, আপনারা ধ্বংস হইলে আমিও ধ্বংস হইব। আজ হইতে আমি আপনাদের একজন এবং আপনারাও আমার আপন হইলেন। আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমিও যুদ্ধ করিব। যাহাদের সঙ্গে আপনারা সন্ধি করিবেন, আমিও তাহাদের সঙ্গে সন্ধি রক্ষা করিয়া চলিব।"

কি আনন্দদায়ক ও স্নেহের কথা! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব, আল্লাহ্র প্রধান দোস্ত আজ তাঁহাদেরই একজন হইয়া গেলেন। পার্থিব জীবনে ইহার চেয়ে মূল্যবান আর কোন জিনিসের প্রয়োজন পড়ে না। আঁ-হযরত (সা)-এর এই কথার বিনিময়ে তাঁহারা নিজেদের ধনমাল সবকিছু উৎসর্গ করিতে উদ্যত হন।

কতিপয় আগন্তুক তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুযূর! আমরা আমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করিবই করিব। তবে আখিরাতে ইহার প্রতিদানে কি লাভ হইবে ?"

নবীজী বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং বেহেশ্ত।"

ইহা শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিলেন— "যথেষ্ট! আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। আপনি মুবারক হাত বাড়াইয়া দিন—আমরা শপথ গ্রহণ করি।"

নবীজী হাত বাড়াইয়া দিলেন। উপস্থিত দুইজন মহিলা ও ৭০ জন পুরুষ বায়‘আত করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। ইতিপূর্বেও একবার নবীজীর হাতে

www.pathagar.com

মদীনাবাসিগণ এই স্থানেই বায়‘আত করিয়াছিলেন। আজ আবার তাঁহারা নূতনভাবে নবীজীর সাহায্য ও সহায়কল্পে সর্বস্ব বিলাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিলেন। কাজেই ইহা ‘বায়‘আতে সানিয়া’ বা দ্বিতীয় শপথ নামে অভিহিত।

বিদায়ের প্রাক্কালে মাহ্‌বূবে খোদা (সা) কাফেলার মধ্য হইতে নেতৃস্থানীয় ১২ জনকে আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি অতঃপর তাঁহাদের সঙ্গে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গোপনে আলোচনাও করিলেন। অবশেষে হযরত ঈসা (আ)-এর সাহায্য কামনার আয়াতখানি পড়িলেন। বিপদে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া তিনি مَنْ أَنْصَارِىٓ إِلَى اللّٰهِ “কে আল্লাহ্‌র জন্য আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ” বলিয়া জনগণকে ডাকিয়াছিলেন। তখন ‘হাওয়ারী’ (শ্বেতাঙ্গ দল) نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ “আমরা আল্লাহ্‌র (আনসার) সাহায্যকারী” বলিয়া আগাইয়া আসিয়াছিলেন। নবীজী কুরআনের ভাষায় ঘটনাটি ব্যক্ত করিয়া বলিলেন— “আজ আপনারাও তাহাদেরই ন্যায় আল্লাহ্‌র কাজে সাহায্য করিতে আমার ডাকে সাড়া দিয়াছেন। কাজেই আপনারাও আল্লাহ্‌র আনসার।”

তখন হইতেই মদীনাবাসী কুরআনী খেতাব ‘আনসার’ নামে অভিহিত হইয়া চিরকালের জন্য পৃথিবীতে অমর হইয়া আছেন।

www.pathagar.com

হিজরতের পূর্বাভাস

মদীনাবাসীদের শপথ গ্রহণের সংবাদ পাইয়া কুরাইশীরা ভীষণ ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রোধান্ধ মাতালের মত মুসলমানদের উপর তাহারা আবার ঝাঁপাইয়া পড়িল। অত্যাচার-অনাচার ও উৎপীড়ন-নিপীড়নের ঝড় তুলিয়া তাহারা দুর্বল মুসলিমদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলে। তাই বাধ্য হইয়া মাহ্‌বূবে খোদা (সা) সাহাবাগণকে দেশ ছাড়িয়া মদীনা চলিয়া যাইবার পরামর্শ দেন।

অনুমতি লাভ করিয়া সাহাবাগণ অতি সংগোপনে একজন দুইজন করিয়া মদীনায় হিজ্‌রত করিতে লাগিলেন। শত্রুরা ইহা টের পাইয়া চতুর্দিকে কড়া নযর রাখিতে থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বহু কায়ক্লেশে শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইয়া প্রায় অধিকাংশ সাহাবাই মদীনায় পৌঁছিতে সমর্থ হন। সেই অবস্থায় একমাত্র বীরবর উমর (রা) সদম্ভে বুক ফুলাইয়া ঢাল-তলোয়ার হাতে লইয়া একদিন কা'বা ঘরে আসেন। তাওয়াফ করিয়া কাফির সর্দারদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন— "মূর্তিপূজারীদের অমঙ্গল হউক!" অতঃপর সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন, "আমি মদীনা চলিলাম। স্ত্রীকে বিধবা ও নিজ সন্তানদের ইয়াতীম করিতে কাহারও ইচ্ছা থাকিলে সে আমার সম্মুখে আসুক।"

কুরায়শদের কাহারও সাহস হইল না যে, তাঁহাকে বাধা দিবে কিংবা সম্মুখে আসিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিবে। এমনিভাবে একের পর এক করিয়া আবূ বকর (রা) ও আলী (রা) ব্যতীত প্রায় সকলেই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। আবূ বকর (রা) হিজরত করিবার অনুমতি চাহিলে নবীজী বলিলেন, "অপেক্ষা করুন। আমিও আদেশের অপেক্ষায় আছি, আল্লাহ্‌র আদেশ পাইলেই আমি রওয়ানা হইব। তখন আপনি আমার সাথী হইবেন।" এই সুসংবাদে তিনি আনন্দিত হইলেন এবং সেই শুভদিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিজরতের জন্য প্রস্তুতিও আরম্ভ করিয়া দেন। দুইটি উষ্ট্রী—একটি নবীজীর এবং অপরটি নিজের জন্য যোগাড় করিয়া রাখিলেন। ইহা ছাড়া অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকও তিনি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

মাহ্‌বূবে খোদা (সা)-এর মদীনায় হিজরত

কুরাইশী পাষণ্ডরা দেখিল, মুসলমানগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই মদীনা চলিয়া যাইতেছেন এবং হয়ত একদিন নবীজীও উধাও হইয়া যাইবেন। কাজেই তাহারা মহা চিন্তায় পড়িয়া গেল। এ ব্যাপারে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত, তাহা তাহাদের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িল।

একদিন আবূ জেহ্‌ল প্রমুখ কুরায়শী সর্দারেরা এই সম্পর্কে কা'বা সংলগ্ন গৃহে এক গোপন পরামর্শ সভা আহবান করেন। অভিশপ্ত শয়তানও এক অজ্ঞাত বৃদ্ধের বেশে সেই সভায় উপস্থিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অপরিচিত জনের অনুপ্রবেশে অনেকেরই সম্মতি ছিল না। তখন শয়তান বলিল, "আমি 'নজদ'-এর একজন প্রবীণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি। আপনারা যে ব্যাপারে পরামর্শ করিতে চাহিতেছেন, আশা করি আমি সেই ব্যাপারে আপনাদিগকে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান ও উত্তম পন্থা বলিয়া দিতে পারিব।" ইহা শুনিয়া তাহারা সেই শয়তানকে বসিতে অনুমতি দেয়। শুধু তাহাই নয়, উপরন্তু তাহার এই অনাহূত আগমনকে তাহারা পরম সৌভাগ্য বলিয়া ধরিয়া লয়।

আলোচনা আরম্ভ হইল। মুহাম্মদ (সা) তাহাদের ধর্ম ও সমাজের অশেষ ক্ষতি করিয়াছে। সুতরাং এই অবস্থায় তাহাদের কি করা উচিত, তাহা লইয়াই আলোচনা চলিতে থাকে। একজন প্রস্তাব করিল, তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হউক। আবূ জেহ্‌ল বলিলেন—"না, তবে সর্বনাশ! একে মদীনায় তাহার প্রচারকার্য খুব জোরদার হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর সে নিজে যাইয়া কাজ আরম্ভ করিলে তাহার মধুর ব্যবহার ও ভাষার যাদুক্রিয়ায় অতি অল্পদিনে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে। তখন সদলবলে সে আমাদের উপরে চড়াও করিয়া বসিবে।"

অপর একজন বলিল, "তাহাকে বন্দী করা হউক।"

তখন অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "তাহার ভক্ত ও সহযোগীরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে। বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিবও ক্ষেপিয়া প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবে।

আবূ জেহ্‌ল প্রস্তাব করিলেন, "তাহাকে হত্যা করা হউক। প্রত্যেক গোত্রের পক্ষ হইতে একজন করিয়া সবল নওজোয়ান আসিবে এবং সকলে মিলিয়া একযোগে রাত্রিতে মুহাম্মদের বাড়ি যাইয়া তাহাকে হত্যা করিবে। তাহা হইলে বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব মক্কার সকল গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের সাহস পাইবে না। বড় জোর

www.pathagar.com

হত্যার জরিমানা বাবদ একশত উটের দাবি করিবে। উহা আদায় করা কোন শক্ত ব্যাপার নহে।"

শয়তান ইব্‌লীস এই প্রস্তাবের প্রশংসা করিয়া উহার প্রতি তাহার দৃঢ় সমর্থন জানাইল। অন্যরাও উহা সমর্থন করিয়া পরামর্শ শেষ করিল। সিদ্ধান্ত হইল যে, একদিন মধ্যরাত্রিতে এ কাজ সমাধা করা হইবে।

এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কুমন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র এবং পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সবকিছু স্বীয় মাহ্‌বূবকে জানাইয়া দিয়া মদীনায় হিজরত করিবার হুকুম প্রদান করেন।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) দ্বিপ্রহরের সময় আবূ বকরের বাড়িতে গেলেন। মরুভূমির দেশে দ্বি-প্রহরের প্রখর রৌদ্রে জনমানবের চলাফেরা দূরের কথা, কোথাও একটি পাখিও উড়ে না। কোন চারণভূমিতেও একটি পশুকে পর্যন্ত চরিতে দেখা যায় না। এমনি সময় নবীজী গেলেন আবূ বকরের বাড়ি। আস্‌মা (রা) বলেন, "নবীজী প্রায়ই সকালে-বিকালে একবার আমাদের বাড়ি আসিতেন। কিন্তু সেই দিন দুপুর বেলা তাঁহার হঠাৎ আগমনে আমরা বিচলিত ও স্তম্ভিত হইলাম। পিতার সঙ্গে আমরাও বাহির হইলাম কি হইয়াছে জানিবার ঔৎসুক্য লইয়া।"

নবীজী বলিলেন, "গোপন আলাপ আছে। সুতরাং আপনি একা থাকুন।" আবূ বকর (রা) আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হুযূর! এরা ত আমারই সন্তান।"

নবীজী, "না, এদেরকেও সরাইয়া দিন।"

সকলের প্রস্থানের পর নবীজী তাঁহার নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। সেই সঙ্গে এই সুসংবাদও দিলেন যে, "আল্লাহ্‌র আদেশ পাইয়াছি। তৈরি হউন, আপনি আমার মুসাফির-বন্ধু।" তাঁহাদের মধ্যে আরও গোপন আলোচনা হইল। আবূ বকর (রা) জানাইলেন, "আমি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছি। এই উদ্দেশ্যে দুই তাজা উষ্ট্রীও খরিদ করিয়া রাখিয়াছি।"

এদিকে পাষণ্ডরা নির্দিষ্ট রাত্রিতে নিজেদের হীন আশা পূর্ণ করিবার জন্য নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নবীজীর বাসগৃহ বেষ্টন করিয়া ফেলে। উদ্দেশ্য, যখনই দরজা খুলিয়া তিনি বাহির হইবেন, অমনি একযোগে সকলে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে।

নবীজী হিজ্‌রতের সঙ্কল্প করিলেন বটে, কিন্তু দেশের বহু লোকের বহু আমানত তখনও তাঁহার কাছে গচ্ছিত ছিল। তিনি সব আমানত হযরত আলী (রা)-কে একটি একটি করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর তিনি বলিলেন, "আমরা চলিলাম—তুমি থাক; সকলের আমানত পাওনা-দেনা বুঝাইয়া দিয়া তুমিও চলিয়া আসিও।"

রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে হযরত আলী (রা)-কে নবীজীর বিছানায় নবীজীর চাদরে শরীর ঢাকিয়া দিয়া শোয়াইয়া দিলেন যেন তাঁহার প্রস্থানের কথা শত্রুরা না

www.pathagar.com

বুঝিতে পারে। তাঁহাকে অভয় দিয়া নবীজী বলিলেন, "তুমি নিশ্চিত থাক। তোমার কোন ক্ষতি তাহারা করিতে পারিবে না।"

মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হইলেন। ভয় নাই, ভীতি নাই— মুখে আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন 'সূরা ইয়াসীন'। দরজা খুলিয়া দেখেন, শত্রুদের যেন মেলা বসিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এক বিরাট জনতা তাঁহাকে হত্যা করিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। নবীজী فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (আমি তাহাদের চোখে পর্দা আঁটিয়া দিয়াছি, কাজেই তাহারা দেখে না) পর্যন্ত পড়িয়া এই আয়াতখানিকেই বারংবার পড়িতে পড়িতে তাহাদের চোখের উপরে তাহাদেরই সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন, কেহ কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। শত্রুদের মধ্যে একটি লোকও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সত্যই আল্লাহ্‌ তাহাদের চোখে আবরণ টানিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাহারা সেই মুহূর্তে তন্দ্রাভিভূত এবং অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল।

একটি রেওয়ায়েতে ইহাও পাওয়া যায় যে, এক মুষ্টি মাটিতে উপরোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিয়া নবীজী তাহাদের দিকে ছুঁড়িয়া মারেন। এই মাটি তাহাদের প্রত্যেকের চোখেমুখে যাইয়া পড়ে এবং তাহারা কোন কিছু দেখিতে অসমর্থ হয়।

এইরূপে তাহাদের ধূর্তামি ও সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া নবীজী অক্ষত দেহে বাহির হইয়া পড়েন। রাত্রির মধ্যভাগে তিনি প্রথমে আবূ বকরের বাড়ি পৌঁছেন। আবূ বকর (রা) জাগিয়াই ছিলেন। বাড়ির পশ্চাদ্দিকের একটি জানালার পথে উভয়ে বাহির হইয়া পদব্রজে 'ছওর' পাহাড় অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান।

ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আয়াত আসিয়াছে ঃ

اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ
وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ *

"অবিশ্বাসীর দল যখন আপনাকে বন্দী, কিংবা হত্যা, অথবা বিতাড়িত করিবার জন্য ফন্দী আঁটিতেছিল। আহা! তাহারা ধোঁকাবাজি করে—তাহাও আল্লাহ্‌র সঙ্গে ধোঁকাবাজি! আল্লাহ্‌ও শ্রেষ্ঠতম কৌশলী!"

'ছওর' মক্কার তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়। নবীজী পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। পদচিহ্ন দেখিয়া যাহাতে শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে না পারে, তজ্জন্য অতি সাবধানে কখনও কখনও আঙ্গুলে ভর দিয়া পথ চলিতে থাকেন। অবশেষে পাহাড়ের এক গুহার সম্মুখে পৌঁছিয়া ক্ষান্ত হন। ভোর হইয়া আসিতেছিল। দিবালোকে পথচলা যাইবে না ভাবিয়া গুহায় আত্মগোপন করিবেন বলিয়া স্থির করেন।

www.pathagar.com

পর্বত-গুহা, জনমানবের চলাচল সেখানে ছিল না। ছিদ্রের ফাঁকে ফাঁকে সাপ-বিচ্ছু থাকাও বিচিত্র নহে। তাই নবীজীকে গুহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া আবূ বকর (রা) প্রথমে গুহায় প্রবেশ করিলেন। কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া গায়ের চাদর ছিঁড়িয়া গর্তগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তবুও একটি ছিদ্র কাপড়ের অভাবে খোলা থাকিয়া যায়। হযরত আবূ বকর (রা) নিজের পায়ের গোড়ালি সেই ছিদ্রের মুখে রাখিয়া নবীজীকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করিতে ডাকিলেন। নবীজী গুহায় প্রবেশ করিলেন এবং আবূ বকরের উরুতে মাথা রাখিয়া-শুইয়া পড়িলেন।

নবীজী ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু আবূ বকর (রা)-এর চোখে ঘুম ছিল না। নানা দুশ্চিন্তা! শত্রুরা পিছনে পিছনে আসিয়া পড়িতে পারে। পার্বত্য এলাকা—তদুপরি উস্কোখুস্কো গুহা। বিষধর সাপ-বিচ্ছু থাকা অসম্ভব নয়! হঠাৎ তিনি অনুভব করিলেন, খোলা গর্তটির ছিদ্রপথে রক্ষিত পায়ে কিসে যেন দংশন করিল। দংশনের বেদনা ক্রমেই তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। পাহাড়ের বিষধর সাপে কাটিয়াছে— কাজেই বেদনা অসহ্য। তাঁহার সারাটি দেহ বিষে জর্জরিত হইয়া উঠিল। তথাপি মাহ্‌বূবে খোদার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিবে ভাবিয়া একটুও নড়া-চড়া কিংবা আহ্ উহ্ পর্যন্ত করিতেছিলেন না। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও ভীষণ বেদনার দরুন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল একেবারে আঁ-হযরতের চেহারা মুবারকের উপর। মাহ্‌বূবে খোদা (সা)-এর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। আবূ বকর (রা) জানাইলেন, তাঁহাকে সাপে দংশন করিয়াছে।

নবীজী নিজের থুথু ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলেন। বিষের অসহ্য যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল— আবূ বকর (রা) সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অন্য কাহারও নয় স্বয়ং নবীজীর থুথু। এই মোবারক থুথুর কাছে বিষ কেন, তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারিও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। স্বীয় নাতি হযরত হুসাইন (রা)-কে শৈশবে কোলে লইয়া নবীজী চুমা খাইতেন। মুখে, গলায় সেই চুমার লালা লাগিত। তাই পাষণ্ড সীমার যখন তাঁহার গলায় তলোয়ার চালায়—উহা ধারাল হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। কত চেষ্টা ও কত শক্তি সে প্রয়োগ করিল, কিন্তু সামান্য একটা আঁচড়ও কাটিতে পারে নাই।

খোদার কি মহিমা! মাহ্‌বূবে খোদার গুহায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় মাকড়সা গুহামুখে ঘন জাল বুনিয়া দেয়। ইহার অব্যবহিত পরে ভোরের দিকে এক জোড়া কবুতর কোথা হইতে আসিয়া উহার উপরে ডিম দিয়া সেখানেই বসিয়া রহিল।

এদিকে পাষণ্ডরা নবীজীর গৃহ অবরোধ করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় উপবিষ্ট। উদ্দেশ্য, রাত্রে কিংবা ভোরে নবীজী দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেই একযোগে সকলে হামলা করিবে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর চলিয়া গেল, নবীজী বাহিরে আসিলেন না এবং ভিতরেও কোন সাড়া শব্দ ছিল না।

www.pathagar.com

রাত্রি ভোর হইয়া আসিল। সকলেরই মনে সন্দেহ দেখা দিল। কাহার কাহার মতে, বৃদ্ধের বেশে শয়তান আসিয়া সে সময় তাহাদিগকে বলিল, " তোমরা আর কেন বসিয়া আছ? তোমাদের শিকার ত তোমাদের চোখে ধুলি দিয়া তোমাদের সম্মুখ দিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছে।" তখন তাহারা দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পায় বিছানায় কে একজন শুইয়া আছে। সজোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতেই পদ-শব্দ শুনিয়া হযরত আলী (রা) উঠিয়া বসিলেন। হযরত আলীকে দেখিয়া ক্রোধে তাহারা জ্বলিয়া পুড়িতে লাগিল। এতক্ষণে তাহাদের বিশ্বাস হয় যে, মুহাম্মদ (সা) পলায়ন করিয়াছেন।

গর্জিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল ঃ "মুহাম্মদ কোথায়?" হযরত আলী (রা) বলিলেন ঃ "জানি না।"

হযরত আলী (রা)-এর পিছনে লাগিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করা তাহাদের সহ্য হইল না। ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহারা হৈ চৈ শুরু করিয়া দিল। "মুহাম্মদ পালাইয়াছে— যেখানে পাও তাহাকে ধরিয়া আন" ইত্যাদি শোরগোল করিতে করিতে পাষণ্ডরা সেখান হইতে প্রথম আবূ বকর (রা)-এর বাড়িতে যায়।

"আবূ বকর! আবূ বকর!!"

কোন উত্তর নাই। "আবূ বকর কি বাড়িতে আছে?" তবুও উত্তর নাই! অতঃপর "বাড়িতে কে আছে" বলিয়া তাহারা বাড়িতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়।

ঘরের সম্মুখে হাঁক-ডাক শুনিয়া আস্‌মা (রা) বাহিরে আসিলেন।

ঃ "তোর পিতা কোথায়," পাষণ্ডরা ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ঃ উত্তর "জানি না কোথায় গিয়াছেন।"

পাষণ্ড আবূ জেহ্‌ল উত্তর শুনিয়া ভীষণ জোরে তাঁহার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল—"আবূ বকরও পালাইয়াছে—চল, ধর—তাদের!" চপেটাঘাতে আস্‌মা (রা)-এর গণ্ড দুইটি লাল হইয়া রহিল।

ইহার পর এই নরপিশাচরা আরও উন্মত্ত হইয়া ছুটাছুটি শুরু করিয়া দেয়। প্রত্যেকটি পথে কিছু সংখ্যক লোক তাঁহাদের অন্বেষণে পাঠান হইল। তৎসঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হইল যে, মুহাম্মদ (সা) এবং আবূ বকরকে যে ব্যক্তি ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে মাথাপিছু ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পদচিহ্ন বিশারদ কতিপয় লোক নবীজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ছওর গুহা পর্যন্ত পৌঁছে। ইহার পর আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তাই তাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা করিতে থাকে। গুহার ভিতর হইতে তাহাদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। আবূ বকর (রা) তাকাইয়া দেখেন, তাহারা অতি

www.pathagar.com

নিকটে দণ্ডায়মান। তাহাদের পাগুলি স্পষ্ট নযরে পড়িতেছিল। এমনকি তাহারা একটু উঁকি মারিলেই উভয়কেই দেখিতে পাইত।

স্বভাবতই আবূ বকর কতকটা বিচলিত হইয়া পড়েন। তাঁহার আশঙ্কা, যদি তাহারা দেখিয়া ফেলে, তবে আর রক্ষা নাই! কম্পিত কণ্ঠে তিনি নবীজীকে বলিলেন, "হুযূর! ইহারা নিচের দিকে তাকাইলেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। তাহা যদি হয়, তবে সর্বনাশ!"

ইহা শুনার পরও মাহ্‌বূবে খোদা (সা) অবিচল এবং প্রশান্ত চিত্তে বসিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন,

"ঘাবড়াইবেন না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

ইতিমধ্যে কাফিররা ছওর পাহাড়ের সব জায়গা এবং বিশেষ করিয়া গুহাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল—বাকি শুধু এই গুহাটি। ইহার মুখে মাকড়সার অক্ষত জাল, তদুপরি কবুতর দুইটি দেখিয়া সুচতুর উমাইয়া বলিল, "ইহার ভিতরে তাহারা থাকিতে পারে না। কারণ, কেহ এই গুহায় প্রবেশ করিলে মাকড়সার জাল কি আর আস্ত থাকিত? আর বন্য কবুতরই কি এখানে বাসা বাঁধিয়া ডিম দিত? কেহ কেহ বলিল, "আরে—এই জাল আমি মুহাম্মদের জন্মের পূর্ব হইতেই দেখিয়া আসিতেছি।" অবশেষে নিরাশ হইয়া তাহারা ফিরিয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা অতি দুর্বল ও একান্ত নিরীহ দুইটি মূক-প্রাণীর দ্বারা এত প্রবল ও পরাক্রমশালী দুর্দান্ত অসুরদের এরূপে পরাজয় ঘটান।

রাসূলে খোদা (সা) ও আবূ বকর (রা) তিন দিন সেই গুহায় গা-ঢাকা দিয়া রহিলেন। আবূ বকরের সাহেবযাদা আবদুল্লাহ্ সারাদিন কুরাইশদের আলোচনা ও কার্যকলাপের খোঁজ-খবর লইয়া উহা রাত্রিকালে নবীজীকে যাইয়া শুনাইতেন। তাঁহার বোন 'আস্‌মা' খাবার পৌঁছাইতেন। কিন্তু ভোর হইবার পূর্বেই তাঁহারা মক্কা ফিরিয়া আসিতেন, কেহ যেন পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদের যাতায়াত সম্পর্কে কোন সন্দেহ না করে, তজ্জন্য আবদুল্লাহ্ তাহার গোলামকে সেই পথে রোজ ছাগলের পাল লইয়া চরাইতে যাইবার আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে কাফিররা আঁ-হযরত (সা)-কে তালাশ করিতে করিতে একেবারে হয়রান ও পেরেশান হইয়া পড়ে। কিন্তু কোথাও একটু হদিস না পাইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া আশা ছাড়িয়া দিল।

গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার রাত্রিতে আবূ বকর (রা) কর্তৃক আযাদকৃত গোলাম 'আমের ইব্‌নে ফুহাইরা' সফরের জন্য নির্দিষ্ট উষ্ট্রী দুইটিকে লইয়া সেখানে হাযির হয়। রাস্তা দেখাইবার জন্য দিশারী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উরাইকি'তও তথায় উপনীত হন।

www.pathagar.com

গভীর রাত্রি। ঘন অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। মাহ্‌বূবে খোদা (সা) আল্লাহ্‌র জন্য স্বীয় মাতৃভূমি ছাড়িয়া রওয়ানা হইলেন। মাতৃভূমির মায়া, কা'বা ঘরের মায়া এবং উহাদের পরিত্যাগের করুণ বেদনায় তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বারংবার সেই দিকে তাকাইতে থাকেন। একটি উষ্ট্রীতে নবীজী সওয়ার হইলেন, অপরটিতে উঠিলেন আবূ বকর। গোলাম আ'মেরকেও তিনি উষ্ট্রীর পিঠে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দিশারী—উরাইকি'ত অগ্রে অগ্রে রাস্তা দেখাইয়া চলিলেন। শত্রুদের ভয়ে মদীনার প্রধান রাস্তা ছাড়িয়া কখনও তাঁহারা নদীর তীর, কখনও ঝিলের পাড় ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সুরাকার অপচেষ্টা ঃ কুরাইশী কাফিরদের বিঘোষিত পুরস্কারের কথা এই অঞ্চলে কাহারও অবিদিত ছিল না। পুরস্কারের লোভে শত শত লোক নবীজীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দূর-দূরান্তের লোকেরাও এ সংবাদ শুনিতে পাইয়া আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষায় নামিয়া পড়িয়াছিল। নবীজী এক সময় এক ঝিলের পার্শ্ব দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। সেই ঝিলের পার্শ্বে ছিল সুরাকা ইব্‌নে মালিকের বাড়ি। সুরাকা ছিল একজন যুবক, সাহসী ও প্রতাপশালী নেতা। এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে খবর দেয় যে, এই পথে কয়েকজন লোক উটে চড়িয়া গিয়াছে। হইতে পারে, ইহাদিগকেই কুরাইশীরা তালাশ করিতেছে।

গোটা পুরস্কারটা লাভ করিবার লালসায় সুরাকা লোকটিকে নিরস্ত করিয়া বলিয়া উঠে, "না, তাহারা সেই লোক নহে। উহারা অমুক গোত্রের মানুষ।" অতঃপর সে তীর-ধনুক লইয়া সেই পথে ঘোড়া ছুটাইয়া যায়। মাহ্‌বূবে খোদা (সা) উষ্ট্রোপরি বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কুরআন তিলাওয়াত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। একটুও চিন্তা অথবা অস্থিরতা ছিল না। আবূ বকর (রা) প্রায়ই এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিতেন। কারণ নবীজীর হিফাযতের জন্য তিনি চারিদিকে কড়া দৃষ্টি রাখিয়া পথ চলিতেছিলেন। হঠাৎ প্রত্যূষের আলোকে বেশ কিছুটা দূরে একজনকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি নবীজীকে বলিলেন, "হুযূর! এই যে, এদিকে এক অশ্বারোহী আসিতেছে।"

হুযূর (সা) তবু নির্বিকার চিত্তে কুরআন পাঠ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে সুরাকা বেশ কাছে আসিয়া পড়ে। হঠাৎ তাহার ঘোড়া হোঁচট খায়। ইহার ফলে সে উপর হইতে ছিটকাইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু পুনরায় উঠিয়া ঘোড়ায় আরোহণপূর্বক সে নবীজীর অতি নিকটে পৌঁছে। নবীজীর তিলাওয়াতের শব্দ সে তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল। আবূ বকর (রা) বারবার পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সন্ত্রস্তভাবে নবীজীকে সাবধানও করিতেছিলেন। কিন্তু নবীজীর সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

www.pathagar.com

সুরাকা এবার একেবারে কাছে আসিয়া পড়ে। মাত্র আর কয়েক পা গেলেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে পারে, এমন সময় আবার তাহার ঘোড়াটি অকস্মাৎ থামিয়া যায়। ঘোড়াটি হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় সুরাকা নিজেকে সামলাইয়া লইবার কোন সুযোগই পাইল না। ফলে সে আবার মাটিতে পড়িয়া গেল।

ব্যাপার কি, ঘোড়ার কি হইল, ইহা চিন্তা করিতে করিতে সুরাকা নিচের দিকে চাহিয়া দেখে, ঘোড়ার পা চারিটিই মাটিতে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সে বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিল। শুষ্ক মাটি, প্রস্তরময় এলাকা। ঘোড়া এখানে তলাইয়া যাইতেছে কেন?

আপ্রাণ চেষ্টা করিল। ঘোড়াকে মারধর ও হাঁকডাক অনেক করিল, কিন্তু কিছুতেই উহাকে উঠাইতে পারিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া মাহ্‌বূবে খোদাকে ডাকিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তির জন্য তাঁহার নিকট সকরুণ আবেদন জানায়। দয়ার আধার মাহ্‌বূবে খোদা (সা) বেচারার কাতর ডাকে সাড়া দিলেন।

সুরাকা বলিল, "আমার বিশ্বাস, আপনাদের বদ্‌-দু'আতেই আমি এই বিপদে পড়িয়াছি। মেহেরবানী করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, ফিরিবার সময় পথে কাহাকেও আপনাদের তালাশে আসিতে দেখিলে, আমি তাহাদিগকে বিরত রাখিব।"

নবীজী দু'আ করিলেন। তাঁহার দু'আর বরকতে ঘোড়া বাহির হইয়া আসে। জ্বলন্ত কোন জিনিসে পানি পড়িলে যে অবস্থা হয় তখন উহার পা'গুলি হইতে ঠিক তেমনি সমানে ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া সে রীতিমত হতভম্ব হইয়া পড়ে এবং তাহার কাছে যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, নবীজীকে ঐ সব উপহার দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। নবীজী উহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন ঃ "তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করিতেছ না, আমিও তোমার এই সব জিনিসপত্র গ্রহণ করিব না। তবে তোমার পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের কথা অপর কাহাকেও বলিবে না।"

অতঃপর সুরাকা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়া ফিরিয়া যায় এবং যতদিন নবীজীর যাত্রাপথে আশঙ্কার কারণ ছিল, ততদিন কাহারও কাছে এই ঘটনা ব্যক্ত করে নাই।

সুরাকার স্বীকারোক্তি ঃ কিছুদিন পর আবূ জেহ্‌লের কাছে এই অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি ব্যক্ত করিতে যাইয়া সুরাকা কয়েক পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করে। 'রাওযুল উন্‌স্' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এইভাবে লিখিত হইয়াছে ঃ

باحكم واللات لوكنت شاهدا

لامرجوا داذا تسوج قوائمه

عجبت ولم تشكك بان محمدا

نبى وبرهان فمن ذايقا ومه

عليك بكف الناس عنه فاننى

ارى امره يوما ستبدوا معالمه

بامريو ذالناس فيه باسرهم

لوبان جميع الناس طريسالمه

অর্থাৎ "হে আবূ হেকাম! লাতের কসম করিয়া বলি, আমার সবল শক্তিশালী ঘোড়ার পা'গুলি যখন মাটির নিচে দাবিয়া গিয়াছিল, তখন তুমি উপস্থিত থাকিলে দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইতে এবং তোমার একটুও সন্দেহ থাকিত না যে, মুহাম্মদ একজন নবী এবং জাজ্বল্যমান প্রামাণ্য নবী তিনি। কাজেই কে আছে যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে? তোমারও উচিত তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে জনগণকে নিরস্ত করা। কেননা, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, অচিরেই তাঁহার বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান হইবে এবং এমন একদিন আসিবে, যখন সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবে।"

সুরাকা সেদিনই ইহা বুঝিয়াছিল, কালে মাহ্বূবে খোদা (সা) যে জয়ী হইবেন, উহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কোন কোন বর্ণনায় তাই পাওয়া যায় যে, সুরাকা হুযূরের খিদমতে একটি 'আমান-নামা' চাহিয়া বলিল, 'হুযূর! আপনাকে আল্লাহ্ কামিয়াব করিলে আপনার লোকজন হইতে নিরাপত্তার জন্য আমাকে একখানি লিখিত আশ্রয়-লিপি প্রদান করুন।" নবীজী আ'মের ইব্নে ফুহাইরার হাতে (মতান্তরে আবূ বকরের হাতে) লিখাইয়া দিলেন— "সুরাকাকে চিরকালের জন্য আশ্রয় দেওয়া গেল।" সুরাকা তখনও মুসলমান হয় নাই। কিন্তু পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া একজন স্বনামধন্য সাহাবারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ফিরিবার পথে পূর্বে ওয়াদামত নবীজীর অন্বেষণকারী প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে এই বলিয়া তিনি নিরস্ত করেন যে, "এদিকে তোমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই—আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম।"

সুরাকা স্বয়ং বলেন, "একটি চামড়ার টুক্‌রায় আমান-নামা লিখিয়া আমাকে দেওয়া হয়। আমি উহা খুব হিফাযতে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম, অপর কেহ এ সংবাদ জানিত না। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন ও তায়েফ জয় করিয়া নবীজী সেদিন বিজয়ী বেশে ফিরিবার পথে 'জিইররানা'-য় সসৈন্যে অবতরণ করিয়াছিলেন, আমিও সেদিন ঐখানে যাইয়া পৌঁছি। সৈন্য শিবিরের নিকট পৌঁছা মাত্রই জনকয়েক মুজাহিদ বর্শা, বল্লম উঁচু করিয়া "এই তুমি কে, থাম, এখানে কি চাও," ইত্যাদি বলিয়া আগাইয়া

www.pathagar.com

আসে। তাহারা আমাকে ধরিয়া নবীজীর কাছে লইয়া গেল। আমি ঐ চামড়াখণ্ড হাতে রাখিয়া উহা দেখাইতে দেখাইতে তাহাদের সঙ্গে যাইতে থাকি। অবশেষে নবীজীর কাছে উপনীত হইয়া দেখি, তিনি একটি উঠে চড়িয়া আছেন। আমি চামড়াখণ্ডটি শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া নবীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলাম—"এই যে আপনার লিখিত আমান-নামা— আর আমি সুরাকা।" নবীজী বলিলেন, হ্যাঁ এখনই প্রকৃষ্ট সময়। যাও তুমি নিরাপদ। সুরাকা বলেন, "ঐখানেই আমি নবীজীর হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করি।"

মুবারক হাতের বরকত ঃ মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করিতে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘ সফরে তাঁহারা অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্ষুধাও পাইয়াছিল বেশ। পথিপার্শ্বে একটি বাড়ি (মতান্তরে তাঁবু) দেখিয়া থামিয়া যান এবং আহার করিবার মত খোরমা-গোশ্‌ত থাকিলে তাঁহাদিগকে দিতে অনুরোধ করিলেন।

বাড়িতে তখন কোন পুরুষ ছিল না। উম্মে মাঅ'বাদ নাম্নী জনৈকা মহিলা জানায় যে, "না, ঘরে কিছুই নাই।"

ঘরের পাশে সে সময় একটি দুর্বল এবং মৃতপ্রায় ছাগী ঘাস খাইতেছিল। স্তন দুইটি উহার প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল। নবীজী বলিলেন, "আপনি অনুমতি দিলে আমি উহাকে দোহাইয়া লইতে পারি।"

উম্মে মাঅ'বাদ উত্তর করিল, "বহুদিন যাবৎ সে কোন শাবক প্রসব করে না এবং এক ফোঁটা দুগ্ধও কোন দিন দেয় নাই। তাহা ছাড়া সে এত দুর্বল যে, চারণভূমিতে যাইয়া ঘাস পর্যন্ত খাইতে পারে না। উহার দুধ কোথায়?"

নবীজী— "যেমনই থাক—আপনি শুধু অনুমতি দিন ত।"

অনুমতি লাভের পর নবীজী বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া স্তনে হাত লাগাইলেন। মুবারক হাতের স্পর্শ! সঙ্গে সঙ্গে স্তনটি দুগ্ধে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নবীজী দোহন করিতে বসিয়া গেলেন। বড় একটি পাত্র দুধে ভরিয়া গেল। অতঃপর নবীজী প্রথমে উম্মে মাঅ'বাদকে দুগ্ধ পান করিতে দেন। সে পরম আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে উহা পান করিল। নবীজী ও তাঁহার অপরাপর সঙ্গীও পেট ভরিয়া পান করিলেন। ছাগীর স্তনটি তখনও দুধে পূর্ণ ছিল। মাহ্‌বূবে খোদা (সা) আবার পাত্রটি দুধে পূর্ণ করিয়া সেই স্থান হইতে রওয়ানা হইয়া যান।

বৃদ্ধার স্বামী আবূ মাঅ'বাদ বাড়ি আসিয়া দুগ্ধ দেখিয়া হতবাক হইয়া পড়ে। ব্যাপার কি তাহা জানিতে চাহে।

উম্মে মাঅ'বাদ জানায়, "কিছুক্ষণের জন্য একজন সম্ভ্রান্ত লোক আমার ঘরে অতিথি ছিলেন। ইহা সেই মুবারক অতিথিরই বরকত।" অতিথির পরিচয় ও তাঁহার নূতন ধর্মবাদ সম্বন্ধে যতদূর সে জানিতে পারিয়াছিল, প্রসঙ্গত তাঁহাও স্বামীকে

www.pathagar.com

জানাইয়া দেয়। ঘটনা শুনিয়া স্বামী বলিল ঃ "বখোদা! মনে হয় মক্কার সেই মহান-পবিত্র ব্যক্তিই আসিয়াছিলেন।" কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাহারা উভয়ই মদীনা হিজ্‌রত করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, উম্মে মাঅ'বাদের ছাগীটি নবীজীর স্পর্শের বরকতে দীর্ঘ আয়ু পাইয়াছিল। হযরত ও'মর (রা)-এর শাসনকালে যখন অনাবৃষ্টির দরুন সমগ্র দেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনও এই ছাগী সকাল-বিকাল প্রচুর দুগ্ধ দিত। অথচ কোথাও এক ফোঁটা দুধ পাওয়া সে সময় প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

মদীনায় আনন্দোচ্ছ্বাস ঃ মদীনার সাহাবাগণ যথাসময়ে জানিতে পান যে, মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছাড়িয়া মদীনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তখন তাঁহাদের কি আনন্দ! ঘরে ঘরে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। অধীর আগ্রহে সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন মদীনায় কখন নবীজীর শুভ পদার্পণ হইবে। বস্তুত তাঁহাদের এই জোশ ও আনন্দোচ্ছ্বাসে সমগ্র শহরে এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

নবীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য এক বিরাট মুসলিম জনতা প্রত্যহ ফজরের নামায পড়িয়াই শহরের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়া পথ চাহিয়া থাকিতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া যাইত কিন্তু তবুও কোন সন্ধান পাওয়া যাইত না। মরুভূমির দেশ। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে শরীর প্রায় জ্বলিয়া যাইত। উত্তপ্ত বালিতে পা রাখা দায় হইয়া উঠিত। তবুও সব সহ্য করিয়া বিক্ষিপ্ত খেজুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় লইয়া তাঁহারা নবীজীর প্রতীক্ষা করিতেন। ক্রমে যখন বেলা ঠিক দুপুর হইয়া আসিত, প্রখর রৌদ্রে টিকিয়া থাকা দায় হইয়া উঠিত, গাছের ছায়াগুলি ছোট হইয়া পড়িত, মানুষের চলাফেরাও একবারে বন্ধ হইয়া আসিত। তখন নিরাশ ও নিরুপায় হইয়া তাঁহারা বাড়ি ফিরিয়া যাইতেন।

একদিন এমনিভাবে বহুক্ষণ অপেক্ষায় থাকার পর নিরাশ হইয়া সকলে সবেমাত্র বাড়ি ফিরিয়াছেন, এমন সময় জনৈক ইহুদী একটি টিলার উপর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ – هٰذَا اَحَدُكُمْ –

"হে আরবগণ! এই যে তোমাদের আরাধ্যজন।"

শহরের বাহিরে নবীজী উষ্ট্রীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এক খেজুর বৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বেই বসিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। আনসারগণ দৌড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইলেন। ছেলে-বুড়া সকলেই খুশিতে বাগ্‌বাগ্‌ হইয়া গেল।

বনি সায়ে'দার কতিপয় বর্ণনাকারী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা

www.pathagar.com

বলেন, "আমরা অনেকেই ইতিপূর্বে কখনও নবীজীকে দেখি নাই। নবীজী ও আবূ বকর (রা) উভয়ে পাশাপাশি উপবিষ্ট এবং উভয়ে সমবয়সী। কাজেই আমরা উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমাদের মন পুলকিত ও স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলে বৃক্ষের ছায়াও সরিয়া যায়। আবূ বকর (রা) এ সময় উঠিয়া আপন চাদর দ্বারা নবীজীকে ছায়া দিলেন। এবার মাহ্‌বূবে খোদা (সা)-কে চিনিতে পারিয়া আমরা ধন্য হইলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইল।

কু'বায় অবস্থান ঃ অতঃপর আঁ-হযরত (সা) হর্ষোৎফুল্ল জনতা সহকারে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া শহরের সীমান্তবর্তী কু'বা নামক এক বস্তিতে অবতরণ করেন। কু'বা শহর-সংলগ্ন হইলেও উহা ছিল শহরের সীমানার বাহিরে একটি বস্তি মাত্র। উহাকে শহরতলিও বলা যাইতে পারে। নবীজী কুল্‌সূম ইব্‌নে হাদাম-এর ঘরে উঠিলেন আর আবূ বকর (রা) উঠিলেন খুবাইব ইব্‌নে আসাফের ঘরে। দুই দিন পর নবীজী সাঅ'দ ইব্‌নে খাইসামাহ্‌-র ঘরে মেহ্‌মান হন।

নবীজী এখানে একটি মস্‌জিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। অল্প কয়দিনের মধ্যে উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম মস্‌জিদ—'মস্‌জিদে কু'বা'। মুসলমানগণ তখন হইতে ভয়শূন্য হৃদয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে ধর্ম-কর্ম করিতে এবং নিজেদের জীবন, মান-সম্মান নিরাপদ বোধ করিতে থাকেন।

মসজিদ নির্মাণ ও অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যে নবীজীকে কু'বাতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তিনি সেখানে কতদিন ছিলেন, তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। তবে ১৪ দিন থাকার রেওয়ায়েতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

উক্ত মস্‌জিদের শানে আয়াত নাযিল হয় ঃ

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ -

"যে মস্‌জিদের ভিত্তি 'তাক্‌'ওয়া' (খোদাভীতি)-র উপর স্থাপিত হইয়াছে, উহা প্রথম দিন হইতেই উপযুক্ত। আপনি উহাতে নামায পড়ুন।"

তদনুসারে কু'বায় অবস্থানকালে নবীজী এই মসজিদেই নামায পড়িতেন। এদিকে নবীজীর কাছে লোকজনের গচ্ছিত যে আমানত ছিল, হযরত আলী (রা) উহা আমানতকারীদের ফেরৎ দিয়া মদীনা পৌঁছিয়া কু'বাতে নবীজীর সঙ্গে মিলিত হন।

হিজ্‌রী সন প্রবর্তন ঃ এই সময়ে মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমত হযরত ওমর (রা) ইসলামী বৎসর গণনার নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। এই বৎসর নবীজী হিজ্‌রত করিয়াছিলেন, তাই বৎসরের নামকরণ করা হয় হিজ্‌রী সাল এবং মহরম মাস হইতে উহা ধরা হইল।

www.pathagar.com

শুক্রবার। বেলা এক প্রহর কাটিয়া গিয়াছিল। মাহ্‌বূবে খোদা (সা) কু'বা ছাড়িয়া পবিত্র মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনার আনসারগণ আনন্দে তাঁহাকে ঘিরিয়া লইয়া চলিলেন। শত শত লোক, কেহ্‌ পদাতিক, কেহ্‌ সওয়ার হইয়া নবীজীর চতুষ্পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন। মেয়ে-ছেলেরা আনন্দ-উৎসাহ, উদ্দীপনা, জোশ-খুরোশ যেন উথলিয়া পড়িতেছিল।

নবীজী মদীনায় বনি সালেম ইব্‌নে আ'ওফের বস্তির কাছে পৌঁছিলে জুম'আর ওয়াক্ত হয়। নবীজী সেখানে অবতরণ করিয়া জুম'আর নামায আদায় করেন। জুম'আর নামায ইতিপূর্বেই ফরয হইয়াছিল। কিন্তু মক্কায় উহা আদায় করিবার সুযোগ ছিল না। কু'বা ছিল একটি গ্রাম—তাই সেখানেও পড়েন নাই। এক্ষণে শহ্‌রে প্রবেশ করিয়া এই প্রথম তিনি জুম'আ আদায় করিলেন।

অতঃপর নবীজী পুনরায় উষ্ট্রীতে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। পথিপার্শ্বে যে কোন গোত্র পড়িত, গোত্রপতি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া মিনতি করিতেন, অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেন, "হুযুর! দরিদ্রালয়ে পদার্পণ করুন!" বনি সালেমের মসজিদে নামায পড়িয়া রওয়ানা হইবার সময়ও সেই গোত্রের উত্‌বান ও আব্বাস্‌ প্রমুখ নেতা নবীজীকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। নবীজী প্রত্যেক ক্ষেত্রে হাসিমুখে "আপনারা সকলেই আমার ভাই, সবাই আমার নিকট সমান আদরণীয়; তবে আমার থাকার ব্যাপার আল্লাহ্‌র হাতে" ইত্যাদি মধুর উক্তি করিয়া বলিতেন ঃ

خَلُّوا سَبِيْلَهَا فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ

"তাহার (উষ্ট্রীর) পথ ছাড়িয়া দিন— সে আপন ইচ্ছামত যেখানে যাইয়া থামিবে, সেখানেই নবীজী অবস্থান করিবেন।" পথিমধ্যে 'বনি অ'দী' গোত্রের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিবার কালে 'আবূ সুলাইত' ও 'উসাইরা' প্রমুখ প্রবীণ গোত্রের লোকজন লইয়া নবীজীর পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া যায়। তাঁহারা প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই নানী-হালমামার গোত্রে অবতরণ করুন। লোকজন, অর্থ, শক্তি-সব কিছু দিয়া এই গোত্র আপনাকে সাহায্য করিবে।" নবীজী এখানেও নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন, "উষ্ট্রীকে ছাড়িয়া দিন— সে আদেশ প্রাপ্ত । যেখানে থামিবার হয়, সে নিজেই সেখানে বসিয়া পড়িবে।"

উষ্ট্রী অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর গমনের পর নবীজীর মাতুল বংশেরই অপর এক শাখা 'বনি মালেক ইব্‌নে নাযার'-এর বস্তির সম্মুখে উহা থামিল। কিন্তু উষ্ট্রীর হাবভাবে বুঝা গেল সে কেমন যেন ইতস্তত ও সন্দেহে পড়িয়াছে। তবু সে হাঁটু দুইটি মাটিতে গাড়িয়া বসিয়া গেল। নবীজী কিন্তু নামিলেন না— উষ্ট্রীর পিঠেই বসিয়া রহিলেন। উষ্ট্রী আবার উঠিয়া কিছুদূর আগাইয়া গেল। তাহার সন্দেহ যেন তখনও কাটিতেছিল না। হঠাৎ দাঁড়াইয়া পিছন দিকে ফিরিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকার পর

www.pathagar.com

আবার পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসে। এবার সে বসিয়াই পা ছড়াইয়া দিল, যেন ইহাই তাহার কাম্য স্থান এবং ইহাতে আর উহার কোন সন্দেহ ছিল না।

সম্মুখেই ছিল আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-র বাড়ি। তাঁহার ভাগ্য সেদিন সুপ্রসন্ন। তিনি আনন্দে লাফাইয়া আসিয়া নবীজীর বিছানাপত্র নামাইয়া লইলেন। নবীজী তাঁহারই বাড়িতে উঠিলেন এবং তথায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করিলেন।

এখানে এমন কি ছিল এবং উষ্ট্রীই বা এখানে কেন থামিল, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া মুশ্‌কিল। তবে এই বাড়ির এবং এই গোত্রের একটি ঐতিহ্য ছিল। উহার ইতিবৃত্ত হইতে উক্ত রহস্যের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এককালে মদীনা ছিল একটি অনাবাদী বিজন-মরুভূমি। সে সময় একদা ইয়ামনের বাদশাহ্ 'তুব্বাঅ' হিম্য়ারী' বিপুল সংখ্যক লোক-লস্কর লইয়া এই পথে কোন এক স্থানে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৪০০ আলিমও (পণ্ডিত) ছিলেন। এই আলিমদের নেতা ছিলেন 'শামূল'। এখানকার ছোট্ট একটি মরূদ্যানের কাছে একটি নহর প্রবাহিত দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, একদিন এই স্থানটি বিশ্বনবীর হিজ্‌রত-গাহ্ হইবে। এই শামূল তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবর্গ লইয়া সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তাহাদেরই বদৌলতে কালক্রমে মদীনা আবাদ হইয়া একটি জনবহুল শহরে পরিণত হয়। রাজা ইহা শুনিয়া নিজেও এ স্থানে থাকিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যের গুরুদায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল বলিয়া উহা সম্ভবপর হয় নাই। এ কারণে তিনি একখানি "ঈমাননামা' মাহ্‌বূবে খোদার খিদমতে লিখিয়া শামূলকে দিয়া বলিলেন, "আপনার বংশধরকে অসিয়ত করিয়া রাখিবেন, তাহাদের কেহ যদি নবীজীর সাক্ষাৎ পায়, তবে আমার সালাম জানাইয়া এই পত্রখানি যেন তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেয়।"

এই অসিয়ত ও পত্রখানি বংশপরম্পরায় এই বনি মালেক গোত্রে এবং ২৬ পুরুষের পর এই আবূ আইয়ূবের হাতেই পড়িয়াছিল। যে ঘরে নবীজী উঠিলেন, উহাও নাকি সেই বাদশাহ্ এই উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করাইয়াছিলেন যেন নবীজী উহাতে তশ্‌রীফ রাখেন। মেহেরবান আল্লাহ্ কাহারও মনের বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই।

নবীজীকে তাঁহারা কতটুকু শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং তাঁহার কত যত্ন ও পরিচর্যা করিতেন, উহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বাড়িটি ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট। আবূ আইয়ূব (রা) পরিবারবর্গসহ উপরে বাস করিতেন। নবীজীকে নিচের তলায় থাকিতে দিয়া উপরে থাকাটা বে-আদবী হইতেছে ভাবিয়া প্রথম রাত্রে তাঁহাদের নিদ্রা হয় নাই। নবীজীও উপরে যাইতে রাযী ছিলেন না। কেননা তিনি ভাবিলেন, লোকজন আসিবে এবং কাজকর্মও তাঁহার অনেক; উপরে থাকিলে তাহার কাজের ব্যাঘাত হইবে। আবূ আইয়ূব (রা) ও অন্যান্য ব্যক্তি বহু আবেদন-নিবেদন করিয়া নিরাশ হইলেন। সুতরাং দায়ে পড়িয়াই তাঁহারা উপরে রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অস্থিরতা ও মনের সংশয়

www.pathagar.com

কাটে নাই। সর্বদা তাঁহারা শঙ্কিত থাকিতেন পাছে কোন্ কথায় নবীজী মনে কষ্ট পান।

আবূ আইয়ূব (রা) বলেন, "একদিন ঘটনাক্রমে উপরে একটি কলসি ভাঙ্গিয়া যায়। আমরা পেরেশান হইয়া তাড়াতাড়ি আমাদের কাপড়-চোপড় দিয়া সেই পানি উঠাইয়া লইলাম যেন নবীজীর উপর পানির একটি ফোঁটাও না পড়ে।"

মসজিদে নববী ঃ উষ্ট্রী যেখানে বসিয়াছিল, সেটি ছিল একটি পতিত জমি—নিচ স্থান। শহরের ময়লা-আবর্জনা সেখানে ফেলা হইত। নবীজী একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জায়গাটির মালিক কে?"

তখন পর্যন্ত মদীনা শহরে কোন মসজিদ ছিল না। মুসলমানগণ যেখানে সুযোগ পাইতেন, সেখানে নামায পড়িয়া লইতেন। নবীজী একটি মসজিদ নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়া ঐ স্থানটিকেই মনোনীত করিলেন। এই সঙ্কল্প অনেকেরই অজ্ঞাত থাকে নাই। মা'আয (রা) বলিলেন— "জায়গাটি আ'মরের দুই ছেলে সাহ্ল ও সুহাইলের। তাহারা এতীম এবং বর্তমানে আমিই তাহাদের লালন-পালন করিতেছি। জায়গাটি একেবারে খালি পড়িয়া আছে। আপনার মর্জি হইলে ইহা লউন। আমি তাহাদিগকে বলিয়া দিব।"

নবীজী জায়গাটির মূল্য যাচাই করিলেন। দশ দিরহাম মূল্য নির্ধারিত করিলে পর আবূ বকর (রা) উহা আদায় করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই স্থানেই মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হইল। পূর্ণোদ্যমে কাজ চলিতে লাগিল। নবীজী স্বয়ং সাহাবাগণের সঙ্গে থাকিয়া কাজে অংশগ্রহণ করিতেন। অনেক সময় নিজেও ইট-কাঠ বহন করিতেন। ইহাতে সঙ্গীবর্গের উৎসাহ-উদ্দীপনা কত শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। নবীজীকে স্বহস্তে কাজ করিতে দেখিয়া একদিন জনৈক সাহাবা বলিয়া উঠিলেন ঃ

لَئِن قعدنا والنبىُّ يعمل - لذالكَ منّا العمل المضلَّلُ

"যেখানে নবীজী খাটিতেছেন— সেখানে আমরা বসিয়া থাকিলে উহা মারাত্মক ভুল হইবে।" সাহাবাগণ পরম উৎসাহে কাজ করিতে থাকেন। অনেকে তান ধরিতেনঃ

لاعيشَ الاعيشُ الاخِرَة - اللّهم فارحم الانصا رَالمهاجرة

"আমরা এক আখিরাতের আরাম ছাড়া আর কোন আরাম চাই না। ইয়া আল্লাহ্! আন্সার ও মুহাজিরদিগকে রহম কর।"

মসজিদ এবং উহার পার্শ্বে দুইখানি ঘর নবীজী ও তাঁহার পরিবারবর্গের আবাসগৃহরূপে নির্মিত হয়। নবীজী অতঃপর উক্ত বাসগৃহে চলিয়া যান। মাটির দেয়াল, খর্জুর বৃক্ষের খুঁটি এবং খর্জুর পাতার ছাউনি—এইভাবে মস্জিদ ও ঘরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। ইহাই হইল বিশ্ব-বিশ্রুত মস্জিদে নববী।

www.pathagar.com

মক্কা হইতে নবী-পত্নী, 'মা-সওদা' (রা) ও পরিবারস্থ অন্যান্য প্রায় সকলেই চলিয়া আসিলেন। কিন্তু নবী-তনয়া জয়নব (রা) আসিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বামী আ'মর ইব্‌নে আবীল আ'স তাঁহাকে আসিতে দিলেন না।

আবূ বকর (রা)-এর ছেলে আবদুল্লাহ্‌ও ভাই- বোন এবং মাকে লইয়া মদীনা চলিয়া আসিলেন। এইরূপে একে একে প্রায় সকল মুসলমানই মক্কা ছাড়িয়া মদীনা হিজ্‌রত করেন। শুধু যাঁরা অপারগ, রুগ্ন কিংবা অক্ষম—এমন- লোকই তথায় রহিলেন। দুই একটি ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, একান্ত অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেহ কেহ দেশ ছাড়িয়া রওয়ানা হইয়াছেন, কিন্তু মদীনা পৌঁছিতে পারেন নাই—পথিমধ্যেই ইন্‌তিকাল করিয়াছেন।

www.pathagar.com

মদীনায় ইসলামের বিস্তৃতি

মাহ্বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা পৌঁছার পর কিছুটা আশ্বস্ত হন। প্রাণ খুলিয়া আল্লাহ্কে ডাকিতে অতঃপর আর কোন অসুবিধা রহিল না। মুসলমানগণও নির্ভয়ে ধর্ম-কর্ম চালাইয়া যাইতে পারিতেছেন। এখন হইতে নবীজীর মুখ্য লক্ষ্য হইল ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। তিনি জাতি গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। জীবনের তেপ্পান্নটি বৎসর নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং শত্রুদের উৎপাত-উৎপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। সম্মুখে সময় খুবই অল্প—বার্ধক্য উপস্থিত প্রায়। এই অল্প সময়ে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ইত্যাদি আরও বহু কিছু তাঁহাকে করিতে হইবে। নবীজী তাই দিবা-নিশি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সংগ্রাম শুরু করিলেন। মসজিদে নববী হইল সব কিছুর কেন্দ্রস্থল।

তিনি ভক্ত মুসলিম অনুচরবৃন্দকে ধর্ম-কর্ম ও নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। মুসলিম যাহারা তাঁহার খিদমতে আসিত তাহাদিগকে নূতন ধর্মের দিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে মদীনার পৌত্তলিক আউস ও খাজরায গোত্রদ্বয়ের অধিকাংশই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু বনি ওয়ায়েল, বনী উমাইয়া প্রমুখ কয়েকটি শাখা-গোত্র সনাতন ধর্মের ডাকে সাড়া দিল না।

নবীজী তাহাদিগকে কতভাবে বুঝাইলেন, কতবার তাহাদের সম্মুখে সুন্দর বক্তৃতা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন ভাষণ প্রদান করিতে উঠিয়া হাম্‌দ ও না'তের পর তিনি বলিলেন ঃ

"হে মানব জাতি! একদিন হঠাৎ তোমরা সর্বস্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাখিয়া দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। সেখানে না কোন প্রহরী থাকিবে, না থাকিবে দোভাষী। তখন তোমাদের প্রভু জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমাদের কাছে আমার রাসূল যাইয়া কি আমার ধর্মের কথা তোমাদিগকে শুনান নাই? আমি তোমাদিগকে ধন-দৌলত দিয়া সম্মানী করিয়াছিলাম। এখন তোমরা আমার জন্য কি আনিয়াছ?" তখন প্রত্যেকেই ডানে-বামে তাকাইয়া খুঁজিতে থাকিবে। কিন্তু কিছুই পাইবে না। সম্মুখে চাহিয়া দেখিবে শুধু দোযখের আগুনের লেলিহান জিহ্বা। কাজেই ভাইসব, নিজেকে সেই আগুন হইতে বাঁচাইতে হইলে, খেজুরের সামান্য টুক্রা হইলেও আল্লাহ্র রাহে খরচ করুন। আর উহার প্রধান ও মূল পন্থা হইল কলেমায়ে তাইয়্যেবা। এই কলেমা প্রত্যেকটি নেকীকে দশ গুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া সওয়াব দিবে।"

www.pathagar.com

আর একদিন জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন— "আল্লাহ্‌র কিতাবই সর্বশ্রেষ্ঠ অমূল্য বাণী। আল্লাহ্ যাহার অন্তরকে ইহা দ্বারা অলঙ্কৃত করিবেন, যাহাকে ইসলামের ছায়াতলে স্থান দিবেন এবং যে সবকিছু ছাড়িয়া একমাত্র আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র ধর্মকে অন্তরে স্থান দিবে, সে হইবে আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং তাঁহার বাণী, তাঁহার ডাক ও আলোচনায় কখনও সে বীতশ্রদ্ধ হইবে না। আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদের ভাল-মন্দ এবং কিসে তোমাদের মঙ্গল হইবে, উহা জানেন। তিনিই তোমাদের জন্য লোক নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন, ঐশী বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, হালাল-হারাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কাজেই তোমরা তাঁহারই বন্দেগী কর। কাহাকেও তাঁহার অংশীদার করিও না এবং একমাত্র তাঁহাকেই ভয় কর।"

এহেন মর্মস্পর্শী ডাকে কাহার অন্তরে ভাবের উদয় না হইয়া পারে? কিন্তু যাহারা নিজের অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সত্যকে উপেক্ষা করিবে— তাহাদের অদৃষ্টে কলঙ্কটীকা অবধারিত।

ইহুদীদের কার্যকলাপ ঃ মদীনার ইহুদীরাও নূতন ধর্মের আহ্বানে সাড়া দিল না। তাহারা জন্মগতভাবে চির-অবিশ্বাসী। তাহারা বহু নবীকে শুধু অবিশ্বাসই করে নাই; উপরন্তু তাহাদের উপর উৎপীড়ন চালাইয়াছে এবং আগুনে জ্বালাইয়া মারিয়াছে। নবীজীর ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। নবীজীর ডাক তাহাদের মনে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা নবীজীকে স্বীকার করিয়া লইল না।

ইহুদীদের অন্যতম গোত্র বনি নাযীরের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন হুওয়াই ইব্‌নে আখ্‌তাব। 'সফিইয়া' (রা) তাহারই তনয়া। তিনি পঞ্চম হিজ্‌রীতে নবীজীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য নবীজীর মজলিশে গমন করিয়া তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার পর বাড়ি ফিরিয়া উভয়ে এমনভাবে দেহ এলাইয়া শুইয়া পড়িলেন যেন তাঁহারা খুব চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত। অতঃপর একজন অপরজনকে বলিলেন, "কি হে ভাই! তাওরাত ও ইন্‌জীল গ্রন্থে যাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, মনে হয় ইনিই সেই ব্যক্তি।"

অপরজন বলিলেন—"হইল বা তা-ই। তোর ইচ্ছা কি?"

তিনি উত্তর করিলেন— "না আর কিছু না। শত্রুতা আমরা করিবই। যতদিন নাকে নিশ্বাস থাকিবে, ততদিন তাহার বিরোধিতায় একটুও ত্রুটি হইবে না।"

ইহা জাতশত্রুদের অবস্থার একটি ছোট উদাহরণ। সত্যের দুশ্‌মন আর কাহাকে বলে? তাহাদের এই শত্রুতার মূল কারণ ছিল, দুনিয়ার স্বার্থ ও ভোগ-লিপ্সার মোহ। নবীজীকে স্বীকার করিলে তাহাদের ধর্ম যাইত, নেতৃত্ব যাইত, ভক্তদের

www.pathagar.com

উপহার-উপঢৌকন বন্ধ হইয়া পড়িত। তাহারা ধর্মের নামে জনগণের রক্ত শোষণ করিতেছিল, সুদের ব্যবসা করিয়া মানুষকে কঙ্কালসার করিয়া দিতেছিল। নূতন ধর্মের অনুসরণ করিলে সেই সবই শেষ হইয়া যাইত। তাহাদের ইহাও একটি ঈর্ষার কারণ ছিল যে, বনি ইসরাঈলের বংশ বাদ দিয়া আরবদের ঘরে কেন নবী আসিলেন?

কিন্তু যাঁহারা সত্যের পূজারী, তাঁহারা সবকিছু উপেক্ষা করিয়া সত্যকে শ্রদ্ধার সহিত মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে সালাম ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইহুদী ধর্মবিদ আলিম। তিনি নবীজীকে পরীক্ষাস্বরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া যথার্থ উত্তর পাইয়া একদিন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

সাল্‌মান ফারসী (রা) খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনিও এইভাবে নবীজীর খিদমতে আসিয়া নবীজীকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার খৃষ্টান ধর্মগুরুর নির্দেশিত যাবতীয় নিদর্শন দেখিতে পান। অবশেষে তিনিও সানন্দে নূতন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ইহুদীরা পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বী। তাহাদেরও নবী ছিলেন এবং আসমানী কিতাব আজও তাহাদের হাতে বিদ্যমান। কাজেই তাহারা কি বলে, তাহা জানার জন্য পৌত্তলিকেরা তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহারা মনে করিত, নূতন ধর্ম খাঁটি হইলে ইহারাই প্রথমে উহা গ্রহণ করিবে। তাই নবীজী তাহাদিগকে ধর্মের পথে আনিবার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করিয়াছেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হয়। কিন্তু চির হতভাগ্যরা বিশ্বাস ত করিলই না বরং উহার বিরোধিতাই করিতে থাকে। কুরআনে তাহাদিগকে বলা হইল ঃ

وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ –

"আমার অবতীর্ণ কিতাব যাহা তোমাদের কিতাবের বিষয়বস্তুর স্বীকৃতি দিতেছে, উহাকে বিশ্বাস কর এবং তোমরা প্রথম নম্বরের অবিশ্বাসী সাজিও না।"

অর্থাৎ তোমরা জানিয়া-শুনিয়া নবীজীকে না মানিলে অপরেরাও তাহাই করিবে এবং অন্যদের এই অবিশ্বাসের কারণ হইবে তোমরা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা জনগণের এই অন্ধ-ভক্তির অপব্যবহার করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা একবার এইরূপ এক চক্রান্ত করিয়াছিল যে, সকালবেলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যায় তাহারা ত্যাগ করিবে। তাহা হইলে সরলপ্রাণ জনসাধারণ ইহা নিশ্চয়ই বুঝিবে যে, তাহারা ধর্মজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়াও যখন ইসলামে প্রবেশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার উহা ত্যাগ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহাতে এমন সব ত্রুটি দেখিয়াছে, যাহা তাহাদের চোখে কখনও ধরা পড়িত না। কিন্তু আল্লাহ্‌ 'তাআলা আয়াত মারফত নবীজী ও জনগণকে অবহিত করিয়া তাহাদের এই চক্রান্ত ফাঁস করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সকল দুষ্ট লোক আরও কতভাবে নবীজীকে নাজেহাল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নানা জটিল প্রশ্ন ও নানা অশোভন মন্তব্য করিয়া

www.pathagar.com

জনসাধারণের মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিতে তাহারা কম চেষ্টা করে নাই। একবার তাহারা এমন এক অপপ্রচার করিতে থাকে যে, শ্যাম দেশ হইল নবীদের স্থান। পূর্ববর্তী অসংখ্য নবী সেইখানেই সমাহিত হইয়া আছেন। মুহাম্মদ (সা) নবী হইয়া থাকিলে সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এখানে মরুভূমির দেশে বেদুঈনদের কাছে কেন আসিবেন?

বন্ধুর বেশে শত্রু ঃ আর এক শ্রেণীর লোক সত্যের দুশ্‌মন এবং ইসলামের অগ্রগতির পথে কাঁটা হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাঁহারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রসার দেখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াও অন্তরে উহাকে বিশ্বাস করিল না। তাহারা মুখে মুখে آمَنَّا (আমরা ঈমান আনিয়াছি) نَحْنُ مَعَكُمْ (আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছি) বলিয়া বেড়াইত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার শিকড় কাটিতে তৎপর ছিল। ইহারা ছিল বন্ধুর বেশে শত্রু। কাজেই ইহারা ছিল আরও মারাত্মক এবং আরও ক্ষতিকারক। আল্লাহ্ তাহাদিগকে মুনাফিক (দু'খী) নামে অভিহিত করিয়া নবীজীকে প্রতিপদে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের চাতুরী ও ছলনা মুসলমানদের চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। খাঁটি মুসলমান সর্বদাই তাহাদের প্রতি সন্দিগ্ধ ও মারমুখী হইয়া থাকিতেন। তাহাদের মৌখিক ঈমানের উত্তরে মৌখিক ভদ্রতা দেখাইয়া মুসলমানগণ নিজেদের শিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতেন।

তাহারা মুসলমানদের ঘরের খবরাখবর লইয়া শত্রুমহলে পৌঁছাইয়া দিত আর ভাবিত যে, মুসলমানরা খুব বোকা। কিন্তু তাহাদের জানা ছিল না যে, মুসলমানগণও তাহাদিগকে ভালভাবেই চিনে, তাহাদের মর্যাদাও তাহারা ঠিক ততটুকুই দেয়। বহুবার এমনও হইয়াছে যে, সাহাবাগণ মুনাফিকদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া নবীজীর কাছে অনুমতি চাহিয়াছেন, নবীজী অনুমতি দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "আমি সবই জানি, কিন্তু ইহাদিগকে হত্যা করিলে অবিশ্বাসীরা বলিবে, মুহাম্মদ শেষ পর্যন্ত নিজের ভক্তদিগকে হত্যা করিতে শুরু করিয়াছে।"

মুনাফিকদের মধ্যে সকলের প্রধান ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই। এই পাপিষ্ঠ ছিল মদীনার শ্রেষ্ঠ সর্দার। জ্ঞানে, বুদ্ধিমত্তায় তাহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। এমনকি তাহাকেই মদীনাবাসী তাহাদের প্রধান নেতা বানাইবার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। নবীজীর আগমনে তাহার সেই সাধের আসন বিনষ্ট হয়। এই আক্রোশ ছিল তাহার মনে। সুওয়াইদ, দায়েস, মালেক প্রমুখ আরও অনেক দুষ্ট লোক তাহার চেলা সাজিয়া সদলবলে সর্বদা ইসলামের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট থাকিত।

ইহাদের ব্যবহার ও কার্যকলাপে নবীজী সবচেয়ে বেশি আঘাত পাইয়াছেন। কোন কোন দিন অতিষ্ঠ হইয়া তিনি তাহাদিগকে মজলিস হইতে বাহির করিয়াও দিয়াছেন। এমনকি মুসলমানগণও তাহাদিগকে মুনাফিক বলিয়া বহুবার ধমক দিয়াছেন। তবুও

www.pathagar.com

বেহায়াদের লজ্জা হয় নাই। একদিন নবীজী মস্জিদে বসিয়া যখন ধর্মীয় আলোচনা করিতেছিলেন, কতিপয় মুনাফিক সেখানে নবীজীর সম্পর্কে সে সময় ঠাট্টা ও সমালোচনা করিয়া হাসিতে থাকে। তাহাদের হাসি-ঠাট্টায় নবীজী বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে তথা হইতে উঠাইয়া দিতে আদেশ প্রদান করেন। আদেশ পাইয়া সাহাবাগণ কাহাকে কাহাকে ধাক্কা আর কাহাকেও বা কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। আবূ-আইয়ূব-খালেদ (রা) আমর ইব্নে কাইছের পা ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেন। অতঃপর তিনি রাফেঅ' ইব্নে ওদীআ'কে যাইয়া ধরেন এবং তাহার গলায় চাদর লাগাইয়া গালে দুই-চারটি চপেটাঘাত করিয়া "যা মুনাফেক- খবীছ" ইত্যাদি বলিয়া ধাক্কা দিয়া মস্জিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

নবীজীর সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক, ইহুদী ও মুনাফিক-এই তিন শ্রেণীর শত্রু একযোগে কম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই। সামান্য ছুঁতা পাইলেই উহা লইয়া তাহারা তুমুল হৈ চৈ বাঁধাইয়া তুলিত। মদীনায় বিখ্যাত আনসার হযরত আস্আ'দ ইব্নে যুরারাহ্ (রা) হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া ইন্তিকাল করিলে তাহারা প্রচার করিল, মুহাম্মদ নবী হইয়া থাকিলে তাহার সাথী কি মরিত? নবীজী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আবূ উমামার মৃত্যুতে ইহুদী ও মুনাফিকদের একটি মহা সুযোগ লাভ হইয়াছে। তাহারা বলে মুহাম্মদ নবী হইলে তাহার সাথী মরিবে কেন? অথচ আমার নিজের প্রাণের উপরও আমার হাত নাই। আমিও একদিন মরিব।

www.pathagar.com

কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ঃ মক্কা হইতে আগত মুহাজিরগণকে মদীনার আনসারগণ যে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহার নযীর দুনিয়ার ইতিহাসে দুর্লভ। নিজেদের সুখ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ ভুলিয়া সকলেই বিদেশী ভাইদের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। আন্‌সারগণ সাধ্যমত মুহাজিরগণকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া রীতিমত মেহ্‌মানের মত তাঁহাদের সমাদর ও আদর-আপ্যায়ন করিতেন এবং এই ইচ্ছাও পোষণ করিতেন যে, সারাজীবন এমনিভাবে করিয়া যাইবেন। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এইরূপ কোন উদাহরণ কোন জাতির লোকজন আপন সহোদর ভাইদের মধ্যেও কেহ দেখাইতে পারিবে কি না সন্দেহ। মুহাজিরগণও আপন ভাইদের মতই আন্‌সারদের কাজ-কর্মে ও উপার্জনে সাহায্য করিতেন।

তাঁহাদের এহেন ভালবাসা, প্রীতি ও বন্ধুত্ব দেখিয়া মাহ্‌বূবে খোদা একদিন সকলকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহাদের এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও দৃঢ় এবং প্রগাঢ় করিয়া দেন। একজন মুহাজির ও একজন আন্‌সার—এইভাবে দুইজনের হাতে হাত মিলাইয়া দিয়া আঁ-হযরত (সা) বলিলেন, "যাও, আজ হইতে তোমরা অন্যের ভাই।"

এভাবে আবূ বকর (রা)-এর ভাই হইলেন খায্‌রাজ গোত্রীয় 'খারেজা (রা)। ওমর (রা) পাইলেন বনি আউফের উত্‌বান ইব্‌নে মালেককে। ওসমান (রা) পাইলেন আউস্ ইব্‌নে ছাবেদকে। সাল্‌মান ফারসী (রা) পান আবূদ-দারদা (রা)-কে, বিলাল (রা) পাইলেন আবূ রুওয়াইহা আবদুল্লাহ্‌কে। এইরূপে যথাক্রমে মুসআব ইব্‌নে উমাইর (রা) আবূ আইয়ূব-খালেদ, জা'ফর (রা) ও মাআ'জ ইব্‌নে জাবাল রাযিআল্লাহু আনহুম ভাই ভাই হইলেন। মন- মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নবীজী প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধ উদরের ছিল না, সম্বন্ধটি ছিল ধর্মগত। বলিতে কি একে অন্যের ধর্মের ভাই হইলেন মাত্র। কিন্তু এই ভ্রাতৃত্বেই যে রূপ ও আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল, উহা চিন্তা করিলে সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। আন্‌সারগণ ছিলেন প্রধানত কৃষিজীবী। তাঁহারা আপন জমাজমি বন্টন করিয়া ধর্মীয় ভাইকে অর্ধেক দিয়া দেন। বাড়ির দুইটি ঘরের একটি ভাইকে দিয়া দিলেন। নিজের বিষয়-সম্পদ, আয়-আমদানি সব কিছুতেই ভাইকে সমান অংশের মালিক করিয়া লইলেন। অপরপক্ষে, মক্কাবাসীরা ছিলেন ব্যবসাজীবী। তাঁহারাও অনেকে ব্যবসায় করিয়া উপার্জিত অর্থের অর্ধেক আনসার ভাইকে দিয়া অর্ধেক নিজে ভোগ করিতেন। অনেকে মিলিতভাবে থাকিয়া কাজ কর্মে,

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্যে একে অন্যের সাহায্য করিতেন এবং মিলিতভাবে লাভের টাকা ভোগ করিতেন। অনেকে এমনও করিয়াছেন যে, তাঁহার দুইজন স্ত্রী থাকিলে ভাইকে বলিয়াছেন, "ভাই! আমার দুই স্ত্রী। অথচ আপনার একজনও নাই। আমি একজনকে ছাড়িয়া দেই, আপনি বিবাহ করিয়া লউন!

আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফের ভাই হইয়াছিলেন সা'দ ইব্‌নে রবীঅ'। সাঅ'দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমার দুই স্ত্রী আপনার যাহাকে পছন্দ হয়, বলুন, আমি ছাড়িয়া দিব। আপনাকে বিবাহ করিতেই হইবে।" অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা আবদুর রহমান তাহাই করিয়াছিলেন।

হযরত হাম্‌যা (রা) ওহুদ যুদ্ধে আততায়ীর আঘাতে শহীদ হইয়াছিলেন। নবীজী নিজের পোষ্য পুত্র, মদীনাবাসী যায়েদ ইব্‌নে হারিসকে তাঁহার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাণত্যাগের প্রাক্কালে তিনি এক অসিয়ত করেন। কিন্তু তাঁহার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন নবীজী। তাহা ছাড়া আত্মীয়-স্বজন এবং আরও অনেকেই তথায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি উক্ত যায়েদকে যাবতীয় অসিয়ত করিয়া যান। অপর সহোদর ভাইদের চেয়ে তাহাকে একটুও কম দেখিলে কখনও তিনি এরূপ করিতেন না।

হযরত উমর (রা)-এর শাসনকালে যখন রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান লিপিবদ্ধ হইতেছিল তখন বিলাল (রা)-এর কাছেও তাঁহার নিজের লিখিত কাগজপত্র ছিল। তিনি মুজাহিদরূপে যুদ্ধে রওয়ানা হইবার সময় হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, " তোমার কাগজপত্রগুলি কোথায় রাখিয়া গেলে? বিলাল (রা) জানাইলেন, "ভাই আবূ রুওয়াইহার কাছে।" তিনি ইহাও বলিলেন যে, নবীজী আমাদের মধ্যে এই সম্বন্ধ পাতিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই জীবন থাকিতে আমি তাঁহাকে ছাড়িব না।'

ইহুদীদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি ঃ মদীনায় ইসলামের আশাতীত প্রসার লাভ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলিম— এই তিন জাতির অবস্থানে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায়। তাই নবীজী মদীনাবাসীদের নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও দ্বন্দ্ব-কলহমুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সকল জাতির মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বলিলেন, রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাঁহারা সকলে একই দেশের মানুষ—সকলে মিলিয়া এক জাতি। ইহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দের একতা গড়িয়া উঠে এবং সকলে মিলিয়া মদীনার উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) ইহুদী গোত্রগুলির সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তিও সম্পাদন করেন। সেই সঙ্গে মূর্তিপূজারী গোত্রগুলিকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সকলকে আপন আপন ধর্ম-কর্মে স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। সামাজিক ও নাগরিক সব ব্যাপারে সকলে সমান অধিকার লাভ করিয়াছিল।

চুক্তিপত্রে একপক্ষে মুসলিম মুহাজির ও আনসার, অপরপক্ষে ইহুদী ও মূর্তিপূজারীদের প্রত্যেকটি গোত্র ও শাখাগোত্রের নাম উল্লেখ করিয়া লেখা হইল—

www.pathagar.com

"ইহারা সকলেই এক জাতি (এক দেশবাসী)। ধর্ম-কর্মে সকলেই স্বাধীন। সুতরাং কাহারও ধর্মে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না। পরস্পরের সর্বদা সততা, সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া চলিবে। মুহাম্মদ (সা)-এর বিনানুমতিতে কেহ কাহারও বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সকলেই সকলকে সাহায্য করিবে। মদীনাকে পবিত্র স্থান বলিয়া জানিবে। প্রত্যেকেই ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবে। কোন বহিঃশত্রু মদীনা আক্রমণ করিলে সকলেই স্বদেশ রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করিবে ইত্যাদি। ইহুদী-পৌত্তলিক সকলেই উহাতে স্বাক্ষর দান করিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। নবীজীও উহাতে স্বাক্ষর দান করিলেন।

আযান প্রবর্তন ঃ মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে লইয়া জমাআ'তে নামায পড়িতেন। নবীজীর পিছনে দাঁড়াইয়া নামায পড়িবার জন্য মসজিদে নববীতে বিরাট জনসমাবেশ হইতে থাকে। কিন্তু নামাযিগণকে একত্রিত করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। কখনও কোনরূপ ঘোষণা ব্যতীত মুসল্লিগণ একত্রিত হইতেন। কখনও বা টিলার উপর হইতে ডাকিয়া, কখনও বা মহল্লা ঘুরিয়া الصلوة جامعة। "নামাযের জমাআ'ত হইতেছে" এ মর্মে কেহ না কেহ ঘোষণা করিয়া আসিতেন। কোন সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকায় অনেকে সময়ের অনেক আগে মসজিদে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। এইভাবে সময়ের অপচয় এবং বিশৃঙ্খলা চলিয়া আসিতেছিল।

নবীজী বহুদিন যাবৎ এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। একাধিকবার সাহাবাগণকে লইয়া তিনি পরামর্শও করিতেছিলেন। কেহ কেহ প্রস্তাব করেন, টিলা-চূড়ায় আগুন জ্বালান হউক। কেহ বলিলেন, ঢাক বাজান হউক। কেহ শিঙ্গা আর কেহ ঘন্টা বাজাইবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এ সকল প্রস্তাবের কোনটিই নবীজী পছন্দ করিলেন না। কারণ, এই ধরনের প্রথা বা নিয়মের কোন না কোনটি তখনও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে প্রচলিত ছিল।

এইরূপে ইহা এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। নবীজী এবং সাহাবাগণ সকলেই ইহা লইয়া বেশ মাথা ঘামাইতে থাকেন। একদিন নবীজী বসিয়া আছেন এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে আব্‌দে রাব্বিহী দৌড়াইয়া আসিয়া জানাইলেন, "হুযুর! আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি হাতে করিয়া দুইটি শিঙ্গা লইয়া কোথায় যাইতেছেন। আমি তাঁহাকে শিঙ্গা দুইটি বিক্রয় করিতে বলিলে, তিনি উহার কারণ জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, এইগুলি বাজাইয়া নামাযী ভাইদের একত্র করিব। তখন তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, এ জন্য? তোমাকে ইহার চেয়ে উত্তম পন্থা শিখাইয়া দিতেছি।" আমি সাগ্রহে বলিলাম— বেশত! তিনি তখন কানে আঙ্গুল দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন— আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আক্‌বার! ----- লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহ্!"

www.pathagar.com

কি সুন্দর ঘোষণা! "আল্লাহ্ মহান—আল্লাহ্ মহান! সাক্ষ্য দেই আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই। সাক্ষ্য দেই— মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। নামাযের জন্য আস। মঙ্গলের দিকে আস। আল্লাহ্ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই।"

নবীজী খুবই খুশী হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি নির্ভুল স্বপ্ন দেখিয়াছ।" অন্য সকলেই এই পন্থাকে সর্বোত্তম বলিয়া মন্তব্য করিলেন। সংবাদ পাইয়া বাড়ি হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া ওমর (রা)-ও অবিকল এমনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। নবীজী বলিলেন, "ঐ ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং জিব্‌রাঈল (আ)।"

হযরত বিলাল (রা)-এর গলার আওয়ায সুমিষ্ট ও বুলন্দ ছিল। নবীজী আবদুল্লাহ্‌কে বলিলেন, "এই বাক্যগুলি বিলালকে শিখাইয়া দাও।"

বিলাল তাঁহার সুমিষ্ট ও বুলন্দ আওয়াযে মসজিদে নববীর মিনারে দাঁড়াইয়া সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের বাণী ঘোষণা করিলেন। এই নূতন এবং অপূর্ব ডাকে সমগ্র মদীনায় নূতন প্রেরণার সঞ্চার হইল-জনসাধারণের মনে আল্লাহু আকবারের ঢেউ খেলিয়া গেল। ইহাই হইল আযান—যার মাধ্যমে আজও সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিঘোষিত হইতেছে। ইহার কয়েকদিন পরেই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ -

"হে বিশ্বাসিগণ! জুমআ'র দিনে নামাযের জন্য 'নিদা' (আযান) দেওয়া হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে বেচা-কেনা ছাড়িয়া শীঘ্র চলিয়া আস।" ইহাতে প্রকারান্তরে আল্লাহ্ এই স্বীকৃতি দেন, যে পদ্ধতিতে বর্তমানে ডাকা হইতেছে, উহাই নামাযের নিদা—আযান-ধ্বনি।

www.pathagar.com

যুদ্ধের সূচনা

মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়শদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের তাড়নায় নিরুপায় হইয়া দেশ ছাড়িয়া মদীনা হিজ্‌রত করেন। তাঁহার অনুচর মুসলমানগণকেও বর্ণনাতীত নির্যাতন করিয়া কুরাইশীরা তাঁহাদের মাতৃভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু জোরপূর্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিল। হিজ্‌রত করিতে অক্ষম অবশিষ্ট দুর্বল মুসলমানগণকেও তাহারা এমন অকথ্য যুলুম করিতে থাকে যে, উহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ইহাতেই তাহাদের মনের ঝাল মিটিতেছিল না।

মদীনার অধিবাসীরা মক্কার মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া না দিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, আশ্রয় দিয়াছেন এবং সর্বপ্রকারে তাহাদের সাহায্য করিতেছিলেন। এ জন্য তাঁহাদের উপরও পাষণ্ডদের ভয়ানক ক্রোধ জন্মে তখন হইতে মদীনার কোন ব্যক্তিকে পাইলেই তাহারা ভর্ৎসনা করিত, গালি-গালাজ করিত এবং ভয় প্রদর্শন করিত।

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি ঘটনা হইতে পাঠকবর্গ অবস্থার কিঞ্চিৎ আন্দাজ করিতে পারিবেন।

মদীনার বিশিষ্ট আন্‌সারী সাহাবী সাআ'দ ইব্‌নে মুআ'জ (রা) একবার উ'মরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করিয়া উমাইয়ার ঘরে উঠেন। উমাইয়া ইব্‌নে খলফ ছিলেন তাঁহার পুরাতন বন্ধু। সে মদীনা গেলে সাআ'দ (রা)-এর বাড়িতেই উঠিতেন—সাআ'দ (রা)-ও মক্কায় গেলে তাহার মেহমান হইতেন। একদিন তিনি উমাইয়াকে বলিলেন, "চলুন একবার কা'বাঘরের তাওয়াফ করিয়া আসি।" তদনুসারে একদিন মধ্য রাত্রিতে তাঁহারা রওয়ানা হইলেন। ঘটনাক্রমে আবূ জেহ্‌লের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার সঙ্গে ইনি কে?" উমাইয়া বলিল—"মদীনার সাআ'দ।" তখন সে সাআ'দকে বলিল— "বড় নিশ্চিন্তে মক্কা আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? তোমরা স্বধর্মত্যাগীদিগকে (সাবী) আশ্রয় দিয়া তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছ? এত বড় সাহস! আজ উমাইয়া তোমার সঙ্গে না থাকিলে তোমার নিরাপদে দেশে ফিরিয়া যাইবার সৌভাগ্য হইত না।"

সাআ'দ (রা)-ও ছিলেন মদীনার একজন বিশিষ্ট প্রভাবশালী নেতা। আবূ জেহ্‌লের কথাগুলি তাঁহার সহ্য হইল না। ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি বলিলেন, "কি বলিলে? খোদার কসম! যদি আজ আমাকে বাধা দাও, তবে আমি তোমাদিগকে এমন

www.pathagar.com

বিষয়ে বাধা দিব যাহা আরও মারাত্মক। তোমাদের মদীনা যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া শ্যাম দেশের সহিত তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করিয়া দিব।"

উমাইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "থাক ভাই, রাগ করিও না। ইনি আমাদের নেতা আবূ হেকাম।" সাআ'দ (রা)-এর ক্রোধবহ্নি তখন জ্বলিতেছিল। তাহাকেও ধমক দিলেন। বলিলেন—"ছাড়! এরাই তোমাকে মৃত্যুর মুখে টানিয়া নিবে।" কাফির নেতাদের কে কিভাবে মরিবে, এই সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে যাইয়া নবীজী একদিন উমাইয়ার ব্যাপারে বলিয়াছিলেন, "তাহাকে অন্যরা জোর করিয়া টানিয়া আনিবে এবং সে বদর যুদ্ধে নিহত হইবে।" সাআ'দ (রা) তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া ক্রোধের বশে কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সংগ্রামের প্রস্তুতি ঃ শত্রুরা ইতিমধ্যে চক্রান্ত ও গোপন প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহারা স্থির করে, মদীনা যাইয়া মুসলমানদের উপর চড়াও করিবে। দুনিয়ার বুক হইতে তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে— এই ছিল তাহাদের পণ। মদীনাবাসীদের ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দেওয়ার দুরাশাও তাহারা মনে মনে পোষণ করিত।

এই ধরনের অপ্রীতিকর সংবাদ নবীজীর কানে প্রায়ই পৌঁছিতে থাকে। একদিন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই একটি পত্রহাতে নবীজীর মজলিসে উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া হায়-হুতাশ করিতে থাকে যে, "কি সর্বনাশ করিয়াছি। হায় হায়, সবই গেছে। আপনাদিগকে আশ্রয় দিয়া আজ আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি। হায়রে—কি সখে বিপদ মাথায় লইয়াছি!" কুরাইশী সর্দারেরা তাহার নামে উক্ত পত্রখানি পাঠাইয়াছিল। উহাতে লেখা ছিল, "আমাদের শত্রুদিগকে তোমরা আশ্রয় দিয়াছ। আমরা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, হয় তোমরা তাহাদিগকে কতল কর, তাহা না পারিলে তোমাদের দেশ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দাও। অন্যথা নিশ্চিত জানিও, আমরা আরবের সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করিব এবং তাহাদিগকে নিপাত করিব। তখন তোমাদিগকেও রেহাই দিব না।"

মুনাফিকের দল সুযোগের সন্ধানেই থাকিত। এই পত্র পাইয়া তাহারা মুসলমানদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করিতে এবং মদীনাবাসীদের তাহাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে থাকে। কতিপয় দুষ্ট লোক শহরময় বলিয়া বেড়াইতে থাকে যে, ইহারা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। হে মদীনাবাসীরা! তোমরা সাপের লেজে হাত দিয়াছ, মক্কার ব্যাঘ্রদিগকে ক্ষেপাইয়াছ— এখন মজা বুঝ!

ইহুদী শয়তানরাও দেখিল, মদীনায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এখানে শুধু ধর্ম প্রচারই নহে, উপরন্তু রীতিমত হুকুম-আহকাম, সালিশ-বিচার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে। নবীজী শুধু একজন ধর্ম প্রচারকই

www.pathagar.com

নহেন, বরং রাষ্ট্রপতিরূপেও ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছেন এবং মদীনাকে করা হইয়াছে উহার রাজধানী। এই সব দেখিয়া তাহাদের অন্তর-জ্বালা আরও বৃদ্ধি পায় এবং হিংসানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাই আবূ রাফেঅ', কাঅ'ব ইব্‌নে আশরাফ প্রমুখ ধনশালী ইহুদী প্রধান ধন-জন প্রভৃতি সব কিছু লইয়া গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। অসংখ্য গুণ্ডা-বদমাইশকে তাহারা মাসিক বেতন ও ভাতা দিয়া সুযোগমত মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য মোতায়েন করিল। ইসলামের বিরুদ্ধে বাজারে বাজারে কুৎসা গাহিয়া বেড়াইতে অসংখ্য কবি গায়িকাদের নিয়োগ করিল। বিভিন্ন গোত্রে যাইয়া এই সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিবার জন্য অসংখ্য পণ্ডিত রাখিল। তদুপরি ইহুদী ও মুনাফিক মাতবরেরা মক্কার সর্দারদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে মদীনা আক্রমণে উস্কানি দান এবং উৎসাহিত করিতে লাগিল। তাহারা বলিত, "আমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ বলিয়া প্রকাশ্যে শত্রুতা করিতে পারিতেছি না। তোমরা আস—আমরা সর্বপ্রকারে তোমাদের সাহায্য করিব।"

মক্কাবাসী দেখিল মহাসুযোগ উপস্থিত। তাহারা পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুত হইতে লাগিল যুদ্ধের জন্য। কুরাইশী সর্দারের একটি দল গ্রামে গ্রামে যাইয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, প্রয়োজনের সময় লোকজন টাকা-পয়সা সব কিছু লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে যেন সকলে প্রস্তুত থাকে।

ক্রমে পরিস্থিতি এতই জটিল ও ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, মুসলমানগণ সম্মুখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সর্বদা ভয় ও সন্ত্রাস; কখন কি ঘটে। কোন্‌দিন হঠাৎ শত্রুরা আসিয়া পড়ে। তদুপরি তাহারা ইহাও জানিত চারিদিকে বন্ধুর বেশে শত্রুরা বিরাজ করিতেছে এবং অর্থপুষ্ট গুণ্ডারা সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

তাহাদের সবচেয়ে বেশি ভয় হইতেছিল নবীজীকে লইয়া। শত্রুদের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল তিনিই। যে কোন মুহূর্তে আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে তাঁহার প্রাণনাশ হইতে পারে আশংকা করিয়া সাহাবাগণ তাঁহাকে পাহারা দিতে থাকেন। একাধিক সাহাবা সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতেন। নবীজী উহা পছন্দ করিতেন না এবং কয়েকবার নিষেধও করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পাহারা উঠাইয়া দেওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হইবে না বলিয়া সাহাবাগণ নবীজীর অলক্ষ্যে গোপনে তাহা চালু রাখেন। আল্লাহ্‌র উপর নবীজীর ভরসা ছিল অশেষ। তাই তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কুচক্রীরা নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিল না। সাহাবাগণও সতর্কতা হিসাবে পাহারা চালু রাখিয়াছিলেন।

একদিন মধ্য রাত্রিতে কাহার পদশব্দে নবীজী জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?' সাঅ'দ, (রা) বলিলেন, "আমি সাঅ'দ হুযুর।"

নবীজী— "কি করিতেছ? এত রাত্রে এখানে কেন?"

www.pathagar.com

সাঅ'দ—"শত্রুদের জন্য ভয় হয়—তাই বসিয়া আছি।"

বহুদিন এইভাবে কাটিয়াছে। একবার আয়াত নাযিল হইল— وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "আল্লাহ্‌ আপনাকে মানুষের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।" ইহার পর নবীজী সাহাবাগণকে পাহারা উঠাইয়া দিতে জোর তাকিদ দেন। সাহাবাগণও আল্লাহ্‌র আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া পাহারা দেওয়া বন্ধ করেন।

এইরূপ দুর্যোগপূর্ণ ও সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে প্রাণে বাঁচিবার জন্য হইলেও একমাত্র পন্থা হিসাবে অস্ত্র ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ইহা ছিল মুসলমানদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। ইসলাম টিকিয়া থাকিবে, কি চিরতরে বিলুপ্ত হইবে— তাহাই ছিল সমস্যা। আয়াত নাযিল হইল—

وَاِنْ مَا الْمُوكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ "যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে— তোমরাও কর।" এই মর্মে আরও কতিপয় আয়াত নাযিল হইয়া মুসলমানগণকে 'জিহাদ'করিবার অনুমতি দেয়।

মুসলমানগণ বহু পূর্বেই অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে নবীজী তাঁহাদিগকে অনুমতি দিয়া বলেন, "নিজদের জান ও মালের হেফাযতের জন্য তৈরি হও।" বলা বাহুল্য, কাফিরদের অত্যাচার ও আক্রমণের যথোচিত জওয়াবদানের জন্য তখন তাঁহারাও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

www.pathagar.com

জিহাদের বৈধতা

ইসলামে কেন জিহাদের আদেশ দেওয়া হয় এবং ইহার তাৎপর্য কি, তাহা ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা ও বিচার করা উচিত। ইসলামের দুশ্‌মনরা ইহাকে 'নৃশংসতা', 'মানবতা-বিরোধী' ইত্যাদি বলিয়া ইসলামকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। অনেকে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, তলোয়ারের জোরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এমনকি সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার লাভের মূলেও এই তলোয়ারই কাজ করিয়াছে বলিয়া তাহারা অপবাদ দিতেছে। খৃস্টান মনীষিগণও এহেন মন্তব্য করিয়া সত্যের অপলাপ করিতে দ্বিধা করেন নাই, কাজেই কোন্ অবস্থায় মুসলমানগণকে জিহাদে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল এবং অন্যান্য যুদ্ধ ও জিহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা এই স্থলে বিশদভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

এই সম্পর্কে মওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী 'তাঁহার রচিত 'সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়া' নামক গ্রন্থে একটি যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল ঃ

নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রথম তেপান্ন বৎসরের এক সংক্ষিপ্ত চিত্র পাঠকবর্গের সম্মুখে ইতিপূর্বে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কি অবস্থায় দুনিয়ায় ইসলামের প্রচার সাধিত হইয়াছে, কত দুর্যোগের মধ্যে প্রতিটি গোত্র ও দূর-দূরান্তের কবীলার অসংখ্য লোক হিজ্‌রতের পূর্বেই মুসলমান হইয়াছে, কিভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন, পিতা-মাতা, ধন-সম্পদ সবকিছু বিসর্জন দিয়া তাঁহারা নবীজীর আনুগত্য স্বীকার করিল, ইসলামকে ও তাঁহাকে নিজেদের প্রাণের চেয়েও শতগুণ প্রিয় জানিত, উহারও সামান্য পরিচয় উপরে প্রদত্ত হইয়াছে।

দেশের শাসন-ক্ষমতা তখনও তাহাদের হাতে আসে নাই। সংখ্যায় তাঁহারা ছিলেন অত্যন্ত নগণ্য, সুতরাং অপরের উপর বলপ্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠে না। অপরের ধন-সম্পদের প্রতি তাঁদের যে কোন লালসা ছিল, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাঁহাদের নিজেদের যাহা ছিল, তাহাও তাঁহারা বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তবে কেন তাঁহারা জিহাদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

নবীজীর পবিত্র জীবনী পর্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে ও নির্বিবাদে বলিতে হয়, কোন পার্থিব কারণে মুসলমানগণ জিহাদ করেন নাই। ইহা একটি জানা কথা যে, নবীজী ছিলেন একজন ইয়াতীম ছেলে। শৈশবে তিনি অন্যের আশ্রয়ে লালিত-পালিত

www.pathagar.com

হইয়াছেন। আর্থিক দৈন্যে তাঁহার ঘরে উনুনে অনেক সময় হাঁড়ি উঠে নাই। তাঁহার পরিবারস্থ লোকের পেট ভরিয়া খাওয়ার সংস্থান অনেক সময় হয় নাই। তাঁহার অবশিষ্ট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়সীরাও 'কালেমায়ে-হক'-এর দরুন তাঁহাকে শুধু বর্জনই করে নাই বরং শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল। এহেন কোন ব্যক্তি কাহাকেও প্রলোভন দিয়া, ভয় দেখাইয়া, কিংবা তলোয়ারের সাহায্যে স্বীয় মতাবলম্বী করিতে কখনও পারেন কি?

নবীজীর এই তেপ্পান্ন বৎসর কিভাবে কাটিয়াছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাহা সাক্ষ্য দেয়। কেহ সহায় ছিল না, কোন সম্বল ছিল না। লোক, শক্তি, অর্থ ছিল না—এক কথায়, তিনি ছিলেন সর্বহারা। কিছু সংখ্যক সাহসী যোদ্ধা, প্রতাপশালী নেতা এবং ধনী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়া উহার শক্তি কিছুটা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন সত্য কিন্তু কাফিরদের উপর হাত উঠান দূরে থাক্, তাহাদের জুল্‌ম ও সিতমের জওয়াব পর্যন্ত দেওয়ার শক্তি তাঁহাদের তখনও হয় নাই। পক্ষান্তরে কত নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়ন, কত অমানুষিকতা ও পৈশাচিকতা মুসলমানগণকে সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনার সাহায্যে বুঝানো সম্ভব নহে।

ইহা সত্ত্বেও কুরআন কোনদিন তাঁহাদিগকে অস্ত্রপ্রয়োগের অনুমতি দেয় নাই—দিয়াছে মহান শিক্ষা— ধৈর্য, সহনশীলতা ও কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা। সেই দুর্যোগের সময় যাঁহারা মুসলমান হইয়া বিপদের ভীষণ ঝুঁকি লইতে এবং অত্যাচারের শিকার হইতে আগাইয়া আসেন তাঁহারা কিসের লালসায় অথবা কিসের ভয়ে ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কিসের জন্য তাঁহারা সেদিন নিজেদের প্রাণকে পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন? দিবালোকের মত স্পষ্ট এই সত্যটিকে যাহারা গোপন করার চেষ্টা করিয়া থাকে, অন্তত মহাপ্রভুকে লজ্জা করা তাহাদের উচিত। তাঁহারা কি উত্তর দিবেন— আবূ বকর, আলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন? উমর (রা) তলোয়ার হাতে নবীজীকে হত্যা করিবার সংকল্প লইয়া আসিয়া কোন্ দায়ে পড়িয়া মুসলমান হইলেন? আবূ যর, উনাইস, তুফাইল ইব্‌নে আম'র দুসী (রা) প্রমুখ ব্যক্তি কাহার এবং কোন্ চাপে পড়িয়া মুসলমান হন? মদীনার লোকজনকে কেহ কি তলোয়ারের ভয় দেখাইয়া ইসলামের ছায়াতলে আনিয়াছিল?

তলোয়ারের ভয়েই কি তাঁহারা নবীজীকে মদীনায় আনিয়া সারা আরবের শত্রু হইয়াছিলেন? আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশী যখন মুসলমান হইলেন, তখন কে তাঁহাকে তলোয়ারের ভয় দেখাইয়াছিল?

এ ধরনের শত শত ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। এমন অসংখ্য প্রমাণ আছে যাহা পর্যালোচনা করিলে যেকোন মানুষ স্বীকার না করিয়া পারে না যে, ইসলাম তলোয়ারের বদৌলতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ইহাও বলা একান্ত নিষ্প্রয়োজন যে,

www.pathagar.com

ইসলামের প্রসারের জন্যও উহা তলোয়ারের উপর নির্ভরশীল নহে। যদি কাফিরদের গলায় ছুরি ধরিয়া জোর-জবরদস্তি তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা জিহাদের উদ্দেশ্য হইত, তবে জিহাদের আদেশের সঙ্গে জিজিয়া কর গ্রহণের বিধান রাখা হইত না এবং উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে আশ্রিতের মর্যাদাসহ ধর্মীয় স্বাধীনতা দান এবং তাহাদের প্রাণ-মানের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির আদেশ দেওয়া হইত না।

কুরআনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, لَا اكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ - قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ - "ধর্মভুক্ত করার বেলায় কোন জবরদস্তি নাই। খাঁটি ও অখাঁটি আজ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।" অর্থাৎ ধর্মগ্রহণ একটি আন্তরিক ব্যাপার। অন্তরে বিশ্বাস বদ্ধমূল না হইলে কেহ অন্য ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে না। করিলেও উহা সত্যিকারে ধর্মান্তর হয় না। আর বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন—ঐ ধর্মের সত্য-অসত্যের সঠিক নিরূপণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই বলেন, "আজ কোন্ ধর্ম খাঁটি, কোন্‌টি সত্য, আর কোন্‌টি ভুল ও মিথ্যা তাহা দিব্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজেই এখন জোর পূর্বক কাহাকেও ধর্মভুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।" যে স্বচ্ছ ও অকপট অন্তর লইয়া উহার বিচার করিবে, সে স্বেচ্ছায় আসিবে। আর যারা কপট কিংবা অন্য কোন প্রকার হিংসা বা শত্রুতা কিংবা স্বার্থে বিজড়িত, তাহারা কখনও আসিবে না। আসিলেও তাহাদের ধর্মগ্রহণ হইবে মুনাফেকী এবং কলুষযুক্ত।

একটি ঘটনা হইতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়া পড়েঃ মদীনার জনৈক বিশিষ্ট সাহাবীর দুই ছেলে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া শ্যাম দেশে চলিয়া গিয়াছিল। ব্যবসায় উপলক্ষে প্রায়ই তাহাদিগকে মদীনায় আসিতে হইত। একদিন উভয়ই যয়তুন তৈল লইয়া মদীনা উপস্থিত হইলে পিতা নবীজীর খিদমতে আরয করিলেন, "হুযূর আমার ছেলেরা বিধর্মী হইয়া আমার চোখের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে। ইহা কাঁটার ন্যায় আমার চোখে বিঁধে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাহাদিগকে ধরিয়া আনি এবং জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লই।" নবীজী ঐ আয়াতখানি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, "না, যতদিন কেহ স্বেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঈমান না আনিবে, ততদিন তাহার ঈমান বৃথা। ভাল-মন্দ সকলেই চিনিয়া লইয়াছে। অতঃপর যাহার ইচ্ছা সে আসিবে— যাহার ইচ্ছা দূরে থাকিবে।"

কাজেই স্পষ্ট বোঝা যায়, জিহাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু। উহা কি এবং কোন্ মহান লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জিহাদ বৈধ করা হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে চিন্তা করা প্রত্যেক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির উচিত।

এই সংসারে আল্লাহ্‌র অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহ্ মানুষের জন্য অগণিত নিয়ামত (দানসমূহ) রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হইতেছে 'হেদায়াত'। একটি মানুষকে প্রচুর অর্থ-কড়ি, বিত্ত-সম্পদ কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তি

www.pathagar.com

দিলেই হয় না। কেননা, ঐ সবই ক্ষণস্থায়ী এবং আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐগুলিও নিঃশেষ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কাহাকেও আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়াত নসীব করিলে তাহার ইহজীবন যেমন স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়, তেমনি অনন্ত জীবনেও সে আল্লাহ্র অনন্ত ও অফুরন্ত অবদান উপভোগ করিবার অধিকার লাভ করে।

কিন্তু দুনিয়ার পাপ-পঙ্কিলতায় আবিষ্ট হইয়া অনেক হতভাগ্য মানুষ আল্লাহ্র পরম ও চরম দান হেদায়াত-এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে না এবং উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে। তাহারা হইতেছে পাপ-পীড়িত রোগী। রোগীর উপকারের জন্য ঔষধ দিতে হয়। ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রথমে রোগীকে অবহিত করিতে হয়। পরে কিছু সিরাপ অথবা মধু মিশ্রিত করিয়া ঔষধটি মুখরোচক করিয়া উহা তাহাকে খাওয়াইতে হয়। তবু যদি রোগী ঔষধ সেবনে অনিচ্ছুক হয়, তখন বলপ্রয়োগ করা কি অন্যায়?

নবীজী তাঁহার প্রারম্ভিক জীবনে এমনিভাবে কাজ করিয়াছেন। শেষ ফলাফল শুনাইয়া দিয়া মধুর ভাষা ও ব্যবহার এবং সরল ও সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ্র রহমতে ফলও ফলিয়াছে বেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্তও যাহারা জিদ ছাড়িয়া দিল না, তাহাদের ক্ষেত্রে বল-প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় কি ছিল? আর এক প্রকার চিরহতভাগ্য দল ছিল, যাহারা নিজেরা তো ঔষধ গ্রহণ করিতই না—অপরকেও বাধা দিত। তাহারা আল্লাহ্র পরম নিয়ামত হইতে জনগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিল। অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আগাইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ইহা ছাড়া আর কি বা করা যাইত? এই কারণেই জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সর্ববাদীসম্মত অভিমত হইল ঃ

যে ধর্ম শুধু বলপ্রয়োগে মানুষকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করে, উহা যেমন ত্রুটিপূর্ণ, তেমন যে ধর্মে শাসন নাই, উহাও পূর্ণাঙ্গ নহে। উদাহরণ স্থলে বলা যায়, যদি কোন ডাক্তার শুধু অস্ত্রোপচারই জানেন কিন্তু রোগের অপর কোন ঔষধ জানেন না কিংবা শুধু ঔষধ জানেন কিন্তু একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলেও অস্ত্রোপচার করিতে পারেন না তাহা হইলে রোগীর চিকিৎসার যে অবস্থা হয়, যে ধর্ম শুধু একটিকে সম্বল করিয়া লইয়া থাকে, সেই ধর্মেরও সেই অবস্থা হয়।

মানব জাতির সমাজদেহে অবিশ্বাস ও অংশীবাদের সর্বনাশা জীবাণু প্রবেশ করিয়া যখন উহাকে জরাগ্রস্ত করিল, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার (নবীজীকে) পাঠাইলেন। তিনি তেপ্পান্ন বৎসর কঠোর সাধনা ও অবিরাম সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি শিরা-উপশিরাকে নিরোগ ও সুস্থ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ফলে যাহারা আরোগ্যের উপযুক্ত ছিল তাহাদের

www.pathagar.com

সবাই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু দেহের যে যে অংশ গলিয়া-পচিয়া আরোগ্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, নবীজীর সাধ্যাতীত চেষ্টা সত্ত্বেও সেইগুলি ভাল হয় নাই। উপরন্তু সমগ্র দেহে সংক্রমিত হইয়া সারা দেহটি পচাইয়া দিতে থাকে। সেই অবস্থায় দেহের ঐ অংশটুকুকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াই কি বিজ্ঞজনোচিত কার্য ও সমগ্র দেহের জন্য মঙ্গলজনক নহে।

এক কথায় মানব জাতির মহা কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত ইসলামে জিহাদের প্রবর্তন হয়—উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য নিশ্চয়ই নহে। তাই দেখা যায়, যুদ্ধের ময়দানে যখন তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে— তখনও ইসলাম শুধু তাহাদিগকেই বধ করিবার অনুমতি দিয়াছে, যাহারা ন্যায় ও সত্যকে (ইসলামকে) বিলীন করিতে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদেরই ছেলে মেয়ে, শিশু-কন্যা, বৃদ্ধ কিংবা ধর্মগুরুদিগকে কতল করিবার আদেশ ইসলাম দেয় নাই, বরঞ্চ ইসলামী দুনিয়ায় তাহারা চির আশ্রিত হিসাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এমনকি যাহারা দায়ে পড়িয়া অনন্যোপায় হইয়া ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাহারাও রক্ষা পাইয়া থাকে। বদর যুদ্ধের দিন বনী হাশিম সম্পর্কে নবীজী বলিয়াছিলেন, "তাহাদের কেহ সম্মুখে পড়িলে মারিও না। কারণ, তাহারা স্বেচ্ছায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে আসে নাই।" সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত লোকজনকেও যথাসম্ভব বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। আলী (রা) বলেন, একদা সাতজন শত্রু সৈন্য বন্দী হইয়া আসিলে তাহাদিগকে কতল করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। হযরত আলী (রা)ই কতল করিতে আদিষ্ট হইলেন। এমন সময় জিব্‌রাঈল (আ) তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ছয় জনের জন্য উক্ত আদেশই বলবৎ থাকুক, কিন্তু ঐ লোকটিকে মারিবেন না।"

নবীজী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "লোকটি খুবই ভদ্র, শিষ্ট এবং দাতা।" নবীজী তখন জানিতে চাহেন, ইহা কি তিনি নিজের পক্ষ হইতে বলিতেছেন—না আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। জিব্‌রাঈল (আ) উত্তরে বলেন, "আল্লাহ্ই আমাকে ইহা জানাইবার জন্য হুকুম করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

কাজেই আমরা বলিতে পারি, ইসলামী জিহাদ সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয়ানদের বিশ্ব-ধ্বংসী যুদ্ধ নহে। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা মেয়ে-পুরুষ, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং দেশের পর দেশ উজাড় করিয়া দেয়।

আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রত্যেকের চোখে অপরের দোষটা ধরা পড়ে বেশি। ইউরোপের ইতিহাসের যে অধ্যায়ে শুধু 'স্পেনের উত্থান ও পতন' লিখিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলেও তাহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার নগ্ন মূর্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদেরই লেখা হইতে জানিতে পারা যায়, স্পেনে নবম শতাব্দী হইতে সপ্তদশ

www.pathagar.com

শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদিগকে জোরপূর্বক খৃস্টান করিতে যাইয়া বন্দুক কামানের সাহায্যে হত্যা, তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন, তাহাদের স্ত্রী লোকদিগকে অমানুষিক নির্যাতন ও উৎপীড়ন করা হইয়াছে। অসংখ্য খোদার বান্দাকে আগুনে জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছে। শত শত লোককে বন্দী করিয়া তাহাদের চোখের সম্মুখে তাহাদের ছেলে-মেয়েদিগকে জবেহ্ করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান ধর্ম রক্ষার্থে দেশ ছাড়িয়া হিজ্‌রত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রানাডার ময়দানে মুসলমানদের ৮০ হাজার দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থ আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্ডোভার বিশ্ববিখ্যাত মস্‌জিদকে গির্জায় পরিণত করা হইয়াছে।

ফলকথা 'জিহাদ' প্রথমে ছিল নিছক আত্মরক্ষামূলক একটি ব্যবস্থা। অতঃপর দুনিয়ার বুকে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা, সত্যিকারের শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়ন করা, দুর্বলদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ইত্যাদি মানব জাতির মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উহাকে আক্রমণমূলক ব্যবস্থা হিসাবেও মঞ্জুরি দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাফিরদের জন্য যথেষ্ট অবকাশ রাখা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ ... ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ *

"মুশরিকদের কেহ আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিলে তাহাকে আশ্রয় দিন, কেননা তাহারা অজ্ঞ, কিছু জানে না।" সারাটি জীবন মক্কার মূর্তিপূজারীরা নবীকে কি অবর্ণনীয় কষ্টে জর্জরিত করিয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও যুদ্ধের দিনে মুসলমানগণকে অস্ত্রধারণের আদেশ দেওয়ার পরেও ইসলাম এ কি শিক্ষা দিতেছে? মানবতা আর কাহাকে বলে?

যাহারা সন্ধিসূত্রে জড়িত হইবে, যতদিন সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিবে না, ততদিন তাহাদের সঙ্গেও মৈত্রী বজায় রাখিবার আদেশ কুরআনে রহিয়াছে। فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ – "যতদিন তাহারা কথায় ঠিক থাকিবে, তোমরাও কথার উপরে কায়েম থাকিবে।"

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ *

"মুশ্‌রিকদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে আপনারা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, যতদিন তাহারা চুক্তির বিরোধিতা না করে এবং আপনাদের কাহারও উপর চড়াও না করে, আপনারা মেয়াদকাল পর্যন্ত ঐ চুক্তি মানিয়া চলুন।"

www.pathagar.com

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তাহাদের পক্ষ হইতেই উপর্যুপরি বিরোধিতা ও চুক্তির শর্তাবলী লঙঘন শুরু হয় এবং তাহারা ইসলামকে নির্মূল করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়,তখন এই জিহাদের আদেশকে আরও কঠিন করিয়া দেওয়া হয়। বলা হয়, যেখানে পান, পাপিষ্ঠদিগকে নিপাত করুন। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পৃথিবীকে কুফর ও শির্‌ক হইতে পবিত্র করুন।

এতদিন শত্রুদের অত্যাচার-অবিচার দেখিয়াও মুসলমানরা যেন উহা দেখিতেন না। এক্ষণে জিহাদের আদেশ পাইয়া তাঁহারা সিংহের ন্যায় গর্জিয়া উঠিলেন।

www.pathagar.com

ছোট-খাটো অভিযান

তখন হিজ্‌রতের পর মাত্র সাত মাস গত হইয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মক্কাবাসীদের যুদ্ধের হুম্‌কি কয়েকবার মুসলমানদের কানে পৌঁছে। সুদূর মক্কা হইতে আসিয়া ইতিমধ্যে মদীনার আশেপাশে অতর্কিতে তাহারা ২/৩ বার লুটতরাজও করিয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহারা নানাবেশে সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাতায়াত করিতে এবং দূরবর্তী স্থানেও গমনাগমন আরম্ভ করে।

হিজ্‌রী প্রথম সালের রমযান মাস। কুরাইশদের একটি কাফেলার উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া মাহ্‌বূবে খোদা (সা) হযরত হাম্‌যা (রা)-এর নেতৃত্বে ত্রিশ জন মুহাজিরের ছোট একটি দল প্রেরণ করিলেন। একখানি সাদা ঝাণ্ডাও নবীজী তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাই ইসলামের সর্বপ্রথম ঝাণ্ডা ও পতাকা।

আবূ জেহ্‌ল তিন শতাধিক লোকের এক কাফেলা লইয়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। 'ঈস্‌' নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি ঝিলের পাড়ে মুষ্টিমেয় মুসলমানকে দেখিয়া তাহারা তাঁহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। সাহাবাগণও রণোন্মত্ত হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হন।

পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিশিষ্ট সর্দার মাজ্‌দী ইব্‌নে আ'মর জুহানী উভয় দলকে নিরস্ত করিলেন, ফলে কোনরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারে নাই। তবুও ইহা একটি যুদ্ধ অভিযান এবং ইহা মুসলমানগণের সর্বপ্রথম অভিযান। ইসলামের ইতিহাসে বহু অভিযান এবং ছোট-খাটো যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, যাহাতে নবীজী অংশগ্রহণ করেন নাই। ঐতিহাসিকদের ভাষায় ইহাকে বলা হয় 'সারিয়া'।

তদনুসারে এই যুদ্ধ সারিয়ায়ে হযরত হাম্‌যা নামে খ্যাত। আর যে সকল যুদ্ধে মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন উহাকে বলা হয় 'গায্‌ওয়া'।

সারিয়ায়ে উবায়দা ঃ শওয়াল মাসে মাহ্‌বূবে খোদা (সা) ৬০ জন মুহাজির সাহাবার একটি ক্ষুদ্র দল উবায়দা ইব্‌নে হারিস (রা)-এর নেতৃত্বে 'বতনে রাবেগ'-এর দিকে প্রেরণ করিলেন। মক্কার অদূরে বনি-মুর্‌রার টিলা-ভূমির নিকটবর্তী হইলে দূরে কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী তাঁহাদের নযরে পড়ে! আবূ সুফিয়ান ছিলেন সেই বাহিনীর নেতা। সা'দ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রা) শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর ছুঁড়িয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দুই দলের মধ্যে আর কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় নাই।

www.pathagar.com

তৎপরবর্তী মাসে পাঠাইলেন সা'দ (রা)-কে জুহ্ফা নামক স্থানের নিকটবর্তী খাররার-এর দিকে মাত্র বিশজন মুহাজির সঙ্গে দিয়া। সেখানেও কিছু সংঘটিত হয় নাই।

মোট যুদ্ধের সংখ্যা ঃ নবীজী কোথাও সদলবলে যাত্রা করিলে, যুদ্ধ হউক বা না-হউক, ঐতিহাসিকগণ উহাকে 'গায্ওয়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এভাবে মোট গায্ওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩টি। অথচ নবীজী স্বয়ং যে সকল অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র ৯টি ক্ষেত্রে যুদ্ধ হইয়াছে। আর সারিয়ার সংখ্যা ঐতিহাসিকগণের হিসাব অনুসারে ৪৩টি। ইহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন যুদ্ধই সংঘটিত হয় নাই।

www.pathagar.com

হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষ

গায্ওয়ায়ে আবওয়া, বাওয়াত ও উশাইরা ঃ হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ। সমগ্র দেশে কুরাইশদের ইতস্তত বিচরণ ও আনাগোনার সংবাদ শুনিতে শুনিতে নবীজী প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে শত্রুরা মদীনার অদূরস্থ গ্রামগুলিতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল।

একদিন এইরূপ এক সংবাদ পাইয়া নবীজী স্বয়ং ছোট একটি দলসহ বাহির হন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আব্ওয়া নামক স্থানে পৌঁছিলে বনি যূমরা-র নেতা মাখ্শা ইব্নে আমর যম্রী নবীজীকে নিরস্ত করেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁহার কোন সাক্ষাৎ ঘটে নাই। ইহা সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরীর দ্বিতীয় মাস সফরে।

পরবর্তী মাসে একটি কুরাইশী কাফেলার সঙ্গে মুকাবিলা করিবার জন্য আবার নবীজী রওয়ানা হন। কারণ দুর্বৃত্তরা কখন কি অঘটন ঘটায় কিংবা মদীনায় হামলা করিয়া বসে অথবা মুসলিম বস্তিতে অতর্কিতে হানা দেয়, কিছুরই নিশ্চয়তা ছিল না। এবার তিনি গেলেন 'বাওয়াত' নামক স্থানে। কিন্তু তথায় শত্রুদের সাক্ষাৎ পাইলেন না।

সেই মাসেই আর একবার শ্যামগামী মক্কার একটি কাফেলাকে বাধা দিতে তিনি উশাইরা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে পান নাই। নবীজী সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি তথাকার বনি মুদ্লাজ ও তাহাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বনি যুম্রা গোত্রদ্বয়ের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন।

আম্মার ইব্নে আসির (রা) বলেন, বনি মুদ্লাজের লোকজনকে খেজুর বাগানে কাজ করিতে দেখিয়া একদিন আলী (রা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ "চল ভাই, দেখিয়া আসি—তাহারা কি করে এবং তাহাদের কৃষি-পদ্ধতি কিরূপ?"

উভয়ে সে স্থানে পৌঁছিলেন এবং বহুক্ষণ তাহাদের কার্য পর্যবেক্ষণ করিলেন। হঠাৎ কেন জানি তাঁহাদের ভীষণ নিদ্রা পায়। উভয়ে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পথিমধ্যেই এক স্থানে মাটির উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়েন। এমন সময় নবীজী আসিয়া পা নাড়া দিলে তাহাদের ঘুম ভাঙে। তাঁহাদের মাথায়, গায়ে মাটি লাগিয়া গিয়াছিল। নবীজী আলী (রা)-কে মৃদু হাস্যে বলিলেন, "আবূ তুরাব ব্যাপার কি?" আবূ তুরাব অর্থ মাটির বাপ বা মাটিওয়ালা। তখন হইতেই আলী (রা) এই উপনামে অভিহিত হন।

www.pathagar.com

কাহার কাহার মতে, হযরত ফাতিমা (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি তাঁহাকে মুখে কিছু না বলিয়া কিছু মাটি তুলিয়া নিজের মাথায় নিজেই মাখিতেন। নবীজী তাঁহার মাথায় মাটি দেখিলে বুঝিয়া লইতেন যে, তিনি ফাতিমার উপর রাগ করিয়াছেন এবং স্নেহভরে বলিতেন, "আবূ তুরাব! কি হইয়াছে ?"

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) উশাইরা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মদীনায় দশ দিনও অতিবাহিত না করিতেই কুর্‌য ইব্‌নে জাবের একদল দুর্বৃত্তকে সঙ্গে লইয়া মদীনার উপকণ্ঠে লুটতরাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। চারণভূমি হইতে নবীজীর অনেকগুলি উটও তাহারা লইয়া যায়।

www.pathagar.com

সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জাহাশ

রযব মাসের শেষার্ধে মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাত্র ৯ জন মুহাজিরের একটি ক্ষুদ্র দল মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন। দলের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জাহাশের প্রস্থানকালে তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিয়া নবীজী বলিলেন ঃ "পথে দুই তিন-দিন পর পত্রখানি খুলিও এবং তোমার সঙ্গীদিগকে কোনরূপ চাপ দিও না।"

সা'দ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস, ওয়াকেদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্, উত্‌বাহ্ ইব্‌নে গাযাওয়ান, আবূ হুযায়ফা, উ'কাশা প্রমুখ বীর সাহাবাগণকে লইয়া দলের নেতা আবদুল্লাহ্ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। দুই দিন পর পত্রখানি খুলিয়া দেখেন, উহাতে লেখা রহিয়াছে—"যেখানে দাঁড়াইয়া আমার পত্রখানি পড়িতেছ, সেখান হইতে আরও সামনের দিকে অগ্রসর হও। মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখ্‌লা' নামক স্থানে কুরায়শী কাফেলার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহাদের মুকাবিলা কর এবং তাহাদের সংবাদাদি আমাদের কাছে পাঠাও।"

কাজটি ছিল কত কঠিন! কত বিপদসঙ্কুল ছিল এই অভিযান! মদীনা হইতে মক্কা ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত। তায়েফ উহারও ৭০ মাইল দক্ষিণে। শত্রুদের এলাকা অতিক্রম করিয়া আরও অভ্যন্তরে যাইতে হইবে মুষ্টিমেয় মুসলমানকে। লক্ষ লক্ষ শত্রু ছিল চারিদিকে! যে কোন মুহূর্তে তাহাদের কবলে পড়িবার আশঙ্কা ছিল। সেই অবস্থায় প্রাণ কেন, নাম-নিশানাও মুছিয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল সবচেয়ে অধিক।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জাহাশ তবুও বিনা দ্বিধায় বলিয়া উঠিলেন, ঃ سمعا وطاعة অর্থাৎ— "সর্বতোভাবে শিরোধার্য।" অতঃপর সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "ইহাই হইল পত্রের মর্ম। এখন তোমাদের ইচ্ছা। নবীজী কোনরূপ জবরদস্তি করিতে আমাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যে প্রাণের বিনিময়ে শাহাদত লাভ করিবার প্রত্যাশী, সে আমার সঙ্গে আসুক; আর যে উহা চায় না, সে ফিরিয়া যাউক! আমি কিন্তু যাইবই। নবীজীর আদেশ আমি লঙ্ঘন করিব না।"

বীরবাহু মুসলিম বাহিনী। ঈমানের আলোকে সকলেরই অন্তর আলোকিত। প্রাণের মায়া তাঁহারা করিতে জানিতেন না। নির্ভয়ে সকলে সম্মুখে পা বাড়াইলেন। শত্রুর দেশের ভিতর দিয়া চলিলেন, একটুও উৎকণ্ঠা নাই।

www.pathagar.com

যথাসময়ে সকলেই নাখ্‌লা পৌঁছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে রাস্তায় সা'দ ও উত্‌বাহ (রা)-এর একটি উট হঠাৎ ছুটিয়া পলায়ন করে। উহাকে ধরিবার জন্য ধাওয়া করিতে যাইয়া তাঁহারা পিছনে পড়িয়া যান। সুতরাং মাত্র সাতজন সেখানে অবতরণ করিয়া আস্তানা গাড়িলেন। কিছুকাল পরে একটি কুরাইশী কাফেলা তাহাদের নযরে পড়ে। তাহারা নানা পণ্যদ্রব্য লইয়া আসিতেছিল। বনি মাখ্‌যুমের আবদুল্লাহ্‌র দুই ছেলে উস্‌মান ও নওফল, বনি কান্‌দা-র আমর ইব্‌নে হায্‌রামী এবং হা'কাম ইব্‌নে কায়সান প্রমুখ বিভিন্ন গোত্রের অনেকেই উক্ত কাফেলায় ছিল। তাহারাও অদূরে অবতরণ করিল।

সেদিন ছিল রজব মাসের ৩০ তারিখ। রাত্রিটি অতিবাহিত হইলেই হারাম মাস আরম্ভ হইবে। তখন আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাইবে না। এইরূপ নানা ভাবনা-চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত সে দিনই যাহা হয় করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তাহাদের মুকাবিলা করিলেন। দুই দলে যুদ্ধ বাঁধিল। ওয়াকেদ (রা)-এর এক তীরে আ'মর ইব্‌নে হায্‌রামী ধরাশায়ী হইলে শত্রুরা পলাইতে থাকে। সাহাবাগণ উস্‌মান ও হাকামকে বন্দী করিলেন। নওফলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহাকে ধরা গেল না। অবশেষে দুইজন বন্দী ও মালপত্র লইয়া তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) তাঁহাদের এই সব কার্যকলাপ দেখিয়া খুবই দুঃখিত হইলেন। তিনি ভর্ৎসনা করিয়া আবদুল্লাহকে বলিলেন, "আমি তো তোমাকে নিষিদ্ধ মাসের মধ্যে যুদ্ধ করিতে বলি নাই।" তিনি বন্দীদ্বয় ও জিনিসপত্র বুঝিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন।

যুদ্ধবন্দী ও গনীমতের মাল এই সর্বপ্রথম তাঁহারাই আনিলেন বলিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা ছিল না। কাজেই সকলের নিকট হইতে প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাইবেন, ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। কিন্তু হায়! স্বয়ং নবীজী মর্মাহত। মুসলমানগণও এই ব্যাপারে তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলেন যে, তাঁহারা সর্বনাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাও কৃতকর্মের অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

অপরপক্ষে কুরাইশীরা দেশময় ভীষণ শোরগোল তুলিয়া বলিতে থাকে, দেখ, মুহাম্মদের কীর্তি দেখ! সে হারাম মাসকে হালাল করিল। নিষিদ্ধ মাসে শুধু যুদ্ধই করে নাই— হায্‌রামীকে খুনও করিয়াছে। মালপত্র লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমাদের মানুষও বন্দী করিয়া লইয়া গেল।"

বদর যুদ্ধের সূচনা ঃ তখন আরবের কি যে অবস্থা ছিল! একসঙ্গে সর্বত্র আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আ'মর হাযরামীর ছোট ভাই উমাইর রীতিমত উলঙ্গ হইয়া পাগলের মত গোত্রে গোত্রে, বাজারে বাজারে যাইয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! ভাইকে তাহারা খুন করিল! এই খুন বুঝি বৃথা গেল! হায়! আরবে বুঝি কেহ নাই। হারাম

www.pathagar.com

মাসে খুন করিল—এই খুনেরও বুঝি প্রতিশোধ পাইব না।" কুরাইশীদের উত্তেজনার জন্য ইহাই যথেষ্ট হইল না। ক্রমে সমগ্র আরবের পরিস্থিতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল। শত শত গোত্র কুরাইশী নেতাদের কাছে টাকা-পয়সা পাঠাইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে থাকে। চতুর্দিক হইতে সংবাদ আসিতে লাগিল, "আপনারা অগ্রসর হউন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। প্রায় ৫০ হাজার দিরহাম লইয়া অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য আবূ সুফিয়ান ৩০/৪০ জনের একটি কাফেলা লইয়া শ্যাম রওয়ানা হইয়া গেলেন। মক্কায় যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি চলিল। বস্তুত ইহাই বদর যুদ্ধের সূচনা।

সন্দেহের নিরসন ঃ মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা ইহা লইয়া কখনও বা হাততালি দেয়, কখনও মুসলিমদের মনে এই বলিয়া ভীতির সঞ্চার করিবার চেষ্টা করে যে, তাহারা সর্বনাশ করিয়াছে। হারাম মাসে খুন করিয়াছে এই খুনই লাগাইয়াছে আগুন।

সাহাবাগণও ইহার পরিণতি সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। হারাম মাসের প্রশ্নটি তাঁহাদের কাছে খুবই জটিল হইয়া দেখা দিল। সেই সময় আয়াত আসিল ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ - قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ - وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ....

"তাহারা হারাম মাসে যুদ্ধ করার সমীচীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ এই মাসে অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে মানুষকে বাধা দান করা, আল্লাহ্র সঙ্গে কুফ্রী করা, তাঁহার ঘর-মসজিদে হারামের অবমাননা করা এবং সেখান (মক্কা) হইতে তাহার অধিবাসীদিগকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র কাছে আরও জঘন্য এবং ভীষণ অন্যায়। ফেৎনা এবং ফাসাদ করা উক্ত হত্যার চেয়েও অনেক বড় (অপরাধ)।"

অর্থাৎ সারা বৎসরে এই কয়টি মাস হারাম (সম্মানিত)। তাই এইগুলিকে সমীহ করা উচিত, ইহা খুবই সত্য। কিন্তু শত্রুরা কি করিতেছে ? যে কা'বা ঘর চিরকাল একটি শ্রদ্ধার বস্তু, যে মক্কা চিরকালের জন্য পবিত্র, যেখানে জুল্ম, অবিচার, হত্যা ইত্যাদি বৎসরের কোন সময়েই হালাল নহে, তাহারা সেই পবিত্র স্থানে মুসলমানদিগকে কি দুঃখ-কষ্ট দিতেছিল না? কয়েকজন দুর্বল মুসলিমকে কি তাহারা হত্যা করে নাই? তাহারাই ত বড় হারামকে হালাল করিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, উপরন্তু সেই স্থানের বহু অধিবাসীকেও তাহারাই মাতৃভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। এমন কি আল্লাহ্র ঘরে আল্লাহ্র নাম লইবার পথেও তাহারাই প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। এই অপরাধগুলি আল্লাহ্র নিকট খুবই জঘন্য। কাজেই তাহাদের মুখে

www.pathagar.com

হারাম মাসের নাম উচ্চারণও শোভা পায় না। আর উক্ত হত্যা সম্পর্কে বলা যায় যে, তাহাদের জঘন্য কার্যকলাপের তুলনায় উহা ছিল একটা নিতান্ত মামুলী ব্যাপার।

এই আশ্বাস বাণী পাইয়া মুসলমানগণ হাঁফ ছাড়িলেন। তাহাদের মনের সংশয় কাটিয়া গেল। তাহারা বুঝিলেন, আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন নাই। নবীজীও তখন বন্দীদ্বয় ও গনীমতের মাল গ্রহণ করিলেন।

কুরাইশী নেতৃবৃন্দ বন্দী উসমান ও হাকামকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ফিদ্‌য়া (অর্থদণ্ড) সহ নবীজীর কাছে লোক পাঠাইল। নবীজী বলিলেন—

"আমাদের সা'দ ও উতবা এখনও আসে নাই। তোমাদের দেশে হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেলে তোমরা কি ব্যবহার করিবে বলা যায় না। কাজেই তাহারা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমি বন্দীদ্বয়কে ছাড়িব না।" অতঃপর সা'দ ও উত'বা ফিরিয়া আসিলে তাহারা মুক্তি পায়।

কেবলা পরিবর্তন ঃ এই সময় ইসলামের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রায় দেড় বৎসর হয় মাহ্‌বূবে খোদা মক্কা হইতে মদীনা আসিয়াছেন। এ যাবৎ তিনি নামায পড়িয়াছেন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া। আল্লাহ্‌র আদেশেই কা'বা ঘর ছাড়িয়া উক্ত ঘরকে মুসলমানগণ কিবলা বানাইয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আবার আদেশ আসে মক্কার কা'বা ঘরের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

সুযোগ বুঝিয়া মদীনার পৌত্তলিক, ইহুদী ও মুনাফিকরা মহা হৈ-চৈ শুরু করিয়া দেয়। নানা বিরূপ সমালোচনায় তাহারা সারা শহর গরম করিয়া তোলে। তাহারা কখনও বলে, ইহুদীর সঙ্গে শত্রুতা করিয়াই মুসলমানরা ইহা করিয়াছে। কেহ বলে, না, না, তাহা নয়, তাহাদের ধর্মেরই ঠিক নাই। যখন যেমন মনে হয় তাহারা তাহাই করে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কিছুই আসে না এবং পূর্বেও আসে নাই। মুসলমানদের কাছে যাইয়া তাহারা এমন সব জটিল মার-প্যাঁচের কথা বলে যাহা শুনিয়া মুসলমানদের মনে সংশয় ও বিভ্রান্তির উদয় হয়। তাহারা বলে, "কিগো! কেবলা পরিবর্তন করিলে যে, পূর্বের কেবলা বুঝি ভুল ছিল ? যদি তাহাই হয়, তবে এতকাল তোমাদের নামায বিফলেই গিয়াছে ? ইতিমধ্যে তোমাদের মধ্যে যাহারা মারা গেল, তাহাদের কি দশা হইবে ? তোমরা তো নূতনভাবে নামায, রোযা করিবে এবং পূর্ব ভুলের প্রতিকারও হইয়া যাইবে। কিন্তু মৃতরা তো এই সুযোগ আর পাইল না। তাহাদের কি হইবে ?"

এই অপপ্রচারণায় সত্য সত্যই অনেক নূতন মুসলমানের মনে ভীষণ সন্দেহ জাগে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যাপারে সুদীর্ঘ আয়াত অবতীর্ণ করিয়া তাহাদের সমস্ত সন্দেহ খণ্ডন করিলেন। আয়াত আসিল ঃ

www.pathagar.com

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا - قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ....

"মূর্খরা বলিবেই যে, কিসের জন্য তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ববর্তী কেবলা পরিবর্তন করিতে হইল ? আপনি বলিয়া দিন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই।"

অর্থাৎ কেবলা অর্থ দিক্‌ পূজা নহে, বরং আল্লাহ্‌র আদেশের অনুসরণ মাত্র। দিকের মালিক খোদা। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। কাজেই যেই দিকে তিনি আদেশ করিবেন, সেই দিকেই ফিরিতে হইবে। পূর্ববর্তী দিককে আঁক্‌ড়াইয়া থাকিবার কোন অর্থ নাই। এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নহে।

পূর্ববর্তী দিক হইতে আল্লাহ্‌ কেন তাহাদিগকে ফিরাইলেন? এ প্রশ্ন বান্দাদের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রভুকে করা শোভা পায় না। প্রভুর মর্জি। যখন যেইদিকে ইচ্ছা আদেশ করিতে পারেন। কিন্তু ইহার একটি সহজবোধ্য যুক্তিও রহিয়াছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর তৈরি আল্লাহ্‌র আদিম ঘর কা'বাতুল্লাহ্‌। ঐ ঘরকে আবাদ করিবার কথা ছিল। নূতন উম্মতও জানিত যে, ইসলামের কেবলা হইল কা'বা। মদীনায় আসার পর যেহেতু এখানে পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বীদের বিপুল সমাবেশ ছিল এবং তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া ইবাদত করিয়া আসিতেছিল, তাই শুধু তাহাদের খাতিরে কিছু দিনের জন্য মুসলমানদের কা'বাও পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘর উভয়টিই আল্লাহ্‌র। ইহুদীদের মনেও সহজে এই বিশ্বাস জন্মিবে যে,বায়তুল মুকাদ্দাস যে ধর্মের কেবলা, তাহাও আল্লাহ্‌রই ধর্ম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু চির-অবিশ্বাসীরা এতসব দেখিয়াও শেষ পর্যন্ত উহা মানিল না। যে কয়জন ভাগ্যবান ব্যক্তি সত্যকে শ্রদ্ধা করিয়া সত্যের পথে আসার ছিল, তাঁহারা ইতিমধ্যে আসিয়া গিয়াছিলেন। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা যে সৎপথে আসিবে উহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। কাজেই আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ -

"অতএব আপনার মুখ মসজিদে হারামের (মক্কার কা'বা ঘর) দিকেই করুন। এবং যেখানেই আপনারা থাকুন না কেন, আপনাদের মুখ শুধু সেই দিকেই করিয়া লউন।"

www.pathagar.com

জঙ্গে বদর

আবূ সুফিয়ানের পূর্বোক্ত কাফেলাটি শ্যাম দেশ হইতে মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। সহস্র সহস্র টাকার অস্ত্র-সম্ভার ও ব্যবসায়ের মালপত্র লইয়া তাহারা আসিতেছিল। তাহাদিগকে বাধা না দিলে আশঙ্কার নানা কারণ থাকিয়া যায়। কেননা, এই সকল অস্ত্রশস্ত্র পাইলে শত্রুদের সামরিক শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া যখন সমগ্র আরবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, তখন বাঁচিতে হইল তাহাদের সঙ্গে মুকাবিলায় নামিতেই হইবে। কাজেই তাহাদের সুযোগ-সুবিধার পথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াই দূরদর্শিতার পরিচায়ক বিবেচিত হয়।

মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বাধা দানের জন্য ১২ই রমযান মাত্র ৩১৩ জন আন্‌সার ও মুহাজিরের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া মক্কার পথে রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে বহুদিন ধরিয়া মদীনায় এইরূপ গোপন আলোচনা চলিতেছিল যে, শীঘ্রই একটি বড় রকমের যুদ্ধ হইবে। আল্লাহ্ তা'আলাও এক ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ "শত্রুপক্ষ পরাজিত হইবে এবং পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করিবে।" স্বপ্নযোগে নবীজীকে শত্রুদের দুইটি দল, একটি ব্যবসায়ী কাফেলা ও অপরটি সাঁজোয়া বাহিনীকে দেখাইয়া বলা হইয়াছিল ঃ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ تَكُوْنُ لَكُمْ "দুই দলের একটি তোমাদের ভাগ্যে জুটিবে।" তবে কোন্‌টির সঙ্গে মুকাবিলা হইবে, তাহা পরিষ্কারভাবে কুরআনেও বলা হয় নাই। নবীজীও সে কথা স্পষ্টভাবে বলেন নাই। তবে আবূ সুফিয়ানের কাফেলারই বিরুদ্ধে যাওয়া হইবে বলিয়া প্রচার করা হইতেছিল। কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, নবীজী প্রথমেই বিরাট যুদ্ধের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে প্রস্তুতও হইতেছিলেন। তাহা না হইলে ইতিপূর্বে শত শত লোকের কাফেলার বিরুদ্ধে বহু দূর-দূরান্তে তিনি মাত্র ২০/৩০ জন সাহাবা পাঠাইয়াছেন। আর এই ক্ষেত্রে ৩০/৪০ জনের একটি কাফেলাকে ঘরের কাছে বাধা দিতে এত লোক লইয়া স্বয়ং নবীজীর রওয়ানা হইবার কোন অর্থই হয় না। তাহা ছাড়া এই প্রস্তুতির জন্যও তিনি কয়েকবার পরামর্শ সভাও ডাকিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি রওয়ানা হইলেন। প্রধান প্রধান সাহাবাগণের কাহাকেও বাদ রাখা হইল না। অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি যাহা ছিল সবই সঙ্গে লইয়াছেন। এই প্রস্তুতির কথা শুনিয়া কিন্তু অনেক নও-মুসলমান যাইতে ইতস্তত করিতেছিলেন। তাঁহারা সন্দেহ করিতেছিলেন যে, নবীজী কোন যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইতেছেন। যদি মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর কাফেলা লুণ্ঠন

www.pathagar.com

করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তবে তাঁহারা কেন ইতস্তত করিবেন ? কোন কোন সাহাবাও এই ইঙ্গিত কিছুটা ধরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

তবে আসল ব্যাপারটি গোপনই রাখা হইতেছিল। কারণ, উহা ছিল যুদ্ধের একটি কৌশল। মদীনার ইহুদী মুনাফিকরা অহরহ সংবাদ সরবরাহ করিত শত্রুমহলে। কাজেই যুদ্ধের ব্যাপারে নবীজীকে প্রায়ই এইরূপ করিতে দেখা যাইত যে, মক্কা যাইবার উদ্দেশ্য থাকিলে তৎপরিবর্তে তিনি শ্যাম রওয়ানা হইতেন, শ্যাম যাইবার হইলে মক্কার পথে পা বাড়াইতেন, যেন আসল ব্যাপার ধরিতে না পারে। সাহাবাগণের কাছেও বিষয়টি গোপন রাখা হইত। কারণ, এমনও অনেকে ছিলেন, যাহারা সবেমাত্র মুসলমান হইয়াছেন। ঈমান তখনও তাহাদের ছিল অপরিপক্ক। যুদ্ধের কথা জানিতে পারিলে হয়ত তাঁহারা কুরায়শদের মুকাবিলা করিতে সাহস হারাইয়া ফেলিবেন।

অনেক বিজাতীয় লেখক এই অভিযানকে কেন্দ্র করিয়া নবীজী সম্পর্কে অনেক মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা ইহা ভাবিয়াও দেখে না যে, যদি তাহাদিগকে ধরিবার ইচ্ছাই নবীজীর ছিল, তবে বাড়ির পার্শ্ব দিয়া কোন মতেই তাহারা বিনা বাধায় যাইতে পারিত না। কাফেলাটি আসিতেছিল মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত শ্যাম দেশ হইতে। আর নবীজী তাহাদিগকে ধরিবার জন্য রওয়ানা হইলেন মক্কার পথে দক্ষিণ দিকে। তিনি একটানা ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 'রাওহা' নামক স্থানে আসিয়া অবতরণ করেন। কাজেই ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি শত্রুদের কাফেলাটিকে পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন।

আরও একটি বিষয় পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিতে পারেন। ইতিপূর্বে কোন সময় সাহাবার নেতৃত্বে কিংবা স্বয়ং নবীজীর অধীনে পরিচালিত কোন অভিযানে আনসারগণকে লওয়া হয় নাই। কেননা, আনসারগণ নবীজীকে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, উহাতে বলা হইয়াছিল, কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তাঁহারা সদলবলে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। যদি কাফেলাকে লুণ্ঠন করাই উদ্দেশ্য হইত, তবে আনসারগণকে নিশ্চয়ই বাদ রাখা হইত। কেননা, কাফেলাটি নবীজীকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল না।

আবূ সুফিয়ান পথে পথে সংবাদ লইয়া আগাইতেছিলেন। কোন পথচারীর সাক্ষাৎ পাইলেই মদীনার মুসলমানদের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন জনৈক উষ্ট্রারোহী তাঁহাকে জানায় যে, তাঁহার কাফেলাকে আক্রমণ করিবার জন্য মুহাম্মদ (সা) ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হইতেছেন। সংবাদ পাইয়া আবূ সুফিয়ান প্রমাদ গণিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বনি গেফারের 'যম্‌যম্‌' নামক জনৈক গোলামকে তিনি একটি দ্রুতগামী

www.pathagar.com

ঘোড়ায় করিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিয়া নিজে বড় রাস্তা ছাড়িয়া নদী ও ঝিলের পার্শ্ব দিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করেন।

যম্‌যম্ মক্কা পৌঁছিয়া শহরের উপকণ্ঠ হইতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল ঃ

اللطيمة اللطيمة - اموالكم مع ابى سفيانً قد مرض لها محمد فى اصحابه - لا ارى ان تدركوها الغوث لغوث -

"লুটিল! মারিল! মুহাম্মদ সদলবলে তোমাদের মালপত্রের উপর হামলা চালাইয়াছে। যাইয়া দেখ! শীঘ্র যাও! বাঁচাও! রক্ষা কর!"

কুরাইশীরা ওত পাতিয়াই ছিল। তাই এই দুঃসংবাদে সর্বত্র সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নেতৃগোষ্ঠীর চেষ্টায় বিভিন্ন গোত্র হইতে অসংখ্য লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসে। কেহ এই অভিযানে যোগদান করিতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে নানাভাবে অপমানিত করিয়া সম্মত করান হইতেছিল। উত্‌বা ও শায়বার গোলাম উদাস (রা) ইতিপূর্বেই মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি কুরাইশদের সমরায়োজন দেখিয়া বলেন, ইহারা মরিতে যাইতেছে। এই কথায় উত্‌বা ভয় পাইয়া যুদ্ধে যাইতে অসম্মত হয়। একদিন সে যখন কা'বা ঘরে উপবিষ্ট, এমন সময় উক্‌বা ইব্‌নে আবী মুয়াই'ত ধূপধূনা জ্বালাইয়া তাহার সম্মুখে ধোঁয়া দিয়া বলিতে থাকে, "তুমি মেয়ে মানুষ — তাই তোমাকে ধূপধূনা দিতে হয়।" আবূ জেহ্‌ল মেহেদি ও চুড়ি পাঠাইয়া বলিয়াছিল, "লও এইগুলি পরিয়া মেয়ে সাজিয়া বসিয়া থাক। তুমি পুরুষ নহ।"

বয়োবৃদ্ধ নেতা উত্'বার সঙ্গে যে ক্ষেত্রে এমন ব্যবহার, তখন অন্যদের সঙ্গে তাহারা কি-না করিয়া থাকিবে ? উমাইয়া তাহার মদীনার বন্ধু সা'দের মুখে শুনিয়াছিল, তাহারা তাহাকে মৃত্যুর ঘাটে লইয়া যাইবে। সেদিন হইতেই সে এক ভীতির মধ্যে দিন কাটাইতেছিল। এক্ষণে যুদ্ধের নাম শুনিয়া সেই বন্ধুর কথা তাহারও স্মরণ হয় এবং সে-ও যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু আবূ জেহ্‌ল ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের ধিক্কার ও ভর্ৎসনা হইতে কেহই রেহাই পাইল না।

এক বিরাট বাহিনী লইয়া আবূ জেহ্‌ল মদীনা অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে সহস্রাধিক লোক ছিল নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তন্মধ্যে আরবের ৭০০ উষ্ট্রারোহী সৈন্য, ১০০ অশ্বারোহী, বাকি পদাতিক। সাড়ে নয় শত জনই ছিল যুবক। কুরায়শদের ধনী ও প্রতাপশালী নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলে উহাতে শরীক হইল। মুসলমানদিগকে নিপাত করিবার অদম্য উৎসাহে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তাহারা লম্ফ-ঝম্ফ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে।

আবূ সুফিয়ান ঝিল-বিলের পার্শ্ব দিয়া গোপনে কাফেলা লইয়া মুসলমানদের

www.pathagar.com

আওতার বাহিরে যাইয়া এই সংবাদটি আবূ জেহ্‌লকে লোক মারফত জানাইয়া দিলেন। উত্‌'বা সংবাদটি শুনিয়া বলিল, "আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। চল এবার ফিরিয়া যাই।" আরও কেহ কেহ ইহাতে সম্মতি জানালেও আবূ জেহ্‌ল রাযি হইলেন না। উপরন্তু তাহাদিগকে কাপুরুষ ইত্যাদি বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে মুহাম্মদের দম্ভ চূর্ণ না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইবেন না। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করাই স্থির করিয়া মদীনা হইতে ৮০ মাইল দূরবর্তী 'বদর' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা শিবির স্থাপন করে। আবূ সুফিয়ান মালপত্র মক্কা পৌঁছাইয়া দিয়া সদলবলে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে সে স্থানে যোগ দিলেন।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) বাস্‌বাস্‌ ও আ'দীকে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, কুরাইশগণ বহু লোক-লস্কর লইয়া রণ-হুঙ্কার তুলিয়া অগ্রসর হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদও পাওয়া গিয়াছিল যে, আবূ সুফিয়ানের কাফেলা চলিয়া গিয়াছে। নবীজী সকলকে লইয়া এক পরামর্শ সভা করিলেন। সভায় আবূ বকর (রা) উঠিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার জানমাল সর্বস্ব আল্লাহ্‌র রাহে উৎসর্গ করিলেন। হযরত উমর (রা) তেজস্বী ভাষায় মর্মস্পর্শী ও উৎসাহোদ্দীপক এক ভাষণ দিলেন। নবীজী কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া সাহাবাগণের হাবভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। মূসা (আ)-এর উম্মতের মত ইহা বলিব না যে, – اذهب انت وربك انا ههنا قاعدون "তুমি ও তোমার প্রভু যাও (যাইয়া যুদ্ধ কর)। আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম। বরং আমরা ইহাই বলিতেছি, আপনি অগ্রসর হউন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আপনি আমাদিগকে সুদূর 'বারকুল গামাদ' (আরবের দক্ষিণ সীমানাস্থ মরু ভূভাগ) লইয়া গেলেও সেখানেও আপনার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিব।" নবীজী এই তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে প্রীত হইয়া তাহার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তবু যেন তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না। তাই পুনরায় সমবেত মণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।"

এতক্ষণ শুধু মক্কার মুহাজিরগণের পক্ষ হইতেই সাড়া আসিতেছিল। আনসারগণের কেহ তখন পর্যন্ত কিছু বলেন নাই। মদীনার সা'দ ইব্‌নে মুআ'জ (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, হুযূর আমাদিগকেই ইঙ্গিত করিতেছেন। আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছি, আপনার ধর্মে ঈমান আনিয়াছি এবং আপনার হাতে শপথ গ্রহণ করিয়াছি। কাজেই আপনার যে দিকে ইচ্ছা চলুন, আমরা সঙ্গে আছি। আমরা কসম করিয়া বলিতেছি, যদি আপনি আমাদিগকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা অকুণ্ঠচিত্তে তাহাই করিব এবং একজনও উহার বিরোধিতা করিব না। কাজেই আপনি যেভাবে সন্তুষ্ট থাকেন, আমাদের লইয়া চলুন।"

www.pathagar.com

মাহ্‌বূবে খোদা যারপরনাই খুশি হইয়া সা'দকে ধন্যবাদ জানাইলেন। অতঃপর বলিলেন, "চল ভাই। তোমরা নিশ্চিত জানিও, জয় আমাদের অবধারিত। আল্লাহ্‌ আমাদিগকে একটি দলের বিরুদ্ধে জয়ী করিবেন বলিয়া সুসংবাদ দিয়াছেন। কাফিররা কে কোথায় ভূশায়িত হইবে তাহাও আমি স্পষ্ট দেখিতেছি!" অতঃপর নবীজী যাইয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ঐ স্থানগুলি সাহাবাগণকে দেখান। হযরত উমর (রা) বলেন, "যুদ্ধ জয়ের পর আমি ময়দানে যাইয়া দেখিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! নবীজীর প্রদর্শিত স্থানের এক তিলও কেহ্‌ এদিক ওদিক হয় নাই। ঠিক ঐ স্থানেই পড়িয়া মরিয়া রহিয়াছে।

মাত্র ৩১৩ জন সাহাবা লইয়া নবীজী রওয়ানা হইয়া 'বদর' পৌঁছেন। শত্রুরা তৎপূর্বেই ময়দানের ভাল স্থানে শিবির সন্নিবেশ্‌ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের পশ্চাতে ছিল পাহাড়, উহা সুরক্ষিত দুর্গের কাজ দিবে। বদর নামক কূপটিও তাহাদের হাতে পড়িয়াছিল। বিপরীত দিকের এলাকাটি ছিল অরক্ষিত। মাটি এবং বালুকাময়, পা রাখা যাইত না, দৌড়াইলে পা পিছলাইয়া যাইত। নিকটে পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবুও অগত্যা নবীজী সেখানেই সৈন্য সমাবেশ করিলেন। পানির কষ্ট দেখা দিলে নবীজী দু'আ করিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি হইল। বালুকণা জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইল। সাহাবাগণ মাটি দ্বারা বাঁধ তৈরি করিয়া হাউযাকারে প্রচুর পানি আটকাইয়া রাখিলেন। শত্রুপক্ষের হাজার খানেক লোকের ব্যবহারের ফলে তাহাদের কূপে পানির অভাব ঘটায় তাহারাও আসিয়া এ স্থান হইতে পানি নিতে থাকে। মানবতার খাতিরে কেহ্‌ তাহাদিগকে বাধা দেন নাই। তবে কাহারো আনাগোনা সন্দেহজনক বিবেচিত হইলে কিংবা গুপ্তচর বলিয়া অনুমিত হইলে তাহাকে পাকড়াও করা হইত।

পরদিন ভোরে কুরাইশদের শিবিরে যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠে। তাহাদের সৈন্যদের গতিবিধি শুরু হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সৈন্যরা সারি বাঁধিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলমানগণও আল্লাহ্‌র নাম লইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। পাঠকবৃন্দ, এই দৃশ্যটি একবার মানসপটে ফুটাইয়া তুলুন। একদিকে শত শত উট ও ঘোড়া বিস্তীর্ণ মাঠ ব্যাপিয়া পাহাড়ের মত আগাইয়া যাইতেছে। সৈন্যরা লৌহবর্ম পরিহিত—মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ। অগণিত তলোয়ার ও বর্শাফলক রৌদ্রের কিরণে ঝলমল করিতেছে। শক্তি ও জনবলের দম্ভে তাহারা হাঁক ডাক করিতে করিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। অপরপক্ষে মুসলিম বাহিনীর লোকজনকে আঙ্গুলে গণনা করা যায়। তাহাও আবার অধিকাংশ পদাতিক। ঢাক-তলোয়ার পর্যন্ত সকলের নাই। আছে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা। যে কোন দর্শক তাঁহাদের এই দৈন্য ও নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত না হইয়া পারে না। মাহ্‌বূবে খোদা (সা) নিজেও এই অবস্থা দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি

www.pathagar.com

সিজ্‌দায় পড়িয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতে থাকেন। একবার তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্! তোমার মর্জি হইলে আজ হইতে তোমার বান্দেগী বন্ধ হইয়া যাইবে। মাটির বুকে এই মুষ্টিমেয় মুসলিম, তাহারা তোমার নামে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। যদি আজ তাহারা নিপাত হইয়া যায়, তবে আর একজনও তোমার নাম লইবার জন্য বাকি থাকিবে না।"

আবূ বকর (রা) নবীজীর খিদমতে আরয করিলেন, "হুযূর! বাস্, আর কত ? আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আল্লাহ্ যখন ওয়াদা করিয়াছেন, আপনাকে তিনি জয়ী করিবেনই।" নবীজী সিজ্‌দা হইতে উঠিলেন এবং আল্লাহ্‌র আশ্বাসবাণী ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (এই দল অচিরেই পরাস্ত হইয়া দৌড়াইয়া পালাইবে) পাঠ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। অতঃপর স্বয়ং যোদ্ধাদের সারি বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া দেন।

উভয় পক্ষ একে অন্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। কুরাইশদের পক্ষ হইতে তখন উত্‌'বা, শায়বা—দুই ভাই ও উত্‌'বার ছেলে ওয়ালীদ ময়দানে উপস্থিত হইয়া হাঁক দিল— – هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ – "কে আছ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।"

তখনকার দিনে রীতি ছিল যে, যুদ্ধের পূর্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া শক্তির পরীক্ষা করা হইত। প্রবীণ নেতা উত্‌'বাকে ধূপধূনা দিয়া, চুড়ি ও মেহ্দি পাঠাইয়া বলা হইয়াছিল যে, সে কাপুরুষ। সেই কথায় অপমান বোধ করিয়া সে আপন ভাই ও পুত্রসহ সর্বপ্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দেখায় যে, তাহারা কাপুরুষ নহে।

আনসারগণের পক্ষ হইতে তিনজন সাহাবী বীর তাহাদের মুকাবিলার জন্য আগাইয়া যান। তাহাদিগকে দেখিয়া কাফিররা বলিল, "তোমরা কি লড়িবে ? আমাদের কুরায়শী ভাইদিগকেই দেখিতে চাই।" তখন বীরবর হামযা (রা), শেরে খোদা আলী (রা) ও উবায়দা ইব্‌নে হারেছ (রা) অগ্রসর হইলেন। উত্‌বার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন হামযা (রা)। চোখের পলকে হামযা (রা) তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন। শায়বার সম্মুখীন হইয়া আলী (রা) একটু পরেই এক কোপে তাহাকে খতম করিলেন। উবায়দা (রা) ওয়ালীদের সঙ্গে লড়িতেছিলেন, কিন্তু সহজে কাবু করিতে পারিতেছিলেন না। ওয়ালীদকে তিনি আহত করিলেন বটে, কিন্তু নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হইয়া পড়েন। আলী (রা) ফারেগ হইয়া ওয়ালীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া উবায়দাকে কাঁধে তুলিয়া নবীজীর সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন। নবীজী স্বীয় উরুতে তাঁহাকে শোয়াইয়া তাহার গাত্র হইতে মাটি মুছিয়া দিতেছিলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস টানিয়া বলিলেন, "হায়! শাহাদত হইতে বুঝি বঞ্চিত হইলাম।" নবীজী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "না, তুমি শহীদ।" পরে ঐ আঘাতেই তিনি ইন্‌তিকাল করেন। নবীজী স্বয়ং কবরে নামিয়া তাঁহাকে দাফন করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। শত্রুরা অস্ত্র-সম্ভার ও জনবলে বলীয়ান হইলেও মুসলমানরা ছিলেন ঈমানের জোশে শক্তিশালী। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর সেই জোশ-খুরোশ ও অসীম সাহস বিধর্মীদের মধ্যে ছিল না। যারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চায়, যাহারা শাহাদত বরণের জন্য মৃত্যুকে খুঁজিয়া ফিরে তাহাদের একজনের কাছে একশত শত্রুও তুচ্ছ। অদম্য বীরত্বের সহিত নির্ভয়ে তাঁহারা লড়িতে লাগিলেন। প্রবীণ শয়তানগুলিকে নিধন করিতে উন্মত্ত হইয়া তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়াইতে থাকেন। শত্রু সৈন্যের প্রাচীরসম ব্যূহ ভেদ করিয়া এক একজন এক একজনের উপর হামলা করিতে লাগিলেন। একজনকে ধরাশায়ী করিয়া তাহারই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আবার শত্রু ব্যূহের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়েন। নিজেরা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। যতক্ষণ প্রাণবায়ু আছে, ততক্ষণ কেহই দমিবার নহে।

এইরূপে অনেক কুরায়শী সর্দার ও সাধারণ সৈন্য ভূশায়িত হয়। আবদুর রহমান ইব্‌নে আ'উফ বলেন, "আমার দুই পার্শ্বে দুইটি তরুণ যুবককে দাঁড়াইয়া দূরে কি যেন খুঁজিতেছে দেখিয়া মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এই কাঁচা ও অনভিজ্ঞ যুবকদ্বয় এমন প্রচণ্ড যুদ্ধে কি করিবে? বিপদে পড়িলে নিজেরাও রক্ষা পাইবে না। আর আমি ইহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছি!" এমন সময় তাহাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাচা! আবূ জেহ্‌লকে আপনি চিনেন ? "আমি উত্তর করিলাম, "চিনি। কিন্তু তোমরা কি চাও?" ছেলেটি উত্তর করিল, "শুনিতে পাই সে নাকি নবীজীকে মন্দ বলে। তাহাকে শুধু একবার দেখিতে পাইলেই হয়। হয় আমি শেষ হইব, না হয় তাহাকে শেষ করিব। এই দুইয়ের একটি না করিয়া আমি তাহাকে ছাড়িতেছি না।"

তাহারা ছিল মদীনার আমর আনসারীর ছেলে মুআ'জ ও মাআ'জ। আবদুর রহমান বলেন, "ছেলেদের সাহস দেখিয়া আমি খুবই খুশি হইলাম। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ দেখি, আবূ জেহ্‌ল ঘোড়ায় চড়িয়া সৈন্য পরিচালনা করিতেছে। আমি বলিলাম, ঐ দেখ! তোমাদের কাম্য আবূ জেহ্‌ল।"

ইহা শুনিয়া যুবকদ্বয় তলোয়ার হাতে সেদিকে ছুটিয়া গেল। দমকা বাতাসের মত তাহারা আবূ জেহ্‌লের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ছেলেরা ছিল একে ছোট, আবার পদাতিক। আর পাষণ্ড ছিল বিরাট একটি ঘোড়ার উপর। মুআ'জ ইব্‌নে আমর একটি কোপ বসাইয়া দিল ঘোড়ার শরীরে। মা'আজ ইব্‌নে আমর কোপ মারিলেন আবূ জেহ্‌লের পায়ে। ঘোড়া পড়িয়া গেল—আবূ জেহ্‌লও পঙ্গু হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মুআ'জ ইব্‌নে আমর আরও কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

আবূ জেহ্‌লকে যখন মুআ'জ কোপ মারেন, তখন তাহার ছেলে ই'ক্‌রামা ছিল কাছে। সে ভীষণ জোরে মাআ'জকে এক কোপ মারিয়া বসে। সেই কোপ মাআ'জের

www.pathagar.com

কাঁধের পার্শ্বে লাগে। উহার ফলে তাহার একটি হাত কাটিয়া শুধু চামড়ার সঙ্গে ঝুলিতে থাকে। তিনি উহাকে পায়ের নিচে চাপিয়া ধরিয়া টান দিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর নির্বিঘ্নে সারাদিন লড়াই করিলেন। ইসলামী জোশ আর কাহাকে বলে ?

যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন খুবই ভয়াবহ, এমন সময় নবীজী এক মুঠো কঙ্কর লইয়া شَاهَتِ الْوُجُوْهُ "তাঁহাদের মুখ কালো হউক" বলিয়া কাফিরদের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। কঙ্করগুলি কাফিরদের ভিড়ের মধ্যে পড়ে। তখন হইতেই দেখা যায় যে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে শুরু করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি আয়াত আসিল ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى "আপনি যে (কঙ্কর) ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন, উহা আপনি মারেন নাই বরং আল্লাহ্ ছুঁড়িয়াছিলেন।" আল্লাহ্ তা'আলা দুর্বল বাহিনীর সাহায্যার্থে ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া তাহাদের সহায়তা করিয়াছিলেন। আস্‌মানী এই বাহিনী অদৃশ্য লোকের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন। জনৈক সাহাবা বলেন যে, তিনি একটি কাফিরকে দৌড়াইয়া লইয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ আওয়ায শুনিলেন, اُقْدُمْ يَا حَيْزُوْمُ " হে হায়যুম (ঘোড়ার নাম) আগাইয়া যাও।" পরক্ষণেই একটি চাবুকের আওয়াজও শুনিলেন। পরে কাফিরটিকে দেখিতে পান, সে নিহত হইয়াছে এবং চাবুকের কশাঘাতে তাহার নাকটি ফাটিয়া নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আরও অনেক সাহাবা দেখিয়াছেন, হঠাৎ কোন কোন কাফির ভূলুণ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু কেন ? কে তাহাদিগকে হত্যা করিল তাহা দেখা যায় নাই। হযরত আব্বাস (রা) তখনও মুসলমান হন নাই। শত্রুদের পক্ষ হইয়া তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন। দুর্বল এক যুবক ঐ বীরসিংহ আব্বাসকে গ্রেফতার করিয়া হুযূরের খিদমতে হাযির করেন। নবীজী স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! তুমি তাঁহাকে কিভাবে বন্দী করিলে ?" সাহাবা বলিলেন, "এক ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। পূর্বেও কোনদিন তাহাকে দেখি নাই— পরেও আর দেখিতেছি না।" নবীজী বলিলেন যে, "তাঁহারা ফেরেশ্‌তা, সাহায্যার্থে আসিয়াছিলেন।"

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করিয়াই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী মৃত্যু সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল। আল্লাহ্‌র একটি বিধান যে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বিপদের ঝুঁকি মাথায় লইয়া অগ্রসর হইলে তবেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে জয়ী করিয়া থাকেন। বিভিন্ন আয়াতেও বারংবার মুসলমানদিগকে এই কথা বলা হইয়াছে।

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ -

www.pathagar.com

"তোমাদের বিশ জনও যদি ধৈর্যশীল হয়, তবে তাহারা দুই শত জনের উপর জয়ী হইবে।" পরে বলা হইয়াছিল যে, "তোমাদের মধ্যে এক শত জন হইলে দুই শতের উপর এবং এক হাজার থাকিলে দুই হাজারের উপর জয়ী হইবে— তবে তাহাদিগকে ধৈর্যশীল হইতে হইবে।"

সাহাবাগণ কিন্তু ফেরেশ্‌তার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন না। দুর্জয় সাহস লইয়া পর্বত প্রমাণ শত্রু-সৈন্যের উপর আঘাতের পর আঘাত হানিয়া নিজেদের বল-বিক্রম প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। এভাবে আল্লাহ্‌র উপর খালেছ ঈমান, অসীম ভরসা ও আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আল্লাহ্‌র রহমতের সাগরে ঢেউ উঠে। তিনি আস্‌মানী সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে কামিয়াবীর পথে সহায়তা করিলেন। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে মুসলমানগণ জয়ী হইলেন। কাফিরদের প্রায় অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হইলেন। হত্যাবিশিষ্ট লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে শুরু করিলে মুসলিম সিপাহীগণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আরও কতিপয় সৈন্যকে হত্যা এবং অনেককে বন্দী করিলেন। এইরূপে বন্দীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ জনে। মুসলমানদের পক্ষে শহীদ হইয়াছিলেন ১৪জন, ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার।

অতঃপর বিজয়ী অথচ রণক্লান্ত দলকে লইয়া নবীজী বিশ্রাম গ্রহণের জন্য শিবিরে ফিরিয়া আসেন। একবার কথাচ্ছলে তিনি বলিলেন, "আবূ জেহ্‌লের কি অবস্থা তাহা কেহ দেখিয়া আসিলে ভাল হইত।" ইব্‌নে মাস'উদ (রা) 'আমি যাই' বলিয়া উন্মুক্ত তরবারি হাতে ময়দানে উপনীত হইয়া দেখিতে পান, পাপিষ্ঠ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে, তখনও মরে নাই। তিনি তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন। তখন সে বলিয়া উঠে, "ওরে ছাগলের রাখাল! উঁচু জায়গায় উঠিয়া বসিলে! পুনরায় সে বলিতে লাগিল, "আমার যাহা হইবার ছিল হইয়াছে। কিন্তু বল্ শুনি, কাহাদের জয় হইল?"

ইব্‌নে মাস'উদ (রা) বলিলেন, "আল্লাহ্ মুসলমানগণকে জয়ী করিয়াছেন— আর কাফিরদিগকে অপদস্থ এবং পরাজিত করিয়াছেন।" অতঃপর তিনি আবূ জেহ্‌লের মস্তক কাটিবার জন্য উদ্যত হইলে তখন সে বলে, আমার ঘাড় লম্বা রাখিয়া কাটিও। উহা দেখিয়া লোকেরা যেন বুঝিতে ও চিনিতে পারে যে, সর্দারের মাথা।"

ইব্‌নে মাস'উদ তাহার মাথা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নবীজীর সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন। নবীজী উহা দেখিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে সিজ্‌দায় পড়িয়া যান। বিগলিত অন্তরে জানাইলেন অশেষ শুক্‌রিয়া। ইব্‌নে মাস'উদকে পুরস্কার স্বরূপ তিনি আবূ জেহ্‌লের তলোয়ারখানি দান করিলেন। অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী হত্যাকারী মুআ'জকে দেওয়া হইয়াছিল।

আবূ জেহ্‌ল ছাড়াও উতবা, শায়বা, উমাইয়া ইব্‌নে খল্‌ফ, উ'ক্‌বা প্রমুখ সত্যের বড় বড় দুশ্‌মনের প্রায় অধিকাংশই এই যুদ্ধে নিহত হন।

www.pathagar.com

উমাইয়া ছিলেন ইসলামের একজন প্রধান দুশ্মন। সে বিলাল (রা)-কে অকথ্য অত্যাচার করিয়া মৃতপ্রায় করিয়া রাখিত। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধেও নবীজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া মুশ্কিল দেখিয়া তাহার পুরাতন বন্ধু আবদুর রহমান ইব্নে আউফ (রা)-এর কাছে কাঁদিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন। আবদুর রহমান তাহাকে ও তাহার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া সীমা পার করিয়া দিতে দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল যুদ্ধলব্ধ দুইটি লৌহবর্ম। উমাইয়া ছিল মোটা বপু এবং ভারী। তিনি বলিলেন, ভাই এইগুলি ছাড়িয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। যদি আমরা রক্ষা পাই তবে আপনিও উপকৃত হইবেন। তিনি বন্ধুত্বের খাতিরে বর্ম দুইখানি ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে দুই জনকে ধরিয়া ঊর্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে বিলাল (রা) তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলেন। উমাইয়ার নির্যাতন ও নিষ্পেষণে বিলালের সারা দেহ তখনও জর্জরিত ছিল। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বিলাল (রা) চীৎকার দিয়া উঠিলেন, لَانَجَوْتُ اِنْ نَّجَا اُمَيَّةُ "উমাইয়া বাঁচিয়া গেলে আমার বাঁচা নিরর্থক।" মুজাহেদীন চীৎকার শুনিয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিমিষের মধ্যে উভয় দুশ্মনকে শেষ করিয়া দেন। আবদুর রহমান তাই প্রায়ই বলিতেন, "আল্লাহ্ বিলালকে রহম করুন। সে আমার লৌমবর্ম দুইটিও খোয়াইল এবং আমার দুইটি লোককেও হত্যা করাইল।"

প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনার উপরে আলোকপাত করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা অনেকগুলি আয়াত নাযিল করিলেন। সূরা আন্ফালে আছে ঃ

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ *

"যখন আল্লাহ্ ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, শত্রুদের দুই দলের যে কোন একটিকে তোমাদের হাতে দিবেন; তোমরা কামনা করিতেছিলে শৌর্যবীর্য ও শক্তিহীন দলটি তোমাদের সম্মুখে আসুক। অথচ আল্লাহ্র বাসনা ছিল, সত্যকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং কাফিরদের শিকড় কাটিয়া দিবেন।" অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চরম পরীক্ষা হইয়া যাক, ইহাই আল্লাহ্র কাম্য ছিল। তাই যুদ্ধ ঘটাইবার জন্য আল্লাহ্ ইচ্ছুক ছিলেন। ইহাই আল্লাহ্ অন্য আয়াতেও বলিয়াছেন। নবীজীকে স্বপ্নযোগেও ঐ দলটি দেখান হইয়াছিল যেন মুসলমানগণ সাহস না হারায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ –

www.pathagar.com

"তাহাদিগকে ভারী ও বেশি দেখান হইলে তোমরা কাপুরষতা দেখাইতে এবং কি করা না-করা তাহা লইয়া বিবাদ বাধিত। কিন্তু আল্লাহ্ বাঁচাইয়া দিয়াছেন।" যুদ্ধের ময়দানে যাইয়া যেন কোন দল না ফিরিয়া যায় বরং যুদ্ধটি বাঁধে, সেই ব্যবস্থাও আল্লাহ্ করিয়াছেন—

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً -

"মুকাবিলার সময় তোমাদের চোখে শত্রু সৈন্যকে অল্প দেখান হইয়াছিল এবং তাহাদের চোখেও তোমরা মুষ্টিমেয় দেখা গিয়াছিলে এই জন্য যে, আল্লাহ্র স্থিরীকৃত কাজ যেন সম্পাদি হয়।" এইভাবে সবকিছু বর্ণনা করিয়া জয়ী করার কথাও বলিলেন—"তোমরা দুর্বল ছিলে, তোমাদিগকে বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ জয়ী করিয়াছেন। তোমরা শত্রুদিগকে কতল কর নাই— প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ কতল করিয়াছেন।"

প্রকৃতপক্ষে, এই জয় ছিল মিথ্যার উপর সত্যের জয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়। দুনিয়াবাসীর জন্য ইহা একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইয়া রহিল যে, সত্যের জয় লোক-লস্কর, অর্থকড়ি, রসদপত্র, অস্ত্রসম্ভারের জন্য বাধাগ্রস্ত হইয়া থাকে না। প্রয়োজন হয় ধৈর্য, আল্লাহ্র উপর অশেষ নির্ভরশীলতা এবং সাচ্চা ঈমান। ঈমানী সাহস ও বিক্রমের সম্মুখে তোপ-কামান সবই তুচ্ছ। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই বলিয়াছেন ঃ

فَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"তোমরা মনে মনে দুর্বল হইও না, ঘাবড়াইওনা। তোমরাই জয়ী হইবে যদি তোমরা সত্যিকারের ঈমানদার হও।"

কিন্তু ইহার অর্থ প্রস্তুতিকে অবহেলা করা নহে। বরং দুনিয়ার বুকে ন্যায় ও সত্যকে উন্নীত করিতে চাহিলে ন্যায়পন্থীদিগকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকিবার শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে। কুরআনে আছে ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ....

"শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমরা সাধ্যমত (চতুর্মুখী) শক্তি, অশ্ববাহিনী ইত্যাদি প্রস্তুত রাখ। উহা আল্লাহ্র দুশমন এবং তোমাদের দুশমনদিগকে ভীত করিবে।"

বদর যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতা ও সাহাবাগণকে আল্লাহ্ যুদ্ধ করিবার কৌশল পর্যন্ত শিখাইয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

www.pathagar.com

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْعَنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ -

"মার! গর্দানের উপরিভাগে মার! তাহাদের আঙ্গুলের গিরায় গিরায় আঘাত কর!" এইগুলি প্যাঁচ ও কৌশল। ঘাড়ের উপরিভাগে যে কোন স্থানে মারিয়া শত্রুকে পঙ্গু করা যেমন সহজ, তেমনি যে কোন বীরের আঙ্গুলের গিরায় আঘাত করিতে পারিলে তাহার বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া তলোয়ার হাত হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িবেই।

মাহ্‌বূবে খোদা শত্রুদের শবদেহগুলিকে বদর ময়দানে কূপের ন্যায় এক বিরাট গর্তে প্রোথিত করাইলেন। ফিরিবার সময় উহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, আমরা উহা যথাযথ পাইয়াছি। তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াদামত সব ঠিকমত পাইয়াছ।"

হযরত উমর (রা) সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, "হুযূর! কাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন? প্রাণহীন দেহগুলি!" নবী বলিলেন ঃ "তোমরা জান না। তাহারা তোমাদের চেয়ে বেশি শুনে।"

মুসলিম মুজাহেদীন বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। জয়ের আনন্দ তখন সকলের মনে। কিন্তু দেখা গেল উসমান (রা) ও কতিপয় সাহাবা হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে আসিতেছেন। তাঁহাদের হাতে মাটি।

মাহ্‌বূবে খোদার তনয়া রোকাইয়া (রা) ভীষণ অসুস্থ ছিলেন এবং এই জন্যই তাঁহার স্বামী উস্‌মান (রা)-কে যুদ্ধে যাইতে দেওয়া হয় নাই। তিনি ইন্‌তিকাল করিয়াছেন। তাঁহাকে দাফন করিয়া হযরত উস্‌মান (রা) সবেমাত্র ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এইভাবে একদিক হইতে বিষাদ ও অপরদিক হইতে আনন্দ। দুই বিপরীত অবস্থা মিলিত হইয়া সবকিছু ঘোলাটে করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্‌র লীলা বুঝা দায়।

বদর যুদ্ধের বন্দী ঃ বন্দী-সৈন্যদের ব্যাপারে কি করা উচিত হইবে, তাহা লইয়া নবীজী চিন্তা করিতেছিলেন। কয়েকদিন সাহাবাগণের সঙ্গে পরামর্শও করিলেন। কিন্তু সকলে একমত হইতে পারিলেন না। তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুসারে ইহাদিগকে কতলও করা যাইত, চিরদাসও বানান যাইত, আবার একেবারে ছাড়িয়াও দেওয়া যাইত কিংবা ফিদ্‌য়ার (অর্থ দণ্ডের) বিনিময়ে মুক্তিও দেওয়া যাইত। উমর (রা) সত্যের পথের এই ভয়ঙ্কর কাঁটাগুলিকে চিরতরে বিলোপ করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আবূ বকর (রা) ও সাহাবাগণের অধিকাংশের রায় ছিল ফিদ্‌য়া লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া। তাঁহাদের মতে, হয়ত কোনদিন সুমতি হইলে ইহাদের অনেকে নূতন ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের মতে শুধু প্রাণ বিনষ্ট করা জিহাদের উদ্দেশ্য নহে। যদিও বন্দীরা নিজের এত কালের অপকীর্তির পর

www.pathagar.com

বাঁচিয়া থাকার অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তবু নবীজী অধিকাংশের মতামত অনুসারে এবং শুভ উদ্দেশ্যে ফিদ্‌য়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

বন্দীদের প্রতি ব্যবহার ঃ বন্দীদিগকে নযরে রাখিবার জন্য তাহাদিগকে সাহাবাগণের হাতে সোপর্দ করা হয়। তাঁহারা এক একজন এক একজনকে লইয়া গেলেন। মুস্‌আ'ব ইব্‌নে উমাইর (রা)-এর ভাই আবূ আযীয বলেন, "বন্দী হইয়া আমি জনৈক আন্‌সারীর পাহারায় ছিলাম। তিনি প্রত্যেক বেলা আমার সঙ্গে বসিয়া খাইতেন। রুটি-তরকারি সবকিছু আমার সম্মুখে রাখিয়া নিজে শুধু কিছু খেজুর খাইয়া থাকিতেন। যে সকল বন্দীর গায়ে কাপড় ছিল না, নবীজী সাহাবাগণের পরিধান হইতে তাহাদিগকে কাপড় দেওয়াইয়াছিলেন।

ইসলামী সাম্য ঃ হযরত আব্বাস (রা) তখনও মুসলমান হন নাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাফিরদের তাড়নায় তাঁহাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তিনিও যুদ্ধে বন্দী হইয়া পড়েন— প্রথম রাত্রিতে সকলের হাত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি নেতা বলিয়া সাহাবাগণ তাঁহার হাত দুইটি খুব কষিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার বেদনায় সারারাত্রি তিনি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়াছিলেন। একে তিনি বৃদ্ধ, তদুপরি নবীজীকে মক্কায় তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। মদীনার মুসলমানগণের শপথ অনুষ্ঠানের জন্য মধ্য রাত্রিতে যখন নবীজী আক্কা' বা তশ্‌রীফ লইয়া যান, তখনও উক্ত পিতৃব্য সঙ্গে ছিলেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান না হইয়া থাকিলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁহার অশেষ স্নেহ ছিল এবং তাঁহার নূতন ধর্মবাদকে অগাধ শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়া তিনি এই বিপদে পড়িয়াছেন। এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নবীজী বেদনা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতৃব্যের গোঙ্গানো শব্দে সারারাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই।

নবীজীর এই অবস্থা দেখিয়া জনৈক সাহাবা হযরত আব্বাসের বন্ধন ঢিলা করিয়া দিয়াছিলেন। ইসলামের চোখে সকলেই সমান। আত্মীয় বলিয়া কাহাকেও ভিন্ন চোখে দেখিবার অনুমতি ইসলাম দেয় না। কাজেই নবীজী অন্তরে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও এমন কিছু করিতে বলেন নাই। কিছুক্ষণ পর হযরত আব্বাসের কাতর ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া সন্ধান লইয়া জানিতে পারেন যে, তাঁহারা মনের ব্যথা লাঘবের জন্য কোন এক সাহাবা তাঁহার বন্ধন ঢিলা করিয়া দিয়াছেন। নবীজী বলিলেন—"না, একজনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কেন ? ঢিলা করিতে হইলে সকল বন্দীর বন্ধনই ঢিলা করিয়া দাও।" অবশেষে তাহাই করা হইয়াছিল।

বন্দীদের আত্মীয়-স্বজন আসিয়া ফিদ্‌য়া আদায়পূর্বক ক্রমে ক্রমে অনেককে ছাড়াইয়া লইয়া যায়। সাধারণ সৈনিকের জন্য মাথাপিছু ৪ হাজার দিরহাম এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে দিতে হইয়াছে আরও বেশি। অনেকে আব্বাসের ফিদ্‌য়া মা'ফ

www.pathagar.com

করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। কিন্তু নবীজী রাযী হন নাই। কাজেই নেতা হিসাবে তাঁহাকেও বেশি অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছিল। হযরত আব্বাস (রা) ছিলেন অবস্থাশালী ব্যক্তি। কিন্তু তিনি নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া নবীজীকে বলিলেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার চাচা কুরায়শীদের নেতা। ফিদ্‌য়ার অর্থ সংগ্রহ করিতে আজ জনগণের কাছে হাত পাতিবে ?" কিন্তু নবীজীর চোখে ধুলা দেওয়া সহজ ছিল না। তিনি বলিলেন, "যুদ্ধে আসার সময় আপনি যে স্বর্ণগুলি উম্মে হাবীবার (তাঁহারই স্ত্রী) কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন—ঐগুলির কি হইল ?"

হযরত আব্বাস (রা) ইহা শুনিয়া হতবাক হইয়া রহিলেন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী ছাড়া এই স্বর্ণের কথা পৃথিবীর তৃতীয় কোন ব্যক্তি জানিত না। জানিতেন শুধু এক আল্লাহ্। ইহা হইতে তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মে যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রসূল এবং আল্লাহ্‌ই তাঁহাকে এই সংবাদ দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পাঠ করিয়া তিনি মুসলমান হইলেন।

এইরূপে আরও অনেকে নবীজীর ব্যবহার, তাঁহার আদর্শে গঠিত মুসলিমদের কাজ-কারবার, আচার-ব্যবহার এবং নূতন ধর্মের রীতি-নীতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে সেই সময় দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও ইসলামের অনুকূলে মনোভাব লইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

কয়েদীদের মধ্যে কাহারও কাহারও ফিদ্‌য়া দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণকে বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকে বিজয়ীদের দশজন ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে এবং উহাই হইবে তাহাদের ফিদ্‌য়া। কতিপয় বন্দী এইভাবে শিক্ষাদান করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রা) প্রমুখ সেই সময় তাহাদের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। শিক্ষার কতটুকু মর্যাদা ও মূল্য ইসলাম দিয়া থাকে, পাঠকবর্গ ইহা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারেন।

কিন্তু বন্দীদিগকে এইভাবে মুক্তি প্রদান করা আল্লাহ্ তা'আলা খুব পছন্দ করেন নাই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারেই সব কিছু হয় এবং এই কাজও আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিপরীত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে বলিয়া দেন নাই যে, তাঁহারও ইচ্ছা তাহাই। বরং এই ক্ষেত্রে বিচারের ভার ছিল মুসলমানদের হাতে। আল্লাহ্‌র এত ভীষণ দুশ্‌মনদিগকে কেন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ? আয়াত আসিল ঃ

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

"আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রথমেই যদি হুকুম নির্ধারিত না হইত, তবে এই বিনিময়ের দরুন ভীষণ আযাব তোমাদিগকে স্পর্শ করিত।" আয়াতের প্রথমাংশে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ

www.pathagar.com

– الْآخِرَةَ। "তোমরা বিষয়বস্তু চাও— অথচ আল্লাহ্ আখিরাত চান।" অর্থাৎ তোমাদের জন্য পরকালের অনন্ত দানসমূহ প্রদানের বাসনা রাখেন। তোমরা এই সব তুচ্ছ জিনিসের জন্য কেন ধাওয়া করিতেছ ?

আয়াতের মর্ম অবগত হইয়া সাহাবাগণ বিচলিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি হইল ? একমাত্র উমর (রা) ও সা'দ ইব্‌নে মুআ'জ (রা) বন্দীদের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষপাতী ছিলেন। দয়ার্দ্রচিত্ত নবীজী স্নেহপরবশ হইয়া সাহাবাগণের সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কাঁদিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিলেন ঃ "আজ যদি আযাব নাযিল হইত, তবে উমর ও সা'দ ব্যতীত একজনও রেহাই পাইত না।

উক্ত আয়াতে যদিও আল্লাহ্ বিরক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমানদের এই কাজটিকে তিনি 'গুনাহ্' বলিয়া আখ্যা দেন নাই ! তথাপি তাঁহাদের মনে ভয় ও সংশয় দিবারাত্র বিরাজ করিতে থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আরও কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাদের সংশয় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। উপরন্তু অন্য একটি আয়াতের মারফতে তাঁহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া মুবারকবাদও জানান। তাঁহারা যে আল্লাহ্র প্রিয়, তাঁহাদের যাবতীয় গুনাহ্ যে তিনি মাফ করিয়া দিয়াছেন, তাহা উহাতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়। ইহার কারণ, এই যুদ্ধেরই বদৌলতে ইসলামের বিজয় পতাকা প্রথম ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান এবং সত্য ও ন্যায়ের দণ্ড মাটিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত হয়। তাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণ 'বদ্‌রীয়ীন' নামে চির অমর এবং ইসলাম জগতে চিরকাল শ্রদ্ধাভাজন হইয়া রহিয়াছেন।

নবীজীও তাঁহাদিগকে বেহেশ্‌তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ – اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ। "তোমরা যাহা ইচ্ছা হয়, কর। তোমাদের জন্য বেহেশ্‌ত বাধ্যতামূলক হইয়া গিয়াছে।"

কাফিরদের আর একটি নৃশংসতা ঃ আবুল আ'স ইবনে রবীঅ' (মাহ্‌বূবে খোদার জামাতা)-ও বদর যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। নবী-তনয়া যয়নব (রা)-কে তিনি হিজ্‌রত করিয়া মদীনা যাইতে দেন নাই বলিয়া তিনি মক্কায় স্বামীর ঘরে ছিলেন। ফিদ্‌য়া দিয়া যখন অন্যরা আপন আপন লোককে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন যয়নব (রা)-ও স্বামীর দয়াস্বরূপ অর্থাভাবে নিজের কিছু আসবাব এবং গহনাপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেইগুলির মধ্যে একখানি হারও ছিল। উহা হযরত খাদীজা (রা) আপন মেয়ের বিবাহে যৌতুক দিয়াছিলেন।

এই হারখানি দেখিবামাত্রই খাদীজার কথা স্মরণ করিয়া নবীজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। নবীজীর মর্মযাতনার ইহাই কারণ ছিল, যে পুণ্যময়ী খাদীজার আর্থিক

www.pathagar.com

সাহায্য ইসলামের জন্য মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল, তাঁহারই মেয়ে তাঁহারই একখানি হার আজ মুসলমানদিগকে জরিমানা দিতে যাইতেছে। নবীজী সাহাবাগণকে বলিলেন, "আপনারা ভাল বিবেচনা করিলে এই হারখানি ফিরাইয়া দিতে পারেন।" তদনুসারে সাহাবাগণ সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেন, কোনরূপ ফিদ্‌য়া ব্যতীতই তাঁহাকে এই শর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যে, তিনি ফিরিয়া যাইয়া নবী-তনয়াকে মদীনা পাঠাইয়া দিবেন।

আবুল আ'স এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। নবীজী দুইজন সাহাবাকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন। স্থির হয়, তাঁহারা শহরের বাহিরে অবস্থান করিবে—আবুল আ'স যয়নবকে তাঁহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন।

হযরত যয়নব (রা) আপন দেবর কেনানার সঙ্গে উটে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। কাফিররা কোন এক সূত্রে এই সংবাদ পাইয়া অগ্নিশর্মা হইয়া সদলবলে তথায় দৌড়াইয়া যায়। হাবার নামক জনৈক দুর্বৃত্ত পাষাণ হযরত যয়নব (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া এক বর্শা নিক্ষেপ করে। হযরত যয়নব (রা) তখন গর্ভবতী ছিলেন। বর্শার আঘাতে ভীষণভাবে আহত হইয়া উট হইতে তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। এই আঘাতের ফলে তাঁহার গর্ভস্থিত সন্তানও নষ্ট হইয়া যায়।

'কেনানা' তীর লইয়া তাহাদের মুকাবিলা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিরাট দলের বিরুদ্ধে একাকী কি-ই বা আর করিতে পারিতেন ? আবূ সুফিয়ান কেনানাকে ডাকিয়া বলিলেন, "নবীর মেয়েকে এইভাবে তাহারা চলিয়া যাইতে দিবে না। আজ ফিরিয়া যাও। পরে তাঁহাকে গোপনে পাঠাইয়া দিও।" তদনুসারে সেদিনের মত কেনানা ফিরিয়া যায়। ইহার দুই-একদিন পর তাঁহাকে পাঠান হয়।

এই আঘাতের জখম কয়েক বৎসর পর্যন্ত ছিল এবং উহার ফলেই দো'জাহানের শ্রেষ্ঠ মানব মাহ্‌বূবে খোদার তনয়া শাহাদত বরণ করেন।

আবুল আ'সের অন্তরে ইসলামের প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল সত্য। কিন্তু মদীনায় তিনি মুসলমান হন নাই। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। শ্যাম হইতে মালপত্র লইয়া ফিরিবার সময় আরও একবার তিনি বন্দী হইয়াছিলেন এবং পরে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর মক্কা পৌঁছিয়া সকলের দেনা-পাওনা বুঝাইয়া দিয়া প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। অনেকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "একি! বন্দী হইয়া দুইবার মদীনায় গেলে, সেখানে নবীজীও আছেন। তখন মুসলমান হইলে না! আর আজ বাড়িতে আসিয়া কাফিরদের আড্ডায় বসিয়া এই ঘোষণা!" তিনি উত্তর করেন, "ইসলাম পূর্বেই আমার অন্তরে নীড় বাঁধিয়াছিল। কিন্তু এখানে আসিয়া এই জন্য মুসলমান হইলাম যেন কেহ না বলে যে, তাহাদের পাওনা দেওয়ার ভয়ে আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি, অথবা মুসলমানরা জোরপূর্বক আমাকে তাঁহাদের ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে।"

www.pathagar.com

রোযা যাকাত ইত্যাদি ঃ এই বৎসরই রমযানের রোযা, যাকাত, সদকায়ে ফিতর এবং ঈ'দুল ফিতর নামায ওয়াজিব হয়। যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পর কয়েক দিনের মধ্যে নবীজী সাহাবাগণকে লইয়া প্রথম ঈদের নামায আদায় করেন। এই বৎসরই ঈদুল আয্‌হা এবং কোরবানী ওয়াজিব হয়। সকলেই সাধ্যমত যাকাত-সদ্‌কা আদায় করেন এবং কোরবানী দেন। এই বৎসরই যিলহজ্ব মাসে হযরত আলী (রা)-এর সহিত নবী-তনয়া, বেহেশ্‌তের রাণী ফাতিমা (রা)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কাফিরদের মুকাবিলার জন্য এই বৎসর আরও তিনটি সারিয়া দল সালেম (রা), উমাইর (রা) প্রমুখের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল। নবীজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দুইটি অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি বনি সালীমের বিরুদ্ধে। অপরটি গায্‌ওয়ায়ে সাভীক।

সাভীক অর্থ ছাতু—ভাজা গমের আটা। বদর যুদ্ধে তাহাদের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে কাফিরদের অন্তরে রোষ ও ক্ষোভ দানা বাঁধিতেছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, সহস্রাধিক সৈন্যের সাঁজোয়া বাহিনীর কথা শুনিলেই মুসলমানদের টনক নড়িয়া যাইবে এবং দুর্বল, অসচ্ছল ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন মুষ্টিমেয় মুসলমান হয়ত সম্মুখ যুদ্ধে মোটেই অবতীর্ণ হইবে না। অথচ সেই ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কি হইল! যে ক্ষেত্রে পরাজয়ের কথা কেহ কখনও ভুলেও কল্পনা করে নাই, সেই ক্ষেত্রে দুর্বল এবং হাতিয়ারবিহীন একটি দল পরাক্রান্ত কুরায়শী সাঁজোয়া বাহিনীকে শুধু পরাজিত করে নাই পদদলিতও করিয়াছে। এই সব ভাবিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে তাহাদের যেন নিদ্রা হইতেছিল না।

বদরের যুদ্ধের পর দুই মাস অতিবাহিত হইলে আবূ সুফিয়ান বাছাইকরা দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আবার মদীনাভিমুখে রওয়ানা হন। যুদ্ধ হউক কিংবা অন্য কোন দুরভিসন্ধি হউক, তাহাদের মনে তেমন কিছু একটা ছিল।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) যথাসময়ে এই সংবাদ পাইয়া সদলবলে অগ্রসর হন। ইহা শুনামাত্রই শত্রুদের বল-বিক্রম নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বিনা যুদ্ধেই তাহারা পলাইতে থাকে।

মুসলিম বাহিনী তাহাদের পশ্চাতে ধাওয়া করিলেন। রাস্তায় আহার্যরূপে ব্যবহারের জন্য তাহারা বস্তা বোঝাই ছাতু সঙ্গে আনিয়াছিল। বেগতিক দেখিয়া বোঝা হাল্‌কা করিয়া দ্রুত পলায়নের উদ্দেশ্যে তাহারা ঐ ছাতুর বস্তা ফেলিয়া রাখিয়া দৌড়াইতেছিল। এই কারণেই এই যুদ্ধ গায্‌ওয়ায়ে সাভীক নামে খ্যাতিলাভ করে।

www.pathagar.com

হিজরীর তৃতীয় বর্ষ

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) সাহাবাগণকে লইয়া মাত্র কয়েকদিন একটু নিশ্চিন্তে শিক্ষা-দীক্ষায় লিপ্ত থাকার সুযোগ পাইয়াছিলেন। হঠাৎ সংবাদ আসে, দুউ'ছুর ইব্‌নে হারেছ মুহারেবী সাড়ে চারি শত লস্কর লইয়া মদীনা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে।

মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাহাদের মুকাবিলার জন্য তশ্‌রীফ লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহারা যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করে। পলায়নের পর তাহারা পথি-পার্শ্ব পাহাড়ের গহ্‌বরে আত্মগোপন করিয়াছিল। নবীজী ফিরিয়া আসিলেন। গোত্রের নাম ছিল বনি গাৎফান। তাই এই যুদ্ধের নামকরণ হয় গাযওয়ায়ে গাৎফান!

নবীজীর সদাশয়তা ঃ প্রত্যাবর্তনের পথে হঠাৎ একবার এক পশলা বৃষ্টি হয় এবং উহা নবীজীর কাপড়-চোপড় ভিজাইয়া ফেলে। কাপড় শুকাইবার জন্য একটি গাছের শাখায় উহা টাঙ্গাইয়া দিয়া নবীজী ঐ গাছের ছায়ায় শুইয়া পড়েন। সাহাবাগণও অদূরে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে থাকেন।

এদিকে পাহাড় হইতে দুউ'ছুর ইহা লক্ষ্য করিতেছিল। নবীজীকে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া সে চুপি চুপি আসিয়া তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া তলোয়ার উদ্যত করিয়া বলিল, "বল, আমার কবল হইতে কে তোমাকে এখন রক্ষা করিবে?" নবীজী নির্ভয়ে এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, 'আল্লাহ্‌'।

এক শব্দ শুনা মাত্রই দুউ'ছুরের সারা শরীর কাঁটা দিয়া উঠে। কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে তলোয়ারখানি খসিয়া পড়িয়া যায়। মাহ্‌বূবে খোদা তখন ঐ তলোয়ারখানি হাতে তুলিয়া লইলেন এবং একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বল, এখন তোমাকে কে বাঁচাইবে?"

সে আর কি উত্তর দিবে? কাঁপিতে কাঁপিতে অস্পষ্ট স্বরে বলিল— "কেহই তো নাই।"

বেচারার এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া নবীজীর মনে করুণার উদ্রেক হয়। তিনি এহেন একজন শত্রুকে মা'ফ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

দুউ'ছুর সেখান হইতে উঠিয়া ধীরপদে পথ চলিতে থাকে। কিন্তু এই ঘটনায় তাহার অন্তরে এক নূতন ভাবের উদয় হয়। সে ইহা চিন্তা করিতে লাগিল যে, সত্যিকারের নবী না হইলে এরূপ সদাশয়তা কেহ প্রদর্শন করিতে পারে না। অতঃপর নবীজীর হত্যাকামী 'দুউ'ছুর' মুসলমান হইয়া নিজের গোত্রে ফিরিয়া গিয়া ইসলামের একজন প্রধান প্রচারক হইলেন। তাঁহারই চেষ্টায় আরও অনেকে নূতন ধর্মের ছায়াতলে আসেন।

www.pathagar.com

সেই বৎসরেরই তৃতীয় মাস রবিউল আউয়ালে কুরাইশীদের একটি বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইয়া নবীজী নাজরান পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও কোন যুদ্ধ হয় নাই। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর নবীজী মদীনায় ফিরিয়া আসেন।

বনি কাইনেকা' অবরোধ ঃ বনি কাইনেকা'র ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই গোত্রের নেতা ও শ্রেষ্ঠ ধনী 'কা'ব ইব্‌নে আশ্‌রাফ' চুক্তির শর্তসমূহের ব্যতিক্রমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতা আরম্ভ করেন। নবীজীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিবার জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করিয়া তিনি গায়িকা ও প্রচারকদিগকে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া গোপনে তিনি কুরাইশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হন। এমনকি, একবার তিনি প্রায় ষাটজন সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া মক্কার সর্দারদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

তাই নবীজী একদিন সাহাবাগণকে লইয়া তাহাদিগকে অবরোধ করেন। পনর দিন যাবৎ তাহারা অবরুদ্ধ থাকে। কিন্তু তাহারা যুদ্ধেও নামিল না, কিংবা পুনরায় সন্ধি করিতেও চাহিল না। অবশেষে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাইয়ের অনুরোধে এবং বিখ্যাত ইয়াহূদী সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সালামের গোত্র বলিয়া নবীজী সেই বারের মত তাহাদিগকে মা'ফ করিয়া অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইয়া ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু পাপিষ্ঠরা দুষ্টামি পরিহার তো করিলই না—অধিকন্তু ব্যাপকভাবে ইসলামের ক্ষতি সাধনে রত রহিল। সাহাবাগণ অনেক সময় বদর যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—"এখনও ক্ষান্ত হও। তাহা না হইলে তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে।" কিন্তু হতভাগ্যরা বলিল, আরে রাখ! মক্কার উট চালকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ বলিয়াই কি এত স্পর্ধা ? আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিলে তখন বুঝিবে যুদ্ধ কাহাকে বলে। তোমাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত তখন থাকিবে না।"

সত্যই এই ইহুদীরা মুসলমানগণকে নানাভাবে নাজেহাল করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। মদীনার আওস্ ও খায্‌রাজ গোত্রদ্বয় তাহাদের শিরকী জীবনে একদল অপর দলের ছিল ভীষণ শত্রু। একটি ব্যাপার লইয়া ১৬০ বৎসর যাবৎ তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়া আসিতেছিল। নবীজীর সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমান হওয়ার পর তাহারা এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া গেল, যেন চিনি আর পানি। তাহারা এককালে শত্রু ছিল, ইহাও যেন একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল।

কোন প্রকারে আবার দুই দলে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তোলা যায় কি না ইহুদীরা সেই চেষ্টা করিত। শাম্মাস ইব্‌নে কাইস্ নামক জনৈক ইহুদী নেতা এই কাজের জন্য কিছু বেতনভোগী লোক নিয়োগ করে। কিছুদিন পর সত্য সত্যই একদিন একটি ঘটনা ঘটিয়া যায়। একদা আন্‌সার সাহাবাগণ একত্রে বসিয়াছিলেন। উভয় গোত্রের লোকই সেখানে ছিল। কথায় কথায় এক দুষ্ট ব্যক্তি পুরাতন কলহ-কোন্দলের প্রসঙ্গ উত্থাপন

www.pathagar.com

করিয়া বসে। ১৬০ বৎসরের পুঞ্জীভূত জিদ ও ক্রোধ কি এত অল্প সময়ে এবং এত সহজে মুছিয়া যাইতে পারে? উভয় দলের মধ্যে হঠাৎ উত্তেজনা দেখা দেয় এবং দুই দলই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রণোন্মত্ত হইয়া উঠে।

নবীজী সংবাদ পাইয়া মুহাজির সাহাবাগণকে লইয়া ত্বরিত বেগে সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং সকলকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "একি, সেই অন্ধযুগের বর্বরতা? আমি তোমাদের মধ্যেই আছি। তবু এ কাজ করিতে তোমাদের লজ্জা হইল না?"

সকলেই তখন ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন, একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং মাফ চাহিলেন। ইহার উপরেই আয়াত আসিল—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ - وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيَاتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ .

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যদি কিতাব প্রাপ্তদের (ইহুদী) কোন দলের কথা মানিয়া চল, তবে তাহারা তোমাদিগকে ঈমান আনার পরে পুনরায় কাফির বানাইয়া ছাড়িবে। কেমন করিয়া তোমরা কুফ্‌রীর কাজ করিতে পার, যেখানে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াত পঠিত হইতেছে এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহার রাসূল বিদ্যমান রহিয়াছেন।"

তাঁহাদিগকে একতা বজায় রাখিবার জন্য আল্লাহ্ কড়া আদেশ দিলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا-

"তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইও না।"

অবশেষে ইয়াহূদীদের সম্বন্ধেও স্পষ্ট জানাইয়া দেন যে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَايَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا - وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ - قَدْبَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ - وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা মুসলমান ছাড়া অপর কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু জানিও না—তাহারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে এক তিলও ত্রুটি করে না। তোমরা যে কোনরূপে কষ্ট পাও ইহাই তাহাদের কাম্য। তাহাদের শত্রুতা আজ তাহাদের মুখেরই কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অন্তরে যেগুলি লুক্কায়িত, উহা আরও ভয়ঙ্কর।"

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) দেখিয়া শুনিয়া সবকিছু সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এ জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাহাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইতে পারে।

www.pathagar.com

জঙ্গে ওহুদ

তৃতীয় হিজরী সনের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলির মধ্যে ওহুদ যুদ্ধই প্রধান। ওহুদ মদীনার অদূরবর্তী একটি পাহাড়। শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া এবং কতিপয় বড় নেতাকে হারাইয়া প্রথম প্রথম কাফিররা একটু দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় মক্কার ঘরে ঘরে মাতম ও হায়-হুতাশ পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পর সান্ত্বনা লাভ হইলে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হয়। বিপুল উৎসাহ ও উদ্যমে এবং রোষ ও ক্রোধবহ্নি লইয়া তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে অর্থ সাহায্য, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, উট ইত্যাদি চাঁদারূপে সংগৃহীত হইতে থাকে। বড় বড় ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত এই প্রস্তুতি কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এমন কি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার জন্যও তাহারা উদ্যত হয়।

যেহেতু শ্যাম হইতে আগত আবূ সুফিয়ানের কাফেলাই ছিল বদর যুদ্ধের মূল কারণ, তাই সকলের সম্মতিক্রমে কাফেলার যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থকড়ি, এই যুদ্ধের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আবূ জেহ্‌লের ছেলে ইক্‌রামা ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা আবূ সুফিয়ানের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল— "এই নিন্! আরও দিব। তবু পিতার রক্তের প্রতিশোধ চাই।"

দেখিতে দেখিতে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ও প্রচুর রসদ-পত্র যোগাড় হইয়া যায়। অতঃপর কাফিররা মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইল। সম্ভব হইলে মদীনার উপরেই হামলা করার সঙ্কল্প লইয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছিল। তিন হাজার সবল যুবক লইয়া গঠিত এই বাহিনীর নেতা হন আবূ সুফিয়ান। তিন হাজারের মত উট, দুই শত আরবী ঘোড়া, সাত শত লৌহ-বর্ম, অগণিত ঢাল-তলোয়ার, সড়কি-বল্লম ইত্যাদিতে তাহারা ছিল সুসজ্জিত। ইহা ছাড়া ১৪ জন মহিলাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল যুদ্ধের সময় পুরুষদিগকে পিছন হইতে উৎসাহ প্রদানের জন্য। সৈন্য বাহিনীর সম্মুখভাবে থাকিয়া তাহারা গান করিত।

نحن بنات طارق * نمشى على النمارق

ان تقبلرا معانق * وان تدبروا نفارق

www.pathagar.com

"আমরা আকাশের তারা, উটের পিঠে আরোহণ করিয়া চলি। (হে বীর যোদ্ধাগণ!) যদি তোমরা সামনে চল, তবে আমরা তোমাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করিব। আর যদি পশ্চাদপসরণ কর, তবে তোমাদিগকে বর্জন করিব।

মেয়েদের মুখে এমন উৎসাহোদ্দীপক এবং এমন কটাক্ষ শুনিয়া যোদ্ধারা কেমন উৎসাহিত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

হযরত আব্বাস (রা) এক বৎসর পূর্বে মুসলমান হইয়া তখনও মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কোন এক ব্যক্তির মারফত কুরাইশদের বিরাট প্রস্তুতি ও আসন্ন অভিযানের সংবাদ মদীনা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মাহ্বূবে খোদা (সা) তৎক্ষণাৎ আরও খোঁজ-খবর লইবার জন্য দুই ব্যক্তিকে মক্কার পথে প্রেরণ করেন। তাঁহারা মদীনায় ফিরিয়া যাইয়া সংবাদ দেন যে, কুরাইশীরা মদীনার অদূরে ওহুদ ময়দানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

মদীনা আক্রমণের আশঙ্কায় মাহ্বূবে খোদা (সা) শহরের চতুষ্পার্শ্বে কড়া পাহারা মোতায়েন করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি সাহাবাগণকে লইয়া পরামর্শ সভা করেন। বিরাট শত্রু-সৈন্যর সঙ্গে কিভাবে মুকাবিলা করা যায় তাহা লইয়া সকলেই এক মহা ভাবনায় পড়িয়া যান। তিন সহস্র সৈন্যের একটি সাঁজোয়া বাহিনী। অস্ত্র এবং রসদ-সম্ভারও প্রচুর। এমতাবস্থায় সম্মুখ সমরে দুর্বল ও সম্বলহীন মুসলিম বাহিনী টিকিয়া থাকিতে পারিবে কি না তাহাতে সকলের যথেষ্ট সন্দেহ হয়।

তাই প্রবীণদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিলেন, মদীনায় থাকিয়াই যুদ্ধ করা হউক। অবস্থার ভয়াবহতাদৃষ্টে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই-এর ন্যায় মুনাফিক্‌কেও পরামর্শের জন্য ডাকা হইয়াছিল। সেই প্রবীণ বৃদ্ধেরও অভিমত, মদীনায় শত্রুদের মুকাবিলা করা হউক। মাহ্বূবে খোদাও এই মতের সমর্থক ছিলেন। কারণ, প্রয়োজনবোধে স্ত্রীলোকেরাও নানাভাবে পুরুষদের সহায়তা করিতে পারিবে। কতিপয় আনসার সাহাবা ইহাও বলেন যে, "পূর্বের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখা যায়, যখন শত্রুরা মদীনার উপর হামলা করিয়াছে, আমরা মদীনায় থাকিয়া উহার প্রতিরোধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছি। কিন্তু মদীনার বাহিরে যাইয়া কোন দিনই মদীনাবাসিগণ জয়লাভ করিতে পারে নাই।" যাহা হউক, বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর নবীজী মনে মনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, মদীনায় অপেক্ষা করা হইবে এবং শত্রুরা শহরে প্রবেশ করিলে তখন ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলে তাহাদের মুকাবিলা করিবেন।

কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা বিশেষ করিয়া যুবক শ্রেণী অদম্য উৎসাহ এবং আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাহারা মদীনার বাহিরে যাইয়া শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করিবেন। অনেকে আবার এইরূপ মন্তব্যও করিলেন, তাহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও কাপুরুষ নহেন। সুতরাং ঘরের কোণে বসিয়া কেন তাহারা নিজেদের ভীরুতা প্রকাশ

www.pathagar.com

করিবেন ? তাহারা ইহাও বলিতে থাকেন যে, এক আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী হইয়াও তাহারা শক্রুর ভয়ে ঘরের বাহির হইবেন না, এই কথা মুসলমানদের জন্য মোটেই শোভা পায় না। সেখানে তখন এমন অনেক সাহাবা ছিলেন, যাঁহারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বদরীয়ীনদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন এবং এই আশা পোষণ করিতেন যে, কোনদিন সুযোগ উপস্থিত হইলে যুদ্ধে নিজেদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ করিবেন এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে শাহাদত বরণ করিয়া চিরধন্য হইবেন। তাই ইহারা জেদ ধরিলেন সম্মুখ যুদ্ধেই অবতীর্ণ হইবেন। তাহাদের মতে, অন্যথায় শক্রুরা ভাবিবে, তাহারা ভয় পাইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের জোশ্, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া প্রবীণগণও আর তাহাদের পূর্বমতে স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাজেই তাহারা নীরব হইয়া গেলেন। নীরবতা হইতে প্রকারান্তরে বুঝা গিয়াছিল, মদীনার বাহিরে যাইয়া যুদ্ধ করাই যেন সর্বসম্মত অভিমত।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) নিঃশব্দে উঠিয়া বাড়ির ভিতরে গেলেন। নবীজীর হাবভাবে স্পষ্টরূপে কিছু প্রকাশ পাইতেছিল না, তবে ইহা বুঝা যাইতেছিল, সকলের অভিমতের সমর্থন করিয়া তিনিও যেন মদীনার বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। অনেক প্রবীণ সাহাবা ইহা বুঝিতে পারিয়া যুবকদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছিলেন যে, তাহারা ভাব-প্রবণতার বশে নবীজীর ইচ্ছার বিরোধিতা করিতেছে। ইহা মোটেই মঙ্গলজনক হইবে না। কারণ তিনি যেই ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট মত পোষণ করিতেছেন, সেইস্থলে উহা তাঁহার ইচ্ছার উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই তাহাদের উচিত।

এই ধরনের কানাকানি এবং কি হইল, কেমন হইল ইত্যাদি কথা সাহাবাগণকে শঙ্কিত ও দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তোলে। অনেকে নিজেদের জেদের জন্য অনুতপ্তও হইলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, নবীজী ফিরিয়া আসিলে এইবার শেষ সিদ্ধান্তের ভার তাঁহার উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

এমন সময়ে মাহ্‌বূবে খোদা (সা) রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এবং লৌমবর্ম পরিধান করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'চলুন!' সাহাবাগণ আরয করিলেন, "হুযূর! আপনার মনঃপূত না হইলে আমরা শহরেই থাকি। শক্রুরা বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া গেলে ভাল কথা। আর যদি শহরের উপর চড়াও করে তখন আমরাও যথাশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিব।"

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) বলিলেন, "কোন নবী একবার যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলে আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতিরেকে যুদ্ধ না করিয়া উহা খুলিতে পারে না।" "আমি অস্ত্র ছাড়িব না" বলিয়া উঠিয়া আবার বলিলেন— "চলুন! অসীম ধৈর্য এবং সঙ্কল্পে অবিচল থাকিতে পারিলে আল্লাহ্ আপনাদিগকে জয়ী করিবেন।" সাহাবাগণ রওয়ানা হইলেন।

www.pathagar.com

সর্বমোট এক হাজার সৈন্যসহ নবীজী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু শহরের সীমা ছাড়িয়া যাইতে না যাইতেই মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্নে উবাই তাহার তিন শত অনুচরসহ এই বলিয়া ফিরিয়া যায় যে, "ছেলে-ছোক্ড়াদের কথায় মুহাম্মদ (সা) কাজ করিয়া থাকেন। প্রবীণ অভিজ্ঞদের কথার কোন মূল্যই দেওয়া হয় না। কাজেই আমরা এই পাগলামিতে থাকিব না। তদুপরি দুইপক্ষ সমান শক্তিশালী হইলে তবে শক্তির পরীক্ষা করা চলে। কিন্তু অগণিত শত্রুসৈন্যের সঙ্গে খালি হাতে এইভাবে মুষ্টিমেয় লোক লইয়া যাওয়ার নাম কি যুদ্ধ ? ইহা অনর্থক প্রাণ দিতে যাওয়া নয় কি? এইভাবে বৃথা কতগুলি প্রাণ বিনষ্ট করিতে আমি রাযী নই।"

মাত্র এক সহস্রের মধ্যে তিন শত সৈন্য সরিয়া পড়িলে কি অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন! যে সাহস এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সাহসের মধ্যে হঠাৎ নৈরাশ্য ও ভীতির সৃষ্টি করিয়া দিয়া মুনাফিকরা ফিরিয়া গেল। মাত্র সাত শত মুজাহিদ আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়া ময়দানে উপনীত হইলেন।

তরুণদের যুদ্ধ প্রেরণা ঃ মাহ্বূবে খোদা (সা)-এর একটা নিয়ম ছিল, শহরের বাহিরে আসিয়া তিনি যুদ্ধগামীদের খোঁজ-খবর লইতেন। অক্ষম, দুর্বল এবং ছোট ছেলেদিগকে তিনি ফিরাইয়া দিতেন এবং যোদ্ধাদিগকে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিবার জন্য সাহস ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। সেদিনও তেমনি তিনি ফৌজীদের খোঁজ-খবর লইয়া তরুণ বালকদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ছেলেদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখুন! রাফেঅ' ইব্নে খদীজকে বলা হইয়াছিল "তুমি অল্প বয়স্ক তরুণ, তুমি ফিরিয়া যাও!" সে পায়ের গোড়ালির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, সে ছোট নহে—বেশ বড়। তাহার এহেন উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া নবীজী তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

সামারা ইব্নে জুন্দুব ছিল তাহারই সমবয়স্ক। রাফেঅ' অনুমতি লাভ করায় সে সখেদে বলিয়া উঠিল—"আমি তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেই। সে যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি পাইলে আমি অনুমতি পাইবার আরও বেশি যোগ্য। আমাকে কেন জিহাদে যাইবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না?"

এই কথার কি উত্তর হইতে পারে ? অগত্যা দুই জনের মধ্যে কুস্তির ব্যবস্থা করিয়া দেখা যায়, সত্যই সামারা রাফেঅ'কে হারাইয়া দিল। অতঃপর নবীজী সামারাকেও জিহাদে শরীক করিয়া লইলেন।

মাঠের অপর প্রান্তে কুরাইশগণ শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। মাহ্বূবে খোদা (সা) এই প্রান্তে ওহুদ পাহাড়টিকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া সামরিক কায়দায় সাহাবাগণকে দাঁড় করাইলেন। পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়া পশ্চাৎ হইতে আসিয়া যেন কেহ

www.pathagar.com

অতর্কিতে হামলা না করিতে পারে, তজ্জন্য বিখ্যাত তীরন্দাজ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি দল সেখানে মোতায়েন করিয়া নবীজী এই মর্মে এক আদেশ প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা যেন এই গিরিপথটি কড়া পাহারায় রাখেন। শত্রুসৈন্য দেখিলেই দূর হইতে তীর মারিয়া হটাইয়া দিতে হইবে এবং জয় হউক কিংবা পরাজয় হউক শেষ পর্যন্ত তাঁহারা এই পাহারা কায়েম রাখিবেন এবং কোন অবস্থায় তাঁহারা এই স্থান ছাড়িয়া যাইবেন না।

দূরে শত্রুসৈন্যের উপর নযর পড়িলে চক্ষু স্থির হইয়া যাইত। শুধু সৈন্য আর সৈন্য, উট ও ঘোড়ার যেন মেলা বসিয়াছিল। সমগ্র মাঠ ব্যাপিয়া যেন শত্রুদের মহড়া চলিতেছিল। শত্রুসৈন্যের প্রতি নযর পড়িবার পর বনি বকর ও বনি হারেছার লোকজনের সাহস দমিয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাইয়ের কথা এ সময় স্মরণ করিতেই তাহাদের এই ধারণা হয়, সে সত্যই বলিয়াছে যে, যুদ্ধ হইবে না, অনর্থক নিজদিগকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। এইসব ভাবিয়া তাহারাও প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার মনে পড়িয়া গেল, জয়-পরাজয় আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি ইচ্ছা করিলে দুর্বলকেও সবলের মুকাবিলায় জয়ী করিতে পারেন। তাহাছাড়া ইহাও তাহাদের মনে উদিত হয় যে, তাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছে। হায়াত-মওত একমাত্র তাঁহারই হাতে। মৃত্যু অনিবার্য হইলে মরিবে। আর হায়াত থাকিলে সারা দুনিয়াবাসী তাহাদের বিরুদ্ধে একজোট হইলেও কিছু করিতে পারিবে না।

এসব কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা নূতন ঈমানী জোশে বলীয়ান হইয়া যুদ্ধের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এইসব স্মরণ করাইয়া আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ - وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا -

"আপনি ভোরবেলা যখন বাড়ি হইতে আসিয়া মু'মনদিগকে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করাইলেন; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং সবই শুনেন। যখন দুইটি দল সাহস হারাইয়া পশ্চাদপসরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী (বন্ধু), কাজেই তাহাদিগকে এই অপকর্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

মুসলমানদের জয় ঃ যুদ্ধ শুরু হইল। মুসলিম সৈন্য ছিল প্রায় নিরস্ত্র। মুষ্টিমেয় হইয়াও তাহারা বীরত্বের সঙ্গে প্রাণপণে লড়িতে লাগিলেন। ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা আক্রমণের পর আক্রমণ করিয়া শত্রুদিগকে দিশাহারা করিয়া তুলিলেন। কাফির সৈন্যরা কয়েকবার গিরিপথ অতিক্রম করিয়া পিছন দিক হইতে তাহাদিগকে

www.pathagar.com

আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়েরের ক্ষুদ্র বাহিনীর তীরের সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। শেষ পর্যন্ত খোদায়ী বাহিনীর হামলার সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া কুরাইশীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। এমনকি, হিন্‌দা প্রমুখ উৎসাহদায়িনী মহিলাসহ বাহিনীর অন্য মহিলারা বেগতিক দেখিয়া এত জোরে ছুট দিয়াছিল যে, তাহারা হাঁটু পর্যন্ত বিবস্ত্র এবং তাহাদের পায়ের অলঙ্কারগুলি স্পষ্ট নযরে পড়িতেছিল।

ইসলামী লশ্‌কর তাহাদের তাড়া করিয়া লইয়া ছুটিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা নাগালের বাহির হইয়া পড়িলে মুসলমানগণ নির্ভয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত রসদ ও দ্রব্য-সামগ্রী কুড়াইয়া গনীমতের মাল হিসাবে উহা একত্রিত করিতে মশ্‌গুল হইয়া পড়েন।

ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঃ এদিকে আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গীরা পাহাড়ের উপর হইতে মুসলমানদের নিশ্চিত জয় ও তাহাদিগকে গনীমতের মাল আহরণ করিতে দেখিতে পাইয়া পাহারা ছাড়িয়া ময়দানের দিকে অগ্রসর হন। নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়ের তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং মাহ্বূবে খোদার সাবধান বাণী স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু যেহেতু ইহা স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল যে, মুসলমানদের জয় হইয়াছে, শত্রুরা নাজেহাল হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতেছে। অতঃপর শত্রুর আক্রমণের তিলমাত্র আশঙ্কাও নাই সেইজন্য পাহারার কাজও শেষ হইয়াছে ভাবিয়া, তাঁহারা নবীজীর আদেশ ও নেতার নিষেধকে তেমন কোন গুরুত্ব দিলেন না। মাত্র দশজন মুজাহিদ ব্যতীত বাকি সকলই যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালীদ যিনি তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, কাফিরদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য লইয়া উক্ত গিরিপথের পিছন দিক হইতে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া মুসলমানদের উপর হামলা করিলেন। দশজন মুজাহিদ প্রাণপণে লড়িয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। শত্রুসৈন্যের হাতে এই দশজনই শহীদ হইলেন।

এবার পথ নিষ্কন্টক হইয়া গেল। মুসলিম মুজাহেদীন নিঃশঙ্কচিত্তে হাতিয়ার রাখিয়া দিয়া গনীমত সংগ্রহে নিমগ্ন ছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া খালিদ তাঁহার বাহিনীসহ মুসলমানদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অগণিত সৈন্যের হঠাৎ আক্রমণে অপ্রস্তুত মুসলমানগণ স্বভাবতই বেসামাল হইয়া পড়েন। প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি লইয়া দাঁড়াইবার পূর্বেই আঘাতের পর আঘাতে শত্রুরা তাঁহাদিগকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। উপরন্তু মুসলমানদের দলের মধ্যে তাহারা অনুপ্রবেশ করায় তাহাদের জন্তুগুলির পদাঘাতে উত্থিত ধূলারাশিতে এ সময়ে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায়

www.pathagar.com

শত্রু-মিত্র চিনিতে অসুবিধা হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ২/১ জন মুসলমানও মুসলমানদের হাতেই শহীদ হইলেন। হুযায়ফা (রা)-এর পিতা হযরত য়াসনকে কতিপয় মুসলমান হামলা করিয়া বসে। হুযায়ফা চিৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, "উনি আমার পিতা—আমার পিতা ?" কিন্তু হট্টগোলে কেহ বুঝিতে পারেন নাই। ফলে তিনি মুসলমানদের তলোয়ারের আঘাতে ইন্‌তিকাল করেন।

অবস্থা খুবই ভয়াবহ হইয়া উঠিল। মুসলিম সৈন্যেরা অধিক সংখ্যায় আহত হইতে লাগিলেন। দূর হইতে নিক্ষিপ্ত তীর, বর্শা ও পাথরের আঘাতে নবীজীও ভীষণরূপে আহত হইলেন। ইব্‌নে কুমাইয়ার নিক্ষিপ্ত একখণ্ড পাথরের আঘাতে তাঁহার একটি দাঁত শহীদ হইয়া যায়। আঘাতে জর্জরিত দেহের উপর দুইখানি লৌহবর্মের বোঝা, তদুপরি দাঁতের তীব্র বেদনায় নবীজী মাটিতে পড়িয়া গেলেন। মুস্‌আ'ব ইব্‌নে উমাইরের হাতে তখন ঝাণ্ডাটি ছিল। জনৈক কাফির তাঁহার এক হাতে কোপ বসাইয়া দেয়। হাতটি কাটিয়া গেলে তিনি অপর হাতে ঝাণ্ডা তুলিয়া ধরিলেন। পাষণ্ড সেই হাতটিকেও কাটিয়া ফেলে। এমতাবস্থায় তিনি কাটা দুই হাতে ঝাণ্ডা চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় শরবিদ্ধ হইয়া তিনিও ধরাশায়ী হইয়া পড়েন এবং শাহাদত বরণ করেন। তিনি দেখিতে প্রায় মাহ্‌বূবে খোদার সদৃশ ছিলেন। ইহাতে গুজব রটিয়া যায় যে, মুহাম্মদ (সা) শহীদ হইয়াছেন। অপর এক বর্ণনামতে শয়তান কিংবা কোন এক মুশ্‌রিক তখন এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিল – ان محمدا قد قتل "মুহাম্মদ নিহত হইয়াছেন।

এই দুঃসংবাদে মুসলিম সৈন্য বাহিনীর ধৈর্য ও সাহস স্তিমিত হইয়া পড়ে। সকলের মনে নৈরাশ্য ছাইয়া যায়। অনেক সাহাবা পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। অনেকে টিলায় আশ্রয় লইতে ছুটিয়া চলিলেন। পক্ষান্তরে অনেকে তখনও প্রবল পরাক্রমের সহিত লড়াই করিতেছিলেন। কিন্তু সকলের চক্ষু খুঁজিয়া ফিরিতেছিল নবীজীকে, নবীজী কোথায় ? মধ্যে মধ্যে তাঁহারা ভাবিতেছিলেন, সত্যই কি নবীজী জীবিত নাই ? হযরত আলী (রা) বলেন—"ময়দানে নবীজীকে প্রথমে জীবিতদের মধ্যে তালাশ করিলাম। পরে লাশগুলি দেখিলাম, কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া আমার ধারণা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের নিকট হইতে নবীজীকে ছিনাইয়া লইয়াছেন। সুতরাং এখন বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা আর কোথায় ? মনে মনে ইহা বলিয়া নিজেও শহীদ হইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া তলোয়ার হাতে শত্রুদের মধ্যে গিয়া পড়িলাম এবং আঘাতের পর আঘাতে তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলাম। এমন সময় হঠাৎ নবীজীর নূরানী চেহারাখানি দূরে আমার চোখে পড়ে এবং এক দৌড়ে সেখানে যাইয়া আমি আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলাম।"

www.pathagar.com

সকলেই প্রিয় নবীয়ে করীমকে খুঁজিতেছিলেন। নবীজীও ডাকিতেছিলেন اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ– "হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, (আমি এখানে) এদিকে আস।" কিন্তু সাহাবার্গণ তখন রণস্থল ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া কিছুই শুনিতে পান নাই। এমনকি, কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে তাহা দেখিবার জন্য তাঁহারা পিছনের দিকে একবারও তাকান নাই। সর্বপ্রথম কা'ব ইব্নে মালিক (রা) নবীজীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মোবারক হউক! রাসূলে খোদা সহী- সালামতে এখানে আছেন।" তাঁহার চীৎকার শুনা মাত্রই প্রায় ত্রিশজন সাহাবা সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। নবীজীকে দেখার পর তাঁহাদের মনে শান্তি ফিরিয়া আসে। কিন্তু কাফিরগণ সন্ধান পাইয়া চতুর্দিক হইতে নবীজীর দিকে ধাওয়া করিল। উপর্যুপরি তাঁহার উপর হামলা চলিতে থাকে। অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ দেখিয়া মাহ্বূবে খোদা ইরশাদ করিলেন, "আমার জন্য প্রাণ দিতে কে প্রস্তুত আছ?"

ইহা শুনিয়া হযরত যিয়াদ ইব্নে সাকান (রা) চারি জন সাহাবাকে লইয়া ঝড়ের মত অগণিত শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত তাঁহারা লড়িতে লাগিলেন। কিন্তু এত সৈন্যের বিরুদ্ধে এই অল্প কয়েকজন মুজাহিদ কি করিতে পারেন? দুই চারিজন শত্রুকে নিধন করিয়া তাহারা প্রত্যেকে গুরুতররূপে আহত হইলেন। তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত দেহে ঢলিয়া পড়িলে নবীজী তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে নির্দেশ দেন। তাঁহাদিগকে নবীজীর কাছে আনিয়া রাখা হইল। তখনও মিটমিট করিয়া তাঁহাদের প্রাণ-প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অতঃপর মাহ্বূবে খোদার পায়ের কাছে শায়িত অবস্থায় সেই প্রদীপগুলি চিরকালের জন্য নিভিয়া যায়। অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সাহাবা দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। এমন সময় হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য তাঁহাদের অবসাদ কাটিয়া যায়। হযরত তাল্হা বলেন যে, কয়েকবার তাঁহার হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পর সকল ভীতি, অবসাদ ও দুর্ভাবনা কাটিয়া গেলে মাত্র একত্রিশ জন সাহাবী প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শত্রুদের হামলা প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়া যান। কেহ কেহ শত্রুদের দিকে একাকী ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে ভীত-বিহবল করিয়া তোলেন। জনৈক সাহাবা ক্ষুধার তাড়নায় কয়েকটি খেজুর হাতে লইয়া লড়িতেছিলেন। তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুযূর! এ সময় মৃত্যু হইলে আমার কি লাভ হইবে?" হুযূর বলিলেন "জান্নাত।" তিনি তৎক্ষণাৎ হাতের খেজুরগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তালোয়ার লইয়া শত্রু সমাবেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে হামলা করিলেন এবং কয়েকজনকে ঘায়েল করিয়া নিজেও শহীদ হইয়া গেলেন।

নবীজীর হাতে মৃত্যু ঃ উবাই ইব্নে খল্ফ ঘোড়ায় চড়িয়া নবীজীকে হত্যা করিবার মানসে সেইদিকে আসিতেছিল। সে ছিল একজন কুরাইশী সর্দার। মক্কায় সে

www.pathagar.com

একদিন নবীজীকে বলিয়াছিল, তোমাকে হত্যা করিবার জন্য এই ঘোড়া পালন করিতেছি। ইহার উপর সওয়ার হইয়া তোমাকে বধ করিব।" নবীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্ চাহেন তো তোমাকেই আমি বধ করিব।"

তাহাকে এক্ষণে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সাহাবাগণ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে চাহিলেন। নবীজী বলিলেন—"তাহাকে আসিতে দাও।" সে নিকেট আসিলে নবীজী একজনের নিকট হইতে একটি বর্শা লইয়া উহার অগ্রভাগটুকু একবার তাহার গলায় ছোঁয়াইয়া দিলেন। ইহা সামান্য একটু আঁচড় কাটিল মাত্র। কিন্তু ইহাতেই সে চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। সঙ্গীরা বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল ? কোথাও কোন যখম নাই— সামান্য একটি আঁচড় লাগিয়াছে মাত্র। তবু তুমি এত চীৎকার করিতেছ কেন ?" উবাই বলিল, "ইহা কাহার হাতের যখম, তোমরা জান না। মোহাম্মদ নিজে আমাকে খোঁচা দিয়াছে। খোদার কসম, সে আমাকে থুথু দিলেও আমি মরিয়া যাইতাম। অবশেষে শারেফ নামক স্থানে সে ঐ আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। জীবনে মাহ্বূবে খোদা নিজে আর কোন শত্রুকে আঘাত করেন নাই। এই হতভাগ্যকে তাহার দম্ভের জওয়াব দিতে যাইয়া সামান্য খোঁচা দিয়াছিলেন মাত্র। উহার ফলে সে রক্ষা পায় নাই। কাহার কাহার মতে, উকবা ইব্নে আবী মুওয়াইতও নবীজীর হাতের আঘাতে এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল।

মহা দুর্যোগ ঃ মুসলমানগণ প্রাণপণ লড়িতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কতিপয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাহাদিগকে মহা দুর্বিপাকে ফেলিয়া দেয়। নবীজীর তিরোধানের সংবাদে অসংখ্য সাহাবা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় অবস্থা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠে। চতুর্দিকে অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবার দেহ পড়িয়া থাকে। অবশিষ্ট সাহাবাগণও রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং নবীজীও রক্তাক্ত কলেবরে শত্রুদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সাহাবার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে আত্মরক্ষা করা সত্যই দুরূহ ব্যাপার ছিল। সেই সময়ে ইব্নে কুমাইয়া তলোয়ার উদ্যত করিয়া একেবারে নবীজীর কাছে আসিয়া পড়ে এবং প্রচণ্ড এক আঘাত হানিয়া বসে নবীজীর মুবারক মাথায়। আঘাতের চোটে লৌহ শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়ি ভাঙ্গিয়া নবীজীর মাথায় বিঁধিয়া যায়। নবীজী অচেতন হইয়া পার্শ্বস্থ একটি গর্তে পড়িয়া গেলেন। যাহাতে গর্তে পড়িয়া মুসলমানগণ আহত হন এজন্য শত্রুরা লড়াইয়ের ময়দানে এই ধরনের অনেক গর্ত খনন করিয়া রাখিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান হইতে ফোয়ারার মত রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে।

শত্রুরা তখন দূর হইতে একযোগে তীর বর্ষণ শুরু করিল। আবূ দুজানা (রা) গর্তের উপর উপুড় হইয়া যত তীর, পাথর আসিল, সবই আপন গায়ে লইয়া নবীজীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আবূ তাল্হা ঢাল লইয়া তীর এবং পাথরের বর্ষণ

www.pathagar.com

রুখিতেছিলেন। মাহ্‌বূবে খোদা মাথা তুলিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে চাহিলে আবূ তাল্‌হা (রা) এই বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন. "হুযূর! মাথা তুলিবেন না। অকস্মাৎ শত্রুদের তীর আপনার গায়ে লাগিতে পারে। আমাদের বক্ষ উহার জন্য পাতিয়া রাখিয়াছি। আপনার গায়ে লাগিবার পূর্বে আমরা উহা বুক পাতিয়া লইব। হযরত তাল্‌হা (রা) দাঁড়াইয়া শত্রুদের হামলা প্রতিরোধ করিতে থাকেন। ফলে একবার তলোয়ারের আঘাতে তাঁহার একটি হাত কাটিয়া যায়। যুদ্ধের পর দেখা গেল, তাল্‌হার শরীরে সত্তরটি যখম। জন কয়েক মুসলমানের প্রাণপণ প্রতিরোধ ও প্রচণ্ড হামলায় শত্রুরা ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যায়। ইতিপূর্বে হযরত আলী (রা) দুইবার একাকী পরিবেষ্টনকারী শত্রুসৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তখনও যে কয়েকজন নবীজীকে ঘিরিয়া রহিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন মৃত্যুর সঙ্গে মিতালী করিবার আগ্রহ লইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাভূত করা মুশ্‌কিল ভাবিয়া কুরায়শরা অনেকটা দমিয়া গিয়াছিল।

মাহ্‌বূবে খোদা গর্ত হইতে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আঘাতে জর্জরিত ও লৌহবর্মে ভারক্লিষ্ট দেহ লইয়া উঠিতে পারিলেন না। হযরত তাল্‌হা (রা) তাঁহার স্কন্ধ নিচু করিয়া দিয়া বলিলেন, "হুযূর! আমার কাঁধে পা রাখিয়া উঠুন।" নবীজী তাহাই করিলেন এবং তাল্‌হার ত্যাগ ও সাহসিকতা দেখিয়া অশেষ প্রীত হইলেন। নবীজী সুসংবাদ দিলেন যে, – وجبت طلحة "তাল্‌হা বেহেশ্‌ত অবশ্য প্রাপ্য করিয়া লইয়াছে।"

নবীজীর মাথায় লোহার কড়ি প্রবেশ করিয়াছিল। হযরত আবূ বকর (রা) উহা বাহির করিবার জন্য ছুটিয়া আসেন। আবূ উবায়দা (রা) আবূ বকর (রা)-কে কসম দিয়া বলিলেন, "ভাই! আমাকে দিন। আমি উহা বাহির করিয়া দিব।" কড়ি বাহির করিতে যাইয়া দাঁত দিয়া উহা খুব জোরে টানিতে হয়। প্রথমবারে একটি কড়ি বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। অপর কড়িটি বাহির করিতে অপর একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। রাসূলে খোদা তাঁহার প্রতিও যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

পাঠকবর্গ একবার চিন্তা করুন! যে ক্ষেত্রে সাহাবার দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, সেখানে নবীজীর কতটুকু কষ্টই না হইয়াছিল ? নূরানী চেহারা বহিয়া রক্ত টপ টপ করিয়া পড়িতেছিল। নবীজী উহা মুছিতেন আর বলিতেন, "ইহার একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়িলে ধরাবাসীর উপর আল্লাহ্‌র আযাব পতিত হইবে।" তাই দয়ার আধার মাহ্‌বূবে খোদার মুখে সর্বদা এই দু'আ উচ্চারিত হইতেছিল— اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ – "আয় আল্লাহ্‌! তাহাদিগকে মা'ফ কর— তাহারা বুঝে না।"

www.pathagar.com

তবে শেষের দিকে একবার দুঃসহ যাতনায় শুধু এতটুকু বলিয়াছিলেন যে, যে জাতি নিজেদের নবীকে এইভাবে নির্যাতন করে, তাহাদের কিরূপে মঙ্গল হইতে পারে?"

নবীর হাহাকারে আল্লাহ্র গযব ও অভিশাপ না আসিয়া পারে না। তদুপরি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ বন্ধুর এহেন করুণ বেদনা প্রকাশের দরুন শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ারই কথা। অথচ ইহা মাহ্বূবে খোদার কাম্য ছিল না এবং তেমন কোন কার্যের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিতও হন নাই। মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহার আগমন হইয়াছিল। কিন্তু তবু এইরূপ উক্তি মাহ্বূবে খোদার শানে-রহ্মতের পরিপন্থী বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত পাঠাইলেন ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ وَيُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -

"তাহাদের ব্যাপারে কোন কথায় আপনার কোন অধিকার নাই। আল্লাহ্ তাহাদিগকে মা'ফও করিয়া দিতে পারেন কিংবা শাস্তিও দিতে পারেন।" কেননা তাহারা অবিচারক। অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কে হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে আর কোন্ হতভাগ্য ভুল পথে থাকিবে, তাহা কেহ জানে না। অনেকের মতে শত্রুদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের নাম লইয়া নবীজী বদ্দু'আ করিতে চাহিলে এই বাণী আসে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সত্য সত্যই শত্রুদের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়া যশস্বী হইয়াছেন।

হযরত হাম্যা (রা)-এর শাহাদত ঃ মুসলমানদের উপর যেন এক প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল। সত্তরজন সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম শহীদ হইলেন। বীরশ্রেষ্ঠ হযরত হাম্যা (রা)-ও এই যুদ্ধে আততায়ীর হাতে শহীদ হন। বদর যুদ্ধে কাফির নিধনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তুআইমা ইবনে আ'দী ও উতবা তাঁহারই হাতে নিহত হইয়াছিল। তুআইমার ভ্রাতুষ্পুত্র যুবায়ের ইব্নে মুত্য়ে'ম-এর ওয়াহ্শী নামক এক নিগ্রো দাস ছিল। চাচার হত্যার প্রতিশোধ লইতে পারিলে তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া হইবে, এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ওয়াহ্শী তাহাতে সম্মত হয়। তদুপরি উত্বার মেয়ে হিন্দাও (আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী) অঙ্গীকার করিয়াছিল, যে ব্যক্তি হাম্যাকে কতল করিতে পারিবে, সে একশত উট পুরস্কার পাইবে। ওয়াহ্শী বলে, "আমি হযরত হাম্যাকে সিংহের ন্যায় দুর্জয় সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিতে পাই। ওহুদ যুদ্ধে একবার তাঁহাকে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিতে দেখিয়া আমি কোনরূপে পাশ কাটিয়া এক পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করি। তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন না। যখন আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন তখনই আমি আমার বল্লম সজোরে নিক্ষেপ করি। উহা তাঁহার নাভির তলদেশ বিদ্ধ করিয়া পার হইয়া যায়। তিনি ঐ অবস্থায়ই আমার দিকে ধাবিত হন। কিন্তু দুই পা অগ্রসর হইয়াই ঢলিয়া পড়িলেন।"

www.pathagar.com

এই পুরুষ-সিংহের ইন্‌তিকালের সংবাদ পাইয়া শত্রুদের কি আনন্দই না হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিশোধ যেন তখনও লওয়া হয় নাই। হিন্‌দা উত্তেজিতা বাঘিনীর মত ছুটিয়া গিয়া শবদেহের বুকের উপর বসিয়া নাক-কান কাটিয়া উহাকে বিকৃত করিয়া দেয়। তারপর পেট চিরিয়া কলিজা বাহির করিয়া লইয়া কাঁচা চিবাইয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইয়াছিল।

কাটিয়া-চিরিয়া হযরত হাম্‌যা (রা)-এর লাশ তাহারা এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, চিনিবার উপায় ছিল না। মাহ্‌বূবে খোদা এই দৃশ্য দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। বহুকাল এ দুঃখ তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। এমন অবস্থা অপর কোন শহীদেরই হয় নাই। তাই হাম্‌যা (রা)-কে سيد الشهداء শহীদগণের নেতা, খেতাব দেওয়া হয়। এই ওয়াহ্‌শী ও হিন্‌দার মত মানুষও ইসলামের ছায়াতলে শুধু স্থানই পান নাই। পরবর্তীকালে যশস্বিনী সাহাবারূপে অমর হইয়া গিয়াছেন। ইসলামের মহত্ত্ব ও উদারতার প্রমাণের জন্য শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে কি?

সাহাবাগণের উৎসর্গ ঃ সাহাবাগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। নবীজীর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে যখন অনেকে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন অনেক নও-মুসলিম ভাবিতে থাকেন, আবূ সুফিয়ানের কাছে সন্ধির পয়গাম পাঠান হউক।

অনেকে পূর্বতন ধর্মে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশও করিতেছিলেন। এই দুঃসময়ে আনাস ইব্‌নে নযর এই বলিয়া সাহাবাগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) ইন্‌তিকাল করিলেই বা কি? মুহাম্মদের প্রভু তো মরেন নাই? ইহা বলিয়া তিনি শত্রুর উপর একাকী ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শহীদ হন।

হযরত হানযালা (রা) যুদ্ধের সময় বাসর দিবস যাপন করিতেছিলেন বলিয়া গোড়ার দিকে উহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। গোসল করিবার সময় মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ শুনা মাত্রই অমনি তলোয়ার লইয়া ময়দানে গমনপূর্বক শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। যুদ্ধে তিনিও শহীদ হইলেন। শহীদ্‌গণকে বিনা গোসলে দাফন করা হয়। কিন্তু শাহাদতের সময় তিনি নাপাক ছিলেন বলিয়া ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া গোসল দেওয়াইয়াছিলেন। মাহ্‌বূবে খোদা এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়া সাহাবাগণের কাছে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈ'দ (রা) বলেন, "হুযূরের ইরশাদ শুনিয়া আমি হান্‌যালাকে দেখিতে যাই। সত্যই, তাঁহার চুল হইতে তখনও পানি ঝরিতেছিল।" পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল, তিনি গোসল না সারিয়াই লড়াইয়ের ময়দানে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

হযরত আ'মর ইবনে জমুহ্‌ ছিলেন খোঁড়া। তাঁহার চারিটি ছেলেই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। তিনিও যুদ্ধে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অনেকে তাঁহাকে বাধা

www.pathagar.com

দিয়া বলিলেন, "তুমি মা'যূর, চলিতে পার না— কেন যুদ্ধে যাইবে ?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার ছেলেরা বেহেশ্‌তে যাইবে আর আমি বেহেশ্‌তের বাহিরে থাকিয়া যাইব। ইহা হইতে পারে না।" তাঁহার বিবিও এই সময় কথাচ্ছলে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধের ভয়ে পলাইয়া থাকেন।

আ'মরের আর সহ্য হইল না। তলোয়ার লইয়া কিবলামুখী হইয়া দু'আ করিলেনঃ اللهم لا ترنى الى اعلى "আয় আল্লাহ! আমাকে আমার পরিবারে ফিরাইয়া আনিও না। "অতঃপর হুযূরের খিদমতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি চাই, বেহেশ্‌তে এই খোঁড়া পা লইয়াই চলাফেরা করি।"

মাহ্‌বূবে খোদাও তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্ তোমাকে মা'যুর করিয়াছেন। না গেলে আপত্তি নাই।"

ইহার পরও তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। নবীজী তাঁহাকে অনুমতি দিলে পর পরম আনন্দে তিনি মৃত্যু সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন। আবূ তাল্‌হা (রা) বলেন, "তুমুল যুদ্ধের সময় আ'মর পা টানিয়া টানিয়া 'আমি জান্নাতের আকাঙক্ষী' বলিয়া দৌড়াইতে থাকেন এবং শত্রুর উপর হামলার পর হামলা করিতেছিলেন। তাঁহার এক ছেলেও তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। উভয়েই শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করেন।"

যুদ্ধশেষে তাঁহার বিবি স্বীয় স্বামী ও ছেলের মৃতদেহ উটের পিঠে তুলিয়া লইয়া মদীনা রওয়ানা হইলেন। কিন্তু উট মোটেই চলিতে পারিতেছিল না। বহু মারধর করার পরেও চলিল না, হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। বিবি আসিয়া নবীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। নবীজী প্রথমে জানিতে চাহিলেন, আ'মর কিছু বলিয়া আসিয়াছিল কি না ? বিবি তাঁহার দু'আর কথা বিবৃত করিলে নবীজী বলিলেন, "এই জন্যই তো উট সেই দিকে যাইতে চাহিতেছে না।"

মোটকথা এরূপ অসংখ্য ও অচিন্তনীয় ত্যাগ সাহাবাগণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবীর একটি নির্দেশকে ভুল বুঝার দরুন আজ তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। সত্তরজন সাহাবা শহীদ হইলেন। উপরন্তু নবীজীসহ প্রায় সকলেই আহত ও রক্তাক্ত হইয়া পড়িলেন।

কুরআনের আলোতে বিশদ ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল- এমরানের প্রায় ৪/৫ রুকূ ব্যাপিয়া এই ঘটনা বহু আয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন এবং এই ব্যাপারে মুসলমানগণের মনের সন্দেহ ও সংশয় বিরোধীদের অপপ্রচারণা ইত্যাদি সবকিছুর উপর আলোকপাত করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার ও বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ওয়াদা ছিল, মুসলমানগণকে জয়ী করা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় নাই। তাই এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -

"আল্লাহ্‌ আপন ওয়াদা অবশ্য সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন যতক্ষণ তোমরা তাঁহার হুকুম মত লড়িয়াছ।" সত্যই মুসলমানগণ আশাতীতরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন। একের পর এক করিয়া শত্রুপক্ষের ঝাণ্ডাবাহী সাত জন নেতাকে তাহারা হত্যা করিয়াছিলেন। এমনকি, শেষ পর্যন্ত শত্রুরা ময়দান ছাড়িয়া পলাইতেও বাধ্য হইয়াছিল। কাজেই আল্লাহ্‌র ওয়াদা আল্লাহ্‌ পালন করিয়াছেন।

তবে পরাজয় হইল কেন? সেই সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ - مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ - ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ -

"অবশেষে যখন তোমরা পদস্খলিত হইলে এবং আদেশ পালনে মতভেদ সৃষ্টি করিলে এবং তোমাদিগকে কাম্য (জয়) দেখাইলাম তবুও তোমরা নাফরমানী করিলে। তোমাদের কেহ দুনিয়া কামনা করে—আর কেহ আখিরাত কামনা করে। অতঃপর তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দিলাম।"

সাহাবাগণের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ -

"(ঐ কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা (পলাইয়া) পাহাড়ের টিলায় উঠিতেছিলে। (ভয়ের তাড়নায়) পিছন দিকে কাহার প্রতি ফিরিয়াও তাকাও নাই। অথচ নবীজী পিছন হইতে তোমাদিগকে ডাকিতেছিলেন নবীজীর মনে এই ব্যথা দেওয়ার দরুনই তোমাদিগকেও আল্লাহ্‌ পরাজয় দিয়াছেন।"

অনেক তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ হইল—দুশ্চিন্তার উপর দুশ্চিন্তা অন্য উদ্দেশ্যে চাপান হইয়াছিল। অবধারিত জয় হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ, তদুপরি হতাহতদের সংখ্যাধিক্যের মর্মন্তুদ দৃশ্য প্রভৃতি অবলোকন করিয়া সাহাবাগণ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীজীকে পর্যন্ত তাঁহারা অক্ষত রাখিতে পারেন নাই। ইহার উপর আবার ইন্‌তিকালের সংবাদ। বিপদের উপর বিপদ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন, ইহা তোমাদের দুষ্কর্মেরই শাস্তি। এমন দুশ্চিন্তার উপরও মহা দুশ্চিন্তা দিয়াছেন; কারণ

لِكَيْلاَ تَحْزَنُوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلاَ مَا اَصَابَكُمْ -

"যেন তোমাদের হস্তচ্যুত (জয়) এবং আপতিত কষ্টের জন্য তোমরা ব্যথিত না হও।" অর্থাৎ নবীজীর ইন্তিকালের দুঃসংবাদে লাভ হইয়াছিল এই যে, তাহাদের অপরাপর দুঃখ-যাতনা এই এক বেদনাদায়ক সংবাদে তলাইয়া গিয়াছিল।

এই মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদে সাহাবাগণের অনেকে সাহস হারাইয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া নানা চিন্তা করিতেছিলেন। এ জন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -

اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ -

"মুহাম্মদ (সা) তো একজন রাসূল ব্যতীত অপর কিছু নহেন। তাঁহার পূর্বেও অসংখ্য রাসূল ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। কাজেই যদি সত্যই তিনি মরিয়া যান কিংবা নিহত হন তবে কি তোমরা ধর্ম ত্যাগ করিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া যাইবে?"

মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা উত্থাপন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ - وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ .....

"তোমরা যদি আহত হইয়া থাক, তবে শত্রুপক্ষেও তো তেমনি আহত হইয়াছে। এমনিভাবে আমি মানুষের দিনগুলি অদল-বদল করিয়া থাকি।"

কেন তিনি এমন করেন তাহাও বলিয়াছেন ঃ

لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ - وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ - وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ -

"কে সত্যিকারের ঈমানদার ইহা জানিবার জন্য এবং তোমাদের মধ্য হইতে শহীদরূপে গ্রহণ করিবার জন্য; আর আল্লাহ্ জালিমদিগকে ভালবাসেন না (যদিও কাফিরদিগকে জয় দেওয়া হইয়াছে, তবুও তাহারা আল্লাহ্র অপ্রিয়) এবং খাঁটি মুসলমানদিগকে বাছিয়া পৃথক করার জন্য ও কাফিরদিগকে নিপাত করিবার জন্য।"

সত্যিই ওহুদের যুদ্ধে কে সত্যিকার ঈমানদার, কে মুনাফিক, কে ঈমানে পাকা এবং কাহার ঈমান কাঁচা সবই স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই যুদ্ধে অনেকেই শাহাদত লাভ করেন।

www.pathagar.com

এই যুদ্ধে যদিও মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত হইয়াছেন, তবুও ইহার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয় কাফিরদিগকে নিপাত করা। কেননা শত্রুরা এই জয়লাভে গর্বিত হইয়া ভবিষ্যতে আরও অধিক সাহস ও উৎসাহ লইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইবে এবং ক্রমে ক্রমে সমূলে নিপাত হইবে। অপরপক্ষে, যদি বদরের যুদ্ধের ন্যায় এইবারও তাহারা পরাজিত হইত, তবে হয়ত বাড়াবাড়ি বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিত এবং ধর্মান্তরও গ্রহণ করিত না।

অবিশ্বাসীদের শেষ পর্যন্ত নিপাত হইতে হইবে; আল্লাহ্‌র রাজ্যে আল্লাহ্‌র দুশ্‌মনরা কখনও বিজয়ী থাকিতে পারে না— ইহাই চিরন্তন রীতি। কাজেই এই বিজয়ের পর কাফিরদের লম্ফ-ঝম্ফ ও মদীনার গৃহশত্রুদের অপপ্রচারের উত্তরে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ - فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ -

"ইতিপূর্বেও বহু ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। কাজেই তোমরা দুনিয়ার বুকে ভ্রমণ করিয়া দেখ, অবিশ্বাসীদের পরিণতি কি হইয়াছে।"

অর্থাৎ আজ সাময়িকভাবে জয়লাভ করিলেই বা কি ? শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের অবস্থাও পূর্ববর্তী অপরাধীদিগের মতই হইবে। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। অপর আয়াতে আরও স্পষ্ট রহিয়াছে ঃ

اِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا -

"তাহাদিগকে অবকাশ দেই— শুধু দুষ্কৃতি ও গুনাহ্‌র কাজে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য।"

ফলকথা, যে কোন কারণেই হউক, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। আল্লাহ্‌র জন্য উন্মত্তদিগকে এই প্রকার পরীক্ষা দিতেই হয়। এই আঘাত ও বিড়ম্বনায় সাহাবাগণ একেবারে বিমর্ষ হইয়া গিয়াছিলেন।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ - فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا

"আরও কত নবীর সঙ্গে থাকিয়া আল্লাহ্‌র একান্ত কত অনুরক্ত দল লড়াই করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কোনদিন আল্লাহ্‌র পথে আপতিত বিপদাপদ দেখিয়া সাহস হারায় নাই, দুর্বল হয় নাই, ক্লান্ত হয় নাই।"

www.pathagar.com

ইহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল যে, আল্লাহ্‌কে পাওয়া, তাঁহার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করা এবং তাঁহার অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করা তত সহজ নহে। বিরাট সাফল্যের জন্য বড় রকমেরই ত্যাগের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ -

"তোমরা কি ভাবিয়াছ, এমনি বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবে ? অথচ আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে জানিলেনই না, কে তোমাদের মধ্যে জিহাদ করিল এবং কে ধৈর্যশীল।"

পাঠকবৃন্দ! সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমের ত্যাগ, উৎসর্গ, ধৈর্য ও সহনশীলতার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যদি ইহা বলা যাইতে পারে, তবে আমাদের কি অবস্থা তাহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। পরম সুখে জীবন কাটাইয়া আমরা আল্লাহ্‌র জন্য কি এবং কতটুকু করিতেছি? বেহেশ্‌ত লাভের আশা আমরা সকলেই রাখি। কিন্তু কিসের বদলে ? ইহার কোন উত্তর আছে কি ?

মুসলমানদিগকে আযাব দেওয়ার জন্য নহে বরং শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অনেক কিছু হইল। উদ্দেশ্যই সফল হইল। তাঁহারা অবাধ্যতা কিংবা নবীজীর কথা অমান্য করার মনোবৃত্তি লইয়া কিছু করেন নাই।

আল্লাহ্ তা'আলাও শেষ পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলিলেন ঃ

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

"আল্লাহ্ তোমাদিগকে মা'ফ করিয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি খুবই মেহেরবান!" ইহাতে মুসলমানগণ আশ্বস্ত হইলেন। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তাহারা যে মর্মবেদনা ভোগ করিতেছিলেন ইহার ফলে উহা অনেকটা কাটিয়া যায়।

পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া নগণ্য সংখ্যক মুজাহিদ নবীজীসহ সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন, তখন ইহাই আশঙ্কা করা হইতেছিল যে, শত্রুরা তাঁহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। তাহা হইলে ইসলামও চিরকালের জন্য সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু মাত্র ত্রিশজন সাহাবা তাহাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া কিভাবে টিকিয়া রহিলেন এবং এই অল্প কয়জন লোককে কেন শত্রুরা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল, উহার রহস্য অপর একটি আয়াত হইতে বুঝা যায়। ঠিক সেই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করেন ঃ

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوْا ..

"কাফিরদের অন্তরে আমি ভয় ঢালিয়া দিতেছি— যেহেতু তাহারা অংশীদারী।" মুশ্‌রিক ও মূর্তি পূজারীরা স্বভাবতই ভীরু হয়। মানুষের হাতে তৈরি মাটির পুতুলকে

www.pathagar.com

প্রভু হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য তাহাদের অন্তরও তেমনি শক্তিহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সত্যি, হঠাৎ তাহাদের মনে কি ভাবনার উদয় হইয়াছিল তাহা আল্লাহ্ই জানেন। দেখা গেল, জয়ী হইয়াও মাত্র ত্রিশজনকে পর্যুদস্ত করিবার মত সাহসও তাহারা পায় নাই। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া গেল। যেন মান থাকিতে তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িল। জয়ের গৌরবও তাহারা পাইয়াছে, প্রতিশোধও লওয়া হইয়াছে। আর অধিক অগ্রসর হইলে অবস্থা কি দাঁড়ায়, ইহাই ছিল তাহাদের চিন্তার বিষয়।

শত্রুরা ফিরিয়া গেল। কিন্তু ফিরিবার পথে আবূ সুফিয়ান ইহা ভাবিয়া আবার সদলবলে ওহুদের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন যে, সামান্যের জন্য ইসলামের মূল শিকড় রহিয়া গেল। মাহ্বূবে খোদা সংবাদ পাইয়া আহত সাহাবাগণকে লইয়াই পুনরায় তাহাদের মুকাবিলার জন্য মদীনা হইতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হন। মুসলমানগণের আগমনের সংবাদ পাইয়া শত্রুরা ত্রস্তপদে পলায়ন করিতে থাকে। সাহাবাগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হাম্রা-উল-আসাদ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। ওহুদের পরও যতগুলি যুদ্ধ হইয়াছে, উহার সবগুলিতে মুসলমানগণ কাফিরদিগকে ভীরু ও কাপুরুষ প্রতিপন্ন করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। এক কথায়, ওহুদের পুনরাভিনয় আর কোথাও ঘটিতে পারে নাই।

যুদ্ধের প্রারম্ভে মুনাফিকদের পলায়ন একটি মহা অপরাধেরই শামিল ছিল। তাহা সত্ত্বেও মুসলমানদের এহেন ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করিয়া তাহারা মুসলমানদের মনে ব্যথা দিতেছিল। তাহারা বলিতে থাকে, তাহাদের কথা শুনিলে এভাবে কি তাহাদের এতগুলি প্রাণ বিনষ্ট হইত? আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কুকীর্তি ও উক্তির সমালোচনা করিয়া বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُوْلُ - اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ -

"আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আপন বাড়িতেও থাকিতে, তবু যাহাদের মৃত্যু স্থিরীকৃত ছিল, তাহাদের শয্যায়ই উহা ঘটিত।" অন্যত্র আরও বলেন ঃ

قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

"বলুন, তোমাদের ধারণাই যদি সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে নিজেদের উপর হইতে মৃত্যুকে অপসারিত কর দেখি!"

আর আল্লাহ্র রাস্তায় যাঁহারা মৃত্যুবরণ করিলেন তাঁহাদের মূল্য ও মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ -

"যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাক কিংবা কতল হইয়া থাক, তবে আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাত (তোমাদের জন্য রহিয়াছে, যাহা) অবিশ্বাসীদের সঞ্চিত পার্থিব ধন-সম্পদের চেয়ে অনেক উত্তম।"

যুদ্ধের প্রচণ্ডতা কিছুটা হ্রাস পাইলে মাহ্‌বূবে খোদা সাহাবাগণকে লইয়া পাহাড়ে আরোহণ করেন। কাফিরগণও পিছনে পিছনে পাহাড়ে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সমর্থ হয় নাই। আবূ সুফিয়ান ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ (সা) আছে ? নবীজী উত্তর দিতে নিষেধ করিলেন। তিনি আবার ডাকিলেন, "আবূ বকর আছে?" এবারও উত্তর নাই। আবার প্রশ্ন করা হয়, "উমর আছে ?" তবুও উত্তর নাই। তখন আবূ সুফিয়ান উল্লাসের সহিত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মনে হয় তিনজনই শেষ হইয়াছে।"

ইহা শুনিয়া উমর (রা)-এর সহ্য হইল না। তিনিও চিৎকার করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনজনই তোমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য এখনও বাঁচিয়া আছেন।" অতঃপর আবূ সুফিয়ান বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী বার তোমাদের সঙ্গে আবার বদর ময়দানে সাক্ষাৎ হইবে।" নবীজী বলিলেন, "তাহাদিগকে বলিয়া দাও, বহুত আচ্ছা।"

প্রত্যাবর্তনের পথে আবূ সুফিয়ান সগর্বে ধ্বনি তুলিলেন اُعْلُ هُبَلْ হুবাল কি জয়। মাহ্‌বূবে খোদা সাহাবাগণকে বলিলেন, "উত্তর দাও! বল, اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ – "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ!" আবূ সুফিয়ান আবার বলিলেন يَالَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ "উয্‌যা আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন উয্‌যা নাই!" সাহাবাগণ উত্তর করিলেন – اَللّٰهُ مَوْلَنَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ আল্লাহ্ আমাদের মওলা (প্রভু)। তোমাদের কোন প্রভু নাই।" অবশেষে আবূ সুফিয়ান এই বলিয়া সসৈন্যে চলিয়া গেলেন যে, "তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের অনেকের নাক-কান কাটা বিকৃত অবস্থায় দেখিতে পাইবে। আমি কিন্তু উহা করিতে বলি নাই। তবে ইহাতে আমি অসন্তুষ্ট নহি।"

মদীনা প্রত্যাবর্তন ঃ শত্রুরা প্রস্থান করিলে পর মাহ্‌বূবে খোদা ময়দানে গমন করেন। অতঃপর শহীদগণকে বিনা গোসলে স্ব স্ব পরিহিত রক্তাক্ত বস্ত্রে দাফন করিয়া মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মদীনার ঘরে ঘরে তখন দুশ্চিন্তার ঝড় বহিতেছিল। চারিদিকে পড়িয়া গিয়াছিল মাতম। দুঃখ ও বেদনায় সারাটি শহর ছাইয়া গিয়াছিল। নবীজীর জন্য সকলে বিচলিত ছিলেন বেশি এবং মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই শুধু তাঁহার অবস্থা

www.pathagar.com

জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবীজীর মৃত্যু সংবাদের সত্যতা জানিবার জন্য আত্মীয়-স্বজনের কথা ভুলিয়া তাঁহারা অস্থির হইয়া ঘুরাফেরা করিতেছিলেন। সা'দ ইব্‌নে মুআজের মাতা কাব্‌শা বিন্‌তে রাফে' মুসলিম বাহিনীকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া পাগলের মত রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে মাহ্‌বূবে খোদার মোবারক চেহারা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ كل مصيبة بعدك يارسول الله جلل "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে পাওয়ার পরে যাবতীয় মুছীবতই নগণ্য।" তাঁহারই অপর ছেলে আ'মর ইব্‌নে মুআজ যুদ্ধে শহীদ হন। নবীজী তাঁহার জান্নাতের সুসংবাদ দিলে কাব্‌শা বলেন, খুশির কথাই। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন, "হুযূর! শহীদদের পরিবারবর্গের জন্য দু'আ করুন।" নবীজী দু'আ করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حُزْنَ قُلُوبِهِمْ وَاَجِرْ مُصِيبَتَهُمْ -

"হে আল্লাহ্‌! তাহাদের অন্তরের ব্যথা দূর করিয়া দাও এবং তাহাদের কষ্টের প্রতিদান দাও।

আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا .... فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

"আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহতগণকে তোমরা মৃত মনে করিও না, তাহারা জীবিত। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রাপ্ত দানসমূহে তাঁহারা অশেষ প্রীত।"

বিবাহ্‌ বন্ধন ঃ তৃতীয় হিজ্‌রীতে ওহুদ যুদ্ধের পূর্বে শা'বান মাসে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'হাফ্‌সা' (রা) এবং রমযান মাসে হযরত 'যয়নব বিন্‌তে খুযায়মা' (রা) নবীজীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

হাফ্‌সা (রা) উমর (রা)-এর কন্যা। প্রথমে উনাইছ ইব্‌নে হুযায়ফা (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিধবা হওয়ার পর বহুদিন যাবৎ পিতার গলগ্রহ হইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন। হযরত উমর (রা) কন্যার বিবাহের জন্য খুবই চিন্তিত থাকিতেন। নবীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপনের জন্যও তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল। হযরত উমরের অসুবিধা এবং তাঁহার আগ্রহের কথা জানিতে পারিয়া নবীজী চারিশত দিহরাম মোহরে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

যয়নব (রা)-ও বিধবা ছিলেন। প্রথমে তিনি তুফাইল ইব্‌নে হারেছের স্ত্রী ছিলেন। তুফাইল তাঁহাকে তালাক দিলে তাহারই ভাই উবায়দা তাঁহাকে বিবাহ করেন। উবায়দা (রা) বদর যুদ্ধে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া শহীদ হন। স্বামীকে

www.pathagar.com

হারাইয়া যয়নব (রা) অশেষ কষ্টে পড়েন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় একজন শহীদের স্ত্রী ছিলেন তিনি। তাহা ছাড়া তিনি বহু গুণেরও অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল সর্বজনবিদিত। এজন্য সমগ্র দেশে তিনি 'উম্মুল মাসাকীন' অর্থাৎ ভিখারীদের মা বলিয়া মশ্‌হুর ছিলেন। নবীজী তাঁহাকেও নিজের আশ্রয়ে লইয়া গিয়া শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও গুণের মর্যাদা দান করেন।

কাঅ'ব হত্যা ঃ বনি কাইনেকা'র শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রতাপশালী নেতা কাঅ'ব ইব্‌নে আশ্‌রাফ নিজের ধন-সম্পত্তি মক্কা তথা সমগ্র আরবের মুশ্‌রিকদিগের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদিগকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়া এবং গোপন ষড়যন্ত্র চালাইয়া কিভাবে নবীজীকে নাজেহাল এবং ইসলামকে ঘায়েল করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ইহুদী নেতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়াও চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই নবীজীকে বনি কাইনেকা' অবরোধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্যদের অনুরোধ-উপরোধে সে-বারের মত তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

কিন্তু কোথায় তাহারা এই সদাশয়তার যথোচিত মর্যাদা দান করিবে, তদস্থলে তাহারা পুনরায় শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে ক্রমে ক্রমে সকলেই অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। ইসলাম ও মুসলমানগণের ক্ষতিসাধন করিতে তাহাকে আর সুযোগ দান করা উচিত হইবে না স্থির করিয়া মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা আনসারী (রা) কতিপয় সাহাবীকে লইয়া একদিন তাহার গৃহে গমন করেন। সেই স্থানে কা'বকে তাঁহারা হত্যা করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা সারিয়ায়ে মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা নামে খ্যাত। এই সংঘর্ষে হারেছ নামক একজন সাহাবীও আহত হইয়াছিলেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ হিজ্‌রী

সারিয়ায়ে আবূ সালেমা ঃ সবেমাত্র নূতন বর্ষের আরম্ভ। মুহর্‌রমের প্রথম সপ্তাহের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। একদিন নবীজী সংবাদ পান, খুওয়াইলিদের দুই পুত্র তাল্‌হা ও সাল্‌মা বহু লশ্‌কর লইয়া মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

নবীজী ১৫০ জন আনসার ও মুহাজিরের একটি দল আবূ সালেমার নেতৃত্বে তাহাদের উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। শত্রুরা যুদ্ধ না করিয়াই ভয়ে জিনিসপত্র ফেলিয়া পলায়ন করে। সাহাবাগণ গনীমতের জন্তু ও মালপত্র লইয়া মদীনা ফিরিয়া আসেন।

রাজীঅ্'র মর্মান্তিক ঘটনা ঃ রাজীঅ'র ঘটনাটি ছোট হইলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং হৃদয়বিদারক। ওহুদ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কুরাইশগণ মক্কা ফিরিয়া গেলে তাহাদের মুবারকবাদ জানাইবার জন্য সুফিয়ান হেরাবী স্বগোত্রের লোকজন লইয়া সুদূর মক্কায় গমন করে। সুলাফা নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোকের স্বামী এবং তাঁহার চারিটি পুত্র ওহুদ যুদ্ধে নিহত হয়। আ'ছেম ইব্‌নে ছাবেত (রা)-এর হাতেই তাহার দুই ছেলে কতল হইয়াছিল। তাই সুলাফা কসম করিয়াছিল যে, সে আ'ছেমের মাথার খুলিতে মদ্য পান করিবে। সে তখন ইহাও ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি আ'ছেমের মাথা তাহাকে আনিয়া দিবে, সে তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ ১০০ উট প্রদান করিবে।

সুফিয়ানকে উপরোক্ত ১০০ উটের লালসায় পাইয়া বসে। সে বাড়ি আসিয়া বনি আয্‌ল ও বনি কার্‌রা-র সাত ব্যক্তিকে কুমন্ত্রণা দিয়া মদীনায় পাঠাইয়া দেয়। তাহারা সুফিয়ানের কুপরামর্শ অনুসারে মদীনায় যাইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে ইসলামের একান্ত অনুরক্ত এবং শুভাকাঙক্ষী-রূপে যাহির করিতে থাকে। ছাবেত নামক এক দুষ্ট লোক আ'ছেমের বাড়িতে যাইয়া তাঁহার সহিত বেশ মিতালী স্থাপন করিল।

একদিন তাহারা নবীজীর খিদমতে আরয করিল ঃ "কয়েক জন মানুষ আমাদের সঙ্গে দিন। তাঁহারা আমাদের গোত্রের লোকদিগকে কুরআন শিক্ষা দিবেন।" সেই সঙ্গে আ'ছেমকেও পাঠাইবার জন্য তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করিল। আ'ছেমের উক্ত কৃত্রিম বন্ধুটিও তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া বলিল, "আপনি গেলে আমরা খুবই খুশি হইব।"

মাহ্‌বুবে খোদা (সা) দশজন সাহাবীকে তাহাদের সঙ্গে দিলেন এবং আ'ছেমকে করিলেন সেই দলের আমীর। সকলে রওয়ানা হইয়া আস্‌ফান ও মক্কার মধ্যবর্তী এক

www.pathagar.com

স্থানে পৌঁছিলে বিশ্বাসঘাতকদের একজন তাড়াতাড়ি যাইয়া সুফিয়ানকে এই সংবাদ দেয়। সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ দুই শত সশস্ত্র যুবক লইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। তাহারা বনি হুযাইলের রাজীঅ' নামক তালাবে নিকটবর্তী হইতে দেখা গেল, দুর্বৃত্তেরা আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুসলিম দলটির দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

আ'ছেম বেগতিক দেখিয়া পার্শ্বস্থিত টিলার উপর উঠিলেন। অতঃপর সঙ্গীদিগকে তিনি বলিলেন, "শাহাদতকে পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।". টিলার পাদদেশে থাকিয়া কাফিররা ডাকিয়া বলিল, "বৃথা লড়িবার চেষ্টা করিও না। তোমরা আমাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ কর।"

আ'ছেম টিলার উপর হইতে উত্তরে বলিলেন, "আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না। ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করাই আমাদের কাজ।" শত্রুরা তখন তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "হঠাৎ কিছু করিও না। অনর্থক প্রাণ দিতে যাইও না। আমরা তোমাদিগকে আমান দিব—নামিয়া আস।"

আ'ছেম উত্তর করিলেন, "না, আমরা মুশ্‌রিকদের কাছে আমান চাই না, আমি শুনিতে পাইলাম, সুলাফা আমার মাথার খুলিতে শরাব পান করিবার কসম করিয়াছে।" অতঃপর আকাশের দিকে তাকাইয়া "ইয়া আল্লাহ! তোমার পয়গম্বরের কাছে আমাদের সংবাদ জানাইয়া দাও"—বলিয়া আ'ছেম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শত্রুসৈন্যের উপর তিনি প্রথম তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীর নিঃশেষ হইয়া গেলে বর্শাহাতে লড়িতে লাগিলেন। উহা ভাঙ্গিয়া গেলে পর অসিহস্তে শত্রুদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়িলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে শহীদ হইতে হইল। শাহাদতের সময় আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি আরয করিলেন, "খোদা! তোমারই দীনের জন্য প্রাণ দিতেছি। হে খোদা! আমার গায়ে যেন কোন কাফির হাত না লাগাইতে পারে।"

যুদ্ধশেষে কাফিররা তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলার সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি মেহের! মুহূর্তের মধ্যে এক ঝাঁক মৌমাছি আসিয়া তাঁহার সর্বশরীর জুড়িয়া বিরাট একটি বাসা তৈরি করিয়া ফেলে! ইহা দেখিয়া তাঁহার মাথা কাটার জন্য শত্রুদের আর সাহস হইল না। সেই রাত্রিতেই এক প্লাবন তাঁহাকে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে ভাসাইয়া লইয়া যায়। এইরূপে শত্রুদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে নাই। তবু সুফিয়ান আ'ছেমকে হত্যার বিনিময়ে সুলাফার কাছে ১০০ উট দাবি করিয়া পাঠায়। সুলাফা এই বলিয়া সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে যে, তাহার ওয়াদা ছিল, মাথা আনিয়া দিতে পারিলে তবে সে উট দিবে। মাথা যখন আনিতে পারে নাই তখন উট দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

আ'ছেমের সঙ্গীদেরও ছয়জন লড়াইয়ে শহীদ হইয়াছিলেন। বাকি ছিলেন শুধু তিনজন—খুবাইব ইব্‌নে আ'দী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে তারিক ও যায়েদ ইব্‌নে ওয়াছান।

www.pathagar.com

শত্রুরা আবার তাঁহাদিগকে আমানের আশ্বাস দিয়া যুদ্ধ পরিহার করিতে বলে। এবার তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন এবং নিচে অবতরণ করিলেন। কিন্তু কিসের আমান আর কিসেরই বা অঙ্গীকার? শত্রুরা ধনুকের রজ্জু দ্বারা তাঁহাদের হাত বাঁধিয়া ফেলিল। এতদ্দর্শনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে তারিক কৌশলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তলোয়ারসহ একাকী তাহাদের উপর হামলা করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে সিংহের মত গর্জন করিতে এবং অসীম সাহসিকতার সহিত তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়া শত্রুরা হতবাক হইয়া পড়ে। তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে না পারিয়া দূর হইতে তাহারা তীর-পাথর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে শহীদ করে। অতঃপর বাকি দুইজন, খুবাইব এবং যায়েদকে তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

খুবাইব (রা)-এর হাতে হারেছ ইব্‌নে আ'মের বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। উমাইয়া নিহত হইয়াছিল যায়েদের হাতে। এক্ষণে উভয়ই কাফিরদের হাতে বন্দী। হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাদের আত্মীয়বর্গ মহা-উল্লাসে দৌড়াইয়া আসে। একশত উটের বিনিময়ে খুবাইবকে খরিদ করিল হারেছের ছেলেরা এবং উমাইয়ার ছেলে সফ্‌ওয়ান যায়েদকে ৫০টি উটের বিনিময়ে লইয়া যায়।

যিল্‌কদ্ মাসে উভয়কে লইয়া তাহারা মক্কায় উপনীত হয়। হারাম মাসে হত্যা করা অবৈধ বলিয়া কয়েক মাস তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখা হইল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা স্বভাবতই ভীষণ উগ্র থাকে। সুযোগ পাইলে তাহারা যে কোন অনর্থ ঘটাইয়া বসে। কেননা, প্রাণেরই মায়ায় মানুষ সাধারণত অপরাধ করে না। কিন্তু মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে তখন আর প্রাণের জন্য মায়া থাকে না। খুবাইব (রা) হাজরামতের জন্য হারেছের ছেলের নিকট হইতে একটি চক্ষু চাহিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় তাহার অপর একটি ছেলে খুবাইবের কাছে পৌঁছিলে তিনি তাহাকে স্নেহভরে তাহার উরুদেশে তুলিয়া বসাইলেন। ছেলের মা ইহা দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার আশঙ্কা হইল, কয়েদী শিশুটিকে মারিয়া ফেলিবে।

খুবাইব (রা) বলিলেন, "ভয় করিও না— শিশুকে হত্যা করিব না।" মেয়েলোকটি প্রায়ই বলিত, "খুবাইবের মত ভাল কয়েদী কোনদিন দেখি নাই। বন্দী অবস্থায় তাহাকে আঙ্গুর খাইতে দেখিয়াছি, অথচ সেই মওসুমে মক্কায় কোন ফলই ছিল না।"

কয়েদী হত্যা ঃ হারাম মাস অতীত হইলে পর হেরেমের (মক্কার নিষিদ্ধ এলাকা) বাহিরে তন্‌য়ীম নামক স্থানে উভয়কে শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হয়। শূলে চড়াইবার পূর্ব মুহূর্তে খুবাইব (রা) দুই রাক্‌আত নামায পড়িবার জন্য সময় চাহেন। অনুমতি লাভের পর নামায পড়িয়া তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে করিতে শূলের দিকে সহাস্য বদনে অগ্রসর হইলেন ঃ

www.pathagar.com

ولست ابالى حين اقتل مسلما
على اى شر كان الله مصرعى
ذلك فى ذات الاله وان يشاء
يبارك انصال شلوممزعى

"যে কোন ভাবেই আমার হত্যা সংঘটিত হউক না কেন, আমি যখন মুসলমান হিসাবে মরিতেছি, তখন আর কোন কিছুরই পরওয়া আমি করি না। আল্লাহ্র জন্যই আমার এই মৃত্যুবরণ। আল্লাহ্ চাহেন তো আমার দেহের খণ্ড-বিখণ্ডিত প্রত্যেকটি অংশকে তিনি মুবারক করিতে পারেন।"

নির্দিষ্ট সময় শূলকাষ্ঠে তাঁহাকে চড়ান হইল। তিনি কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কাফিররা পার্শ্ব ফিরাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, "আপত্তি নাই। যেদিকেই মুখ করা যায়, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান।" কাফিররা তাঁহাকে বলিল, "ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কর, আমরা তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও ইসলামের এই বীর সৈনিক উত্তর দিলেন, "সমগ্র ভূভাগ আমাকে দেওয়া হইলেও আমি ইসলাম ছাড়িব না। একটি প্রাণ বৈ তো আর কি ? শত শত প্রাণ ইসলামের জন্য কোরবান।" তাহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—" তোমার পরিবর্তে যদি মুহাম্মদকে শূলে চড়ান হয়—আর তুমি সহী-সালামতে বাঁচিয়া যাও, তাহা হইলে উহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে কি?"

এমন কথায় কোন্ মুসলমান সন্তুষ্ট হইতে পারে ? তিনি বলিলেন, "কখনও না, আমি বাঁচিয়া থাকিতে নবীজীর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হউক, ইহাও আমার অসহ্য।"

ব্যস্, আর দ্বিতীয় কথা হইল না। বদর যুদ্ধে নিহত বিভিন্ন ব্যক্তির আত্মীয়বর্গের মধ্যে প্রায় ৪০ জন চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে বর্শা মারিতে আরম্ভ করে। খুবাইব আল্লাহ্র দরবারে শুধু এতটুকু বলিলেন, "ইয়া আল্লাহ! এখানে সকলেই আমার দুশ্মন। রাসূলুল্লাহ্র কাছে আমার শেষ সালামটুকু পৌঁছাইবার মত একজন লোকও নাই। তুমিই তাঁহাকে আমার সালাম জানাও।" এহেন নৃশংস অত্যাচারে তিলে তিলে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

যায়েদকেও তাহারা এমনি সব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যখন তাহাদের অবাঞ্ছিত উত্তর পাইল, তখন খুবাইবের মত তাঁহাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। খুবাইবের লাশটি তাহারা শূলে চড়াইয়া রাখিয়াছিল।

মাহ্বূবে খোদা (সা) সাহাবাগণকে লইয়া মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় জিব্রাঈল (আ) তথায় উপস্থিত হইয়া খুবাইব (রা)-এর সালাম ও শাহাদতের সংবাদ দেন। নবীজী وعليه السلام ورحمة الله বলিয়া প্রতি-সালাম জানাইলেন।

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি জানিতে চাহিলেন, খুবাইবের লাশটি কে আনিয়া দিবে ? হযরত যুবায়ের ও মেক্বদাদ (রা) সম্মত হইলেন।

শত্রুরা জেদের বশবর্তী হইয়া লাশটি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল, যেন সেই অবস্থায় উহা গলিয়া পচিয়া যায় কিংবা পাখিরা ছিঁড়িয়া-কুটিয়া উহা খাইয়া ফেলে। মুসলমানরা যেন গোপনে উহা না লইয়া যাইতে পারে তজ্জন্য ৪০ জন সশস্ত্র লোকও সর্বদা লাশটি পাহারা দিত।

সাহাবাদ্বয় অতি গোপনে অগ্রসর হইয়া রাত্রিকালে যথাস্থানে পৌঁছিলেন। প্রহরীরা তখন লাশটি ঘিরিয়া ঘুমাইতেছিল। সাহাবাদ্বয় অতি সন্তর্পণে খুবাইব (রা)-এর লাশ শূল হইতে নামাইয়া ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া লইয়া ছুট দিলেন। ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয় যে, শাহাদত বরণের ৪০ দিন পরেও তাঁহার শরীর টাট্‌কাই ছিল। শরীরের যখমগুলি হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল, যেন সদ্য শহীদ। তাঁহার দেহ হইতে মেশ্‌কের মত সুগন্ধও বাহির হইতেছিল।

ভোরের দিকে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া কুরায়শরা উষ্ট্রারোহী একটি দল মদীনার পথে তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দেয়। লাশ লইয়া ঘোড়াটি দ্রুত দৌড়াইতে পারিতেছিল না। শত্রুরা শীঘ্রই তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। যুবায়ের উপায়ান্তর না দেখিয়া লাশটি মাটিতে রাখিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ মাটি তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অতঃপর যুবায়ের (রা) শত্রুদের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, "আমি যুবায়ের ইব্‌নে আওয়াম। আর আমার মা হইতেছেন সফিয়া বিন্‌তে আবদুল মোত্তালেব। আর ইনি আমার সঙ্গী, মেক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ। এখন তোমাদের ইচ্ছা—লড়িতে চাও তো তীর-ধনুক লইয়া লড়িতে পার। আর যদি বল তবে আমরা তলোয়ার লইয়াও লড়িতে প্রস্তুত আছি। অথবা যদি ফিরিয়া যাইতে চাও, তবে তাহাও করিতে পার।" কিন্তু মাত্র এই দুইজনের সঙ্গে লড়িবার মত সাহসও তাহাদের হইল না। সাহাবাদ্বয় নবীজীর দরবারে পৌঁছিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। জিব্‌রাঈল (আ) আসিয়া নবীজীকে বলিলেন, "ফেরেশ্‌তা-মহলে তাঁহার এই দুই বন্ধুর খুবই প্রশংসা করা হইতেছে।"

সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উনাইস ঃ আ'ছেম প্রমুখ দশজন সাহাবার এহেন মৃত্যুতে মাহ্বূবে খোদা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছিলেন। সবকিছুর মূলে ছিল ধূর্ত সুফিয়ান। তাহাকে কতল করিবার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উনাইস কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আবদুল্লাহ মন্‌জিলের পর মন্‌জিল অতিক্রম করিতে করিতে 'বাত্‌নে আ'র্‌না' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন। সুফিয়ান তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি পরিচয় গোপন রাখিয়া বলিলেন, "আমি বনি খুযাআ'র লোক। মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আপনি সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন শুনিয়া আমি ভর্তি হইতে

www.pathagar.com

আসিয়াছি।" কথাবার্তা দ্বারা সুফিয়ানকে মুগ্ধ করিয়া তিনি দলভুক্ত হইলেন। পরে তিনি আরও নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি সুফিয়ানের তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া তাহার মাথা কাটিয়া লইয়া মদীনা রওয়ানা হইয়া যান।

সুফিয়ানের লোকজন ইহা টের পাইয়া তাঁহার তালাশে বাহির হয়। শত্রুর ভয়ে তিনি পথিমধ্যে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেন। গর্তের মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া শত্রুরা পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়। দুই-একদিন পর তিনি নিশ্চিন্ত মনে গুহা হইতে ছিন্নমুণ্ডসহ মদীনায় উপনীত হন।

www.pathagar.com

বীরে মাউ'নার ঘটনা

এই মাসের আর একটি ঘটনা খুবই মর্মন্তুদ, খুবই পৈশাচিক হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। উহা মুসলমানদের জন্য তখনকার দিনে অপূরণীয় ক্ষতি ও অসহনীয় ব্যথা বহন করিয়া আনিয়াছিল।

নজ্দের অধিবাসী এক বৃদ্ধ, আবূ বারা-আমের ইব্নে মালেক মদীনায় আসিয়া পঞ্চমুখে ইসলামের প্রশংসা করিয়া বলিল, "কয়েকজন ধর্ম-প্রচারক পাইলে সে তাঁহার গোত্রকে এই সনাতন ধর্ম-পথে আনিতে পারিত।"

নজ্দের বিরাট এলাকার অগণিত লোক মুসলমান হইলে উহা হইবে এক বিরাট সাফল্য। কিন্তু হাজার হইলেও উহা শক্রুর দেশ। শক্রুর দেশে ভয়ের কারণ ছিল। তাই নবীজী বলিলেন, "নজ্দবাসীকে আমি ভয় করি।" বৃদ্ধ বলিল, "কোন ভয় নাই। আমি তাহাদিগকে আমার আশ্রয়ে লইয়া যাইব।"

৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবাকে তাহার সঙ্গে দেওয়া হইল। সকলেই হাফেজে কুরআন, আলিম, ক্বারী ও একনিষ্ঠ ইবাদতগুযার। এই সকল গুণের জন্য তাঁহারা নবীজীর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইসলামের প্রতি দাওয়াত জানাইয়া নেতা-আমেরের নামে নবীজী একখানি পত্রও দিলেন।

সাহাবাগণ নজ্দের অদূরে বীরে মাউ'না নামক স্থানে পৌঁছিয়া থামিলেন। আ'মর ইব্নে উমাইয়া ও মুন্যের ক্লান্ত উটগুলিকে চারণ ভূমিতে লইয়া গেলেন। হযরত হারাম দুইজন সঙ্গীসহ নবীজীর পত্রখানি লইয়া গেলেন 'নজ্দ'-নেতা আমের ইব্নে তুফাইলের কাছে। বাড়ির নিকটবর্তী হইলে তিনি সঙ্গীদ্বয়কে রাখিয়া একাকী গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "যদি তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তবে তোমরাও আসিও। অন্যথায় এখান হইতেই ফিরিয়া যাইও।"

হারাম (রা) নবীজীর পত্রখানি আমেরকে দিলেন। ইসলামকে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। ক্রোধে তিনি পত্রটি দেখিলেন না। উপরন্তু বর্শার এক ঘায়ে তিনি হারাম (রা)-কে বিদ্ধ করিয়া ফেলেন। হারাম (রা) فزت ورب الكعبة "কা'বার প্রভুর কসম, আমি কামিয়াব হইয়াছি" বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমের একবারও ভাবেন নাই যে, দূত-হত্যা মহা অন্যায়। তাহা ছাড়া তাহারই পিতৃব্য সকলকে আশ্রয় দিয়া আনিয়াছেন। তিনি স্বগোত্রকে উস্কানি দিয়া বলেন,

www.pathagar.com

"মুসলমানদের একজনকেও যেন জীবিত ছাড়া না হয়।" বৃদ্ধের আশ্রিত বলিয়া তাহারা ইতস্তত করিতে থাকিলে তিনি আশেপাশের রাঅ'ল, যাকওয়ান, উ'সাইয়া প্রভৃতি গোত্র হইতে বহু লোক-লশ্কর লইয়া ৭০ জন সাহাবাকে আক্রমণ করেন। সাহাবাগণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুকাবিলা করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া অধিকক্ষণ লড়াই করিতে পারিলেন না। একমাত্র কা'ব ছাড়া সবাই শহীদ হইলেন। কা'ব ইব্নে যায়েদ ভূলুণ্ঠিত হইয়া থাকায় তাঁহাকেও মৃত মনে করিয়া কাফিররা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রাণবায়ু তখনও ছিল।

চারণ ভূমি হইতে মুন্যে ও আ'মর (রা) মৃতভোজী পক্ষীদলকে আকাশে উড়িতে দেখিয়া সন্দেহ করিলেন, নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটিয়াছে। সে স্থান হইতে তাহারা ত্রস্তপদে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। সঙ্গিগণ শহীদামৃত পান করিয়া চির-নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন, আর অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য রক্ত-সিক্ত তলোয়ার হাতে তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে টহল দিতেছে।

এমতাবস্থায় কি করা উচিত, একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আ'মর বলিলেন, "চলুন মদীনা ফিরিয়া গিয়া নবীজীকে সংবাদ দেই।"

মুন্যের বলিলেন, 'না—সংবাদ তো পৌঁছিয়াই যাইবে। আমার মন চাহিতেছে না যে শাহাদত ছাড়িয়া এবং আমার বন্ধুদিগকে এখানে চিরনিদ্রিত রাখিয়া চলিয়া যাই। বরং চল ভাই, সামনে অগ্রসর হইয়া বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হই।" অতঃপর উভয়ই শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হযরত মুনযের শহীদ হইলেন; আ'মর হইলেন বন্দী। কাহারও মতে আ'মরের সঙ্গী ছিলেন হারেছ ইব্নে সিম্মা। উভয়ে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হন। হারেছ যুদ্ধে দুইটি কাফিরকে হত্যা করিয়াছিলেন। বন্দী হওয়ার পরও এক সুযোগে তিনি আরও দুই জনকে কতল করিয়া শহীদ হন। শত্রুপক্ষীয় নেতা আ'মের ইব্নে তুফাইলের মায়ের এক গোলাম আযাদ করিবার মানত ছিল। তিনি এক্ষণে বন্দী আ'মরকে ছাড়িয়া দিয়া সেই মানত আদায় করিলেন। শহীদগণের মধ্যে আবূ বকর (রা) কর্তৃক আযাদকৃত গোলাম আ'মের ইব্নে ফুহাইরাও ছিলেন। হত্যাকারী জাবের ইবনে সাল্মা বর্শার আঘাতে তাঁহার দেহ ভেদ করিয়া দিলে তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, فزت والله "খোদার কসম, আমি কামিয়াব হইয়াছি।" অতঃপর তাঁহাকে আস্মানের দিকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া হত্যাকারীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। শত্রুসৈন্যরাও অনেকেই এই দৃশ্য দেখিল। এই ঘটনার পর জাবের ইব্নে সালমা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

বৃদ্ধ আ'মের ইব্নে মালিক ভ্রাতুষ্পুত্রের এই ব্যবহার ও তাহার আমানের মর্যাদাহানির জন্য খুবই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া সেই মর্মানলে জ্বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর আ'মের ইব্‌নে তুফাইল নবীজীকে বলিয়া পাঠাইলেন ঃ "আমাকে রাজ্যের অর্ধাংশের মালিকানা এইভাবে দিতে হইবে যে, জমি ও মাঠগুলি আপনার এবং শহরগুলি হইবে আমার অথবা আপনার মৃত্যুর পর আমাকেই আপনার খলীফা নিযুক্ত করিবেন। এই দুইটির কোন্‌টিতে আপনি সম্মত আছেন, আমাকে জানান। অন্যথায় আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিব।"

মাহ্‌বূবে খোদা আল্লাহ্‌র দরবারেই এই দাম্ভিকতার অভিযোগ জানাইলেন। দু'আ করিলেন, اللهم اكفنى عامرا "হে খোদা! আ'মেরের তুমি ব্যবস্থা কর, যেন আমার কাছ পর্যন্ত সে পৌঁছিতে না পারে।" আশ্চর্যের বিষয়, তাহারই এক সঙ্গীর বর্শার আঘাতে তাহার শরীরে এক ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং উহা গলিয়া পচিয়া মহা কষ্টে সে প্রাণত্যাগ করে।

ভুলক্রমে হত্যা ঃ আ'মর ইব্‌নে উমাইয়া মুক্তি পাইয়া বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মদীনা ফিরিতেছিলেন। এতগুলি বিশিষ্ট সাহাবী বিশ্বাসঘাতকতার দরুন নিহত হওয়ায় অন্তরের বেদনা দমাইয়া রাখিবার মত ধৈর্য তাঁহার ছিল না। পথিমধ্যে দুইজন মুশ্‌রিককে দেখিতে পান। তাহাদিগকে বনি আ'মেরের লোক মনে করিয়া তিনি উভয়কে কতল করিলেন এবং মনে মনে বলিতে থাকেন, যাক্‌ একটা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল। অথচ বাস্তবে তাহারা ছিল মাহ্‌বূবে খোদার আমান-প্রাপ্ত লোক। আ'মর ইহা জানিতেন না।

ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ডটি হইয়া যায়। এমন ভুল-হত্যার শাস্তি হইতেছে দিয়ত অর্থাৎ অর্থদণ্ড! নবীজী এই শাস্তিই ধার্য করিয়াছিলেন।

বনি আ'মেরের মিত্র গোত্র ছিল মদীনার ইয়াহূদী গোত্র 'বনি নাযীর'। কাজেই 'দিয়ত' কত দিতে হইবে, নবীজী তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহা ঠিক করিতে যাত্রা করেন।

www.pathagar.com

গায্‌ওয়ায়ে বনি নাযীর

মাহ্‌বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনার প্রান্তস্থিত বনি নাযীর গোত্রের নিকট গমন করিলেন। উদ্দেশ্য, হত্যা সংক্রান্ত অর্থদণ্ড আদায়ের ব্যবস্থা করা, যাহাতে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকে।

ইয়াহূদীরা ছিল প্রতাপশালী গোত্র। লোকজন, অর্থ-কড়ি কিছুরই তাহাদের অভাব ছিল না। উচ্চ টিলা-ভূমিতে সুদৃঢ় কেল্লার মধ্যে তাহারা বাস করিত।

নবীজী সরলমনে সেস্থানে গেলেন। তাহারা সাদর অভ্যর্থনা ও মৌখিক আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি করিল না। কিন্তু কপটদের মনে জাগিয়া উঠে দুষ্ট অভিসন্ধি। "আপনি কোন দিন আসেন না। আজ পাইয়াছি— আমরা আপনার মেহ্‌মানদারী করিব।" এ ধরনের কত শ্রুতিমধুর কথা বলিয়া নবীজীকে তাহারা একটি প্রাচীরের ছায়ায় আসন দেয়। অতঃপর তাহারা বলিল, এখন বিশ্রাম করুন খাওয়া-দাওয়ার পর আলোচনা হইবে।

নবীজীকে তাহারা সেখানে একাকী বসাইয়া রাখিয়া সকলে বাড়ির মধ্যে চলিয়া যায়। অতঃপর তাহারা উপর হইতে পাথর গড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। এমন সময় জিব্‌রাঈল (আ) আসিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা নবীজীর কানে কানে বলিয়া দিয়া গেলেন।

নবীজী তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া এমনভাবে তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন যে, পায়খানা-প্রস্রাব ত্যাগের জন্য নিকটে কোথাও যাইতেছেন এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

তিনি সকলের অগোচরে একেবারে মদীনায় ফিরিয়া আসেন এবং বনি নাযীরের নিকট এই মর্মে এক কড়া নির্দেশ পাঠাইলেন, "তোমরা হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। কাজেই দশ দিনের জন্য তোমাদিগকে 'মুহ্‌লত' দেওয়া যাইতেছে। এই সময়ের মধ্যে তোমরা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। দশ দিনের পর যাহাকে পাওয়া যাইবে, তাহারই গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

ইহুদীরা এই আদেশ মানিল না। উপরন্তু যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। অগত্যা নবীজী সসৈন্যে তাহাদের কেল্লা অবরোধ করিলেন। কেল্লা পার্শ্বস্থিত তাহাদের আদরের খেজুরের গাছগুলিও তিনি কাটিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিলেন। তদনুসারে

www.pathagar.com

সাহাবাগণও বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল গাছগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। আর অনেকে কাটিলেন মৃতপ্রায় গাছগুলি— অনেকে মোটেই কাটিলেন না। কারণ, তাঁহারা মনে করিলেন, জয় তাঁহাদের সুনিশ্চিত এবং তখন এ সকল গাছ মুসলমানদেরই সম্পত্তি হইবে।

সাহাবাগণের নিয়ত উভয় ক্ষেত্রেই ভাল ছিল। তাই রাসূলে খোদা কাহাকেও ভালমন্দ কিছু বলেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় প্রকার কাজের প্রশংসা করিয়া আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ –

"তোমরা 'তর ও তাজা' যে সব খেজুর গাছ কাটিয়াছ— কিংবা সমূলে উপড়াইয়া দিয়াছ, সকলই আল্লাহ্‌র আদেশে এবং ইহা দুষ্কৃতিকারীদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য।"

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল খায্‌রাজ গোত্রীয়। আর পূর্ব হইতেই খায্‌রাজের সঙ্গে বনি নাযীরের ছিল মিত্রতা। তাহাদিগকে এই দুষ্ট লোকটি ইতিপূর্বে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছিল এবং অবরোধ কালীন সঙ্কট সময়েও গোপনে উৎসাহ যোগাইতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহই কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে নাই। ইয়াহূদীরা ক্রমে ক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং অবশেষে নিজেরাই জানায় যে, তাহারা চলিয়া যাইতে সম্মত আছে।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) তাহাদিগকে প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। তবে তাহাদের উপর আদেশ হইল যে, হাতিয়ার-পত্র কিছুই নিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া ইহাও বলিয়া দেওয়া হয়, যে পরিমাণ জিনিসপত্র নিজেদের উটে অথবা ঘোড়ার পিঠে করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব, শুধু সেই পরিমাণ জিনিস-পত্র তাহারা সঙ্গে নিতে পারিবে।

এহেন নিষ্কৃতিকে মহা সৌভাগ্য মনে করিয়া—জানালা পর্যন্ত যত কিছু সম্ভব গুটাইয়া লইয়া তাহারা প্রস্থান করে। তাড়াহুড়ার মধ্যে ঘর-দরজা ভাঙ্গিবার কাজে তাহারা মুসলমানদেরও সাহায্য লইয়াছিল। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই সূরা হাশরের অনেকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ – مَاظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُم مِّنَ

www.pathagar.com

اللّٰهِ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ - فَاعْتَبِرُوْا يَاُولِى الْاَبْصَارِ -

"তিনিই, যিনি কিতাব-প্রাপ্ত কাফিরদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ি হইতে প্রথম সৈন্য সমাবেশের দিনই বহিষ্কার করিয়াছেন। তোমরা কোনদিন কল্পনা কর নাই যে, তাহারা (এভাবে দেশ ছাড়িয়া) চলিয়া যাইবে আর তাহারা তো ধারণা করিত যে, তাহাদের সুদৃঢ় কেল্লাগুলিই তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে! অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে আল্লাহ্‌র করাল হস্ত আসিয়া পড়িল, তাহাদের অন্তরে তিনি ভয় ঢুকাইয়া দিলেন। তাহারা নিজ হাতে এবং মুসলমানদের হাতে নিজেদের বাড়িগুলি ধ্বংস করিল। কাজেই, হে চক্ষুষ্মানরা! দেখিয়া শিক্ষা গ্রহণ কর।"

দেশান্তরিত হইয়া তাহারা অনেকে লোহিত সাগরের অদূরস্থ 'খাইবারে', কেহ শ্যাম কিংবা অন্যত্র যাইয়া বসবাস করিতে থাকে।

বদর-ই-সানী ঃ পূর্ববর্তী বৎসর ওহুদ যুদ্ধে অর্ধবিজয়ী কুরাইশী নেতা আবূ সুফিয়ান সদম্ভে বলিয়া গিয়াছিলেন, আগামী বৎসর বদর ময়দানে পুনরায় দেখা হইবে। একটি বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পথে, কারণ চতুর্থ হিজ্‌রীর শা'বান শুরু হইয়া গিয়াছিল। বদর মাঠের এক প্রান্তে মেলা বসিয়াছিল। প্রতি বৎসর এমন দিনে বিরাট মেলা হইত।

আবূ সুফিয়ান প্রতিশ্রুত যুদ্ধের জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া যান। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দুর্বল মুসলিম বাহিনীর অমিত তেজ ও সিংহবিক্রমে হামলার ভয়ও যে ইহার একটি বিশেষ কারণ ছিল, তাহা বলার প্রয়োজন পড়ে না। অতঃপর তাঁহার চিন্তা হয় কোন কৌশলক্রমে মুসলমানদিগকেও যুদ্ধ হইতে নিরস্ত রাখা। তিনি ভাবিলেন, তাঁহারা যদি বদর প্রান্তরে না আসেন, তবে কুরাইশদেরও কোন অপমান হয় না। তাই নাঈ'ম ইব্‌নে হাসউ'দকে মদীনা পাঠান হইল। কতিপয় সঙ্গীসহ নাঈ'ম মদীনায় পৌঁছিয়া কুরাইশদের বিপুল সৈন্য সমাবেশ ও অস্ত্র-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া বদর আগমনের সংবাদ শুনাইয়া সাহাবাগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলার চেষ্টা করিতে থাকে।

কিন্তু মুসলমানও কি কোন ভয়-ভীতিতে দমিয়া যাইতে পারে? নাঈ'মের কথা শুনিয়া যেন তাহাদের উৎসাহ এবং মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়। حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - "আল্লাহ্‌ই আমাদের যথেষ্ট এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ কারসাজ" বলিয়া সাহাবাগণ রণোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। নবীজী যথাসময়ে ১৫০০ মুজাহিদ সমভিব্যহারে বদর ময়দানে উপনীত হন। কুরাইশ দল কিন্তু ময়দানে উপস্থিত হইল না।

www.pathagar.com

শত্রুপক্ষের আগমন প্রতীক্ষায় সাহাবাগণ কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিলেন। এই সুযোগে তাঁহারা মেলায় পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচা করিয়া যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করেন। শ্রেষ্ঠ ধনী ও ব্যবসায়ী উস্‌মান (রা) বলেন, প্রতি দীনারে এক দীনার অর্থাৎ শতকরা একশত দীনার তাঁহার লাভ হইয়াছিল।

বিনা যুদ্ধে, বিনা কায়ক্লেশে এবং প্রচুর লাভসহ সানন্দে তাঁহারা অতঃপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে এই উপলক্ষে প্রশংসাসূচক বাণী আসিয়াছে।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا - وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ -

(সূরা-আল-ইমরান ঃ ১৭৩)

"তাহাদিগকে লোকেরা বলিল, (কুরায়শী) লোকজন তোমাদের জন্য বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন, কাজেই তাহাদিগকে ভয় কর। কিন্তু ইহাতে তাহাদের ঈমান বাড়িয়া গেল এবং বলিল—'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যথেষ্ট এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ কারসাজ। অতঃপর (যুদ্ধ হইতে) তাহারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও ব্যবসায়ের লাভ অর্জন করিয়া ফিরিল—তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কষ্টও স্পর্শ করে নাই। তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছে এবং আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী।"

এই অভিযান ইতিহাসে 'গায্ওয়ায়ে বদর-ই-সানী' (দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ) নামে খ্যাত। ইহাকেই 'বদরে ছুগরা' (ছোট বদর) এবং 'বদর-ই-মাওয়েদ' অর্থাৎ প্রতিশ্রুত বদরও বলা হয়। এই ঘটনাটি যিলকদ মাসে ঘটিয়াছিল বলিয়াও কেহ্ কেহ্ উল্লেখ করেন।

চতুর্থ হিজ্‌রীর অন্যান্য ঘটনার মধ্যে হযরত ইমাম হাসানের জন্মলাভ এবং মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা অন্যতম।

উম্মে সালেমার বিবাহ্ ঃ এই বৎসরই শাওয়াল মাসের শেষের দিকে মাহ্বূবে খোদা (সা) সর্বগুণ সম্পন্না মা-উম্মে সালেমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি একান্ত বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণা ও বহুগুণের অধিকারিণী ছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁহার ত্যাগ অতুলনীয়।

কুরাইশী সর্দার, ইসলামের পরম দুশমন উমাইয়ার সুন্দরী বিদুষী কন্যা ছিলেন উম্মে সালেমা। চাচাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল আসাদের সঙ্গে তাঁহার প্রথম

www.pathagar.com

বিবাহ হয়। আবদুল্লাহ্ একাদশ নম্বরের মুসলমান। পরে তাহার স্ত্রীও মুসলমান হয়। উভয়ে কুরাইশীদের অত্যাচারে আবিসিনিয়া হিজ্রত করিয়াছিলেন। সেখানেই তাঁহাদের ছেলে সালেমা জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা বহু কষ্ট ভোগ করেন। নবীজীর মদীনায় হিজ্রতের সময় তাঁহারাও হিজ্রত করিতে চাহিলে কি দুর্দশা ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার বর্ণনাতেই প্রকাশ।

উম্মে সালেমা বলেন ঃ "আবূ সালেমা (আবদুল্লাহ) উটে মালপত্র বোঝাই করিয়া আমাকে ও সালেমাকে উহার পিঠের উপর তুলিয়া লইয়া মদীনা রওয়ানা হইলেন। আমার পিতৃকুল বনী মুগীরা ইহা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে বাধা দেন। "তোমার যে দিকে ইচ্ছা, যাইতে পার। কিন্তু আমাদের মেয়েকে দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দিব না" বলিয়া উটের লাগামখানি আবূ সালেমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহাদের বাড়ির দিকে লইয়া যাইতে থাকে। এমন সময় শ্বশুরালয় হইতে বনি আবদুল আসাদের লোকজন সেস্থানে উপস্থিত হইয়া বনি মুগীরার লোকদের সঙ্গে এই বলিয়া ভীষণ ঝগড়া শুরু করিয়া দেয় যে, "আমাদের ছেলেকে তোমাদের মেয়েকে লইয়া যাইতে দিব না— সুতরাং আমাদের শিশুকেও তোমাদের মেয়েকে লইয়া যাইতে দিব না।" এই বলিয়া সালেমাকে তাহারা আমার কোল হইতে ছিনাইয়া লয় এরূপে আমি গেলাম আমার পিত্রালয়ে, আমার ছেলেকে লইয়া গেল তাহার দাদার বাড়ি এবং স্বামী গেলেন মদীনায়। দুঃখে আমার কলিজা যেন চৌচির হইয়া যাইতে থাকে। কখনও পাগলিনীর মত ময়দানে বাহির হইয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম আর কখনও সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে বসিয়া কাঁদিতাম।

এভাবে একটি বৎসর কাটিয়া যায়। একদিন আমার অবস্থা দেখিয়া আমার এক চাচাত ভাইয়ের অন্তরে করুণার উদ্রেক হয়। তিনি অনেক চেষ্টার পর আমাকে স্বামীর কাছে চলিয়া যাওয়ার অনুমতি লইয়া দেন। ইহা জানিতে পারিয়া শ্বশুরকুলও সালেমাকে পাঠাইয়া দেয়।

উম্মে সালেমা বলেন ঃ অতঃপর ছেলেকে লইয়া একাকিনী আমি এক উটে চড়িয়া মদীনা রওয়ানা হই। তিন কি চারি মাইল যাইতেই 'তানয়ীমে' হঠাৎ উস্মান ইব্নে তাল্হা আমাকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, এভাবে একাকী আমি কোথায় যাইতেছি।

আমি বলিলাম, "স্বামীর কাছে মদীনা যাইতেছি।"

প্রশ্ন— "সঙ্গে কেহই নাই ?"

উত্তর— "আল্লাহ্ ছাড়া কেহ নাই।" ইহা জানার পর তিনি কিছু না বলিয়া আমার উটের নাকের রশি ধরিলেন এবং নিজে হাঁটিয়া চলিতে লাগিলেন। উম্মে সালেমা তাঁহার ভদ্রতা ও সহৃদয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, "খোদার কসম!

www.pathagar.com

উসমানের মত শরীফ লোক আমি দেখি নাই। নামিবার প্রয়োজন দেখা দিলে উটকে বসাইয়া তিনি গাছের আড়ালে সরিয়া যাইতেন। আমি আবার উটের পিঠে আরোহণ করিলে তিনি নিঃশব্দে আসিয়া উটের দড়ি ধরিয়া চলিতে থাকিতেন।"

আবূ সালেমা তখন কু'বায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া উস্‌মান ইব্‌নে তাল্‌হা মক্কায় ফিরিয়া যান।

আবূ সালেমা বদর ও ওহুদ যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি কয়েকটি সারিয়াতেও যোগদান করিয়াছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে এক যখমে তিনি খুবই কষ্ট পান। পরে চতুর্থ হিজ্‌রীতে এক সারিয়া হইতে ফিরিবার পর ঐ যখম আবার কাঁচা হইয়া উঠে। ইহার ফলে তিনি ৮ জমাদিয়াল উখ্‌রা তারিখে ইন্‌তিকাল করেন। উম্মে সালেমা তখন গর্ভবতী ছিলেন। মদীনায় আসার পর এক ছেলে উমর ও মেয়ে দার্‌রার জন্ম হয়। মেয়ে যয়নব জন্মগ্রহণ করিলে ইদ্দৎ পূর্ণ হয়। দয়ার আধার মাহ্‌বূবে খোদা এহেন গুণবতীর দুর্দশা দেখিয়া নিজেই বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। চতুর্থ হিজ্‌রীর শাওয়াল মাসের শেষার্ধে এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। উম্মে সালেমা বলেন— নবীজীর মুখে শুনিয়াছিলাম বিপদে পড়িয়া নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করিলে আল্লাহ্ চমৎকার প্রতিদান দেন ঃ—

اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلفنى خيرا منيا -

"ইয়া আল্লাহ্! আমার এই বিপদ হইতে তুমি মুক্তি দাও এবং এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দাও।" তিনি আরও বলেন, আবূ সালেমার মৃত্যুর পর হইতে তিনি এই দু'আ পড়িতে থাকেন। কিন্তু প্রায়ই চিন্তা করিতেন, আবূ সালেমার চেয়ে উত্তম কে হইতে পারে। অবশেষে এমন উত্তম ব্যক্তিকে খোদা মিলাইয়া দিলেন যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ।

www.pathagar.com

পঞ্চম হিজরী

যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ওহুদ যুদ্ধে কাফিরদের বিজয় লাভে অবিশ্বাসীদের বুক ফুলিয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা নানাভাবে উস্কানি দিয়া তাহাদের শত্রুতার আগুনে ইন্ধন যোগাইতেছিল। ফলে চারিদিকে রব উঠে— মার! মার! মুসলমানদিগকে বিতাড়িত কর! খতম কর ইত্যাদি। ইহারই ফলস্বরূপ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইতে থাকে। দুর্বল মুসলিম একটু শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে নতুন আপদ দেখা দেয়।

গায্ওয়ায়ে দওমাতুল 'জান্দাল' ঃ পঞ্চম হিজ্রীর রবিউল আওয়াল মাস চলিতেছিল। হঠাৎ সংবাদ আসে, দওমাতুল্ জান্দাল-এ বিপুল সংখ্যক কাফির সৈন্য একত্রিত হইয়াছে এবং তাহারা মদীনা আক্রমণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। স্থানটি সুদূর দামেস্ক হইতে পাঁচ মন্যিল মদীনার দিকে। শত্রুদিগকে বাধা প্রদানের জন্য নবীজী এক হাজার মুজাহিদসহ সেদিকে রওয়ানা হইলেন।

এই সংবাদ পাইয়া শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হইয়া সরিয়া পড়ে। মুসলিম বাহিনী শূন্য প্রান্তরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসে।

www.pathagar.com

গায্ওয়ায়ে মুরাইসীঅ'

পঞ্চম হিজ্রীর শা'বান মাস। বনি মুস্তালিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমরায়োজনে লিপ্ত রহিয়াছে। সংবাদ পাইয়া মাহ্বূবে খোদা (সা) স্বয়ং সাহাবাগণকে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হন। কিন্তু শত্রুরা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইল না। কিন্তু তাহারা জিনিসপত্র ছাড়িয়া বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে। বনি মুস্তালিককে দমন করিয়া নবীজী সদলবলে মদীনা যাত্রা করেন।

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ এই অভিযানে মুসলমানদের প্রচুর মালপত্র ও প্রায় সাত শত বন্দী হাতে পড়ে। গনীমত বন্টনকালে শত্রুদের নেতা-নন্দিনী 'জুওয়াইরিয়া' ছাবেত ইব্নে কাইছের ভাগে পড়েন। ছাবেত তাঁহাকে নয় উকিয়ার অর্থাৎ ৩৬০ দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করিবার অঙ্গীকার করেন পরাধীনা একজন মহিলার পক্ষে বিদেশে এই অর্থ আদায় করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

মুক্তি লাভের জন্য স্বভাবতই মানুষের মন ব্যাকুল থাকে। মুক্তিসম্ভাব্যদের জন্য ইহা আরও কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। জুওয়াইরিয়া বেদনা ভারাক্রান্ত মনে নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বিনয় সহকারে বলিলেন, "আমি আমার দেশের প্রতাপশালী নেতা হারেছ-এর মেয়ে জুওয়াইরিয়া। যে বিপদের মধ্যে আমি এখন নিপতিত আছি তাহা আপনার অজানা নাই। বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তির শর্তাধীন আমি। কিন্তু বিদেশে এত অর্থ আমি কোথায় পাইব ? তাই আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থিনী।"

যুদ্ধ-বন্দিনীদের এভাবে বাঁদী হইয়া থাকা সেকালের রীতি ছিল সত্য কিন্তু মুসলমানদের জীবনে ইহা ছিল প্রথম ঘটনা। আইনত ইহা মোটেই দূষণীয় ছিল না এবং যদিও স্বীয় অপরাধের শাস্তিস্বরূপ এরূপ দুর্ভোগ তখনকার দিনে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না, তথাপি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙক্ষী মাহ্বূবে খোদা (সা) মানুষের এহেন দুর্গতি দেখিয়া নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কোমল হৃদয় মানব-প্রেমে কাঁদিয়া উঠে। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, বাঁদীরাও যে মানুষ এবং তাহারাও যে মানুষের মর্যাদা ও ব্যবহার পাইবার যোগ্য এমন এক আদর্শ তিনি স্থাপন করিবেন।

সব দেশের মানুষ সেই দাস-দাসীদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করিত। বস্তুত তাহারাও যে মানুষ এবং তাহাদেরও যে অধিকার আছে, ইহা পুরুষরা স্বীকার করিল

www.pathagar.com

না। এই অমানুষিকতার বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইয়া উহার মাথায় কঠিন আঘাত হানিবার সঙ্কল্প করিলেন নবীজী। জুওয়াইরিয়াকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি বলিয়া দিলেন, "আমি তোমার অর্থ আদায় করিয়া দেই। তারপর তোমাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাই তোমার জন্য উত্তম পন্থা।"

সত্যই ইহার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কি হইতে পারিত ? তিনিও সানন্দে এই প্রস্তাবের প্রতি স্বীকৃতি জানাইলেন। তিনি বলেন, "একটি স্বপ্ন দেখার পর হইতে আমিও এমন কিছু একটা আশা করিয়া আসিতেছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, ইয়াছরাব (মদীনা) হইতে চাঁদ উঠিয়া আস্তে আস্তে উহা আমার কোলে আসিয়া পড়িল। নবীজীকে পাওয়ার আশা করা আমার পক্ষে আকাশ কুসুমের মত ছিল। কিন্তু বন্দিনী হইয়া মদীনা আসার পর মনে হইতে থাকে যেন উহারই দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত নবীজী দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তাঁহার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। এখন আমার জীবন সার্থক ও ধন্য হইয়াছে।" পঞ্চম হিজ্‌রীতে এই বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল।

কিন্তু এই ঘটনায় দেশময় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। বাঁদীকে বিবাহ! মানমর্যাদা দিয়া একেবারে অর্ধাঙ্গিনী করিয়া লইয়াছেন। তাহাও অপর কেহ নহেন, স্বয়ং জগতের শ্রেষ্ঠমানব মাহ্‌বূবে খোদা!

দুনিয়াবাসীর চক্ষু খুলিয়া গেল। সাহাবাগণ মানবতার এহেন মহান দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন। অতঃপর শুরু হইয়া যায় নবীজীর এই অভিনব আদর্শের অনুসরণ। বনী মুস্‌তালিক হুযূরের শ্বশুরের গোত্র। একথা প্রচারিত হওয়া মাত্রই সেই বংশের সকলেই দাস-দাসীদিগকে আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে সাত শত দাস-দাসী মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

www.pathagar.com

ইফ্ক্

গায্ওয়ায়ে মুরাইসীঅ' হইতে ফিরিবার পথে হযরত আয়েশা (রা)-এর গলা হইতে একখানি হার হারাইয়া যায়। প্রায় সকল যুদ্ধেই নবীজীর কোন না কোন পত্নী তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। এই যুদ্ধে ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)।

তিনি ছিলেন একজন অল্পবয়স্কা বালিকা। একটি হাওদাজে চড়িয়া তিনি চলাফেরা করিতেন। কোথাও অবস্থান করিতে হইলে উটের পিঠ হইতে হাওদাজখানি মাটিতে নামাইয়া রাখা হইত। প্রস্থানকালে তাঁহাকেসহ উহা উষ্ট্রপৃষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইত।

স্থির হইয়াছিল, রাত্রিশেষে মুজাহিদগণ যাত্রা করিবেন। উহার অব্যবহিত পূর্বে আয়েশা (রা) প্রাতঃকার্য সমাপনের জন্য নিকটে এক স্থানে গিয়াছিলেন। সেখানে উক্ত হারখানি হারাইয়া যাওয়ায় উহা খুঁজিতে কিছু বিলম্ব হইয়া যায়।

যথাসময়ে সৈন্যবাহিনী প্রস্থান করিল। সকল মালপত্রও গুছাইয়া লওয়া হইল। আয়েশার হাওদাজখানিও উটের পিঠে উঠান হইল। কিন্তু উত্তোলনকারী ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই যে, তিনি ভিতরে আছেন কি না। আয়েশা (রা) এতই হাল্কা ছিলেন যে, তিনি হাওদাজের মধ্যে থাকিলেও উহার ওজনে বিশেষ তারতম্য ঘটিত না।

হার পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির। কেহই তখন আর সেখানে নাই। শরীরখানি চাদরে আবৃত করিয়া তিনি সেখানেই একাকিনী বসিয়া রহিলেন। জানাজানি হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার অনুসন্ধানে লোক সেখানে আসিবে— ইহা ছিল তাঁহার ধারণা। কিন্তু হঠাৎ ঘুম পাইলে তিনি সেখানেই শুইয়া পড়েন।

সফ্ওয়ান ইব্নে মুআ'ত্তাল (রা) সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে থাকিতেন। সৈন্যবাহিনী প্রস্থান করিলে পর কোন জিনিস পড়িয়া রহিল কি না, তিনি তদারক করিয়া দেখিতেন। তিনি শ্রদ্ধেয়া মা আয়েশাকে এভাবে শায়িতা থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন— "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউ'ন।"

হযরত আয়েশা (রা) আওয়ায শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিলেন। সফ্ওয়ান (রা) নিজের উটে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া স্বয়ং উহার লাগাম ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। সৈন্যবাহিনীতে পৌঁছার পর সফ্ওয়ানকে সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন।

যথাসময়ে সৈন্যবাহিনী মদীনা প্রত্যাবর্তন করে। মুজাহেদীনের কাহারও মনে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগে নাই। কিন্তু দুষ্ট মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্নে উবাই ঐ

www.pathagar.com

ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া মদীনায় জঘন্য অপবাদ রটাইয়া দেয়। আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া সে এক মহাবিভ্রাটের সৃষ্টি করে।

নবীজীও এ জন্য পড়িলেন মহা অসুবিধায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে হাস্‌সান ও মিস্‌তাহ্ নামে দুইজন খাঁটি মুসলমান পুরুষ ও একজন মহিলা হা'ম্‌না (রা)-ও দুষ্টদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই অপ-প্রচারণায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাহিরে তাঁহার সম্পর্কে যে গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল হযরত আয়েশা (রা) তখন পর্যন্ত উহার কিছুই শুনিতে পান নাই। মিস্‌তাহ্-র মা একদিন বলিয়া উঠিলেন, تعس مصطح "মিস্‌তাহ্ ধ্বংস হউক।" আয়েশা (রা) বলিলেন— "তুমি কি বলিতেছ ? মিস্‌তাহ্ একজন বদ্‌রী এবং বিশিষ্ট সাহাবী। তুমি মা হইয়া তাঁহার ধ্বংস কামনা করিতেছ!" তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, "মা! তুমি জান না।" অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে সব কথা খুলিয়া বলেন।

দুঃখে, ক্ষোভে এবং লজ্জায় তিনি একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সারারাত্রি তিনি কাঁদিয়া কাটাইলেন। প্রত্যূষে নবীজীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। এদিকে নবীজীও বিষণ্ন মনে এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর লইতে থাকেন।

কয়েকদিন অনুসন্ধান করিয়াও কোন প্রমাণ না পাইয়া একদিন নবীজী খুৎবার সময় এই বিষয়টির অবতারণা করেন। তিনি বলিলেন, "তমার পরিবারের ব্যাপারে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু আমি জানি না। যে ব্যক্তির নাম লওয়া হইতেছে, তাঁহাকেও আমি খুব ভাল করিয়া জানি। অনুসন্ধানে কোন প্রমাণই পাইতেছি না।"

অপবাদটি প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সন্দেহের কথা চিন্তা করিয়া নবীজীর দ্বিধা কিছুতেই কাটিতেছিল না। তাই তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন শেষ মীমাংসার জন্য। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ ওহী মারফত সঠিক সংবাদ সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিবেন।

একদিন নবীজী আয়েশার নিকট যান। তাঁহাকেও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসাবাদও তিনি করিলেন। একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ আয়েশা! সত্যই তুমি যদি নির্দোষ হও, তবে আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা জানাইয়া দিবেন। আর যদি গোনাহ্ করিয়া থাক, তবে তওবা কর। আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম।"

আয়েশার সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "আমার উত্তর আর কিছু নাই— ইউসুফের পিতার মত আমিও বলি "

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ - وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ -

"এখন সবর-ই উত্তম। তোমরা যেভাবে আমাকে আখ্যায়িত করিতেছ উহার জন্য আল্লাহ্ই আমার মদদ্‌গার।"

অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আয়াত আসিল اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ - হইতে শেষ রুকূ পর্যন্ত অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যাহারা মিথ্যা অপবাদ

আরোপ করিল, তাহারা তোমাদেরই একদল।" নবীজী আয়াতগুলি পড়িয়া শুনাইয়া শুক্‌র আদায় করিলেন। হযরত আয়েশাও আনন্দের আতিশয্যে পুনরায় কাঁদিয়া গদগদ কণ্ঠে আল্লাহ্‌র দরবারে শুক্‌রিয়া জানাইলেন। সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

হযরত আয়েশা বলেন যে, তিনি কোনদিন ভাবিতেও পারেন নাই যে, তাঁহার ব্যাপারে ওহী আসিবে। নবীজীকে স্বপ্নে কিংবা জিব্‌রাঈল (আ) মারফত ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে জানান হইবে, এই আশাই তিনি পোষণ করিতেন। আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী যে, আয়াত নাযিল করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কমুক্ত করিয়াছেন। আয়েশা (রা)-এর মা তাঁহাকে নবীজীর কাছে যাইতে বলিলে অভিমান সহকারে উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ।"

আয়াতের পরবর্তী অংশ—"যাহারা শরীফ মহিলাদিগকে কলঙ্কিত করে এবং চারিটি প্রমাণ না আনিতে পারে, তাহাদিগকে আশিটি দুর্‌রা মারিবে।" ইহার মর্মানুসারে এই ব্যাপারে জড়িত সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া নবীজী প্রত্যেককে আশিটি করিয়া দুর্‌রা মারিয়াছিলেন।

মিস্‌তাহ্ ছিল হযরত আবূ বকরের খালাত ভাই। তাহার মার দারিদ্র্যের জন্য আবূ বকর (রা) তাহাদের ভরণ-পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি মিস্‌তাহ্‌কে নিয়মিতভাবে মাসিক ভাতা দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারই সাহায্যপুষ্ট হইয়া মিথ্যা অপবাদে সেও লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই দুঃখে তিনি কসম খাইয়া তাহার সেই ভাতা বন্ধ করিয়া দেন। ইহার উপর আয়াত আসিলে—

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا –
أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ –

"তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্ত ও সঙ্গতি-সম্পন্ন, তাহাদের জন্য আত্মীয়বর্গ, দরিদ্র ও মুহাজিরগণকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা এবং তাহাদিগকে ক্ষমা ও তাহাদের ভুলত্রুটি মার্জনা করিতে অবহেলা করা উচিত হয় না। কেন তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন; আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম।" হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এই আয়াত শুনিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্‌র ক্ষমারই আমরা প্রত্যাশা রাখি।" অতঃপর মিস্‌তাহ্‌র ভাতা যথারীতি চালু রাখা হয়।

'ইফ্‌ক্' আরবী শব্দ। ইহার অর্থ মিথ্যা দোষারোপ। যেহেতু ঘটনাটি নিছক অপবাদ এবং সম্পূর্ণ মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই ইহা 'কিস্‌সা-য়ে-ইফ্‌ক্, নামে অভিহিত হইয়া রহিয়াছে।

www.pathagar.com

খন্দক যুদ্ধ

পঞ্চম হিজরী সনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল খন্দক যুদ্ধ।

বনি নাযীরের ইহুদীরা নির্বাসিত হওয়ার পর নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হুওয়াই ইব্‌নে আখ্‌তাব খাইবার নামক স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। নির্বাসনের পর হইতে মুসলমানগণের প্রতি তাহার বিদ্বেষ এবং ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায়।

এদিকে মক্কার কুরাইশীরাও মুসলমানদিগকে সমূহ ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। হুওয়াই একদিন একদল অনুচরসহ মক্কায় গমন করেন। সর্বপ্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া তথায় তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

ইহার পর দিকে দিকে পড়িয়া যায় সাড়া। বিভিন্ন গোত্রে সাজ সাজ রব উঠে। শুধু মুশরিকই নহে, ইহুদী গোত্রগুলিও উহাতে যোগ দেয়। আরবের প্রায় অধিকাংশ গোত্রই এই সমরায়োজনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে দশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইয়া যায়। এত বড় বাহিনী ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। তাহারা জয়ের আশায় মদীনার দিকে ছুটিয়া চলিল।

নবীজী এই সংবাদ পাইলেন। সমগ্র শহরে নৈরাশ্য ছাইয়া গেল। সকলে মনে করিতে থাকে, এবার আর রক্ষা নাই। বীর সাহাবাগণও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় নবীজী তাঁহাদিগকে লইয়া এক পরামর্শসভা ডাকিলেন। সাল্‌মান ফারসী (রা) সভায় বলিলেন, "আমাদের দেশে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিলে শহরের চতুষ্পার্শ্বে খন্দক (পরিখা) খুদিয়া উহার মধ্যে থাকিয়া শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা হইত। বর্তমান অবস্থায় ঐ পন্থা গ্রহণ করাই ভাল মনে হয়।"

নবীজী খুবই খুশি হইয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হন। মদীনার তিনদিকে পাহাড়, প্রাচীর ও দালান-কোঠা। সুতরাং কতকটা সুরক্ষিত ছিল বলা চলে এবং সেই পথে আক্রমণের কোন আশঙ্কা ছিল না। একদিক ছিল খোলা। নবীজী সেই দিকে পরিখা খনন করিবার নির্দেশ প্রদান করেন।

তদনুসারে আনসার ও মুহাজির দিবারাত্র খননকার্যে লিপ্ত রহিলেন। নবীজীও সকলের ন্যায় ইট-পাথর অপসারণের কার্যে শরীক হন। সকলেই ছিলেন দৈন্যগ্রস্ত। ক্রমাগত অনাহারে এবং ক্ষুধায় সকলেরই হইয়া উঠে ওষ্ঠাগত প্রাণ। ক্ষুধার তাড়নায় সাহাবাগণ পেটে পাথর বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। এই দুঃসহ সংবাদ নবীজীকে জানান

www.pathagar.com

হইলে তিনি জামা উঠাইয়া দেখান যে, তাঁহার পেটে দ্বিগুণ পাথর বাঁধা রহিয়াছে। জগৎ-বরেণ্য ও আল্লাহ্র প্রধান মাহ্বূবের এই অবস্থা দেখিয়া হযরত জাবের (রা) তাঁহাকে দাওয়াত করিয়া কিছু খাওয়াইবার বাসনায় নিজের বাড়িতে যাইয়া স্ত্রীকে ইহা জানাইলে তিনি যবের কিছু আটা বাহির করিলেন। তাঁহাদের একটি বক্রীর বাচ্চা ছিল। উহা যবেহ্ করা হয়। অতঃপর গোশ্ত রান্না হইতে থাকে। আটার খামীরও তৈরি হইয়া যায়। অতঃপর তিনি নবীজীকে কানে কানে বলিলেন যে, তিনি সামান্য আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তশ্রীফ নিলে কৃতার্থ হইবেন।

সামান্য খাবার। দুই জনেরই পেট ভরিবে না। তাই শুধু নবীজীরই দাওয়াত ছিল। কিন্তু নবীজী ইহা শুনামাত্রই সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে আহ্লে খন্দক! জাবের তোমাদিগকে দাওয়াত করিয়াছে।"

জাবের বিচলিত হইয়া বাড়ি ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীকে ইহা জানাইলেন। স্ত্রী একটুও উদ্বিগ্ন হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আহার্য দ্রব্যের পরিমাণ জানিয়া শুনিয়াও নবীজী কেন এমন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।"

মাহ্বূবে খোদা (সা) প্রায় এক হাজার সাহাবাসহ জাবেরের বাড়ি গেলেন। আটা ও গোশ্তে কিছু মুবারক থুথু দিয়া উহার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, " তোমরা কেহ হাড়ির মুখ খুলিও না, আর একজন রুটি-পাচক ডাকিয়া আন।"

রুটি পাক হয় আর সকলের সামনে দেন। গোশ্তও সেইভাবে দিতে থাকিলেন। আল্লাহ্র কি মহিমা! নবীজীর মুবারক স্পর্শে এমনই বরকত হইয়াছিল যে, সকলেই পেট ভরিয়া খাওয়ার পরও দেখা দিল, পাতিল তখনও গোশ্তে পূর্ণ এবং আটার পরিমাণ যথাপূর্ব।

পরিখা খননের সময় একখানি প্রকাণ্ড পাথর কেহ ভাঙ্গিতে পারিতেছিলেন না। নবীজী নিজ হস্তে উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। أنا نبى لا كاذب - انا ابن عبد المطلب করেন। "আমি নবী— মিথ্যুক নহি। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান"— বলিয়া তিনি সজোরে কোপ মারেন। প্রথম কোপে পাথরটির এক-তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং আলোর এক ঝলকে সুদূর শ্যাম দেশের দালান-কোঠা নযরে ভাসিয়া উঠে। দ্বিতীয় কোপে অপর তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয় বারে পাথরটি চুরমার হইয়া যায় এবং শেষ দুইবারে পারস্য ও ইয়ামন দেশের ঘর-বাড়ি নযরে ভাসিয়া উঠে। নবীজী প্রত্যেকবার আল্লাহু আক্বর ধ্বনি করিয়া সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে ঐ দেশগুলি দিয়াছেন।

বিরাট এক পরিখা খনন করা হইল। দশ হাত গভীর আর প্রস্থে এত বড় করা হইল যে, কোন অশ্বারোহী যেন ঘোড়াসহ লম্ফ দিয়া অপর পাড়ে না যাইতে পারে।

শত্রুপক্ষের বাহিনী হৈ-হল্লা করিয়া মদীনা পৌঁছিয়া পরিখাটি দেখিতে পায়। জীবনে এই প্রথম তাহারা পরিখা দেখে এবং পরিখা দেখিয়া হতবাক হইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

তাহারা কতবার উহা প্রদক্ষিণ করিল, কত সুযোগ খুঁজিল কিন্তু শহরে প্রবেশ করার কোন পথ পাইল না। অগত্যা খন্দকের ওপাড় হইতে তীর-বর্শার সাহায্যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। এপাড় হইতে সাহাবাগণও তীর-বর্শা দ্বারা উহার জওয়াব দিতে লাগিলেন। শত্রুদের এই আক্রমণ প্রতিরোধে কর্মব্যস্ততার দরুন চারি ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার মত সময়টুকুও কাহার হয় নাই। পরে অবশ্য এগুলি তরতীব মত ক্বাযা পড়া হইয়াছিল। এই দুঃখে নবীজীর মুখে বদ্‌দু'আ উচ্চারিত হয়।

বিশ্বাসঘাতকতা ঃ মদীনা তখন মহা সঙ্কটের সম্মুখীন। চুক্তিবদ্ধ ইহুদীরা সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং মুসলমানরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপনও করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বনি কুরাইযা নামক একটি ইহুদী গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রু পক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়। মুসলমানগণ ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। কারণ, তাহারা ছিল মদীনার পার্শ্ববর্তী লোক। সেদিকটা তেমন সুরক্ষিতও ছিল না। তাই যুদ্ধে নবীজীকে এই গৃহ-শত্রুদের লইয়া খুবই বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। মহিলাদিগকে নিরাপদে এক ছাউনিতে রাখা হয়। কিন্তু ইহুদীদের বিরোধিতার জন্য সেই নিরাপদ স্থানটিও বিপদাপন্ন হইয়া উঠে। কাজেই নবীজীকে সেখানেও পাহারার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

জনৈকা মহিলার বীরত্ব ঃ সকলেই যখন যুদ্ধে ব্যস্ত, এমন সময় একদিন ইহুদীরা মহিলা-শিবির আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। জনৈক ইহুদী শিবিরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য উহার আশেপাশে বিচরণ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া হযরত সফিয়া (রা) তাঁবুর একটি খুঁটি উঠাইয়া লইয়া ইহুদীর মাথায় সজোরে আঘাত করেন। মহিলার এই প্রচণ্ড আঘাতে ইহুদী সেখানেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। মহিলা বলিয়া তাহাকে সে স্পর্শ করে নাই। তাঁবুতে তখন হাস্‌সান (রা) পাহারায় ছিলেন। হযরত সফিয়া (রা) তাঁহাকে ইহুদীর অস্ত্রশস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া আনিতে বলিলে তিনি সাহস পাইলেন না। বলা বাহুল্য, হাস্‌সান ছিলেন কবি, একজন খুবই দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির লোক। অগত্যা সফিয়াই বাহির হন এবং তাহার মাথা কাটিয়া দেহটি প্রাচীরের উপর দিয়া বাহিরে ইহুদীদের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। এই দৃশ্য দেখিয়া দুষ্টদের টনক নড়িয়া উঠে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, মহিলা শিবিরও অরক্ষিত নহে।

এদিকে ইহুদীদের দূর হইতে নিক্ষিপ্ত তীর-বর্শা মুসলমানদের কিছুই করিতে পারিতেছিল না। তাহারা খন্দক পার হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। পরিখার মধ্যে একটি অগভীর স্থান চোখ পড়া মাত্রই কুরাইশদের অন্যতম শ্রেষ্ঠবীর আমর ইব্‌নে আব্‌দে বুদ্দু পরিখায় অবতরণ পূর্বক মুসলমানদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আগাইয়া আসিতে আহবান জানায়। নবীজী হযরত আলীকে 'যূলফিকার' তলোয়ারখানি দিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার কামিয়াবীর জন্য দু'আ করিলেন।

www.pathagar.com

নবীন যুবক আলীকে দেখিয়া আ'মর ইব্নে আব্দে বুদ্দু অট্টহাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল " বেটা! তুমি ছেলে মানুষ। তোমার উপর হাত তুলিব ? তোমার পিতা আমার বন্ধু ছিলেন। তুমি আমার ভাতিজা। তোমাকে মারিতে আমার প্রাণে বাধে।" আলী (রা) সদর্পে "তোকে মারিতে কিন্তু আমার বড় আগ্রহ" ইহা বলিয়াই তাহার নিকটবর্তী হন। অতঃপর শুরু হইল তলোয়ারের যুদ্ধ। শত্রুর এক প্রচণ্ড আঘাত আলী (রা) তাঁহার ঢাল দ্বারা প্রতিহত করিলেন বটে, কিন্তু ঢালটি কাটিয়া যাওয়ায় তাঁহার মাথায় সামান্য চোট লাগে। হযরত আলী (রা) প্রতি-উত্তরে এমন এক কোপ মারিয়া বসিলেন যে, আমার ইব্নে আবদে বুদ্দুর মাথা বহুদূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া যায়। বিজয় গৌরবে হযরত আলী আল্লাহু আক্বার ধ্বনি করিলেন। আল্লাহু আক্বার শব্দে মুসলমানরা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন আর শত্রু পক্ষের উপর নামিয়া আসে বিষাদের ছায়া।

আশ্চর্যজনক কৌশল ঃ ঘরের শত্রু বনি কুরাইযাকে কোনমতে বিচ্ছিন্ন না করিতে পারিলে কিছুই হইবে না এবং ভবিষ্যতেও বিপদের আশঙ্কা যাইবে না মনে করিয়া মুসলমানরা সত্যই চিন্তিত ছিলেন। বনি গাৎফান গোত্রের নাঈ'ম ইব্নে মাসউদ (রা) সবেমাত্র মুসলমান হইয়াছিলেন। বনি গাৎফান ছিল ইহুদীদের বন্ধু-গোত্র। তাই তিনি নবীজীর কাছে অনুমতি চাহিয়া বলিলেন যে, এক কৌশলে তিনি তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারিবেন। তবে এই সম্পর্কে তাঁহার ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে কাজ করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিতে হইবে।

নবীজীর অনুমতি পাইয়া তিনি বনি কুরাইযার নিকট গেলেন এবং মিষ্ট ভাষায় তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হইল। তখন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ভাল কর নাই। যদি কুরাইশরা মুসলমানদিগকে শেষ না করিয়া ফিরিয়া যায়, তবে মুহাম্মদ তোমাদের উপর চড়াও করিয়া তোমাদিগকে নিপাত করিবেন। তখন একাকী তোমরা কখনও তাহাদের মুকাবিলা করিতে পারিবে না। কুরাইশগণও তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে আসিবে না।"

তাহারা বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা।" অতঃপর ইহুদীরা উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিল। না'ঈম বলিলেন—"আমার মতে, এখন একমাত্র উপায়, কুরাইশদের নিকট হইতে তাহাদের দু'চারিজন সর্দার কিংবা সর্দারের সন্তান-সন্ততি চাহিয়া পাঠাও। তোমাদের উপর বিপদ নামিয়া আসিলে সর্দারের খাতিরে হইলেও তাহারা তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে।"

বনি কুরাইযা তাহার কথায় খুবই প্রীত হইয়া উক্ত পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবার জন্য উদ্যত হয়। এদিকে নাঈম (রা) কুরাইশদের কাছে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি শুভাকাঙ্খা লইয়াই তাহাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন। বনি কুরাইযা মুহাম্মদের সংগে গোপনে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে। এমন কি মুহাম্মদের মনে বিশ্বাস

www.pathagar.com

জন্মাইবার জন্য তাহাদের কিছু সংখ্যক বাছা বাছা মানুষ ধরাইয়া দেওয়ার অঙ্গীকার পর্যন্ত করিয়াছেন। কাজেই তাহারা কোন বাহানা দিয়া তাহাদের কাছে লোক চাহিলে খবরদার যেন না দেওয়া হয়।

পরীক্ষাস্বরূপ কুরাইশরা বনি কুরাইযাকে বলিয়া পাঠায়, "আমরা বহুদিন যাবৎ বাহিরে পড়িয়া আছি। এখন তোমরা আসিয়া সাহায্য কর।" উত্তরে তাহারা লোক চাহিয়া পাঠাইল এবং বলিল, " তোমাদের বিশ্বাস কি ? যুদ্ধ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে আমাদের উপায় কি হইবে ? কাজেই জনকয়েক সর্দার চাই।"

কুরাইশগণ দেখিল, নাঈ'ম সত্য কথাই বলিয়াছে। যথাসময়ে তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া সে পরম উপকারই করিয়াছে। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ভীষণ বিভেদ সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহাতে তাহারা অনেকটা দমিয়া গেল। একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া শুরু হয় ধুলি ঝড়, উহার পরে বারিপাত এবং ঘোড়াগুলি ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সৈন্য বৃষ্টিসিক্ত হইয়া ঠাণ্ডা হাওয়ায় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। অবস্থা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিলে তাহারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবে কি না, তাহা ভাবিতে লাগিল। ভীষণ অন্ধকারে একে অপরকে দেখিতেও পাইতেছিল না। হুযূরের নির্দেশে হুযায়ফা (রা) এই প্রলয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে শত্রুদের তাঁবু তাঁবু যাইয়া অবস্থা লক্ষ্য করিতে থাকেন। এই সুযোগে তিনি এক ফন্দি আঁটেন। সৈন্যদের মধ্যে এই আস্‌মানী গযব ও ইহুদী বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রচার করিয়া বলিলেন, "এখন এখানে পড়িয়া মরার কোন অর্থ নাই, চল, তোমরা ফিরিয়া চল।" তদনুসারে সকলেই সম্মত হইল। ইহা ছিল অসংখ্য গোত্রের সম্মিলিত অভিযান। তাই ইহাকে "জঙ্গে আহ্‌যাব"ও বলা হয়। আহ্‌যাব অর্থ গোত্র সমষ্টি। কুরআনে আহ্‌যাব নামে এক সূরাও রহিয়াছে। উহাতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۤئَتْكُمْ جُنُوْدٌ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا -

"হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌র অপার দয়ার কথা স্মরণ কর,যখন সম্মিলিত বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও করিল। অতঃপর আমি প্রবল বাতাস ও লশ্‌কর পাঠাই—যাহা তোমরা দেখ নাই।"

শত্রুসৈন্যদের প্রস্থানের পর নবীজী খোদার শুকর আদায় করিয়া বলেন الیوم نغزوهم لا یغزوننا "এখন হইতে আমরা তাহাদের উপর চড়াও করিব। অতঃপর তাহারা আর আমাদের উপর চড়াও করিতে পারিবে না।"

www.pathagar.com

গায্ওয়ায়ে বনি কুরাইযা

খন্দক যুদ্ধ-শেষে মাহ্বূবে খোদা (সা) স্বীয় বাসভবনে সবেমাত্র তশ্রীফ আনিয়া গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় জিব্রাঈল (আ) সেস্থানে উপস্থিত হইয়া বলেন, "আপনারা হাতিয়ার ইত্যাদি রাখিয়া দিয়াছেন অথচ আমরা এখনও কিন্তু উহা খুলি নাই। আল্লাহ্র আদেশ, এখনই বনি কুরাইযাকে আক্রমণ করুন।"

নবীজী পুনরায় অস্ত্র সজ্জিত হইলেন। সাহাবাগণকে আদেশ দিলেন, "দ্রুত যাও। বনি কুরাইযার মহল্লায় তোমরা আছরের নামায পড়িবে।" তদনুসারে আলী (রা)-এর নেতৃত্বে তিন হাজার সাহাবা সেইদিকে ধাবিত হন। বেলা অস্ত যায় যায় দেখিয়া পথিমধ্যেই অনেকে নামায পড়িয়া লইলেন। অনেকে যথাস্থানে পৌঁছিয়া ক্বাযা পড়িয়াছিলেন।

বনি কুরাইযা কেল্লার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মাহ্বূবে খোদা সসৈন্যে কেল্লা অবরোধ করেন। একাদিক্রমে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া যায়, কেল্লা হইতে কেহ বাহির হইল না। সন্ধি করিবে কি না, তাহারও কোন আভাস পাওয়া যাইতেছিল না। কাজেই অবরোধ অব্যাহত রাখিয়া সাহাবাগণ সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে শত্রুরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। আরও কিছুদিন পর হয়ত কেল্লার মধ্যেই সকলকে শুকাইয়া মরিতে হইবে। চিন্তা করিয়া অগত্যা তাহারা দুর্গ ছাড়িয়া আত্মসমর্পণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। তাহাদের পুরাতন বন্ধু-গোত্র আওস-এর আবূ লুবাবা নামক সাহাবীর সঙ্গে তাহারা এ সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করিল। অতঃপর তাহারা বলিল, "রাসূলুল্লাহ্ আমাদের ব্যাপারে যাহা হুকুম দিবেন, উহা আমাদের শিরধার্য হইবে। এই শর্তে আমরা কেল্লার বাহিরে আসিতে পারি।"

আবূ লুবাবা 'উত্তম' বলিয়া সম্মতি জানালেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে গলায় হাত রাখিয়া ইঙ্গিতে বলিয়া দিলেন, নবীজী কতলের হুকুম দিবেন। ইঙ্গিতের তাৎপর্য বুঝিতে পাড়িয়া তাহারা ঘাবড়াইয়া পড়ে। তাহারা ভাবিতে লাগিল, ধরা না দিয়া গত্যন্তর নাই— ধরা দিলেও কি হয়, বলা মুশকিল। অগত্যা তাহারা এক আবেদনপত্র মারফ জানায় যে, সা'দ ইব্নে মুআ'য (রা) তাহাদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, তাহারা তাহা মানিয়া লইবে। নবীজী এই শর্ত মানিয়া লইলেন এবং ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করিল।

আবূ লুবাবা উপরোক্ত ইঙ্গিত করিয়া যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন। কারণ, ইহার দ্বারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করা হইয়াছিল। এই সব ভাবিয়া

www.pathagar.com

সোজা মস্‌জিদে নববীতে যাইয়া তিনি নিজেকে একটি স্তম্ভের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিলেন। অতঃপর প্রতিজ্ঞা করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার তওবা কবুল না করা পর্যন্ত তিনি নিজের বাঁধন খুলিবেন না। মাহ্‌বুবে খোদা এই সংবাদ পাইয়া মন্তব্য করেন, সে তাঁহার কাছে গেলে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেন। কিন্তু এখন তাহার হাতে কিছু নাই—কারণ সে মস্‌জিদের স্তম্ভে নিজেকে বাঁধিয়াছে। আল্লাহ্‌র আদেশ না পাইয়া এখন সে উহা খুলিতে পারে না।

পনর দিন পর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহার অপরাধ-মার্জনার হুকুম আসে। নবীজী তখন উম্মে সালেমার গৃহে ছিলেন। উম্মে সালেমা আবূ লুবাবাকে সুসংবাদটি জানান। ফজরের সময় নবীজী স্বীয় মুবারক হাতে তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিয়াছিলেন।

বনি কুরাইযা বিচারের প্রতীক্ষায় ছিল। সাহাবাগণও উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন বিচারের ফলাফল দেখিবার জন্য। সা'দ (রা) হইলেন বিচারক। তিনিও ছিলেন আওস গোত্রীয়। ইহুদীরা ভাবিয়াছিল, আবদুল্লাহ্‌র অনুরোধে যেভাবে বনি কাইনেকা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারাও তেমনি রক্ষা পাইবে।

অনেকের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া যথাসময়ে সা'দ হুকুম করেন, "তাহাদের পুরুষদিগকে কতল করা হইবে, মেয়ে ও ছেলেদিগকে দাস-দাসী এবং বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।" নবীজী এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এক্ষণে ফয়সালা শুনিতে বলিলেন, "তুমি ফেরেশ্‌তাদের ন্যায় হুকুম দিয়াছ।"

উপরোক্ত হুকুম অনুসারে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৪০০ ইহুদী পুরুষকে কতল করা হয়। ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ইহুদীরা ইতিপূর্বে ৪০০ জন নবীকে বিনা কারণে হত্যা করিয়াছিল। সম্ভবত ইহা উহারই প্রায়শ্চিত্ত। পঞ্চম হিজরীর দশম মাস, শাওয়ালের শেষভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম হিজরীর কয়েকটি ঘটনা

এই বৎসরের জমাদিয়াল উলাতে নবীজীর নাতি, রোকাইয়ার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্নে উস্মান ওফাত পান।

সেই রাত্রিতে মদীনায় চন্দ্রগ্রহণ হয়। ইহাতে লোকজন বলাবলি করিতে থাকে, নবী-দৌহিত্রের ইন্তিকালের জন্যই এরূপ হইয়াছে। নবীজী এই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করিয়া তখন বলিয়াছিলেন "চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ—যাহা ঘটিয়া থাকে, উহার মাধ্যমে তোমাদিগকে আল্লাহ্ ভয় দেখান এবং সাবধান করিয়া দেন।"

এই বৎসরই শাওয়ালের শেষার্ধে আয়েশা (রা)-এর পুণ্যময়ী মা ইন্তিকাল করেন।

আবূ রাফে' হত্যা ঃ ইহুদী নেতা আবূ রাফে' ধনে, জনে, শক্তি ও প্রতিপত্তিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তিনি ইসলামের শত্রুতায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আরবজাতির যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সকল কারণে তাঁহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য আন্সারী সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্নে আ'তীকের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হয়।

খাইবার পার্শ্বস্থিত এক সুরক্ষিত দুর্গে ছিল তাহার বাসস্থান। একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবদুল্লাহ্ সঙ্গীদিগকে বাহিরে রাখিয়া একাকী তথায় গমন করেন এবং অতি সংগোপনে তাহাকে কতল করিয়া ফিরিয়া আসেন।

যয়নবের বিবাহ বন্ধন ঃ যয়নব বিন্তে জাহাশ (রা) ছিলেন হযরতের ফুফাত বোন। হযরত (সা) তাঁহাকে স্ত্রীর পোষ্য পুত্র যায়েদ ইব্নে হারেসার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহিলেন। যায়েদও তৎপূর্বেই আযাদ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এককালে তিনি গোলাম ছিলেন। পক্ষান্তরে যয়নব ছিলেন সম্ভ্রান্ত কুরাইশ ঘরের সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু আল্লাহ্র চোখে সবই সমান। ইসলামে কৌলীন্য অকৌলীন্যের পার্থক্য নাই। যে ধর্মপ্রাণ, সে-ই মহান, ইহাই হইল ইসলামের কথা। তাই নবীজী বিবাহের এই প্রস্তাব দিলেন। যয়নব নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি আপনার আদেশ, না পরামর্শ ? পরামর্শ হইলে আমি ইহাতে সম্মত নহি। পক্ষান্তরে আদেশ হইলে আল্লাহ্র রাসূলের আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না।"

নবীজী বলিলেন— "হ্যাঁ, আমার আদেশ।"

www.pathagar.com

যথাসময়ে বিবাহ হইল। বৎসরকাল তাঁহাদের বৈবাহিক জীবন কাটে। কিন্তু একাধিক কারণে তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন সুখের না হইয়া বরঞ্চ দুঃখেরই হইল। যায়েদ অবশেষে তাঁহাকে তালাক দিতে উদ্যত হইয়া নবীজীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবীজী তাঁহাকে বলিয়া বুঝাইয়া উহা হইতে বিরত রাখেন। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কের কোন উন্নতি হইল না, তখন যায়েদ তাঁহাকে তালাক দিয়া দিলেন।

সম্বন্ধটি অপমানজনক এবং আপত্তিকর হওয়া সত্ত্বেও শুধু নবীজীর কথায় যয়নব উহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। পূর্ণ যৌবনে স্বামীহারা হইয়া এক্ষণে তিনি পরম দুঃখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোকষ্ট লাঘব করিবার জন্য নবীজী নিজের আশ্রয়ে তাঁহাকে লইয়া আসার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এজন্য ভয় ও সঙ্কোচ করিতে থাকেন, পোষ্যপুত্র আপন পুত্রের মতই। কাজেই লোকে বলিবে, তিনি পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। তবু, এহেন ভুল প্রথা দূরীকরণার্থে তিনি সকল সঙ্কোচ ও সংশয় ত্যাগ করিয়া যয়নবের কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠাইলেন। যয়নবের অন্তরে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হইতে থাকিল বটে; কিন্তু মুখে বলিলেন, "আল্লাহ্র সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারি না।" অতঃপর ওযূ করিয়া দুই রাক্আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্র কাছে দু'আ চাহিলেন, " খোদা! তোমারই রাসূল বিবাহের পয়গাম পাঠাইয়াছেন। যদি আমি তাঁহার খিদমত করিবার যোগ্য হইয়া থাকি, তবে তাঁহার সহিত আমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ কর।"

নবীজীর কাছে আয়াত আসিল— "আপনি মানুষকে ভয় করেন ? ভয় তো আল্লাহ্কেই করিতে হয়।" পরে বিবাহের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা হইল ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا -

"যায়েদ যখন তাহার (যয়নবের) সঙ্গে নিজের বিষয় চুকাইয়া ফেলিয়াছে, (তখন) আমি তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আপনার সঙ্গে বাঁধিয়া দিলাম।" আর যে মহৎ উদ্দেশ্যে এমন করা হইয়াছে, তাহা হইল ঃ

لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا -

"যেন বিশ্বাসীদের জন্য তাহাদের পোষ্য পুত্রদের স্ত্রীগণের ব্যাপারে কোন আপত্তি না থাকে— যখন তাহারা স্ত্রীগণের সঙ্গে বিষয় চুকাইয়া ফেলে এবং আল্লাহ্র স্থিরীকৃত হুকুম কার্যে পরিণত হইল।" উক্ত আয়াত অনুসারে পোষ্যপুত্র, ধর্মপুত্র, ধর্মের বাপ-ভাই ইত্যাদি সকলেই পর-পুরুষ হিসাবে জ্ঞান করিতে হইবে।

যয়নবের জন্য ইহা ছিল কত বড় সুসংবাদ। এ সংবাদ শুনামাত্রই যয়নব (রা) আল্লাহ্র স্মরণে সিজদায় পড়েন। অতঃপর সংবাদ-বাহিকাকে আপন পরিহিত অলঙ্কার

www.pathagar.com

খুলিয়া পুরস্কার দেন। সর্বশেষে আল্লাহ্র শুক্রিয়া রূপে দুই মাস রোযা রাখিবার মান্নত করেন।

যথাসময়ে শুভ-বিবাহ্ সম্পাদিত হ্ইল এবং ওলীমা ভোজনে সকলকে আপ্যায়িত করা হ্ইল। যয়নাব স্বহস্তে উপার্জন করিয়া উহা দ্বারা নবীজীর সেবা ও ভিখারীদের সাহায্য করিতেন। একথা নবীজী বিবিগণের এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার তিরোধানের পর সর্বপ্রথম সেই বিবি আমার সঙ্গে একত্রিত হ্ইবেন, যাঁহার হাত লম্বা।" এতদ্‌শ্রবণে একটি কাঠির সাহায্যে সকলের হাত মাপা হ্ইলে দেখা গেল, হ্যরত সওদা (রা)-এর হাত সবচেয়ে লম্বা। কিন্তু নবীজীর ওফাতের পর সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করেন যয়নব (রা)। তখন সকলে বুঝিলেন, লম্বা হাতের অর্থ, বেশি দানশীলা। একটি ব্যাপার হ্ইতে তাঁহার দানশীলতার একটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। হ্যরত উমর (রা)-এর শাসনকালে বার হাজার দিরহাম তাঁহার ভাতাস্বরূপ তাঁহার কাছে আনীত হ্ইলে তিনি মুখখানি লুকাইয়া ফেলিলেন এবং চাকরানীকে ঘরের এক কোণে উহা ঢাকিয়া রাখিতে আদেশ করেন। অতঃপর শুরু হয় বিতরণের কাজ। দুই হাতে তিনি সব বিতরণ করিয়া দিলেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ হিজরী

হিজ্‌রীর ষষ্ঠ বর্ষে নবীজীর উপস্থিতিতে মোট তিনটি গায্‌ওয়া ও সাহাবাদের নেতৃত্বে এগারটি সারিয়া অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল।

গায্‌ওয়ায়ে আস্‌ফান ঃ খন্দক যুদ্ধের কিছুদিন পরই গায্‌ওয়ায়ে আস্‌ফানের সূত্রপাত হয়। ইহাতে কোন সম্মুখ যুদ্ধ হয় নাই। তবে প্রত্যেক মুহূর্তে শত্রুর আকস্মিক হামলার ভয় ছিল বলিয়া সাহাবাগণকে নামায পড়িতে ও মুজাহিদরূপে যুদ্ধবেশে প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছিল। এমন নামাযকে 'ছালাতুল খাওফ' (সন্ত্রাসকালীন নামায) বলা হয় এবং এই অভিযানেই উক্ত নামাযের প্রবর্তন হয়। এই যুদ্ধের অপর নাম 'গায্‌ওয়ায়ে যাতুর রেকা।'

গায্‌ওয়ায়ে বনি লেহ্‌ইয়ান ঃ এই বর্ষের তৃতীয় অথবা চতুর্থ মাসে নবীজী লেহ্‌ইয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে। হযরত দুইদিন সেখানে অবস্থান করিয়া ছোট ছোট ফৌজী-দস্তা চারিদিকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ ধরা পড়ে নাই।

কয়েকটি সারিয়া ঃ সারিয়াগুলির মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। তবে সারিয়ায়ে নাজ্‌দা বনি হানীফার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। সেই অভিযানে উক্ত গোত্রের নেতা ছুমামা ইব্‌নে আছাল সাহাবাগণের হাতে বন্দী হন এবং মদীনায় আনীত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

পরবর্তী মাসে 'উকাশা ইব্‌নে মুহ্‌ছেন' চল্লিশজন সঙ্গীসহ গ'মর নামক স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভয়ে শত্রুরা পলায়ন করায় তাহাদের দুইশত উট মুসলমানদের হস্তগত হয়।

আবূ উবায়দা (রা) 'যিল-কিস্‌সা' অভিমুখে অগ্রসর হন। এ ক্ষেত্রেও বিপক্ষদল পলায়ন করে।

মুহাম্মদ ইব্‌নে মাস্‌লামার নেতৃত্বে দশজন সাহাবা এক অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে দুর্বৃত্তদলের অতর্কিত আক্রমণে তাঁহারা সকলেই শহীদ হন। শুধু অভিযাত্রী দলের নেতা আহত হইয়া কোন প্রকারে রক্ষা পান।

যায়েদ ইব্‌নে হারেছার নেতৃত্বে পরিচালিত সারিয়া বাহিনী জুমুন নামক স্থান হইতে শত্রুপক্ষের কিছু সংখ্যক পশু ও কতিপয় সৈন্য গ্রেফতার করিয়া আনেন। তাঁহারই দলের হাতে নবীজীর জামাতা আবুল আ'ছ ইব্‌নে রবী ঈ'স নামক স্থানে বন্দী হইয়া মদীনায় আনীত হন। মুসলমানদের হাতে ইহা তাঁহার দ্বিতীয়বার আটক।

www.pathagar.com

আবদুর রহমান ইব্‌নে আ'ওফের নেতৃত্বে একটি দল দাওমাতুল জান্‌দাল গমন করিয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় তথাকার অধিবাসীবৃন্দ মুসলমান হয়।

অতঃপর শাওয়াল মাসে উরাইনিয়ীনদের বিরুদ্ধে বিশজন সাহাবা প্রেরিত হন।

উরাইনবাসী কতিপয় প্রবঞ্চক ধর্মের নামে ভাওতা দিয়া মুসলমান বেশে মদীনায় অবস্থান করিতেছিল। একবার তাহারা ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে ঔষধ হিসাবে উটের দুগ্ধ ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন পর তাহারা সুস্থ হয়। পরে রাখাল ও অন্যান্য সাহাবাকে নাক-কান কাটিয়া দিয়া তাহারা নির্মমভাবে হত্যা করে এবং উটের পাল লইয়া যায়।

উক্ত দলটি তাহাদিগকে ধরিয়া আনে। বিচারে তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

www.pathagar.com

হুদায়বিয়ার সন্ধি

একদা মাহ্‌বূবে খোদা (সা) স্বপ্ন দেখেন, তিনি মক্কা গিয়া উম্‌রা আদায় করিয়াছেন। কা'বা ঘরের চতুষ্পার্শ্ব সাতবার প্রদক্ষিণ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাতবার দৌড়ানকে উম্‌রা বলা হইয়া থাকে।

সাহাবাগণ খোদার ঘর কা'বা জিয়ারতের জন্য সর্বদাই উদগ্রীব থাকিতেন। নবীজী উক্ত স্বপ্নের বিষয় তাঁহাদের নিকট বর্ণনা করিলে সেই আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। সকলেই মক্কা সফরের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

নবীজী হজ্জের নির্দিষ্ট সময়ে চৌদ্দ কি পনর শত সাহাবাকে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে যাত্রা করেন। মক্কার প্রায় উপকণ্ঠে উপনীত হইলে নবীজীর উষ্ট্রী 'কুছওয়া' বসিয়া পড়ে। সাহাবাগণ বহু চেষ্টা করিয়াও উহাকে দাঁড় করাইতে পারিলেন না। কুছওয়া ইতিপূর্বে কোনদিন এরূপ কিছু করে নাই। তাই তাঁহারা ইহার কারণ নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত বলিলেন, "আল্লাহ্‌র আদেশেই উষ্ট্রী বসিয়া পড়িয়াছে, যেমন আব্‌রাহার হাতী বসিয়া পড়িয়াছিল।" অতঃপর তিনি দু'আ করিলেন, "ইয়া আল্লাহ! কা'বা ঘরের সম্মান রক্ষার্থে কুরাইশগণ যাহা করিতে বলিবে, তাহা করিতে আমরা ত্রুটি করিব না।" ইহার পর উষ্ট্রী উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। কাহার কাহার মতে কুরাইশগণও সেই সময় আসিয়া পথ রুখিয়া দাঁড়াইয়া যায়। মুসলমানদিগকে তাহারা মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না— ইহাই ছিল তাহাদের কথা। নবীজী অগত্যা সকলকে লইয়া হুদায়বিয়া ফিরিয়া যাইয়া তাঁবু স্থাপন করিলেন। হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম। উহার পার্শ্বেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই স্থান হইতে নবীজী হযরত উস্‌মান (রা)-কে এই বার্তাসহ মক্কায় পাঠাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ কেবল আল্লাহ্‌র ঘর জিয়ারত ও উম্‌রা করার জন্য মক্কায় যাইতেছেন, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁহার নাই।

উসমান (রা) কি উত্তর আনেন তাহা জানার জন্য সকলে প্রতীক্ষায় রহিলেন, কিন্তু কোথায় উত্তর—স্বয়ং উস্‌মান (রা)-এরই সংবাদ নাই!

ইতিমধ্যে বুদাইল ইব্‌নে ওয়ারকা মক্কা হইতে আসিয়া সংবাদ দিয়া যান যে, কুরাইশগণ বহু লশ্‌কর লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। নবীজী তাহাকে বলিয়া দিলেন, "যুদ্ধ আমরা করিব না। শুধু উম্‌রা করিবার জন্যই আমরা আসিয়াছি।" সে যথাস্থলে সংবাদটি পৌঁছাইয়া নিজেও মন্তব্য করিয়াছিল যে, মুসলমানদের উদ্দেশ্য খারাপ নয়, কাজেই তাহাদের বাধা দেওয়া উচিত হইবে না।

www.pathagar.com

কুরাইশগণ সম্মত হইল না। পুনরায় উরওয়া ইব্‌নে মাসউদ ছাক্বাফী তাহাদের পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়া বহু বিষয় আলাপ-আলোচনা করিল। কথাচ্ছলে একবার সে হুযূরকে বলিয়া বসিল, "মুহাম্মদ! তুমি ইহাদের উপর (সাহাবাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া) ভরসা করিও না। বিপদ দেখিলে ইহারা তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।"

এই মন্তব্য শুনিয়া কাহারও সহ্য হইল না। আবূ বকর (রা)-এর মত বিনয়ী ব্যক্তিও তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। নবীজীকে কিছু বলিতে হইলে উরওয়া নিজ হাতে তাঁহার শ্মশ্রুরাশি স্পর্শ করিয়া উহা বলিত। হযরত মুগীরা (রা) প্রতিবারই তলোয়ারের বাঁট ঠুকিয়া বলিতেন, "হাত দূরে রাখ।" ফিরিয়া যাইয়া সে কুরাইশদিগকে বলিল— "আমি বহু রাজ-দরবারে গিয়াছি—তাহাদের লোকজনকেও দেখিয়াছি। কিন্তু মুহাম্মদের সঙ্গীদের মত এমন ভক্ত অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত শিষ্যদল কোথাও দেখি নাই। তাঁহার মুখের থুথু পর্যন্ত মাটিতে পড়ে না—শিষ্যরা উঠাইয়া গায়ে মাখিয়া লয়। কোন কাজের ফরমায়েশ হইলে উহা করিবার জন্য সকলেই ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাঁহার দিকে তাহারা চক্ষু তুলিয়াও তাকায় না। কিছু বলিতে হইলে একান্ত বিনীতভাবে বলে, ইত্যাদি। কাজেই তোমরা তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন কর।"

নবীজীর পক্ষ হইতে উস্‌মান (রা) গিয়া তাহাদিগকে খুব বুঝাইলেন। কিন্তু তাহারা নবীজীকে উম্‌রা করিতে দিতে মোটেই রাযী হইতেছিল না। তাহারা বলিল, "ইচ্ছা হইলে আপনি উম্‌রা করিয়া যান, কিন্তু তাঁহাকে দিব না।" ইহাতে উস্‌মান (রা) রাযী হইতে পারিলেন না। শেষ পর্যন্ত কোন বুঝপড়া হইল না। উপরন্তু উস্‌মানকে তাহারা আটক করে। একদিন জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি আসিয়া বলিয়া যায়, "কুরাইশগণ উস্‌মানকে কতল করিয়াছে।"

বায়আতে রেয্‌ওয়ান এই দুঃসংবাদে নবীজীর ক্রোধ ও ক্ষোভের অবধি রহিল না। একজন দূতকে—তাহাও হযরত উস্‌মানের মত দানবীর মহান ব্যক্তিকে তাহারা হত্যা করিল! নবীজী 'সারমা' নামক বৃক্ষের নিচে বসিয়া সাহাবাগণের নিকট হইতে এ মর্মে শপথ আদায় করিলেন যে, যতদিন প্রাণ থাকিবে কাফিরদের বিরুদ্ধে তাহারা লড়িবে—কোন অবস্থায়ই যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাইবে না।

নবীজীর হাতে হাত রাখিয়া এক একজন করিয়া সাহাবা উৎফুল্লচিত্তে শপথ গ্রহণ করিলেন। এই শুভ অনুষ্ঠানের বরকত হইতে হযরত উসমান বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছেন দেখিয়া নবীজী নিজের বাম হাতখানি ডান হাতে রাখিয়া বলিলেন—"ইহা উস্‌মানের পক্ষ হইতে রাখা হইল।" বলা অনাবশ্যক, তাঁহার পক্ষ হইতে তিনি নিজেই শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্‌র রাহে আত্মবলি দানের জন্য এমন উৎসাহে বায়আ'ত (শপথ) করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়া আয়াত পাঠাইলেন ঃ

www.pathagar.com

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ نَعَلِمَ مَافِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

"আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছেন—তখন তাহারা বৃক্ষতলে আপনার কাছে শপথ গ্রহণ করিল। ইহাতে আল্লাহ্ প্রত্যক্ষ করিয়া লইলেন, তাহাদের অন্তরে কি আছে ? অতঃপর তাহাদের মনে শান্তি ও স্বস্তি ঢালিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য পুরস্কার—আশু জয় ও প্রভূত মালপত্র স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা তাহারা লাভ করিবে। আল্লাহ্ মহাবিজ্ঞ, পরাক্রমশালী।"

এই বায়'আত (শপথ) গ্রহণে আল্লাহ্র 'রেযা' (সন্তুষ্টি) লাভ হইয়াছে বলিয়া ইহা 'বায়'আতে রেয্ওয়ান' নামে খ্যাত। আর আশু জয়ে পরবর্তী যুদ্ধ 'জঙ্গে-খাইবার'কে বুঝান হইয়াছে। হুদায়বিয়া সন্ধির অব্যবহিত পরেই উহা সংঘটিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়ী হন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন।

মুসলমানদের এই শপথ অনুষ্ঠানের সংবাদ পাইয়া কুরাইশদের টনক নড়িয়া উঠে। তাহারা সুহাইল ইব্নে আ'মরকে সন্ধির শর্তসমূহসহ নবীজীর খিদমতে পাঠাইয়া দেয়। মুসলমানগণ প্রথম হইতেই সন্ধির কথা বলিয়া আসিতেছিলেন এবং নানাভাবে চেষ্টাও করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে কুরাইশ প্রতিনিধিদের কাছেও প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখন উহার প্রতি কর্ণপাত করে নাই। এক্ষণে সুহাইলের মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। তাহাদের শর্ত ছিল—

"এবার মুসলমানগণকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, আগামী বৎসর আসিয়া উম্রা করিবে। তবে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিবে না। শুধুমাত্র তলোয়ার রাখিতে পারিবে, তাহাও কোষাবদ্ধ থাকিবে। তাহারা তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবে না। মক্কা হইতে কোন মুসলিমকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না এবং কোন মুসলমান মক্কায় থাকিয়া যাইতে চাহিলে তাহাকে নিষেধ করিতে পারিবে না। মক্কা হইতে কেহ মদীনা চলিয়া গেলে তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। কিন্তু মদীনা হইতে কেহ মক্কায় আসিলে কুরাইশগণ তাহাকে ফেরৎ দিব না।"

দূরদর্শী মাহ্বূবে খোদা সব কয়টি শর্তই মানিয়া লইলেন। কিন্তু বিষয়টি সাহাবাগণের বোধগম্য হইল না। অথচ নবীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখ খুলিবার সাহস সাহাবাগণের হইল না। এ সময় বীরকেশরী হযরত উমর অধৈর্য হইয়া নবীজীর খিদমতে মিনতি করিয়া বলিলেন ঃ

"হুযূর! আপনি আল্লাহ্র পয়গাম্বর নহেন কি ?"

www.pathagar.com

উত্তর—"নিশ্চয়ই!"

প্রশ্ন—"আমরা সত্য পথে এবং কাফিররা ভুল পথে নহে কি ?"

উত্তর—"হাঁ—যরূর।" অতঃপর উমর (রা) বলিলেন—"তবে কেন আমরা কাফিরদের কাছে মাথা নত হইয়া এহেন শর্ত মানিয়া লইব ?" নবীজী বলিলেন, "আমি আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁহার ইচ্ছার পরিপন্থী কিছু করিতে বলিব না।" শেষ শর্ত উপস্থাপিত হইলে নবীজী তাহাও মঞ্জুর করিলেন। তখন উমর (রা) বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন— "হুযূর! এ শর্তটিও মানিয়া নিলেন?" নবীজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"যাহারা আমাদের নিকট হইতে 'মুরতাদ' (ধর্মত্যাগী) হইয়া চলিয়া যাইবে তাহাদের দ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন মিটিতে পারে ? অপরপক্ষে তাহাদের মধ্যে যাহারা আমাদের কাছে আসিবে তাহাদিগকে ফেরত দিব। আল্লাহ্ই তাহাদের কোন না কোন ব্যবস্থা করিবেন।"

অতঃপর সাহাবাগণ নীরব হন; চুক্তিপত্র লিখিত হইল। লেখক হইলেন হযরত আ'লী (রা)। চুক্তিপত্রের শিরোনামায় "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্র পক্ষ হইতে কুরাইশদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্র" এই শব্দ কয়টি লিখিত হয়। সুহাইল 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া বলিল, "তাহাকে রাসূল মানিয়া লইলে আর এত ঝগড়া কেন ? লেখ, "মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল্লাহ্।"

নবীজী ইহাও মানিয়া লইলেন এবং হযরত আ'লী (রা)-কে উহা সংশোধন করিয়া লিখিতে বলিলেন। হযরত আ'লী (রা) মৌন রহিলেন। সংশ্লিষ্ট অংশ কাটিলেন না। কারণ, নবীজী নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি এই কথাটি কাটিবেন কোন্ হাতে! অগত্যা হুযূর নিজ হাতে উহা মুছিয়া ফেলিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে নিজেই লিখিয়া দিলেন।

চুক্তিপত্র যথারীতি সম্পাদিত হইল। দশ বৎসরের মেয়াদে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই মেয়াদের মধ্যে কেহ কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না এবং শত্রুদেরও সাহায্য করিবে না। উভয়ের হলীফ (মিত্র) গোত্রও এই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ঠিক এই সময় উক্ত সুহাইলেরই এক ছেলে আবু জন্দল্ জিঞ্জির পরিহিত অবস্থায় পলাইয়া আসিয়া মুসলিম বাহিনীতে উপস্থিত হন। আবূ জন্দল্ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বহুদিন যাবত নির্মমভাবে উৎপীড়িত হইতেছিলেন। সুহাইল বলিয়া উঠিল, "এখনই বুঝা যাইবে, চুক্তিপত্রের মূল্য কতটুকু দেওয়া হয়। এই ছেলেকে ফিরাইয়া দিন। তবে সন্ধি বজায় থাকিবে। অন্যথায় আমি উহা মানিব না।" নবীজী তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

আবূ জন্দল্ কাঁদিতে কাঁদিতে জামা খুলিয়া নিজের পিঠটি মুসলমানগণকে দেখাইলেন। শত শত আঘাতে পিঠ মৌচাকের মত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে বলেন,

www.pathagar.com

আগুনে শোয়াইয়া তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইত। আবূ জন্দল্ আফসোস করিয়া বলিলেন, "মুসলমান ভাইরা! একজন নির্যাতিত মুসলিমকে মুশ্‌রিকদের হাতে সমর্পণ করিলেন?"

সত্যই ইহা কত মর্মান্তিক! কিন্তু অঙ্গীকারও ভঙ্গ করা যায় না। এরূপ একটির পর একটি ঘটনা সাহাবাগণকে আরও অধীর করিয়া তোলে। সন্ধির কাজ শেষ হইলে হজ্জের জন্য আনীত উট সেই স্থানেই কুরবানী করিয়া এবং মাথা মুণ্ডাইয়া উমরার জন্য বাঁধা এহ্‌রাম হইতে ফারেগ হইতে আদেশ হয়। স্থির হয়, ইহার পর সকলে মদীনা যাত্রা করিবেন।

সাহাবাগণের বুক ব্যথায় ও দুঃখে ভাঙিয়া পড়িতেছিল। নবীজীর আদেশ সত্ত্বেও কাজে আর সেই উদ্দীপনা ছিল না। সকলেই যেন হাল ছাড়িয়া বসিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত উম্মে সালেমা (রা)-এর পরামর্শানুযায়ী নবীজী উঠিয়া নিজের কাজ সারিয়া লইতে লাগিলেন। তখন দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইয়া যায়, পাছে নবীজী চলিয়া যান এবং তাঁহারা পিছনে পড়িয়া থাকেন।

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) সকলকে লইয়া মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে 'সূরা ফাত্‌হ্' অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ বলেন, "আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয়ে বিজয়ী করিয়াছি।" নতি স্বীকার করার পরও ইহাকে বিজয় বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল; কেননা, এই সন্ধির মধ্যে ভাবী জয় ও গৌরব নিহিত ছিল। এই সন্ধির বদৌলতে মক্কা-মদীনার রাস্তাটি নিষ্কন্টক হইয়া পড়ে। অবিশ্বাসী কাফির ও মুশ্‌রিকগণ নবীজীর খেদমতে যাতায়াত শুরু করিল এবং ইহার ফলে ইসলামের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য অনুধাবন করিয়া তাহাদের কেহ কেহ এই সনাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে থাকে। বস্তুত এই সন্ধির পর যত অধিক লোক মুসলমান হন, ইতিপূর্বে তেমন আর কখনও হয় নাই।

আবূ বছীর নামক জনৈক মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় চলিয়া যান। কুরাইশগণ সন্ধির শর্তানুসারে তাঁহাকে ফেরত চাহিয়া পাঠাইলে নবীজী তাঁহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নির্যাতিত ব্যক্তি কি পুনর্বার নূতন করিয়া নির্যাতনের কবলে পড়িতে কখনও চায়? তথাপি হযরত (সা)-এর আদেশে তাঁহাকে মদীনা ছাড়িতে হইয়াছিল।

দুইজন কুরাইশী তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে তিনি তাহাদের তলোয়ার দেখিতে লইয়া উহার এক কোপে একজনকে হত্যা করেন। অপর ব্যক্তিকেও হত্যা করিবেন বুঝিতে পারিয়া সে প্রাণপণ দৌড়াইয়া মদীনার মসজিদে নববীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার আতঙ্ক দেখিয়াই নবীজী বলিয়া উঠিলেন, "মনে হয়, তাড়া খাইয়া আসিয়াছ!" সে তখন সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করে। নবীজী দুঃখিত হইয়া বলিলেন,

www.pathagar.com

"এতো দেখিতেছি যুদ্ধের আগুন জ্বালাইবে। লোকটিকে সাহায্য করিতে কেহ এখানে আছ কি ?" ইত্যবসরে আবূ বছীরও তাহার পিছনে ধাওয়া করিয়া সে স্থানে উপস্থিত হন। নবীজীর কথার ইঙ্গিতে তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহাকে আবার ফেরত দেওয়া হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িয়া শ্যামগামী পথের পার্শ্বস্থিত এক পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। মক্কার ময্‌লুম অপরাপর মুসলমানদেরও অনেকে পলাইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে থাকে। কারণ, মদীনায় তাঁহারা আশ্রয় পাইতেন না এবং মক্কায়ও জুলুমের অন্ত ছিল না। আবূ জন্‌দল্‌ও তথায় পৌঁছেন। এভাবে ক্রমে ৭০ জনের একটি দল, কাহার কাহার মতে ৩০০ জনের একটি দল গঠিত হইয়া গিয়াছিল। ঐ পথে কুরাইশী কাফিরদের কোন কাফেলার দেখা পাইলেই তাহারা নানাভাবে প্রতিশোধ লইতেন।

শেষ পর্যন্ত কুরাইশীরা অতিষ্ঠ হইয়া নবীজীকে অনুরোধ জানায়, "মেহেরবানী পূর্বক এই লোকদিগকে আপনি ডাকিয়া পাঠান। আমরা সন্ধির সংশ্লিষ্ট শর্ত প্রত্যাহার করিলাম।"

নবীজী এই অনুরোধ অনুযায়ী তাহাদিগকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই সময় দলপতি আবূ বছীর মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মুবারক পত্রখানি দেখার পর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্যরা মদীনা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

গয্‌ওয়ায়ে গা'বা ঃ মদীনার অদূরবর্তী গা'বা নামক স্থানে একদা নবীজীর কয়েকটি উট ঘাস খাইতেছিল। আবদুর রহমান ফাযারী একদল লোকসহ তথায় উপস্থিত হইয়া উট চালককে হত্যা করিয়া উটগুলি লইয়া যায়। দুর্বৃত্তেরা ছিল সশস্ত্র অশ্বারোহী। ঘটনাক্রমে সাল্‌মা ইব্‌নে আক্‌ওয়া' (রা) প্রাতে তীর-ধনুক লইয়া খালি পায়ে সেই পথে যাইতেছিলেন। একটি টিলায় উঠিয়া মদীনার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি লুণ্ঠনের কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া একাকী তাহাদের পশ্চাতে ধাওয়া করিলেন। দ্রুতবেগে দৌড়াইতে তিনি বেশ পটু ছিলেন। তিনি তাহাদের বেশ কাছে পৌঁছিয়া অনবরত তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন। তীরের বর্ষণ দেখিয়া তাহারা ভাবিল, নিশ্চয়ই বিরাট একটি দল তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। সাল্‌মা তাহাদিগকে 'যী-ক্বারাদ' পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে তাহারা অপহৃত উটগুলি ছাড়াও ত্রিশটি বর্শা ও ত্রিশটি চাদর ফেলিয়া পলায়ন করে।

কিছুক্ষণ পর শত্রুদের সাহায্যকারী একটি দল সে স্থানে উপস্থিত হয়। ইহাতে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পাইলে তাহারা ফিরিয়া দাঁড়ায়। তিনি পাহাড়ে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতেছিল, এমন সময় মুসলিম দলও সেখানে উপস্থিত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে সাল্‌মার বয়স ছিল তখন মাত্র বার কি তের। এই বয়সের বালক একাকী অশ্বারোহী দুর্বৃত্ত দলকে যেভাবে নাজেহাল করিয়াছিলেন ইতিহাসে উহার নযীর নাই।

www.pathagar.com

সপ্তম হিজরী

গায্ওয়ায়ে খাইবার ঃ হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র কুড়ি দিন পর খাইবার যুদ্ধের জন্য নবীজী প্রস্তুত হন। ইহুদীরা নির্বাসিত হইয়া খাইবারে গমন করিয়াছিল। পূর্ব হইতেই খাইবার ছিল ইসলামের শত্রুদের বড় কেন্দ্র। এক কথায়, ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল।

নবীজী চারিশত পদাতিক ও দুইশত অশ্বারোহী মুজাহিদ লইয়া খাইবারে উপনীত হন। শত্রুরা সশস্ত্র অশ্বারোহী সান্ত্রী মোতায়েন রাখিয়াছিল। কিন্তু ঘটনার দিন তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। অতি প্রত্যূষে জনকয়েক লোক মাঠে কাজে যাইতেছিল। সৈন্যবাহিনী দেখিয়া তাহারা চিৎকার করিয়া উঠিল – محمد والخميس "পঞ্চ বাহিনী লইয়া মুহাম্মদ আসিয়াছে।" ইহা বলিতে বলিতে তাহারা কেল্লার দরজা বন্ধ করিয়ে দেয়।

টিলা-চূড়ায় অবস্থিত সাতটি সুদৃঢ় কেল্লায় তাহারা বাস করিত। নবীজী কেল্লাগুলি অবরোধ করিলেন। একে একে ছয়টি কেল্লা ফতেহ্ হয়। কিন্তু কামূস' নামক একটি কেল্লা ছিল ভীষণ রকমের। ইহার মধ্যে ছিল বীর যোদ্ধাগণ ও প্রধানগণ। সেখানে থাকিয়াই তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। পরদিন পুনরায় লড়াই চলিল। সেই দিন আলী (রা) নেতৃত্বের ঝাণ্ডা লাভ করেন এবং প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া কেল্লা জয় করেন। যুদ্ধে 'মুরাহ্হাব' নামক শ্রেষ্ঠ পাহ্লোয়ান এবং আরও ৭ জন বীর আলী (রা)-এর হস্তে নিহত হয়। শত্রুদের কেল্লার ফটক এত ভারী ছিল যে, সাত জনে ঠেলিয়াও নড়াইতে পারিত না। কিন্তু আলী (রা) একাকী তাহা ভাঙিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাহার ঢাল ভাঙিয়া গেলে উহাকেই তিনি ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এইরূপে খাইবার কেল্লা ফতেহ্ হয়। নবীজী ইহুদীদিগকে নির্বাসিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। তাহারা তখন অনুরোধ করিল, "ক্ষেত-খামার ও বাগ-দাগিচার কাজে আপনাদের শ্রমিকের প্রয়োজন পড়িবে। আমাদিগকে না তাড়াইলে সে কাজ আমরাই করিয়া দিব। নবীজী তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক প্রদানের শর্তে নবীজীর ইচ্ছাধীন মেয়াদে তাহাদিগকে বর্গাদার রূপে বহাল রাখা হয়।

খাইবার হইতে তৎসংলগ্ন 'ফদক' অধিবাসী ইহুদীদের বিরুদ্ধে নবীজী এক সারিয়া বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহারা ভূমির অর্ধেক ছাড়িয়া দিয়া সন্ধির প্রার্থনা জানাইলে নবীজী তাহা মঞ্জুর করিলেন। ইহা ফদক অভিযান নামে খ্যাত।

www.pathagar.com

বিবাহ্‌ বন্ধন ঃ খাইবার যুদ্ধে প্রচুর মালে-গনীমত মুসলমানদের হাতে পড়িয়াছিল। সেই সঙ্গে বহু নারী-পুরুষও বন্দী হয়। মুজাহেদীনের মধ্যে তাহাদিগকে যথারীতি বন্টন করা হয়। ইহুদী-নেতা হুয়াই ইব্‌নে আখতাবের মেয়ে ছফিয়াকে প্রথমে সালাম ইব্‌নে মিশ্‌কাম বিবাহ করেন। পরে শ্রেষ্ঠ নেতা কেনানা ইব্‌নে আবী হুক্কাইক-এর সঙ্গে বিবাহ্‌ বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হন। খাইবার যুদ্ধে কেনানা নিহত হন। ছফিয়া বন্দিনী হইয়া দেহ্‌ইয়া কাল্‌বী (রা)-এর ভাগে পড়েন। তিনি ছিলেন নেতার মেয়ে, নেতার স্ত্রী। মদীনায় তখনও ইহুদীদের দুইটি গোত্র ছিল। ছফিয়ার দাসী-জীবন ইহুদী জগতের কাছে খুব দুঃখজনক হইবে ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য সাহাবাগণ নবীজীকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, ইহাতে অসংখ্য লোকের মন রক্ষা হইবে।

নবীজী তাঁহাকে আযাদ করিয়া এই এখ্‌তিয়ার প্রদান করেন যে, ইচ্ছা হইলে তিনি নিজের দেশ ও জাতির কাছে থাকিতে পারেন। নতুবা তাঁহার সঙ্গে পরিণয় সূত্রেও আবদ্ধ হইতে পারেন।

ছফিয়া শেষোক্ত কথায় সম্মত হন। তিনি বলিলেন, "শির্‌কী জীবনেই আপনাকে মনে মনে কামনা করিতাম। আর আজ মুসলমান হইয়া আপনাকে কিভাবে ছাড়িয়া যাইব ?"

কথিত আছে, তিনি পূর্ব স্বামীর গৃহে থাকিয়া একবার স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার কোলে চাঁদ। স্বামী কেনানার কাছে ইহা ব্যক্ত করিলেন। সে তাঁহার মুখে এমন জোরে এক চপেটাঘাত করে যে, তাহার চক্ষুর পার্শ্ববর্তী একটি স্থান নীলাভ হইয়া যায়। কেনানা তখন ইহাও বলিয়াছিল—"তুই মদীনার বাদশাহ্‌কে বিবাহ করিতে চাহিতেছিস ?" পিতার কাছে নালিশ করিলে পর সেও এক চপেটাঘাত করে। অন্য একদিন স্বপ্নে বুকের উপর সূর্য দেখিতে পাইয়া স্বামীকে তাহা জানাইলে সেবারও সে এই মন্তব্যই করিয়াছিল যে, "তোর লক্ষ্য হইতেছে মদীনার শাহের দিকে।"

যাহা হউক, যথাসময়ে শুভবিবাহ সম্পাদিত হইল। ইহুদী বন্দিনী ছফিয়া হইলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত ছফিয়া (রা)। খাইবার হইতে প্রত্যাবর্তন কালে এক মন্‌যিল দূরে পথিমধ্যে তাঁহার রুখ্‌সতী হয়। সেখানেই সংক্ষেপে ওলীমার দাওয়াত খাওয়ান হইয়াছিল।

খাদ্যে বিষ প্রদান ঃ এই অভিযানেই জনৈক ইহুদী মেয়ে গোশ্‌তে বিষ মিশাইয়া নবীজীকে খাইতে দিয়াছিল। সেই খাদ্য খাইয়া একজন সাহাবী ইন্‌তিকাল করেন। নবীজী গোশ্‌ত মুখে পুরিবেন এমন সময় উহা চুপি চুপি জানাইয়া দেয় যে, উহাতে বিষ মিশানো রহিয়াছে। জিজ্ঞাসিতা হইয়া উক্ত ইহুদী মেয়েটি বলে যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই উহা করিয়াছে। কারণ, নবীজী যদি সত্য নবী হইয়া থাকেন তাহা

www.pathagar.com

হইলে উহা তাঁহার কোন ক্ষতিই করিবে না। আর মিথ্যাবাদী হইয়া থাকিলে এই বিষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে দেশের গোলযোগ মিটিবে।" হুযূর (সা) ব্যক্তিগতভাবে ইহুদিনীকে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে একজন সাহাবীর মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে বাধ্য হইয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

দুইজন বীর সেনানীর ইসলাম গ্রহণ ঃ এই বৎসরই বীরবর খালেদ ইব্‌নে ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইতিপূর্বে প্রায় যুদ্ধেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেনাপতি রূপে বীরত্ব দেখাইয়াছেন এবং উহুদ যুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দিয়া মুসলমানদের অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছিলেন। মুসলমান হইবার সঙ্কল্প লইয়া একদিন তিনি মদীনা রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আ'মর ইব্‌নে আ'সের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তিনিও একই উদ্দেশ্যে মদীনা যাইতেছিলেন। কাফিরদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ দুইজন বীর সেনানী এভাবে একযোগে মদীনায় উপস্থিত হইয়া ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এই বৎসরই খাইবার অভিযানের প্রাক্কালে গাধার গোশ্‌ত হারাম বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

এই বৎসরই রমযান মাসে অনাবৃষ্টিতে মদীনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু নবীজীর দু'আর পরে প্রবল বারি বর্ষণ হয়।

গায্‌ওয়ায়ে যাতুর রেকা' ঃ খাইবারের পর বনি গাত্‌ফানের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। উক্ত অভিযানের সময় পথিমধ্যে এক স্থানে নবীজী সসৈন্যে অবতরণ করিয়াছিলেন। সেখানে পানি ছিল না, অথচ অনেকেই ওযূ-গোসলের জন্য নামায পড়িতে পারিতেছিলেন না। মেহেরবান খোদা তখন তায়াম্মুম (পানির পরিবর্তে মাটি ব্যবহার) করিবার আদেশ পাঠান। অতঃপর শাওয়াল মাস পর্যন্ত নবীজী আর কোন অভিযানে যান নাই। তবে পাঁচটি সারিয়া দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে তিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উমরাতুল কাযা ঃ যিল্‌ক'দ মাস। হজ্জের মওসুম আগত প্রায়। পূর্ববর্তী বৎসরের অসমাপ্ত উমরা আদায় করিবার জন্য নবীজী সাহাবাগণসহ মক্কায় উপনীত হন। কুরাইশদের আরোপিত শর্তসমূহ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করা হয়। কা'বা ঘর জিয়ারত, তাওয়াফ প্রভৃতি কাজ শেষ করিয়া ঠিক তিনদিন পরেই নবীজী সদলবলে মদীনা রওয়ানা হন।

ফিরিবার পথে মায়মুনা বিন্‌তে হারেছ (রা) নবীজীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হন।

www.pathagar.com

রাজদরবারে আমন্ত্রণ-পত্র

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে পথঘাট নিরাপদ হইয়া উঠে। নবীজী তখন ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশবাসীর কাছে এই সুযোগে সত্যের আহবান পৌঁছাইতে হইবে। বড় বড় নেতাকে প্রথমে ইসলামের দিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। সীলমোহর ছাড়া পত্র বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হইবে না এবং আরবীয়রা ছাড়া অন্য কেহ উহা রাজকীয় পত্ররূপে গ্রহণই করিবে না। তাই নবীজী একখানি মোহর প্রস্তুত করাইলেন। উহাতে খোদাই করা হয়, 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'।

অধিকাংশ দেশ ছিল তখন খৃস্টান ও ইহুদীগণের শাসনাধীন। নবীজী তাহাদিগকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, "আমি ইসলামের (আল্লাহ্র আনুগত্যের) প্রতি আপনাদিগকে আহবান জানাইতেছি। আপনারা ইহা স্বীকার করিয়া লউন—সালামতে থাকিবেন। না মানিয়া লইলে নিজেরা তো অপরাধী হইবেন, অধিকন্তু প্রজাদের অপরাধেরও দায়িত্ব আপনাদের উপর বর্তিবে।" অতঃপর এই আয়াতখানি লিখা হয় ঃ

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهَا بَعْضًا اَبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

"হে কিতাব প্রাপ্তগণ! তোমরা এমন এক কথার দিকে আস—যাহা আমাদের এবং তোমাদের বিশ্বাসে এক যে, আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও বন্দেগী করিব না, তাঁহার সঙ্গে কাহাকেও অংশীদার বানাইব না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কেহ কাহাকেও (মানুষ-মানুষকে) প্রভু মানিব না। তবুও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে (হে বিশ্বাসী দল!) বল যে, তোমরা সাক্ষ্য থাক—আমরা ইসলাম আনিয়াছি।"

আবিসিনিয়ায় রাজদরবারে ঃ আ'মর ইব্নে উমাইয়াকে দাওয়াতনামাসহ আবিসিনীয়া পাঠান হইল। তদানীন্তন রাজা আস্হা'মা নবীজীর মুবারক দাওয়াতনামার অশেষ শ্রদ্ধা করিলেন। সিংহাসন হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া তিনি পত্রখানি স্বীয় চোখে-মুখে লাগাইলেন। অতঃপর তিনি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

রোমের রাজদরবারে ঃ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে দেহ্ইয়া-কাল্বী (রা) প্রেরিত হন। সম্রাট পূর্ব হইতেই নবীজীর সত্যতা সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে পত্র পাইয়া আরও জিজ্ঞাসাবাদ এবং খোঁজ-খবর লইলেন।

www.pathagar.com

আবূ সুফিয়ান ব্যবসা উপলক্ষে সে সময় সেখানে ছিলেন। তিনি মক্কাবাসী এবং নবীজীর আত্মীয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়াও নানা প্রশ্ন করা হয়। আবূ সুফিয়ান তখনও অমুসলিমই শুধু নহেন, উপরন্তু ইসলামের একজন প্রধান শত্রু ছিলেন। তাঁহারই উত্তরে আরও বেশি পরিমাণে প্রমাণিত হইল যে, নবীজী সত্যই খাঁটি পয়গাম্বর। তিনি মুসলমান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজাসাধারণ ও সভাসদগণ ইহাতে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন। সিংহাসনচ্যুতির ভয়ে তিনি অগত্যা সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

পারস্য রাজদরবারে ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হু'যায়ফা (রা) পারস্যরাজ খস্‌রু-পারভেজ-এর কাছে পত্র লইয়া গেলেন। খস্‌রু পত্রটিকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। নবীজী সংবাদ পাইয়া দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে,তাহার সামাজ্যকেও আল্লাহ্ এমনিভাবে যেন টুকরা টুকরা করেন।

ফলেও তাহাই হইয়াছিল। খস্‌রু আপন পুত্র শীরওয়ায়ের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। ছেলেও পিতারই রক্ষিত বিষকে ঔষধ ভাবিয়া খাইয়া প্রাণত্যাগ করে।

মিসর রাজদরবারে ঃ মুকাওকিস ছিলেন তখন মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার অধিপতি। হা'তেব ইব্‌নে আবী বল্‌তাআ' (রা) তাঁহার হাতে নবীজীর পত্র দিলেন। তিনি রাজকীয় কায়দায় হাতেব্‌কে যথেষ্ট সমাদর করেন এবং প্রচুর উপহারসহ মদীনা পাঠান। 'দুলদুল' নামক বিখ্যাত সাদা খচ্চর এবং ক্রীতদাসী মারিয়াকে তিনিই নবীজীকে যৌতুক দিয়াছিলেন। উক্ত মারিয়া (রা)-এর গর্ভে ইবরাহীম (রা) নামক নবীজীর এক পুত্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

হযরত আমর ইব্‌নে আ'স (রা) আম্মানের বিভিন্ন রাজ দরবারের পত্র লইয়া গেলে জা'ফর ও আবদুল্লাহ্ নামক দুই বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

অষ্টম হিজ্‌রী

হিজরীর অষ্টম বর্ষে চারিটি গায্‌ওয়া এবং দশটি সারিয়া অভিযান পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে একটি সারিয়া—মুতা অভিযান ও তিনটি গায্‌ওয়া—ফত্‌হে মক্কা, হুনাইন ও তায়েফ বিজয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মূতা অভিযান ঃ নবীজীর পত্রবাহক-দূত হারেছ ইব্‌নে উমায়র বস্‌রা রাজদরবারে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে মূতার অধিপতি 'শুরাহ্‌ বীল্‌ গাসসানী' তাঁহাকে কতল করেন। মূতা ছিল শ্যাম রাজ্যের অধীন জেরুযালেম হইতে দুই মন্‌যিল পথ দূরে অবস্থিত।

নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার মুজাহিদকে যায়েদের নেতৃত্বে অষ্টম হিজরীর পঞ্চম মাসে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মূতা অধিপতি সংবাদ পাইয়া রোম সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দেড় লক্ষ রোমীয় খৃস্টান সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে নবীজীর নির্বাচিত সেনাপতি যায়েদ, জা'ফর, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে রাওয়াহা (রা) একে একে সকলেই শহীদ হন। চতুর্থবারে মুসলমানগণ খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদকে সেনাপতি নির্বাচিত করেন। তাঁহারই সুনিপুণ নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে।

www.pathagar.com

ফত্‌হে মক্কা

মক্কা বিজয় অষ্টম হিজরীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিজয়ের ফলে সমগ্র আরবের বুকে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুফর ও শির্‌কের নাম চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। নবীজীরও অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসে। তাঁহার ওফাতের পূর্বেই মক্কা বিজয় সম্পাদন করিতে হইবে, এই আশা সকলে পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কুরাইশদের সঙ্গে মুসলমানগণ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকায় যুদ্ধ করা আইনত অসম্ভব ছিল। ঘটনাক্রমে কুরাইশদের পক্ষ হইতে চুক্তি-লঙঘন জনিত একটি ঘটনা এই সময়ে সংঘটিত হয়।

চুক্তিতে এই মর্মে একটি শর্ত ছিল যে, তাহারা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিবে না। ইহাও লিখিত ছিল যে, কাহারও মিত্র গোত্রকে কেহ আক্রমণ কিংবা আক্রমণে সাহায্য করিতে পারিবে না। মক্কার বনি খুযাআ' ছিল নবীজীর হালীফ অর্থাৎ মিত্র আর বনি বকর ছিল কুরাইশদের মিত্র গোত্র। একদিন রাত্রিকালে বনি বকরের লোকজন বনি খুযাআ'র উপর হামলা করিয়া লুটতরাজ করে এবং তাহাদের ২০ জন লোককে হত্যা করে। গোপনে কুরায়শগণ তাহাদের সাহায্য করে। এমনকি, ইক্‌রামা ইব্‌নে আবূ জেহ্‌ল প্রমুখ সর্দার ছদ্মবেশে তাহাদের সহায়তায় হামলার সময় অংশ গ্রহণ পর্যন্ত করিয়াছিল।

নবীজী সেই সময় মদীনায় উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনার ঘরে ওযূ করিতেছিলেন। আল্লাহ্‌ সুদূর মক্কার এই ঘটনা তাঁহাকে অবহিত করিলেন। খুযাআ'র এক ব্যক্তি তখন উচ্চৈঃস্বরে নবীজীর কাছে ফরিয়াদ জানায় এই আশায় যে, আল্লাহ্‌ তাঁহার আওয়াজ নবীর কানে পৌঁছাইয়া দিবেন। প্রায় ২০০ মাইল দূরে অবস্থান করিয়াও নবীজী সেই ডাক শুনিতে পান এবং উঠিয়া জওয়াব দিলেন لبيك لبيك "আছি—আছি—আমি আসিতেছি।" মায়মূনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার ডাকের উপর উত্তর দিলেন, হুযূর।" নবীজী বলিলেন, "খুযাআ' গোত্রের এক ফরিয়াদীর।"

পরদিন প্রাতে আয়েশা (রা)-কে ঘটনার কথা জানান হয়। তিনি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি ধারণা যে, কুরাইশরা চুক্তি লঙঘন করিতে সাহস পাইবে?" নবীজী উত্তর করেন, "তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। হয়ত আল্লাহ্‌ তাহাদের ব্যাপারে কোন কিছু করিবেন।" তিনদিন পর সত্য সত্যই বনি খুযাআ'র আ'মর ইব্‌নে সালেম মদীনায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিজেদের দুর্দশার কথা

www.pathagar.com

করুণভাবে সকলের কাছে ব্যক্ত করেন। তাঁহার মর্মস্পর্শী বর্ণনায় সকলেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মাহ্বূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন দূত পাঠাইয়া মক্কার কুরাইশদিগকে জানাইয়া দেন যে, এই কার্য দ্বারা তাহারা চুক্তির শর্ত লঙঘন করিয়াছে। কাজেই পুনর্বার নূতনভাবে চুক্তি সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে। এই জন্য তিনি কতিপয় শর্তও জুড়িয়া দেন। অন্যথায় হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

কুরাইশগণ নূতন শর্ত মানিয়া লইতে অসম্মত হইয়া সন্ধি বাতিলই পছন্দ করে। ইহার ফলে নবীজী জিহাদের জন্য গোপনে ব্যাপক প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।

কুরাইশরাও এই ঘটনার পর হইতে আশঙ্কা করিতেছিল যে, নবীজী তাহাদের উপর চড়াও করিবেন। কিন্তু সত্য সত্যই তিনি লড়িবেন কি না, তাহা জানার কোন উপায় ছিল না। তবুও খবরাখবর সংগ্রহের জন্য একদিন তাহারা আবূ সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠাইয়া দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, সম্ভব হইলে সন্ধির মেয়াদ বাড়াইয়া নূতন করিয়া চুক্তি সম্পাদন করিয়া আসিবে।

তাঁহার কন্যা উম্মে হাবীবা (রা) নবীজীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মদীনায় গমন করিয়া তিনি প্রথমে তাঁহার ঘরে উঠেন। তিনি নবীজীর বিছানায় বসিতে যাইবেন, এমন সময় উম্মে হাবিবা বিছানা গুটাইয়া লইলেন। পিতা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! আমাকে বিছানায় বসিতে দিবে না।"

উম্মে হাবীবা (রা) উত্তর করিলেন ঃ "না, আপনি শির্কের পঙ্কিলতায় অপবিত্র—আর এই বিছানা দোজাহানের পবিত্রতম নেতার আসন।"

আপন মেয়ের সহিত দীর্ঘদিন পরে তাহার সাক্ষাৎ। তাহার এই ব্যবহার ? ক্রোধে আবূ সুফিয়ান বলিয়া উঠিলেন, "আমার নিকট হইতে চলিয়া আসার পর তোর স্বভাব বদলাইয়া গিয়াছে, দেখিতেছি।"

উম্মে হাবীবাও তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "পিতা! আপনি একটি জাতির নেতা। বুদ্ধিমান বলিয়া দাবি করেন। অথচ মুসলমান হন না। পাথরের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া উহার পূজা করেন।"

আবূ সুফিয়ান—"আমার কন্যা হইয়া তুই আমার অসম্মান করিলি। আবার বলিস, বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়িয়া দিতে!" অসন্তুষ্ট হইয়া আবূ সুফিয়ান তথা হইতে উঠিয়া গেলেন এবং নবীজীর খিদমতে আসিয়া সন্ধির কথা উত্থাপন করিলেন। নবীজী কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া তিনি আবূ বকরকে বলিলেন। তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। হযরত উমর এবং ফাতেমা (রা)-কে যাইয়া বলা হইলে তাঁহারাও

www.pathagar.com

উত্তর করেন যে, তাঁহাদের হাতে কিছু নাই। অতঃপর হযরত আলী (রা)-কে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "কি করি, কোন পন্থা বলিয়া দাও।" তিনিই বা কি বলিবেন ? তবুও আবূ সুফিয়ানের পীড়াপীড়িতে বলিলেন, "আপনি মসজিদে যাইয়া নবীজীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া যান, আমি কুরাইশদিগকে আমান দিয়াছি। মুহাম্মদ (সা) আমার আমান নষ্ট করিবে না।"

একজন অমুসলিমের আমান দেওয়ার কি মূল্য থাকিতে পারে ? মুসলমানগণ তাহা মানিবেই বা কেন ? এই প্রশ্নটি আবূ সুফিয়ানের মনেও জাগিল। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা করিলে কি কোন কাজ হইবে?"

আলী (রা) উত্তরে বলেন, "তাহা আমি জানি না, আমার মনে একটি উপায় জাগিয়াছে। আমি তাহাই বলিয়া দিলাম।" আবূ সুফিয়ান তাহাই করিলেন এবং ঐরূপ বলিয়া মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। মক্কার লোকেরা ইহা শুনিয়া তাঁহাকে খুবই ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "কোন সংবাদই আনা হইল না। সন্ধির আশ্বাসজনক কোন সংবাদও পাওয়া গেল না। মুসলমানগণ লড়াই করিবে কি না, তাহাও জানা গেল না।"

ভাল নিয়তে মন্দ কাজ ঃ প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বে আকাশ-বাতাশ যেমন স্তব্ধ-নিঝুম গুমট ভাব ধারণ করে, মুসলমানদের এই অভিযানের প্রস্তুতিও প্রায় তেমনিভাবে চলিতেছিল। মক্কা আক্রমণের জন্য সবই প্রস্তুত— কিন্তু বাহিরে কেহ কিছুই জানিতে পারিতেছিল না। নবীজী যাবতীয় সংবাদ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতর্কিতে হামলা করিবেন ইহাই ছিল নবীজীর ইচ্ছা।

হা'তেব ইব্নে আবী বল্তাআ' (রা) নবীজীর সংকল্প ও বিস্তারিত সংবাদ লিখিয়া গোপনে উহা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একটি মেয়েকে মক্কা অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলা নবীজীকে এ সংবাদ প্রদান করেন। তিনি আলী, যুবায়ের ও মিকদাদ (রা)-কে দ্রুতগামী ঘোড়ায় পাঠাইয়া দিয়া আদেশ করেন, 'শীঘ্র মক্কার পথে ঘোড়া ছুটাও। 'কাখ' নামক স্থানে পৌঁছার পর একটি মেয়ের কাছে একখানি পত্র পাইবে। উহা লইয়া আস।"

যথাস্থানে পৌঁছিয়া তাঁহারা মেয়েটিকে পাইয়া পত্রখানি চাহিলে সে অস্বীকার করে। বহু তালাশ করিয়াও উহা পাওয়া গেল না। আলী (রা) তখন তলোয়ার বাহির করিয়া তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "পত্র তোমার কাছে নিশ্চয়ই আছে। নবীজী কখনও মিথ্যা সংবাদ দেন নাই। ভাল চাহিলে উহা বাহির করিয়া দাও, তাহা না হইলে তোমাকে উলঙ্গ করিয়া হইলেও পত্র বাহির করিব।"

বেচারী তখন কেশগুচ্ছ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া দেয়। তাঁহারা পত্রখানি আনিয়া নবীজীকে দিলেন। উহাতে কুরাইশ নেতৃবর্গের নিকট লেখা হইয়াছিল, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বহু সংখ্যক লশ্কর লইয়া তোমাদের

www.pathagar.com

উপর হামলা করিতে যাইতেছেন। তিনি একা গেলেও আল্লাহ্‌ তাঁহাকে জয়ী করিবেন। কাজেই তোমরা নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে কোন উপায় উদ্ভাবন কর।"

মাহ্‌বূবে খোদা (সা) হা'তেবকে ডাকাইয়া আনিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নত কণ্ঠে বলিলেন, "হুযূর! আমি ধর্মদ্রোহিতার উদ্দেশ্যে ইহা করি নাই। সকল মুহাজিরগণেরই এমন সব আত্মীয়-স্বজন মক্কায় রহিয়াছে, যাহারা বিপদে তাঁহাদের পরিবারবর্গের হেফাযত করিবে। কিন্তু আমি কুরাইশ গোত্রের নহি। আমার পরিবারবর্গকে দেখিবার মত কেহ সেখানে নাই। তা'ছাড়া আমি নিশ্চিত জানি, আল্লাহ্‌ আপনাকে ফতেহ্‌ দিবেন-ই। আমার লেখায় কিছু আসে যায় না।"

নবীজী স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার কথা সত্য এবং তাহার নিয়ত ষড়যন্ত্রমূলক নহে। কিন্তু কাজটি হইয়া পড়ে খুব জঘন্য—বলিতে কি মুনাফিকদের কাজ। উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন, "অনুমতি দিন আমি মুনাফিকের গর্দান লইব ?" হুযূর বলিলেন, "উমর! ইনি যে বদরী—আর বদরীয়ীনদের সম্বন্ধে আপনি কি কিছুই জানেন না ? আল্লাহ্‌ ঘোষণা করিয়াছেন, যাহা মনে হয়, কর। আমি তোমাদিগকে (চিরতরে) মা'ফ করিয়া দিয়াছি।" এতদ্‌শ্রবণে উমর (রা)-এর অন্তর কাঁপিয়া উঠে। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলই ভাল জানেন।" নবীজী হা'তেবকে আর কিছুই বলিলেন না।

মক্কা রওয়ানা ঃ অষ্টম হিজরীর ১০ই রমযান ছিল বুধবার। আসরের নামায সমাপনান্তে বিরাট বাহিনী লইয়া নবীজী মদীনা ত্যাগ করিলেন। মুজাহিরদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। এত বড় অভিযান ইসলামের জীবনে ইহাই প্রথম। তাঁহারা কুদাইদিয়া নামক স্থানে পৌঁছিলে সন্ধ্যা হয়। সেখানে সকলে ইফতার করিয়া নামায আদায় করেন।

মন্‌যিলের পর মন্‌যিল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে থাকেন। পথিমধ্যে হযরত আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি হিজরত করিয়া মদীনা যাইতেছিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন, "আব্বাস সর্বশেষ মুহাযির—যেমন আমি সর্বশেষ নবী।" নবীজীর আদেশক্রমে আব্বাস (রা) আসবাব-পত্র মদীনা পাঠাইয়া দিয়া নবীজীর সঙ্গে চলিলেন।

মক্কার অদূরবর্তী মাররুয্‌ যাহ্‌রান মন্‌যিলে পৌঁছিয়া নবীজী শিবির স্থাপন করিলেন এবং সকলকে তদানীন্তন সামরিক প্রথা অনুযায়ী আপন আপন তাঁবুর সম্মুখে আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার নির্দেশ প্রদান করেন।

আব্বাস (রা)-এর আশঙ্কা হয় যে, কুরাইশগণ যুদ্ধের সংবাদই রাখে না। এত লোক-লশ্‌কর লইয়া একজোটে হামলা করিলে তাহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাই একাকী একটু আগাইয়া গেলেন। কাহাকেও পাইলে নিজেদের রক্ষার কোন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করিতে বলিয়া আসিবেন। নবীজী পরম দয়ালু, কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহাকে ধরিলে তিনি অবশ্য দয়া করিবেন।

অপরদিকে আবূ সুফিয়ান, হাকীম ইব্‌নে হেযাম ও বুদাইল ইব্‌নে ওয়ারকা প্রমুখ নেতৃত্রয় অনুসন্ধানকল্পে বাহির হইয়া ইতস্তত ঘুরাফেরা করিতেছিলেন। সারি সারি প্রদীপ দেখিয়া তাহারা সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। এ আবার কিসের আলো ? বুদাইল বলিলেন, "খুযাআ' গোত্রের।" আবূ সুফিয়ান বলিলেন, "না—তাহাদের দল এত বড় নহে।"

এই কথোপকথনের সময় আব্বাস (রা) সেখানে পৌঁছেন। আবূ সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া তিনি তাহাকে ডাক দেন। আবূ সুফিয়ানও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে বহু আলাপ হইল। তিনি কথায় কথায় তাঁহাকে মুসলিম শিবিরের দিকে লইয়া চলিলেন। পথে উমর (রা) তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কতল করিতে উদ্যত হন। 'আমি আমান দিয়াছি' বলিয়া আব্বাস (রা) তাঁহাকে বাধা দিলেন। হযরত উমর (রা) হযরতের নিকট হইতে অনুমতি আনার জন্য দৌড় দিলেন। আব্বাস (রা)-ও ছুটিয়া গিয়া একই সময়ে নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হন। আবূ সুফিয়ানকে দেখিয়া উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন—"এই আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন, বে-ঈমান আসিয়াছে। অনুমতি দিন, তাহার গর্দান লই", আব্বাস (রা) বলিলেন, "আমি তাহাকে আমান দিয়াছি।" ইহা লইয়া আব্বাস ও উমর (রা)-এর মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে থাকে। নবীজী উভয়কে নিরস্ত করিয়া আব্বাসকে বলিলেন—"আজ তাহাকে আপনার তাঁবুতে রাখুন—কাল ভোরে এখানে লইয়া আসিবেন।"

পরদিন প্রাতঃকালে আবূ সুফিয়ান নবীজীর খেদমতে পৌঁছেন। নবীজী তাঁহাকে হাসিমুখে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলিলেন—"আফসোস্! আজও আবূ সুফিয়ানের বিশ্বাস হইতেছে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাসনার যোগ্য নাই।"

আবূ সুফিয়ান স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মত একজন শত্রুকে যিনি ইতিপূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন, হাতের মুঠায় পাইয়াও প্রতিশোধ গ্রহণের কোন কথা নাই। তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলে অভিযোগের কিছু ছিল না। সকল অন্যায়-অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে সত্যের দিকে আহবান জানান হইল যেন, মানুষকে এই সত্য পথে আনাই ইসলামের কাম্য। আবূ সুফিয়ান উদাত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমার মা-বাপ আপনার জন্য ফেদা। আপনি বড় বিনয়ী ও সদয়। আমার পক্ষ হইতে এত শত্রুতার পরও আপনার এই অনুগ্রহ! যে আল্লাহ্ আমাদের ন্যায় অপরাধীদিগকেও আশ্রয় দেন, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কেহ উপাস্য নাই।"

নবীজী প্রশ্ন করিলেন, "আমার পয়গাম্বরী স্বীকার করিবার এখনও কি সময় আসে নাই ? এই কথায় আবূ সুফিয়ান নীরব থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আব্বাস (রা)

www.pathagar.com

বলিলেন, "এখন ইতস্তত করিবার সময় নহে—মঙ্গল চাহিলে ঈমান আনিয়া ফেল।" আবূ সুফিয়ান বলিয়া উঠিলেন—

"আশ্‌হাদু আল্লাহ্‌-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌!" সেইদিন হইতে তিনি হযরত ও রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানে ভূষিত হন।

প্রত্যাবর্তনের সময় আব্বাস (রা) নবীজীর অনুমতিক্রমে আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লইয়া একটি টিলার উপরে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া সৈন্য-বাহিনী কুচকাওয়াজ করিয়া যায়। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে যেন সামরিক অভিবাদনই জানান হইয়াছিল। আবূ সুফিয়ান হতবাক হইয়া আব্বাস (রা)-কে একবার বলিয়া ফেলিলেন— "তোমার ভাতিজা বড় বাদশাহ্‌ হইয়া গিয়াছেন দেখিতেছি।" আব্বাস বলিলেন—"ইহা বাদশাহী নহে—পয়গাম্বরী!" আবূ সুফিয়ান ছিলেন একজন স্বনামখ্যাত নেতা। তাঁহার যশ ও সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল। সম্মানই ছিল তাঁহার প্রধান কাম্যবস্তু। নবীজী তাঁহার সৌজন্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন, "যুদ্ধের সময় কেহ আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিলে সে নিরাপদ।" অর্থাৎ তাঁহার গৃহের সম্মান রক্ষার্থে সেখানে হত্যাকাণ্ড অবৈধ করা হয়। সেই সঙ্গে সৈন্যবাহিনীতে এই ঘোষণা জানাইয়া দেওয়া হয় যে, "কেহ কা'বা ঘরের আশ্রয় লইলে সে নিরাপদ। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলে সে নিরাপদ। যে হাতিয়ার ছাড়িয়া দিবে এবং যে আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ।"

অতঃপর বিশাল বাহিনী লইয়া মাহ্‌বূবে খোদা শহরে প্রবেশ করিলেন। মুজাহেদীন নিম্ন ও টিলাভূমির বিভিন্ন পথে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুকাবিলা করিবার মত শক্তি ও সাহস কুরাইশদের ছিল না। বড় নেতাগণের অনেকেই পলায়ন করিয়াছিলেন। তাই নবীজী মুজাহিদগণকে সাবধান করিয়া দিলেন—"যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা লড়াই না করে ততক্ষণ তোমরা কাহাকেও হত্যা করিও না।"

এ সময় একদিকে দেখা যাইতে থাকে যে, ইক্‌রামা ইব্‌নে আবূ জেহ্‌ল ও সাফওয়ান ইব্‌নে উমাইয়া সসৈন্যে মুকাবিলা করিতে আসিতেছে। ঘটনাক্রমে ঐদিকে ছিল খালিদ (রা)-এর বাহিনী। দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। সাহাবাগণ কাফিরদিগকে কা'বা ঘর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। দুইজন মুসলমান শহীদ হইলেন। শত্রুপক্ষের মারা গেল চব্বিশ জন।

নবীজী মক্কায় পদার্পণ করিলে তাঁহার নিকট ফরিয়াদ করা হয় যে, খালিদ মক্কাবাসীদিগকে নিপাত করিয়া ফেলিতেছেন। নবীজী তাড়াতাড়ি আদেশ পাঠাইলেন— ارفع عنهم السيف। "তাহাদের উপর হইতে তলোয়ার উঠাইয়া লও।" কিন্তু সংবাদবাহক যাইয়া খালিদকে বলিলেন— ضع فيهم السيف "তাহাদের উপরে তলোয়ার চালাও।"

www.pathagar.com

খালিদ (রা) বেদম মারিতে শুরু করিলেন। শত্রুদের ৭০ জন নিহত হইলে তাঁহাকে পুনরায় নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে আদেশ অমান্য করার জন্য ভর্ৎসনা করা হইলে তিনি বলিলেন, "আপনার আদেশ পাইয়াই এমন করিয়াছি।" পরে ঐ সাহাবীকে ডাকিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলিলেন, "পথিমধ্যে এক ভয়ঙ্কর-দর্শন মূর্তি— আকাশে তাহার মাথা আর মাটিতে পা—বর্শা হাতে আমাকে উহা বলিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। ভয়ে আমার মুখ হইতে ঐ কথা ছাড়া আর কোন কথা নির্গত হইতে পারে নাই। অন্যথা করিলে আমাকে বর্শা মারিবে বলিয়া তখনও ঐ লোকটি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল।"

উহুদ যুদ্ধে শহীদ ৭০ জন মুসলিম সেনানীর প্রতিশোধ লওয়াই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল। প্রতিশোধ লওয়া হইলে পর যুদ্ধ বন্ধ হয়। বিজয়ী বেশে নবীজী মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং চাচাত বোন উম্মে হানীর ঘরে গোসল করিয়া আট রাক্‌আত নামায পড়িলেন।

কুরাইশদের অনেক নেতাই পলায়ন করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট নেতৃবর্গ আত্মসমর্পণ করিয়া অপরাধীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে নবীজীর খিদমতে হাযির হন। একজনকে বেজায় কাঁপিতে দেখিয়া নবীজী তাহাকে বলিলেন—"আশ্বস্ত হও, ঘাবড়াও কেন? আমি বাদশাহ্ নই—তোমাদের মতই সাধারণ মায়ের সন্তান।" নবীজী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা আমার নিকট হইতে কেমন ব্যবহার পাইবার প্রত্যাশা করেন।"

তাহারা বলিল—"আপনি এখন আমাদের অধিপতি, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তবে আপনি পরম দয়ালু—আমাদেরই একজন ভাই। আশা করি আমাদিগকে কৃপা করিবেন।"

নবীজী বলিলেন— ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় আমিও বলি ঃ

لاتثريب عليكم اليوم - يغفر الله لكم هو ارحم الراحمين -

"আজ তোমাদের উপর কোন মালামত নাই, আল্লাহ্ তোমাদিগকে মা'ফ করুন—তিনি সকল দয়ালুর শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পলাতকদের মধ্যেও এগারজন পুরুষ এবং চারি জন মহিলা ছাড়া অন্যান্যকে মা'ফ করা হয়। ইহারা ছিল সকল দুষ্কৃতির মূলে। ইহাদের সম্বন্ধে তিনি ঘোষণা করিলেন—"যখনই তাহাদিগকে পাইবে, কতল করিবে।" কিন্তু ইহাদেরও কেহ কেহ চুপি চুপি নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হইয়া মুসলমান হন। অনেকে প্রথমে সময় লইয়া পরে নূতন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অল্প কয়জন মাত্র মুসলমানদের হাতে নিহত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

যাহারা মুসলমান হন, তন্মধ্যে হাম্যা (রা)-এর ঘাতক ওয়াহ্শী, তাঁহার কলিজা চর্বণকারিণী আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা, নবীজীর কুৎসা রটনাকারিণী কুর্তাবা, নবী-তনয়া যয়নবকে বর্শা-আঘাতকারী হাব্বার এবং আবূ জেহ্লের ছেলে ইক্রামা অন্যতম। বস্তুত ইহাদের অনেকেই এমন সব অপরাধী ছিলেন যাহারা প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শুধু প্রাণ রক্ষাই হয় নাই; উপরন্তু ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় পাইয়া কালক্রমে বিশিষ্ট সাহাবারূপে যশস্বী হইয়াছিলেন। এত দীর্ঘকাল ব্যাপী এত অপকীর্তির পরও নবীজীর এই সদাশয়তা এবং ইসলামের এহেন ঔদার্য দেখিয়া মক্কাবাসীরা মুগ্ধ হইলেন। এক্ষণে তাহারা নিশ্চিতরূপে বুঝিলেন যে, ইসলাম একটি শাশ্বত সনাতন ধর্ম। অতঃপর তাহারা দলে দলে নূতন ধর্মে দীক্ষা লইয়া ধন্য হন।

আল্লাহ্র বান্দা হইয়াও শত্রুদের প্রতিবন্ধকতার দরুন এতকাল আল্লাহ্র ঘর দর্শন, সেখানে প্রাণ খুলিয়া দুই রাক্আত নামায পড়ার সুযোগ মুসলমানগণের হয় নাই। এক্ষণে সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় ভক্তি গদগদ হইয়া সকলে কা'বা ঘরের যিয়ারত করিলেন। কা'বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তখনও ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। নবীজী যেই একখানি কাঠি দ্বারা উহাদের যেটিকে ইঙ্গিত করিতেন উহা অমনি উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইত। নবীজী প্রতিবারই قُلْ جَـاۤءَالْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَـاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا – আয়াতটি পড়িতে পড়িতে অগ্রসর হইতেন। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগুলিও মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছিল। কা'বা প্রাচীরে অঙ্কিত বহু মূর্তি ও ছবি মুছিয়া ফেলিয়া নবীজী উহাকেও পবিত্র করেন।

কা'বা ঘরের চাবি ঃ চাবিরক্ষক উস্মান ইব্নে তাল্হার নিকট হইতে চাবি লইয়া নবীজী কা'বা ঘর খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া মকামে-ইব্রাহীমে দুই রাক্আত নামায পড়িলেন। নবীজীর শেষ ফায়সালা শুনিবার জন্য কুরায়শগণ অপেক্ষা করিতেছিল। নবীজী সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোমরা সর্বতোভাবে স্বাধীন এবং নিরাপদ।" কা'বা ঘরের চাবি রাখা ও উহা রক্ষণাবেক্ষণ করা অতিশয় সম্মানের বিষয়। হযরত উসমান তখনও মুসলমান হন নাই। অমুসলিম এই সম্মানের অধিকারী হইতে পারে না ভাবিয়া হযরত আব্বাস, হযরত আলী (রা) প্রমুখ নবীজীর কাছে চাবি প্রার্থনা করেন। এমন সময় আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا –

"আল্লাহ্ তোমাদিগকে আমানতসমূহ উহাদের মালিককে বুঝাইয়া দিতে আদেশ করেন।"

www.pathagar.com

নবীজী চাবি উসমানকেই দিলেন এবং বলিলেন, "লও! চিরকালের জন্য ইহা লও।" আজ পর্যন্তও তাঁহার বংশেরই হাতে কা'বা ঘরের চাবি রহিয়াছে।

আনসারগণের উৎকণ্ঠা ঃ মক্কা বিজয়ের পর মাহ্‌বূবে খোদা (সা) ১৫ দিন মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন। আনসারগণ এই ভাবিয়া সে সময় মনে মনে ভয় ও দুঃখ পোষণ করিতেছিলেন যে, নবীজী হয়ত মক্কায় থাকিয়া যাইবেন এবং তাহা হইলে তাঁহারা নবীজীর নিকট হইতে দূরে পড়িয়া যাইবেন!

নবীজী ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "না, আমি তোমাদেরই একজন। আমার হায়াত-মওত সবই তোমাদের সঙ্গে হইবে।" অতঃপর এ'তাব ইব্‌নে উসাইদকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করিয়া তিনি মদীনায় ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হন। মক্কা পরিত্যাগের পূর্বে তিনি নব নিযুক্ত আমীরকে নগরীর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

হুনায়ন যুদ্ধ

আরবের গোত্রগুলির দৃষ্টি এতদিন কুরাইশদের উপর নিবদ্ধ ছিল। অনেকে ইসলামের সত্যতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াও তাহাদের ভয়ে নূতন ধর্ম গ্রহণে সাহস পাইতেছিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল, কুরাইশগণ যদি মুসলমানদিগকে পরাভূত করিতে পারে তবে সব সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইবে। আর যদি তাহারা পরাজিত হয় কিংবা নিজেরা মুসলমান হইয়া যায়, তবে তাহাদেরও ইসলাম গ্রহণের পথে কোন বাধা থাকিবে না।

মক্কা বিজয়কে এই দিক দিয়া সমগ্র আরব বিজয় বলা যাইতে পারে। কুরাইশদের পতনের পর আরবের অধিকাংশ গোত্র ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইতে থাকে। অবশিষ্ট দুই-একটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিল না সত্য, কিন্তু ইসলামের মুকাবিলা করিবার সাহস তাহাদের ছিল না।

তায়েফের পার্শ্বস্থিত এলাকার প্রবল পরাক্রান্ত দুইটি গোত্র যথা বনি সাকিফ ও বনি হাওয়াযেন ধর্মান্তর গ্রহণকে অপমানজনক ভাবিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া মক্কাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল যে, যুদ্ধে প্রাণ দিবে অথবা শত্রুর প্রাণ হরণ করিবে।

মদীনা হইতে আগত দশ হাজার ও মক্কার নও-মুসলিম দুই হাজার— মোট বার হাজার বীর-মুজাহিদসহ মাহ্‌বূবে খোদা (সা) ৬ই শাওয়াল রওয়ানা হন। যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের এরূপ সংখ্যাধিক্য ইতিপূর্বে কখনও আর দেখা যায় নাই। তাই অনেকে আনন্দের আতিশয্য বলাবলি করিতেছিলেন, "সামান্য সংখ্যক মুজাহিদের সঙ্গে লড়িয়া শত্রুরা নাজেহাল হইয়াছে। আর এক্ষণে সমগ্র আরব আমাদের হাতে। এই গোত্র দুইটি কর্পূরের মত উড়িয়া যাইবে।

হুনায়ন নামক স্থানে পৌঁছিয়া কাফিরগণ পাহাড়ের টিলায় আত্মগোপন করে। দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ পাহাড়—মধ্যভাগে ছিল একটি সংকীর্ণ স্থান। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছামাত্রই শত্রুরা দুই পার্শ্ব হইতে এমন তীর বর্ষণ শুরু করিয়া দেয় যে, পা রাখা দায় হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে মুসলমানদের অগ্রবর্তী বাহিনী পশ্চাদসরণ করিতে থাকে। পিছন দিকেও এক হট্টগোলে সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে উদ্যত হয়।

মুসলমানদের জীবনে এভাবে পশ্চাদপসরণের দৃশ্য ইহাই ছিল প্রথম। তদুপরি ক্ষুদ্র দুইটি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় একটা কল্পনাতীত ব্যাপার। এ পরাজয়ের

www.pathagar.com

কারণ যদিও বাহ্যত ছিল স্থানের সংকীর্ণতা ও শৃঙ্খলার অভাব, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত কারণ হইল সাহাবাগণেরই দম্ভোক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পর্কে বলেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ – "এবং হুনায়ন যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে উল্লসিত করিয়াছিল।" সুদীর্ঘ আয়াতে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, জয় একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহেই লাভ হয়—শক্তি কিংবা জনবলের দরুন নহে।

নবীজী দুল্দুলের উপর আরোহণ করিয়া নির্বিঘ্নে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার আদেশে হযরত আব্বাস (রা) নিকট-আওয়াজে সাহাবাগণকে ডাক দিলেন। ইহাতে তাঁহারা আত্মস্থ হইয়া ছুটিয়া আসেন।

এবার সকলে মিলিয়া একজোটে হামলা করিলেন। তুমুল যুদ্ধ চলিল। সাহাবাগণ অমিত বিক্রমে শত্রুসৈন্যকে কোণঠাসা করিয়া তুলিলেন। নবীজী এক মুষ্টি কঙ্কর লইয়া شَاهَتِ الْوُجُوه 'সবগুলি মুখ কাল হউক" বলিয়া প্রতিপক্ষের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, শত্রুদের তেজ ও উদ্যম স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

যুদ্ধে মাত্র চারিজন মুসলমান শহীদ আর কাফিরদের সত্তর জনের বেশি নিহত হয়। তাহাদের পরিত্যক্ত অগণিত ছাগল-ভেড়া ও প্রচুর জিনিসপত্র মুসলমানদের হস্তগত এবং বহু লোক বন্দী হয়।

তায়েফ অভিযান ঃ অতঃপর নবীজী তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। তায়েফই ছিল ঐ গোত্রদ্বয়ের প্রধান কেন্দ্র। দীর্ঘ আঠার দিন মুসলিম সৈন্য তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখিল। কিন্তু উহা অধিকার করিতে পারিল না। বহুদিনের একটানা পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই নবীজী মদীনা ফিরিয়া চলিলেন।

পথিমধ্যে জা'র্রানা নামক স্থানে হাওয়াযেন গোত্রের এক প্রতিনিধি দল নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের যুদ্ধ-বন্দিগণকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। নবীজী উহা মঞ্জুর করিলেন এবং বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। মানবতার এহেন দৃষ্টান্তে অনেকের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হয়। নবীজীর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর তায়েফের এক প্রতিনিধি দল তাঁহার খেদমতে হাযির হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

অতঃপর জিঈর্রানা পৌঁছিয়া নবীজী উমরা-র এহ্রাম বাঁধিয়া মক্কায় গমন করেন এবং উমরা আদায় করিয়া হিজরীর একাদশ মাস যিল্কদের ৬ তারিখে মদীনা উপনীত হন।

উল্লেখযোগ্য সারিয়া ঃ অপরাপর সাহাবাগণের নেতৃত্বে সারিয়া অভিযানগুলির মধ্যে নিম্নের কয়টি উল্লেখযোগ্য ঃ

www.pathagar.com

ইয়ামনস্থ বনি খাসআমের নিকট একটি ঘর কা'বা নামে বিখ্যাত ছিল। জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্‌ ১৫০ জন মুজাহিদকে লইয়া উহা ধ্বংস করেন।

খালিদ (রা) ক্ষুদ্র এক দল লইয়া কুরায়শ ও বনি কেনানার 'উয্‌যা' নামক শ্রেষ্ঠতম দেবতার মূর্তিটি ধ্বংস করিয়া আসেন।

আ'মর ইব্‌নুল আ'স বনি হুযাইলের শ্রেষ্ঠ মূর্তি 'সুওয়া'-কে ভাঙ্গিতে যান এবং আওস, খায্‌রাজ ও গাস্‌সানীদের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'মানাত মূর্তি' ভাঙ্গিয়া ফেলেন সাঈ'দ ইব্‌নে যায়েদ।

এ সময়ের আরও একটি সারিয়া অভিযান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আবূ উবায়দা (রা)-এর নেতৃত্বে ৩০০ মুজাহিদ 'জুহাইন' গোত্রের বিরুদ্ধে রওয়ানা হন। সুদূর সাগর তীরে ছিল তাহাদের বাস। পাথেয়র অভাবে তাঁহাদিগকে ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। গাছের পাতা খাইয়া তাঁহারা বহুদিন অতিবাহিত করেন। খাবৃত অর্থ গাছের পাতা ঝারা। গাছের পাতা ঝারিয়া খাইয়াছিলেন বলিয়া অভিযানটি সারিয়ায়ে খাব্‌ত নামেই খ্যাত হয়। খোদার মহিমায় এই সফরেই একটি বিরাট মৎস্য সাগর হইতে লাফাইয়া যোদ্ধাদের সামনে আসিয়া পড়ে। ৩০০ লোক ১৫ দিন উহা খাইয়াছিলেন। মাছটি এত প্রকাণ্ড ছিল যে, উহার পাঁজরের একটি হাড় উঁচু করিয়া রাখিলে উচ্চ উটগুলি উহার নিচে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত।

www.pathagar.com

নবম হিজরী

হিজরীর নবম বর্ষে মাত্র ৩টি সারিয়া বাহিনী আলী (রা), উ'ফাশা (রা) ও আ'ল্কামা (রা)-এর নেতৃত্বে প্রেরিত হয়। নবীজীর পরিচালনাধীন মাত্র একটি গায্ওয়া সংঘটিত হয় এবং এই বর্ষের উহাই হইতেছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিহাসে ইহা জঙ্গে তাবূক নামে অভিহিত।

এই বর্ষেরই প্রারম্ভে মারিয়া (রা)-এর গর্ভে নবীজীর সর্বশেষ সন্তান ইব্রাহীম (রা) জন্মলাভ করেন এবং অতি শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। ইতিপূর্বেও তাঁহার দুই পুত্র ওফাত পান। এভাবে নবীজী হইয়া পড়েন পুত্রহীন। ইহাকে কটাক্ষ করিয়া ইহুদী ও মুনাফিকরা নবীজীকে ابتر। 'লেজ কাটা' অর্থাৎ নির্বংশ বলিয়া ব্যঙ্গ করিত আর বলিত মুহাম্মদের ধর্ম মাত্র কিছুদিনের জন্য টিকিয়া থাকিতে পারে। তাঁহার বংশে বাতি জ্বালাইবার লোক নাই। তাঁহার ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্মেরও অবসান ঘটিবে।"

একে পুত্র শোক, তদুপরি শত্রুদের ব্যঙ্গোক্তি। ইহাতে নবীজী যারপর নাই ব্যথিত হইয়া পড়েন। নবীজীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য 'সূরা কাউছার' নাযিল হইল ঃ

انَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ -

"আমি আপনাকে কাউছার দান করিয়াছি। অতএব প্রভুর জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরা লেজকাটা।"

হযরত আলী (রা) অভিযান করিয়াছিলেন তাঈ নামক একটি গোত্রের বিরুদ্ধে। দেশবিখ্যাত হাতেম তাঈ ছিলেন সেই গোত্রের লোক। যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে হাতেম তাঈয়ের এক মেয়েও বন্দিনী হন এবং ছেলে আ'দী পলায়ন করেন। অতঃপর তাঁহার আবেদনক্রমে নবীজী হাতেম তাঈয়ের মেয়েকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের সঙ্গে সওয়ারীও দিয়াছিলেন। তিনি বাড়ি পৌঁছিয়া নবীজী ও ইসলামের ভূয়সী প্রশংসা করিলে পর তাঁহার ভাই আ'দী মদীনায় গমনপূর্বক মুসলমান হন।

www.pathagar.com

জঙ্গে তাবূক

নবম হিজ্‌রীর গোড়ার দিকের কয়েকটি মাস নবীজী খুবই কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাইয়াছিলেন। নব দীক্ষিত মুসলমানদিগকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলার কাজ ছাড়াও দূর-দূরান্তর হইতে নানা দেশের নানা গোত্র এবং বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি দল অহরহ্ মদীনায় আসিতেছিল। তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা, তাহাদের নানা প্রশ্নের উত্তর, সন্দেহের খণ্ডন এবং ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার কাজে তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত।

বৎসরের শেষার্ধে রজব মাসে হঠাৎ নবীজী সংবাদ পান যে, মূতা অভিযানে পরাস্ত রোমীয় খৃস্টানরা আবার যুদ্ধ করিতে আসিতেছে এবং রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস স্বয়ং উক্ত বাহিনী পরিচালনা করিতেছেন।

এদিকে দুর্ভিক্ষের বৎসর ছিল বলিয়া মুসলমানগণ ভীষণভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তদুপরি দারুণ গ্রীষ্মের দিন উত্তপ্ত মরুভূমি পার হইয়া রোমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ইহা সত্ত্বেও নবীজী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে সকলকে বলিয়া দিলেন। মুজাহেদীন সব কিছু উপেক্ষা করিয়া আল্লাহ্‌র নামে তাঁহার ডাকে সাড়া দিলেন। ব্যাপক প্রস্তুতি চলিল। আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নবীজী চাঁদা সংগ্রহ করিলেন। সাহাবাগণই অকাতরে আপন আপন সাধ্যমত চাঁদা দিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁহার ঘরের সব কিছু গুটাইয়া আনিয়া নবীজীর খিদমতে হাযির করেন। উমর (রা) অর্ধেক রাখিয়া বাকি অর্ধেক দিয়াছিলেন। দানবীর উস্‌মান (রা) নয় শত উট, এক শত ঘোড়া ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করেন।

রোমীয়দের লক্ষ লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে মুকাবিলা করিতে হইবে। তাই নবীজীও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আরবের বিভিন্ন গোত্র হইতে লোক সংগ্রহ করিলেন। এভাবে ত্রিশ হাজার মুসলিম মুজাহিদ একত্রিত হন।

বৃহস্পতিবার দিন নবীজী স্বয়ং ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া রওয়ানা হন। শ্যাম দেশের এলাকাধীন মদীনা হইতে ১৪ মন্‌যিল দূরে তাবুক নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া নবীজী সেখানেই শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কিন্তু কাহারও দেখা পাইলেন না। দিন যায়। এদিকে কেহই আসে না— যুদ্ধের নাম-নিশানাও নাই।

www.pathagar.com

হিরাক্লিয়াস পূর্ব হইতে নবীজীর সত্যতায় অন্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করার কল্পনা করাও বৃথা। তদুপরি নবীজী স্বয়ং সশরীরে হাযির। তাই হিরাক্লিয়াস যুদ্ধ করিতে আসিলেন না। 'হিম্‌ছ' নামক স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। নবীজী তথায় পনর হইতে বিশ দিন অবস্থান করিলেন। এই সময়ে তিনি চতুর্দিকে বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাওমাতুল জন্‌দলের শাসনকর্তা উকাদি-এর বিরুদ্ধে খালিদ (রা)-কে পাঠান হইয়াছিল। তিনি তাহাকে গ্রেফতার করিয়া আনেন। কাহারও কাহারও মতে, উকাইদর ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল।

অতঃপর নবীজী মদীনা ফিরিয়া যান। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বশেষ অভিযান। এই অভিযানে নানাভাবে মুসলমানগণ অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, ইহা তাহাদের জন্য ভীষণ এক অগ্নি পরীক্ষা ছিল। তাই এই যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে উস্‌রত অর্থাৎ 'সঙ্কট অভিযান' বলা হয়।

মসজিদে যেরার ঃ খায্‌রাজ গোত্রের আবূ আ'মের খৃস্টান হইয়া ধর্মজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ এবং পাদ্রীরূপে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি নবীজীর কথা জনসাধারণকে শুনাইতেন। কিন্তু মদীনায় আসার পর হিংসাবশত নবীজীর শত্রুতার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগেন। বদর যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়া তিনি ভয়ে মদীনা ছাড়িয়া কুরাইশদের কাছে মক্কা চলিয়া যান এবং তাহাদের সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর বেগতিক দেখিয়া তিনি রোম দেশে যাইয়া সৈন্যগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। যখন ইহাও কার্যকরী হইল না, তখন মদীনায় মুনাফিকদিগকে কুপরামর্শ দেন যে, মসজিদে কুবা-র সন্নিকটে একটি মসজিদ তৈরি করা হউক। ইহা নামেমাত্র মসজিদ থাকিবে। কিন্তু ইহা হইতে ইসলামের ক্রটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করিয়া আগন্তুক মুসলমানদের মনে বিদ্বেষ ভাব জাগাইয়া তোলার কাজ চলিবে। বিদেশ হইতে আগত লোকজনকে সেখানে রাখিয়া নূতন ধর্ম গ্রহণ না করিতেও চেষ্টা করা যাইতে পারে।

তাহার কুপরামর্শ অনুযায়ী তাবূক অভিযানের পূর্বেই মসজিদটি নির্মিত হয়। নবীজী কর্তৃক উহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করাইবার জন্য তাঁহারা আবেদন জানাইলে নবীজী বলিলেন—"এখন আমি যুদ্ধে যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া তাহা করিব।" নবীজীর প্রত্যাবর্তনের পর তাহারা আবার আবেদন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করিয়া উহার রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا – হইতে শুরু করিয়া দীর্ঘ কয়েকটি আয়াত। অর্থাৎ "যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিল ক্ষতি সাধনের জন্য।" নবীজী উহাকে জ্বালাইয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন করিবার নির্দেশ দেন এবং তাহাই করা হয়।

www.pathagar.com

বদল হজ্জ ঃ এই বৎসরই হজ্জ ফরয করা হয়। কিন্তু অত্যধিক ব্যস্ততা এবং দেশ-দেশান্তরের অগণিত লোককে ধর্মে দীক্ষা দেওয়ায় কাজে লিপ্ত থাকায় এ বৎসর নবীজী স্বয়ং হজ্জে তশ্‌রীফ নিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবর্তে আবূ বকর (রা)-কে আমীর করিয়া পাঠান হয় যাহাতে তিনি হজ্জ উপলক্ষে আগত মুসলমানগণকে ইসলামের বিধান মত হজ্জ সমাপনে সাহায্য করেন। সেই সময়ে 'সূরা বারাআত' নাযিল হইয়াছিল। উহাতে সন্ধি-ভঙ্গের বিশদ বিবরণ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য হুকুম-আহ্‌কাম ছিল। আরবীয় রীতি অনুসারে সন্ধির ব্যাপারে নিজে কিংবা তাঁহার আত্মীয়ের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত। তাই হযরত আলী (রা)-কেও পাঠান হয়। তিনি সর্বসমক্ষে সূরা বারাআত আবৃত্তি করিয়াছিলেন। উহাতে সব কিছু বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

এই বৎসর নবী-তনয়া উম্মে কুলসুম (রা) ইন্‌তিকাল করেন।

www.pathagar.com

দশম হিজ্‌রী

বিদায় হজ্জ

মদীনায় নানা কাজে লিপ্ত থাকার দরুন নবীজী হিজ্‌রীর নবম বর্ষে হজ্জ করিবার জন্য মক্কায় যাইতে পারেন নাই। দশম হিজ্‌রীরও বেশির ভাগ সময় তাঁহার অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটে। আবার হজ্জের সময় নিকটবর্তী হইল; কিন্তু কাজের চাপ লাঘবের পরিবর্তে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল। তথাপি নবীজী এবারের হজ্জে যোগদান করিবেন বলিয়া সাহাবাগণকে জানাইলেন।

এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মদীনার ঘরে ঘরে অপূর্ব উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। মদীনার সক্ষম অধিবাসী মাত্রই নবীজীর সঙ্গে হজ্জ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মুখে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিলেও সাহাবাগণের মধ্যে কেহ যেন বাদ না পড়েন সেই দিকে নবীজীর নযর রহিল। হযরত আলী (রা) সেই সময় সুদূর ইয়ামনে অবস্থান করিতেছিলেন। মক্কায় মিলিত হইবার জন্য তাঁহাকেও যথাসময়ে সংবাদ পাঠান হয়। অতঃপর নবীজী ঘোষণা করেন যে, তিনি বিবিগণকেও এবার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সেই সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর হায়েয শুরু হইয়া যাওয়ায় তিনি ইহা চিন্তা করিয়া কাঁদিতে থাকেন যে, হজ্জ হইতে হয়তো তিনি বঞ্চিতা হইবেন। তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নবীজী বলেন, "যাইবে তো চল। কোন আপত্তি নাই। হায়েয আদম তনয়াদের একটি জন্মগত ব্যাপার। তাওয়াফ ছাড়া সবই করিবে এবং হায়েয শেষ হইলে পরে তাওয়াফ করিয়া নিবে।" ইহা সত্যই একটি বিস্ময়ের বিষয় যে, নবীজীর এই প্রস্তুতি ও আয়োজনের কারণ এবং তাৎপর্য তখন সাহাবাগণের মধ্যেও কেহ অনুধাবন করিতে পারেন নাই। কেহ তখন ইহা অনুমান পর্যন্ত করিতে পারেন নাই যে, ইহাই হইবে তাঁহার জীবনের সর্বশেষ হজ্জ।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ
اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

"যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিল এবং (মক্কা) বিজিত হইল, তখন তুমি দেখিয়াছ, আল্লাহ্‌র ধর্মে দলে দলে মানুষ প্রবেশ করিতেছে। এক্ষণে তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় রত হও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি তওবা ম রকারী।" তাই নবীজী এই আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন যে, ছায়ার ন্যায়

www.pathagar.com

যাঁহারা আপদে-বিপদে তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, সম্ভবপর হইলে তিনি তাঁহাদের সকলকে লইয়া একত্রে তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ করিবেন। প্রধানত এই একটি কারণে তিনি বিবিগণকেও হজ্জে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া দিয়াছিলেন।

নবীজীর হজ্জে গমনের অভিপ্রায়ের কথা মদীনায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই। দাবানলের ন্যায় উহা চারিদিকে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। বলা অনাবশ্যক, সে সকল স্থানেও মদীনার অনুরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং বহু সংখ্যক লোক হজ্জ করিতে যাওয়ার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়।

হিজ্‌রীর দশম বর্ষের যিল্‌কদ মাসের পঁচিশ তারিখে নবীজী মসজিদ ই-নববীতে যথারীতি জুম'আর নামায পড়িয়া মুসল্লিগণকে জানাইয়া দেন, পর দিবস তিনি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তারিখটি তাঁহাদের জানা না থাকিলেও পূর্ব হইতে সকলে প্রস্তুত ছিলেন এবং অধীর আগ্রহে এই শুভ দিনটিরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। এই ঘোষণার পর হজ্জযাত্রিগণের সকলেই গাঠরি-বোঁচকা বাঁধিয়া মক্কা রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মক্কা যাত্রা ঃ পর দিবস ২৬ শে যিল্‌কদ হুযূর (সা) মসজিদে যোহ্‌রের নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করিয়া অগণিত উম্মত এবং বিবিগণ ও কন্যা ফাতিমা (রা) সমভিব্যাহারে মক্কার উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করেন। তাঁহার বিদায়-সম্বর্ধনার জন্য মসজিদ-ই-নববীর চতুঃপার্শ্বে বিরাট এক জনসমাবেশ হইয়াছিল। নবীজীর মদীনা ত্যাগের পর মদীনাকে জনমানবশূন্য একটি পরিত্যক্ত জনপদের ন্যায় দেখাইতেছিল। বহু লোক মদীনার বাহিরে অনেক দূর পর্যন্ত কাফেলার পশ্চাতে গমন করিয়াছিল।

সত্যই ইহা ছিল একটি বিরাট কাফেলা, যেন একটি জনসমুদ্র। হযরত জাবের (রা) বলেন—"নবীজীর সম্মুখে, পশ্চাতে, ডানে, বামে, যতদূর দৃষ্টি গেল, লোকে-লোকারণ্য দেখিতে পাইলাম।" ভিড় ঠেলিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার কোন উপায় ছিল না। মদীনা হইতে নবীজী মাত্র ছয় মাইল যাইতে না যাইতেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যায়। কাজেই বিরাট কাফেলাসহ নবীজী যুল্‌-হোলাইফা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করেন।

পর দিবস প্রাতে যাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্বে নবীজী দুই রাক্‌আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্‌র দরবারে শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন এবং তাঁহার সাহায্য কামনা করিলেন। নবীজীর উষ্ট্রীটি যখন কোন উচ্চভূমির টিলায় আরোহণ করিত তখন তিনি তিনবার তক্‌বীর উচ্চারণ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠ হইতে সমস্বরে উহার পুনরাবৃত্তি হইত।

নয়দিন সফরের পর যিল্‌হজ্জ মাসের চতুর্থ দিবসে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরে নবীজী ও তাঁহার কাফেলা মক্কার এত নিকটবর্তী হইলেন যে, উহার বাড়ী-ঘরগুলি

www.pathagar.com

তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। নবীজীর হজ্জে আগমনের সংবাদ মক্কাবাসীগণের অবিদিত ছিল না। তাহারাও এই শুভ দিনের অপেক্ষায় ছিলেন। এক্ষণে নবীজী মক্কার বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দলে দলে লোক সেইদিকে ছুটিয়া গেল। ইহাদের মধ্যে বহু বালক-বালিকাও ছিল। নবীজী বালক-বালিকাদের জন্য পথ করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি তাহাদের কয়েকজনকে উষ্ট্রীর পিঠে তুলিয়া লইলেন এবং নিচের দিকে হাত প্রসারিত করিয়া তাহাদের অনেকের মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পবিত্র কা'বা-গৃহ নযরে পড়িতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন— "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি কর এবং যাহারা এখানে আসিবে, তাহাদের কল্যাণ কর।"

মক্কায় উপস্থিতি ঃ বিরাট কাফেলার পুরোভাগে থাকিয়া মক্কা নগরীতে প্রবেশের পর নবীজী সকলকে লইয়া সর্বাগ্রে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন। সে স্থান হইতে তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'সাফা ও মারওয়া' পাহাড়ে আরোহণ করেন।

যিলহজ্জের অষ্টম দিবসে নবীজী বহু সংখ্যক লোকজনসহ মক্কায় উপস্থিত হন। পর দিবস ফজরের নামায পড়িয়া আরাফাতের দিকে অগ্রসর হন। আরাফাতের ময়দানে সেইদিন সোয়া লক্ষ লোকের জামা'আত হইয়াছিল। এত বড় জামা'আত ইতিপূর্বে কোন সময় তথায় হয় নাই। সেই স্থানেই বিদায় হজ্জের খুৎবা বা অভিভাষণ প্রদান করেন।

খুৎবার সারমর্ম ঃ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু করিয়া প্রথমেই নবীজী এক হৃদয়বিদারক বাণী উচ্চারণ করিলেন। সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন— "হে আমার উম্মতগণ! আজ তোমাদিগকে আমি যাহা বলিব, তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিও। আমার মনে হইতেছে আবার তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে একত্রিত হওয়ার সুযোগ আমার ঘটিবে না।"

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সময় সর্বপ্রথম তাঁহার উম্মতগণ বুঝিতে পারেন, কি উদ্দেশ্যে এই বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। নবীজীর এই কথা শুনা মাত্রই সকলের চেহারায় বিমর্ষের ভাব ফুটিয়া উঠে।

নবীজী বলিতে লাগিলেন—"বন্ধুগণ! মনে রাখিও সব মুসলমান ভাই ভাই। পবিত্র মক্কা নগরী যেমন সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু, তোমাদের পরস্পরের নিকট পরস্পরের রক্ত, ধন-দৌলত এবং ইজ্জতও তেমনি পবিত্র ও সম্মানের বস্তু। সাবধান! আমি চলিয়া গেলে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া একে অপরের মস্তক ছেদনে রত হইও না।"

পাছে মুসলমানগণ আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পড়েন এই আশঙ্কা করিয়া নবীজী উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর কর্তব্যের উল্লেখ করিয়া অতঃপর নবীজী বলেন—"নারী জাতি সম্পর্কে তোমরা

www.pathagar.com

আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও। আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া তোমরা তাহাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে। তোমাদের প্রতিও নারীদের কর্তব্য রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের স্বামীর শয্যায় অপর কাহাকেও স্থান দিবে না।"

দাস-দাসীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নবীজী বলেন—"হে আমার উম্মতগণ! আল্লাহ্ তা'আলার চোখে সকলই সমান। তোমাদের দাস-দাসীর সঙ্গে তোমরা উত্তম ব্যবহার করিবে। তোমরা যাহা খাইবে এবং পরিবে, তাহাদিগকেও তাহাই খাইতে ও পরিতে দিবে।"

মাহ্বূবে খোদার জীবদ্দশায় আরব ভূ-খণ্ডের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অন্ধকার যুগের কোন কোন রীতিনীতি বিশেষ করিয়া 'রক্তঋণ' আদায় এবং সুদের আদান-প্রদান তখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই। তাই নবীজী ঘোষণা করিলেন—

"বন্ধুগণ! আজ আমি অন্ধকার যুগের রীতি-নীতি এবং 'রক্তঋণ' সম্পর্কিত সকল কলহ্-বিবাদের অবসান ঘোষণা করিতেছি। আজ হইতে সুদেরও সকল দাবি বাতিল ঘোষিত হইল।"

হত্যা দ্বারা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত বলিয়া এই পৈশাচিক প্রথার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'রক্তঋণ।'

"বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলা 'প্রত্যেকের হক্ (অধিকার) সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সন্তান যাহার বিছানায় জন্মগ্রহণ করিবে, সে তাহারই হইবে। ব্যভিচারের শাস্তি হইতেছে প্রস্তরাঘাত। যে সন্তান আপন পিতাকে এবং যে দাস নিজের প্রভু ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং প্রভু বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।"

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া নবীজী বলেন— "বন্ধুগণ! তোমরা সাবধান থাকিও যেন পৌত্তলিকতা তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। কাহাকেও আল্লাহ্র অংশীদার করিও না। মিথ্যা কথা বলিও না। ধর্ম লইয়া বাড়াবাড়ি করিও না। কারণ, ধর্মান্ধতার ফলে বহু জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।"

অতঃপর মানুষের সম-অধিকারের উপর পুনরায় জোর দিয়া নবীজী বলিলেন- "বন্ধুগণ! শুন, তোমাদের আল্লাহ্ এক এবং তোমাদের আদি পিতাও এক। সুতরাং কোন অনারবের উপর কোন আরবের এবং কোন কৃষ্ণকায় লোকের উপর কোন শ্বেতাঙ্গের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব নাই। খোদা-ভক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।"

মুসলমানগণের ঐক্য ও সংহতিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়া নবীজী বলেন- "হে আমার উম্মতগণ! তোমাদের নিকট আমি আল্লাহ্র পবিত্র কালাম কুরআন মজীদ

www.pathagar.com

রাখিয়া যাইতেছি। যদি তোমরা উহা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাক, তবে তোমাদের পতন হইবে না। মনে রাখিও! আমার পর আর কোন নবী নাই। আমার উম্মতের পরও (কাহারও) কোন নূতন উম্মত নাই। তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত হও, নামায পড়, রোযা রাখ, যাকাত দাও এবং হজ্জ কর। আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে যে আমীর তোমাদিগকে পরিচালনা করিবেন, তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিও।"

খুৎবা শেষে নবীজী আকাশের দিকে মুখ করিয়া করুণ—স্বরে বলিতে লাগিলেন— "হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছি ?" জনতা সমস্বরে বলিল—"আপনি আল্লাহ্‌র সব আদেশ-নির্দেশ পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।" নবীজী আবার আরয করিলেন—"হে আমার প্রভু! আমি কি রাসূলের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছি ?" আবার লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ করিল— "আপনি রিসালতের ফরয আদায় করিয়াছেন।" নবীজী আবার বলিলেন— "হে খোদা! আমি কি (লোকদিগকে) ভাল-মন্দ বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছি ?" আবার জনতার পক্ষ হইতে আওয়াজ হইল— "আপনি ভাল ও মন্দের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন।"

অতঃপর নবীজী কাতর-কণ্ঠে বলিলেন— "হে প্রভু! ইহারা কি বলিতেছে, তাহা শুন এবং সাক্ষী থাক।"

কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকার পর নবীজী জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বিদায় বন্ধুগণ, এবার বিদায়।"

৯ই যিল্‌হজ্জ শুক্রবার আরাফাত-ময়দানে বিদায় হজ্জের খুৎবা পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পরক্ষণেই জিব্‌রাঈল (আ) ইসলাম এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের পূর্ণতার সংবাদ লইয়া নবীজীর নিকট উপস্থিত হন।

উহাই কুরআনের শেষ আয়াত। নবীজী ইহার পুনরাবৃত্তি করেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"আজ তোমাদের ধর্মকে আমি পূর্ণাঙ্গ করিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত (যাহা দিবার ছিল) সমাপ্ত করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই শুধু ধর্ম বলিয়া সানন্দে স্বীকৃতি দিলাম।"

কুরবানী ঃ নবীজী যোহ্‌র ও আছরের নামায একত্রে পড়িয়া তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথা হইতে মুয্‌দালিফায় গমন করিয়া সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। ১০ই যিলহজ্জ তারিখে নবীজী 'জমরা'র (কঙ্কর নিক্ষেপের স্থান) দিকে রওয়ানা হন। জমরা হইতে কুরবানী-গাহে যাইয়া তিনি ৬৩টি উট কুরবানী দেন। ইহার পর তিনি মদীনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করেন। দীর্ঘ সফরের পর মদীনার নিকটবর্তী হইয়া তিনি যুল হোলাইফাতে একটি রাত্রি যাপন করেন। পর দিবস তিনি মদীনায় উপনীত হন।

বিদায় হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নবীজী জরুরী কাজকর্ম সারিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

www.pathagar.com

একাদশ হিজ্‌রী

রোগশয্যায় ঃ সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে সংবাদ পাইয়া নবীজী মুসলমানদিগকে সিরিয়া অভিযানে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। এই অভিযানের নেতা হইলেন যায়েদের পুত্র ওসামা। এই আদেশ প্রদানের পরদিন ২৯শে সফর রবিবার নবীজী এক ব্যক্তির জানাযার নামায হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি মাথার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়েন। পথ চলিতে পারিতেছেন না দেখিয়া হযরত আলী (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা) দুইজনে নবীজীর দুই বাহু ধরিয়া তাঁহাকে বিবি আয়েশা (রা)-এর প্রকোষ্ঠে পৌঁছাইয়া দেন। বিবি আয়েশা (রা) বলেন—"রোগাক্রান্ত হইলে নবীজী যে দু'আটি পাঠ করিয়া নিজের হাতে ফুঁক দিয়া সেই হাত দিয়া শরীর মুছিয়া লইতেন, আমিও সেই দু'আ পাঠ করিয়া নবীজীর হাতে ফুঁক দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁহারই হাত দিয়া তাঁহার শরীর মুছাইয়া দিব। কিন্তু তিনি হাতখানি পশ্চাতের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর এবং তোমার সান্নিধ্য দান কর।"

নবীজীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ফাতিমা (রা) পিতাকে দেখিতে আসেন। নবীজী তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার কানে কানে কি যেন এক গোপন কথা বলিয়া দেন। নবী-তনয়া ইহার পর কাঁদিতে লাগিলেন। নবীজী তখন তাঁহার কানে কানে আর একটি গোপন কথা বলিলেন। এইবার ফাতিমা (রা) হাসিয়া উঠিলেন। নবীজীর ওফাতের পর ফাতিমা (রা) তাঁহার পিতার উক্ত বাণী ও কান্নার রহস্য প্রকাশ করিয়া দেন। তিনি বলেন— "প্রথমবার নবীজী তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছিলেন বলিয়া আমি কাঁদিতেছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি জানান যে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম তাঁহার সঙ্গে বেহেশ্‌তে মিলিত হইব। এই জন্যই আমি হাসিতেছিলাম।" বস্তুত ফাতিমা (রা) নবীজীর ইনতিকালের পর ছয় মাসের মধ্যে ইন্‌তিকাল করেন।

অসুখের দ্বিতীয় দিবস সোমবারে নবীজীর জ্বর হয়। সে সময় পেটেও তিনি যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকেন। তিনি বলেন, খাইবারে ইহুদী মেয়েটি তাঁহাকে যে বিষ খাওয়াইয়াছিল উহা সেই বিষের যন্ত্রণা। চতুর্থ দিবস বুধবার যন্ত্রণা লাঘবের জন্য তাঁহার মাথায় সাত মশক পানি ঢালা হয়। ইহাতে তিনি কিছুটা আরাম বোধ করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

নসীহত ঃ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়িলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য দিনের ন্যায় সেইদিনও মসজিদে যাইয়া নামাযে ইমামতি করিয়াছিলেন। নামাযের পর সমবেত লোকজনকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—

"আমার কবরকে তোমরা পূজা করিও না। নবিগণের কবরকে যাহারা সিজ্দার স্থানে পরিণত করে, আল্লাহ্ তাহাদের উপর গযব নাযিল করেন।

"বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তাঁহার এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত ধন-দৌলত ও সুখ-শান্তি দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু সে উহা গ্রহণ না করিয়া আল্লাহ্কেই গ্রহণ করিল।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ আবূ বকর (রা) বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সমবেত সাহাবাগণ হতবাক হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীজী তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আমি যাহার বন্ধুত্ব ও অর্থের নিকট সবচেয়ে অধিক ঋণী, সে আর কেহ নয়—আবূ বকরই। যদি আমার উম্মতগণের মধ্যে কাহাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তিনি হইতেন আবূ বকর। কিন্তু আমার বন্ধুত্বের বুনিয়াদ হইতেছে ইসলাম এবং বন্ধুত্বের জন্য ইহাই যথেষ্ট। প্রেম ও ভক্তির দিক দিয়া তোমাদের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই আবূ বকরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। এই মসজিদের দিকে একমাত্র আবূ বকর ছাড়া অপর কাহারও দরজা যেন খোলা না রাখা হয়।"

এ স্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নবীজীর এই ইঙ্গিতেরই তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া তাঁহার ইন্তিকালের পর সকলে একবাক্যে আবূ বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

আন্সারদের প্রতি দরদ ঃ নবীজীর অসুস্থতার সংবাদ জানার পর হইতে মদীনার আনসারগণ কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। নবীজী ইহা জানিতে পারিয়া সাহাবাগণকে ডাকিয়া বলিলেন,"মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। কিন্তু আনসারগণ খাদ্যের মধ্যে নিমকের ন্যায় থাকিবে। তাহাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে উহা যেন উপেক্ষা করা হয়।"

অসুখের প্রথম দিন হইতে নবীজী তাঁহার অন্য বিবিগণের অনুমতিক্রমে বিবি আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করিতে থাকেন। রোগ বৃদ্ধি এবং শরীর ক্রমশ অধিকতর দুর্বল হইতে থাকিলেও নবীজী এগার দিন নিয়মিতভাবে মসজিদে গিয়াছিলেন। ওফাতের চারিদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার দিন মাগরিবের নামাযেও তিনি ইমামতি করেন। ইশার নামাযেও তিনি শরীক হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। শয্যা ছাড়িয়া যতবার উঠিতে চেষ্টা করিলেন ততবারই বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যান।

শেষবার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি বলেন, "আবূ বকর নামায পড়াইবে। কিন্তু আবূ বকর (রা) তখন সে স্থানে হাযির না থাকায় নামায পড়াইবার জন্য সকলে

www.pathagar.com

উমর (রা)-কে অনুরোধ করেন। কিন্তু নবীজী পর পর তিনবার বলিলেন,"আবূ বকরই নামায পড়াইবে।"

আবূ বকর (রা) নামায পড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং পদদ্বয় কাঁপিতেছিল। নবীজীর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত এইরূপে আবূ বকর (রা) মোট ১৭ বেলা নামাযে ইমামতি করিয়াছিলেন। এই দিন নবীজী আবূ বকর (রা) এবং তৎপুত্র আবদুর রহমানকে ডাকিয়া আনিয়া একখানি ফরমান লিখাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উমর (রা) উহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "অসুস্থ অবস্থায় নবীজীকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত হইবে না। তাহা ছাড়া কুরআন মজীদই যখন রহিয়াছে তখন আর কিছু বাকি নাই।"

নবীজীর ওফাতের দুই দিন পূর্বে আবূ বকর (রা) যোহ্রের নামায পড়াইতেছিলেন, এমন সময় নবীজীর মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ আলী (রা)-ও আব্বাস (রা)-এর কাঁধে ভর দিয়া মসজিদে গমন করেন। মসজিদে তাঁহার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নামাযরত মুসল্লিগণ নবীজীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যান। আবূ বকর (রা)-ও ইমামের আসন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। নবীজী তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া নামায পড়িলেন।

ওফাতের একদিন পূর্বে নবীজী চল্লিশজন গোলাম আযাদ করিয়া দেন। তাঁহার ভাণ্ডারে সেদিন সাতটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তিনি বিবি আয়েশা (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন— "দুনিয়ার ধন-দৌলত ঘরে সঞ্চিত রাখিয়া আমি আমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব, ইহা খুবই লজ্জার কথা। তুমি দীনারগুলি দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও।" বিবি আয়েশা (রা) দীনারগুলিসহ গৃহের অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীও এমনভাবে দান করিয়া দিয়াছিলেন যে, বাতি জ্বালাইবার মত এতটুকু তৈল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। সন্ধ্যার পর এক প্রতিবেশীর নিকট হইতে তৈল ধার করিয়া আনিয়া বাতি জ্বালাইতে হইয়াছিল।

অবস্থার ক্রমাবনতি ঃ এইদিন নবীজীর শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। অসুস্থতার প্রথম দিন হইতে তিনি ঔষধ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইয়া আসিতেছিলেন। এইদিন একবার তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইলে সেই সুযোগে তাঁহাকে ঔষধ খাওয়ান হয়। চৈতন্য লাভের পর ইহা জানিতে পারিয়া নবীজী বলিলেন—"যাহারা আমাকে ঔষধ খাওয়াইয়াছে অবশিষ্ট ঔষধ তাহাদিগকেই খাওয়াইয়া দাও।" সেই রাত্রিতে নবীজীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। এ জন্য সাহাবাগণ আপন আপন কার্যে মনোযোগ দিয়াছিলেন।

শেষের দিন ঃ রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ (মতান্তরে ১২ তারিখ) সোমবার সূর্যোদয়ের পর হইতে নবীজীর চেতনা ঘন ঘন লোপ পাইতে থাকে। তাঁহার

www.pathagar.com

অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ফাতিমা (রা) কাঁদিতে লাগিলেন। নবীজী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"মা, তুমি কাঁদিও না। আমি চলিয়া গেলে তোমরা শুধু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলিবে।" অতঃপর তিনি ফাতিমা (রা)-এর পুত্রদ্বয় হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-কে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া চুম্বন করেন। স্বীয় বিবিগণকেও তিনি সেই সময় নানা উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

ক্ষণকাল পরে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান (রা) একখণ্ড নূতন মিসওয়াক হাতে তথায় উপস্থিত হন। নবীজী এক দৃষ্টিতে উহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নবীজী মিসওয়াক করিতে চাহিতেছেন বুঝিতে পারিয়া বিবি আয়েশা (রা) তাঁহার ভাইয়ের হাত হইতে মিসওয়াকখানি লইয়া উহার এক প্রান্ত চিবাইয়া নরম করিয়া নবীজীর হাতে দিলেন। হুযূর (সা) সুস্থ লোকের ন্যায় উক্ত মিসওয়াক দিয়া দাঁতগুলি আরও উজ্জ্বল করিয়া লইয়াছিলেন।

ওফাত ঃ ইহার পর নবীজী তিনবার হাতখানি উপরের দিকে উঠাইয়া ক্ষীণ স্বরে – بل الرفيق الاعلى(সেই প্রিয়তম বন্ধুকেই চাই) উচ্চারণ করিলেন। তৃতীয়বার উচ্চারণের পর তাঁহার মুবারক হস্তদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, চোখের তারা উপরের দিকে উঠিয়া গেল, পদদ্বয় অসাড় হইয়া আসিল, হৃদয়ের স্পন্দন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতে লাগিল। আয়েশা (রা) তাড়াতাড়ি নবীজীর মস্তক স্বীয় বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাঁহার হস্তপদ আস্তে আস্তে মালিশ করিতে লাগিলেন। নবীজী মৃদুস্বরে বলিলেন—"হাত সরাইয়া লও।" মুহূর্তের মধ্যে নবীজীর মুবারক রূহ অনন্তের উদ্দেশে তাঁহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

সেই দিন ছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের নবম (মতান্তরে দ্বাদশ) দিবস, সোমবার। বেলা তখন প্রায় দশ ঘটিকা। ওফাতের সময় নবীজীর বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর ৪ দিন মাত্র।

ওফাতের পর ঃ নবীজীর ওফাতের সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সমগ্র মদীনায় ছড়াইয়া পড়ে। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কতিপয় সাহাবী কাঁদিতে কাঁদিতে লোকালয় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মদীনায় যেন রোজ-কিয়ামত উপস্থিত হইয়াছিল।

সংবাদ পাওয়া মাত্রই উমর (রা) বিবি আয়েশা (রা)-এর গৃহে উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্‌র দেহাবরণ উন্মুক্ত করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার চেহারা মুবারকের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চেহারার মধ্যে মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া তিনি বাহিরে আসিয়া তলোয়ার হস্তে উন্মাদের ন্যায় বলিতে লাগিলেন— "যে বলিবে নবীজীর ওফাত হইয়াছে, আমি তাহার গর্দান লইব।"

তাঁহার ভয়ে লোকজন বিবি আয়েশা (রা)-এর গৃহের নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেছিল না।

www.pathagar.com

পূর্ব দিবস নবীজীর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় আবূ বকর (রা) তাঁহার স্ত্রীকে আনয়নের জন্য অদূরবর্তী 'সুন্না' নামক স্থানে গিয়াছিলেন। নবীজীর ওফাতের সংবাদ পাইয়া ইত্যবসরে তিনিও পৌঁছিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আয়েশা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি নবীজীর মুবারক চেহারার উপর হইতে আবরণখানি তুলিয়া লইয়া নবীজীর কপাল চুম্বন করিলেন। চাদর দিয়া তিনি যখন নবীজীর মুবারক চেহারাখানি ঢাকিয়া দিতেছিলেন, তখন তিনি আর অশ্রু সংবরণ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি মস্‌জিদ-ই-নববীতে যান। সে স্থানে হযরত উমর (রা) তখনও অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছিলেন।

আবূ বকর (রা) তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে শান্ত হইতে এবং ধৈর্য ধারণ করিতে বলিলেন। উমর (রা) তাঁহার কথার প্রতি আদৌ কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া তিনি একটু সরিয়া যাইয়া সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভাইসব! তোমরা যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌র ইবাদত করিয়াছ, তাহাদের জন্য তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে জানিবে। আর যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিয়াছ তাহারা জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ জীবিত এবং কখনও তাঁহার মৃত্যু হইবে না।"

অতঃপর তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াত আবৃত্তি করিলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ -

"মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নহেন। তাঁহার পূর্বেও বহু রাসূল গত হইয়া গিয়াছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছনের (পূর্বমতের) দিকে ফিরিয়া যাইবে?"

আবূ বকর (রা)-এর কথা কয়টি এবং আয়াত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে উমর (রা) তাঁহার অসিখানি মাটিতে ফেলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেও কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষ ভাসাইয়া ফেলিয়াছিল।

শেষ দর্শন প্রার্থীদের আগমনের জন্য সোমবারে নবীজীর কাফন ও দাফনের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইল না।

কাফন-দাফন ঃ পরদিবস ছিল মঙ্গলবার। প্রাতঃকাল হইতে কাফন ও দাফনের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। সাহাবাগণ ছাড়াও হাজার হাজার নর-নারী আয়েশা (রা)-এর গৃহের চারিদিকে ভিড় করিয়াছিল। গোসলের আগে আলী (রা) আওস ইব্‌নে খাওলাকে ডাকিয়া গৃহের ভিতরে লইয়া যান। তিনি কলসীর পর কলসী পূর্ণ করিয়া

www.pathagar.com

পানি আনিলেন। আব্বাস (রা) তাঁহার দুই পুত্রের সাহায্যে মাইয়েতের পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দিলেন। ইহার পর উসমান (রা) কলসীমুখে পানি ঢালিতে থাকেন। আলী (রা) নবীজীর মুবারক লাশ ধৌত করিয়া দিলেন।

গোসলের পর তিন খণ্ড সূতী বস্ত্র দ্বারা মাইয়েত্কে আবৃত করা হয়। কোথায় কবর খনন করা হইবে তাহা লইয়া পূর্ব হইতে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। অবশেষে আবূ বকর (রা)-এর পরামর্শ অনুসারে সিদ্ধান্ত হইল, আয়েশা (রা)-এর গৃহের যে স্থানে নবীজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই নবীজীর কবর হইবে। কবর খননের কাজটি অর্পিত হইল তাল্হা (রা)-এর উপর। খননের পর দেখা গেল, কবরের তলদেশের মাটি যেন একটু স্যাঁতস্যাঁতে। এই জন্যই নবীজীর শেষ শয্যাখানি কবরের তলদেশে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাফন পরাইবার কাজও ইত্যবসরে শেষ হইয়া যায়। মাইয়েত তখনও গৃহের মধ্যেই রক্ষিত থাকায় স্থানাভাবে পালাক্রমে জানাযার নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সর্বপ্রথমে জানাযায় নামায পড়িলেন নবীজীর পরিবারবর্গ এবং নিকট-আত্মীয়গণ এবং সর্বশেষে পড়িল বালকেরা। পালাক্রমে জানাযার নামায শেষ করিতে বেশ কয়েক ঘন্টা সময়ের দরকার হইয়াছিল। নবীজীর ইন্তিকালের প্রায় ৩২ ঘন্টা পর আলী (রা), ফযল ইব্নে আব্বাস (রা), ওসামা ইব্নে যায়েদ (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবা নবীজীর মুবারক লাশ কবরে স্থাপন করিলেন। এইরূপে বুধবার রাত্রে মাহ্বূবে খোদা (সা)-এর নশ্বর দেহ লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়া পড়ে।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বংশ তালিকা

হযরত ইবরাহীম (আ)

(২) ইসমাঈল | ইসরাঈল (১)

হযরত ইসমাঈলের বংশে ৫৭ জনের পর ফিহ্‌র নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ফিহ্‌র হইতেই কুরাইশ বংশের উদ্ভব।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পর হইতে হযরত ঈ'সা (আ) পর্যন্ত যত পয়গাম্বর দুনিয়াতে আগমন করিয়াছেন সকলেই ইসরাঈলের বংশধর।

ফিহ্‌র (কুরাইশ)

গালিব

লুয়াই

কা'ব

মুর্‌রাহ্

কিলাব

কুসাই

আব্‌দে মানাফ হইতে হযরত উস্‌মান

হাশিম হইতে হযরত আলী ও হাশেমী বংশের উদ্ভব

আবদুল মুত্তালিব

হারেস,	জেরার,	মোকাওয়াম,	খাজাল,	মাখ্‌ছাম,	আবূ লাহাব,	আবদুল্লাহ্,	আবূ তালিব,	হামযা,	আব্বাস,
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

হযরত মুহাম্মদ (সা)

কাসেম	যয়নব	তাহের	তৈয়ব	রোকাইয়া	উম্মে কুল্‌সুম	ফাতিমা	ইবরাহীম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ইমাম হাসান (১) | ইমাম হুসাইন (২)

১। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ হইতে ফিহ্‌র পর্যন্ত ঊর্ধ্বতম ১১ পোশ্‌ত ছিলেন।

২। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) হইতে ৭০ পোশ্‌ত, পরে আঁ হযরতের আগমন।

৩। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হযরত আব্বাসের বংশধরগণ পরবর্তীকালে আব্বাসিয়া নামে খ্যাত হন।

৪। কা'ব হইতে হযরত উমর (রা) এবং তাঁহার কন্যা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্‌সা (রা)।

৫। মোর্‌রাহ হইতে হযরত আবূ বকর (রা) ও আবূ জেহ্‌লের উদ্ভব।

ইফাবা-১৯৯৯-২০০০-প্র/২৫৯৩(উ)-৫২৫০

[illegible]

তামরীন বিনতে [illegible]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ